শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৯৭
২৯ গোবিন্দ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ | ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩ মল রোড্, কানপুর
২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ; ১৮ই নভেম্বর ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ১৩।১১।২৭ ও ১৬'১১।২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি। * * আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি কুঞ্জবাবুকে দেখাইবেন। গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonist-এর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। নিমানন্দ প্রভুর article-মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর 'deducation' বা 'অবরোহ' বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। Absolute Truth আপাত প্রতীতে unknown বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই best known. অবরোহ বা অবতারবিচারে unknown অবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down but is not unknown. He comes upon the material eyesight. যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিষ্ট্রী বুকপ্যাকেটে আপনার অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পড়িতেছি, সেজন্য শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও বাসুদেব প্রভু প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। * * 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" দশম স্কন্ধ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক। "চৈতন্যমঙ্গল" শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত "বিলাস ও বিরাগ"-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonist-এ প্রকাশ-জন্য Regd-Packet-এ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১১ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২৮শে জুন ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * *। অরিকুল-বেষ্টিত আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া হরি ও হরিজন-সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেকেই আমরা ষড়্‌রিপুর দাস্য করিতে গিয়া ন্যূনাধিক কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃত। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা। 'একাকী আমার নাহি পায় বল', —এই পদটী স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্ত্তন-যজ্ঞ সমাপন করুন। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ। আশা করি, সেই সদ্‌গুণের সহিত আপনি উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

ষোড়শঃ কিরণঃ—ভাবোদয়ক্রমঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।২৫]

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥১॥

ভাবস্য সর্ব্বোত্তমতা। নারদঃ ব্যাসম্ [১।৫।৩৯]

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥২॥

সাধনৈর্ভাবাপ্তিং। সূত শৌনকাদীম্ [১।২।১৪-১৮]

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥৩॥

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥৪

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথা-রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

সাধনৈর্জীবনে যস্য দৃষ্টো ভাবোদয়ক্রমঃ।
রঘুনাথমহং বন্দে দাসগোস্বামিনং প্রভুম্ ॥

ভাবোদয়ক্রম বলিতেছেন। সাধুগণের সঙ্গে আমার বিক্রমবিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে অপবর্গ পথ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয় ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, হে ব্যাস! স্বীয় নিগম আমা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলেন এবং আমাকে চিৎসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্য ও তাহাতে ভাব প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

যেরূপ সাধনভক্তিতে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন। অতএব একমনে সাত্বতপতি ভগবানের বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিবে ॥ ৩ ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥৬॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥৭॥

আদৌ শ্রদ্ধা । ততঃ সাধুসঙ্গঃ । ততো ভজনম্ । ততঃ অভদ্ররূপোঽনর্থনিবৃত্তিঃ । ততঃ নিষ্ঠা । ততঃ রুচিঃ । যথা নারদচরিতে । নারদ ব্যাসম্ [১।৫।২৫-২৮]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥৮॥
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥৯॥
তস্মিংস্তথা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম ।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥১০॥

মতিরত্রাসক্তি ।

ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্ ।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥১১॥

যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্ম্ম-গ্রন্থি ছেদন করেন, তাঁহার কথায় রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন ? ॥ ৪ ॥

হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম—শুশ্রূষা । ভাগ্যক্রমে সেই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয় । সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না । মহদ্ভক্ত-সেবাই সুকৃতি । সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয় । পুণ্যতীর্থ-নিষেবণে মহৎসঙ্গলাভ হয় । সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎসেবা হয় । মহৎসেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা । প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক, সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয় ॥ ৫ ॥

জাতশ্রদ্ধ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন । হৃদয়ে বসিয়া সাধুদিগের সুহৃদ হরি অভদ্রসকল নাশ করেন । অভদ্র বহুবিধ । আদৌ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অপরাধে অবিদ্যা-বন্ধন । অবিদ্যাবন্ধনে স্বরূপভ্রম-বশতঃ কর্ম্মচক্র । তাহাতে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য । তাহা হইতে পুণ্য পাপ । তাহা হইতে স্বর্গ-নরক অভদ্রসমূহের সমাস । জীবের সংসার, সুখ-দুঃখরূপ বহুবিধ ক্লেশ । অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মই সকল ক্লেশের মূল । কামকে দমন করিবার জন্য জ্ঞানিগণ যোগ-চেষ্টা করিয়া থাকেন । সে পথ ভাল নয় । ভক্তিপথই ভাল । ইহাতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্র শীঘ্রই দূর হয় ও চিত্ত স্থির হয় । ৬ ॥

অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপেই উদয় হয় । নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয় । নিত্য ভাগবত-সেবা অর্থাৎ ভক্তসেবা ও এই ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবা দ্বারা অভদ্রসকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকীভক্তি হয় ॥ ৭ ॥

নারদ-চরিত্রে ইহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । নারদ কহিলেন, হে ব্যাস ! আমি সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট লেপাদি কার্য্য করিলে তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া একবার তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম । তাহাতে সমস্ত পাপ দূর হইল । এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইলাম । তাঁহাদের পবিত্র ভাগবতধর্ম্মে আমার রুচি উদয় হইল । এ সময় নিষ্ঠাই হইল ॥ ৮ ॥

প্রতিদিন আমি কৃষ্ণকথাগানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম । শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল । রতি শব্দে এস্থলে রুচি ॥ ৯ ॥

হে মহামতে ! লব্ধরুচি আমি ক্রমে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে অস্খলিতমতি হইলাম । মতি শব্দে আসক্তি, সেই আসক্তি-ক্রমে আমি আপনাকে চিৎসত্তা জানিয়া পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলাম । পরব্রহ্ম পরম চৈতন্য, আমি অণুচৈতন্য এইটী নিশ্চয় বোধ হইলে চিজ্জাতীয়ত্বে আমার ব্রহ্মস্থিতি হইল । জড়দেহে যে 'আমি'

অভিমান, তাহা দূর হইয়া গেলে জড়চিৎসংঘাতদুষ্ট দ্বৈতপ্রতীতি দূর হইল। জীব ও ব্রহ্মের চিত্তত্ত্বে স্বজাতীয়-প্রতীতি উদয় হইল ॥ ১০ ॥

এইরূপে শরৎকাল ও বর্ষাকাল একত্রে মহাত্মা মুনিদিগের মুখে সময়ে সময়ে শ্রীহরির অমলযশ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তের রজ ও তমোনাশক ভক্তি মনে উদয় হইল। ইহাই ভাবরূপা ভক্তি ॥১১॥

(ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে
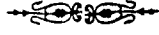
পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পারমার্থিক মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিকপত্রিকার কীর্ত্তন-সেবা নানা বিঘ্নবিপদের মধ্য দিয়াও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়া বর্ত্তমানে একত্রিংশ বর্ষের শুভারম্ভের জয়গান করিতেছেন। এই পত্রিকার প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল—৩০ গোবিন্দ, ৪৭৪ গৌরাব্দ; ১৮ ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ এবং ইং ২ মার্চ্চ, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ সোমবার ফাল্গুনীপূর্ণিমা শুভবাসরে। তদবধি প্রতিবর্ষে বর্ষ-সমাপ্তিকাল নির্দ্ধারিত হয়—উক্ত শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা বা শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী শুভবাসরে। উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার বিশ্বব্যাপী শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা—পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয়তম নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজই এই পত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই পত্রিকা পরিচালনা করিয়া বিগত ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। অতঃপর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে তদীয় কৃপাভিষিক্ত—মঠ-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সম্পাদকতায় এই পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের (দীক্ষা গুরু পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ-প্রদত্ত) ব্রহ্মচারী অবস্থার নাম ছিল—শ্রীমৎ কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী (এম্-এ, বিদ্যানিধি ভক্তিশাস্ত্রী)। এই ব্রহ্মচারীজী পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন এবং শ্রীগুরুকৃপায় ইনি ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে, ভক্তিগ্রন্থব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিতে এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখনে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করায় পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ এই শ্রীপত্রিকার প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যা হইতেই সম্পাদনভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত করেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করতঃ ব্রহ্মচারী অবস্থা হইতেই এতাবৎকাল শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ খুব সাবধানতা ও কৃতিত্বের সহিত এই পত্রিকার সম্পাদকত্ব করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের নিকট বিগত ২৯ পদ্মনাভ, ৪৭৫ গৌরাব্দ, ৬ কার্ত্তিক, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৩ অক্টোবর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ সোমবার পূর্ণিমাতিথি—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রাদিবস শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধামদনমোহন জিউর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ আশ্রয় করেন। এই শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার ঐ সন্ন্যাসগ্রহণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রিকার সম্পাদকরূপে ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় তাঁহার 'ব্রহ্মচারী' নাম এবং ১২শ সংখ্যায় তাঁহার সন্ন্যাসনাম দৃষ্ট হয়। অতঃপর পত্রিকার ৩য় বর্ষ হইতে বরাবর তাঁহার সন্ন্যাসনামই প্রদত্ত হইতেছে। এই শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতেই পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ আমাদের সতীর্থ অশেষ গুণালঙ্কৃত ডাঃ শ্রীল সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ মহোদয়কে 'সম্পাদক-সঙ্ঘপতিরূপে বরণ করেন। তিনি ১১ কার্ত্তিক ১৩৭১; ইং ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ বুধবার শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের শুভপ্রকটতিথি—শ্রীবহুলা-

ষ্টমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় তাঁহার ২০ নং ফার্ণ প্লেসস্থ নিজবাসভবনে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার এই তিরোভাব-সংবাদটি আমাদের শ্রীপত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে দিন পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার সতীর্থ শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়সহ শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শন ও শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করেন, ঐ দিনই ডাঃ ঘোষের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয় এবং ঐদিনই ডাঃ ঘোষ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষ্যে তাঁহার প্রদত্ত উৎসবের প্রসাদও ঐ দিবস শ্রীল মাধব মহারাজ সম্মান করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ ডাঃ ঘোষের দীক্ষার নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীমান্ সুজনানন্দ দাসাধিকারী, অতঃপর শ্রীপাদ সুজনানন্দ প্রভুর সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে বহুবৎসর অতীত হইবার পর ১৯৫৫ সাল হইতে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হন এবং অধিকাংশ সময় তৎসহ পরমার্থালোচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তদনন্তর ১৯৬১ সালে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে খুবই উল্লাস প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ উক্ত পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতেই সম্পাদকসঙ্ঘ তাঁহাকে 'সম্পাদকসঙ্ঘপতি'-রূপে মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন, তিনিও তদবধি প্রতি-সংখ্যায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রদান করিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ এবং বৈষ্ণবগণের প্রচুর হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীপত্রিকার ৪র্থ বর্ষ হইতে প্রথমে 'উপদেষ্টা', পরে 'সম্পাদকসঙ্ঘপতি'-রূপে মাদৃশ জীবাধমের নাম প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অশেষ কৃপায় শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে অদ্যাবধি আমার প্রবন্ধ তাঁহার (পত্রিকায়) ক্রোড়ে স্থান পাইতেছে। অবশ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ 'অমানিমানদ' স্বভাব-বশতঃ মাদৃশ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির প্রতিও সতীর্থ প্রীতিজনিত স্নেহবশতঃ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি এই জীবাধম নিজেকে সম্পাদকসঙ্ঘের বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস বলিয়াই জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং বৈষ্ণবগণের নিকট সর্ব্বদা তাঁহাদের নিষ্কপট দাস্যই প্রার্থনা করে।

আমাদের শ্রীপত্রিকার ত্রিংশদ্বর্ষ বান্ধববিয়োগ-দুর্ঘটনাদি বহু বিপদ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া অতি-বাহিত হইলেও পরমকরুণ প্রভুদ্বয়—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র কীর্ত্তন-সেবায় আমাদিগকে বিরত বা বঞ্চিত হইতে হয় নাই। তবে এই কীর্ত্তন-সেবাটি যাহাতে দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিত চিত্তে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট আনুগত্যে—সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষামূলে নির-পরাধে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত সকাতর প্রার্থনা। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিশেষে প্রায় ৫।। ঘটিকায় অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। ইহার কএকদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শেষ কথামৃত শ্রবণপুটে পানের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশ-বাণীই যেন আমাদের পারমার্থিক জীবনের নিত্যপালনীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ স্মর্ত্তব্য বিষয় হয়, তাই সাধ্যসাধন-তত্ত্বের সারভূত সেই কথামৃতের কএকটি কথা আজ এই পত্রিকার নববর্ষারম্ভে আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"(আপনারা) সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্ম-ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়-জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন। সকলেই এক হরি-ভজনের উদ্দেশ্যে দু'দিনের অনিত্যসংসারে কোনরূপে জীবননির্ব্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না।

জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজসর্ব্বস্ব—কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

* * * জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তি-বিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহ-ভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। * * * আমাদের এক-মাত্র কথা এই—

'আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি॥'

* * * এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়। * * * এজগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপ-নারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকারলাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।"

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মের এই কএকটি বাক্য তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য বিঘসাশীশিষ্য আমাদের নিকট সাক্ষাৎ অপৌরুষেয় মহামূল্য বেদবাক্যস্বরূপ।

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার প্রথমেই কীর্ত্তন করিয়াছেন—"গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার বিলাপকুসুমাঞ্জলিসূত্রে—শ্রী-গুরুদেবের প্রথিত অর্থাৎ প্রখ্যাত বা প্রসিদ্ধ কৃপায়ই শ্রীনাম, মন্ত্র, শচীনন্দন গৌরসুন্দর, তৎপ্রিয়তম স্বরূপ-রূপ-সনাতন, মথুরা-সম্বন্ধিনী শ্রেষ্ঠপুরী, গোষ্ঠবাটীবৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড গিরিবর গোবর্দ্ধন ও 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা' প্রাপ্তির কথা জানাইয়াছেন। 'রাধিকা-মাধবাশা'-প্রাপ্তি অর্থে শ্রীযুগলমূর্ত্তির সেবা-প্রাপ্তির আশা ও সেই আশার সাফল্য প্রাপ্তিও শ্রীগুরু-কৃপালভ্য। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত আদেশ বা উপদেশ শিষ্যের অবিচারে পালনীয়। বেদবাক্যের অর্থ যেমন একমাত্র অভিধাবৃত্তি অব-লম্বনেই করণীয়, লক্ষণা অবলম্বনে বেদবাক্যার্থ-নিরূপণপ্রয়াস নিষিদ্ধ, সেইরূপ সদ্‌গুরুমুখনিঃসৃত বাক্যে কোন লক্ষণাবৃত্তি-মূলা টীকাটিপ্পনী চলিবে না, 'আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারনীয়া' এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিতেই হইবে। 'অভিধাবৃত্তি' বলিতে শব্দের মুখ্যার্থবোধিকাবৃত্তি। যেখানে প্রকৃত অর্থ-বোধ হইতেছে না, সেখানে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বন করা হয়। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষপল্লী বর্ত্ততে' এস্থলে মুখ্যার্থ বাধিত হইতেছে বলিয়া গৌণার্থ অবলম্বিত হইতেছে যে, গঙ্গাগর্ভে ত' আর ঘোষপল্লী থাকিতে পারে না, সুতরাং গঙ্গাতটে ঘোষ-পল্লী বিদ্যমান, ইহাই লাক্ষণিক অর্থ। যদি বলা যায় অমুকব্যক্তি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন, সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি গঙ্গাতট বা তীরবাসী হইয়াছেন। বেদ স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি, বেদার্থে কোন লক্ষণাপ্রয়োগ চলিবে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া-ছেন—

"সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
(আচার্য্য) মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল 'লক্ষণা'-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।১৩১-১৩২

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ঐ পয়ার-দ্বয়ের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে কহিয়াছেন—

"বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃ-প্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থসকলে লক্ষণা যোজনা করাই স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।"

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা-গ্রন্থে বলিতেছেন—

'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥" —গীঃ ১৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত বেদদ্বারা একমাত্র আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য। বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদব্যাসদ্বারা বেদান্তকৃৎ আমিই অর্থাৎ বেদব্যাসরূপে আমিই বেদার্থ নির্ণয়কারী এবং বেদবিৎ অর্থাৎ বেদার্থ-বেত্তাও আমিই।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী "মুখ্য গৌণবৃত্তি কিম্বা অন্বয়ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥" এই পয়ারের শাস্ত্রপ্রমাণ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩) হইতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তে অভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥"

অর্থাৎ "বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করেন এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করেন, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করেন—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি —আমাকেই বেদবচনসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করেন এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করেন। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন (অর্থাৎ বিচারাদি হইতে শান্ত) হন।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

উক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্রও (মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৭৮-১৭৯ পয়ারে) কথিত হইয়াছে—

"ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় হয়।
প্রেম—প্রয়োজন—বেদে তিন বস্তু কয় ॥
আর যে কিছু কহে, সকলই 'কল্পনা'।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে না করিয়ে 'লক্ষণা' ॥"

ইহার 'অনুভাষ্যে' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"মায়াবদ্ধ ভাবাতীত নির্ম্মল জীবই ভগবদ্ভক্ত; তাঁহার সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেমা, ইহাই বেদশাস্ত্রে কথিত। কিন্তু কোন কোন মতবাদে দেখা যায়, জীবের সম্বন্ধ—নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অভিধেয়—জ্ঞান-বৈরাগ্য, প্রয়োজন —মুক্তি। ইহা বদ্ধজীবের কল্পনামাত্র। বেদ স্বতঃই প্রমাণ, উঁহাতে 'লক্ষণা' করিতে গেলে কল্পনা করা হয়।"

এইরূপে বেদবাক্যে যেরূপ অভিধাবৃত্তি ব্যতীত লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করিলে সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ নারায়ণ-পাদপদ্মে অপরাধীই হইতে হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশ স্বরূপ সদ্গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যের অভিধাবৃত্তিসঙ্গত মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবলম্বনে স্বকপোলকল্পিত গৌণার্থ যোজনাদ্বারা বিপরীতার্থ করিতে গেলে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহদপরাধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন শ্রীনামভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাইয়াছেন—('ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" —চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১) তদনুগ পার্ষদ গোস্বামিবর্গ সকলেই তাহা শিরে ধারণ করিয়া নামভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে তদ্রূপ ভজনাদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃহদভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তনমধ্যে অর্থাৎ বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি প্রভৃতিভেদে নানাপ্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই মুখ্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান। এই নামসংকীর্ত্তনদ্বারা অবিলম্বেই কৃষ্ণপ্রেমসম্পদের আবির্ভাব হয়, অতএব ইহা কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সংকীর্ত্তন বলিতে বহু ভক্ত মিলিয়া যে উচ্চকীর্ত্তন তাহাও বুঝায়। কিন্তু কীর্ত্তন বলিতে নামরূপগুণ-লীলাদির উচ্চভাষণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নামাপরাধ ধামাপরাধ সেবাপরাধশূন্য হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন বলিয়া বিচারিত হয়। 'নাম'

বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণের অন্যান্য নামও 'নাম' বটে, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল দামোদরস্বরূপ গোস্বামী, ষড়্ গোস্বামী ও তাঁহাদের অনুগ গুরুবর্গ যেভাবে নামভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিশেষভাবে অনুসরণীয়। কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বকপোলকল্পিত পদযোজনা দ্বারা সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসরূপ দোষলিপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃতরূপ প্রামাণিক গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে—

"'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যা'র নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭, ১০২-১০৩

'যদ্বা তদ্বা' অর্থাৎ রস, রসাভাস, ভক্তিসিদ্ধান্তাদি বিষয়ে জ্ঞানহীন 'যে সে' কবির বাক্যে মহাপ্রভু সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, এজন্য 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' এই বিচার অবলম্বনই শ্রেয়ঃ সাধক।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে নাম-সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—

"নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনশ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পজ্জননে নামসংকীর্ত্তন-কেই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে। ইহা পরমাকর্ষকমন্ত্রের ন্যায় অতিশীঘ্র প্রেমফল প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও তাঁহার স্তবমালা, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে নামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে ভূরি ভূরি মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়াছেন। নিম্নে ২।১টি শ্লোক প্রদত্ত হইল—

"'হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
সঃ চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদম্॥'
'স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥'
'তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্॥'"

অর্থাৎ "উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নাম (ষোলনাম—বত্রিশাক্ষর) উচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত, আজানুলম্বিতবাহু, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?"

"অহো যাহার রসনা অবিদ্যা-পিত্তের দ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট কৃষ্ণনামচরিতাদি সুমিষ্ট মিছরীও রুচিপ্রদ হয় না, কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর সেই কৃষ্ণনাম চরি-তাদিরূপ মিছরী সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণ-বিমুখতারূপ জড়ভোগাদি ব্যাধিও উপশম হয়।"

"ক্রমপন্থানুসারে (অজাতরুচি সাধক) কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্যরুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্যচিন্তা-পর মনকে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজ-বাসিজনের অনুগত হইয়া নিখিলকাল যাপন করিবে, ইহাই সমস্ত উপদেশের সার।"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুও স্তব করিতেছেন—

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়তে ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন শরণীং যাস্যতি পুনঃ॥"

"যে মহাপ্রভু জগতে এই গৌড়ীয়গণকে নিজ-জনগণরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জনকের ন্যায় 'হে গৌড়ীয়গণ! তোমরা সংখ্যা সংরক্ষণপূর্ব্বক এইপ্রকারে 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর' —এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি পুনরায় কি আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন ? (অর্থাৎ আমাকে দর্শনদান করিবেন?)।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকে যে শিক্ষাসার উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই সমগ্র বেদবেদান্ত ইতিহাসপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র-সার। আমাদের পরমহিতাকাঙ্ক্ষী পরমারাধ্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামী গুরুবর্গও সেই শিক্ষাসার অবলম্বনপূর্ব্বক বেদোক্ত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের বোধসৌকর্য্যার্থ বহু বহু অমূল্য গ্রন্থরত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সেইসকল গ্রন্থানুশীলনে অথবা তত্তদ্‌গ্রন্থোক্ত শিক্ষাসার গ্রহণে যত্নবান্ না হই, তাহা হইলে কি করিয়া এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব ?

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশরত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি অনুশীলনে—অনুধাবনে ও অনুসরণে যত্নবান্ না হই, তাহা হইলে আমরা সেই সুদুর্ল্লভ প্রেমরত্নধনের কি-প্রকারে অধিকারী হইতে পারিব ?

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
বিষয় বিষমবিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরির শিক্ষাসার গ্রহণ না করিলে এই কলিসন্তরণে কি করিয়া সমর্থ হইব ? কলি নানা দোষের আকর হইলেও যে কলিতে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়া নামপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন, সে'কলি পরম-ধন্য কলি, এই কলিতে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত মহামন্ত্র নাম গ্রহণ করিতে পারিলে আর কলিভয়ে প্রপীড়িত হইতে হইবে না। এই কলিতে নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞকেই সর্ব্বযজ্ঞসার বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রে নামসংকীর্ত্তনের প্রচুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের বেদদৃক্ গুরুবর্গ আমাদিগকে সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সার কীর্ত্তন করিয়া আমাদের অজ্ঞানকৃত মোহ দূর করিবার কত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্দ্দৈব—দুরদৃষ্ট আমাদিগকে তাঁহাদিগের অকৈতব হিতাকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করিতে দিতেছে না। জগতের চতুর্দ্দিকে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হায়, ভাগ্যহীন আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নামসংকীর্ত্তই যে (১) চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জক, (২) ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপক, (৩) জীবের পরমমঙ্গল বিধায়ক, (৪) অপ্রাকৃতবিদ্যাবধূর জীবন বা লক্ষ্মী-ভূত বিষয়স্বরূপ, (৫) অপ্রাকৃত আনন্দসমুদ্রের নিরন্তর সম্বর্দ্ধক, (৬) শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রতি-পদই পূর্ণ অমৃতাস্বাদনপ্রদ এবং (৭) সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা প্রদানকারী—এই সপ্তবিধ নিঃ-শ্রেয়প্রদ, তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাই আমরা 'আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু', 'মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া, কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে দিতেছে ফেলিয়া।' শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবদ্‌বাক্যে শ্রদ্ধাহীনতার জন্য আমাদিগের দুর্দ্দৈব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শাস্ত্র সাক্ষাৎ—ভগবদ্বাক্য, সেই শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরু-বৈষ্ণবরূপ ভগ-বদ্‌ভক্তবাক্য অবহেলা হইতেই আমাদের শ্রেয়ঃপথ—ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, তাই লোকত্রয়গুরু শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মাকে তাঁহার যে স্বরূপভূত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির বিচিত্রতানুসারে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাই আমরা মহা-জনোক্তিতে পাই—'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥' বস্তুতঃ

জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনপ্রধানা শুদ্ধভক্তি—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"
—ভাঃ ৬।৩।২২

অর্থাৎ 'নামসংকীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।'

শ্রীব্যাস-শুকাদি মহাজনবাক্য না মানিয়া ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়যুক্ত মাদৃশ জীবাধম শাস্ত্রোপদেষ্টা মহাজন সাজিতে গেলে শ্রেয়ঃপথ-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং আচারপ্রচারবান্ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন সারগ্রাহী শুদ্ধভক্ত সদ্গুরু সদ্বৈষ্ণবের আনুগত্যে সচ্ছাস্ত্রশাসনানুযায়ী ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই ন্যায়ানুসারে শুদ্ধভক্তির আচার প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেই জগতে আবার শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের শ্রীমুখবাক্যের অবহেলনই আমাদের যাবতীয় অনর্থের মূল।

শুনিতেছি গত ২ মাঘ (১৩৯৭), ১৬ জানুয়ারী (১৯৯১), বুধবার ভারতীয়সময় রাত্রি ৩-২০ মিঃ হইতে ইরাকের সহিত আমেরিকার প্রবল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধ যদি ভগবৎকৃপায় প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে ইহা অদূর ভবিষ্যতে বিরাট বিশ্বযুদ্ধরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বহু বহু লোকক্ষয়ের কারণস্বরূপ হইবে। আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণচরণে সকাতরে সর্ব্বান্তঃকরণে এই যুদ্ধোপরতির প্রার্থনা জানাইতেছি। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণনিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপের নিত্যবৃত্তি। কৃষ্ণের সহিতই জীবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণদাস্যই প্রত্যেক জীবের অভিধেয় বা কর্ত্তব্য, কৃষ্ণপ্রেমই জীবমাত্রের একমাত্র প্রয়োজন। এই সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ব-ভ্রম-বশতঃই জীবগণ পরস্পরে হিংসাদ্বেষমাৎসর্য্য-পরায়ণ হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বহু ক্ষতিসাধন করে, জীব আকাশ হইতে পড়ে নাই। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পিতা—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে জানাইতেছেন—হে জগজ্জীব, আমিই তোমাদের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতামহ—এমন কি মূল বীজপ্রদ পিতাও আমি। তবে কেন আমরা পিতৃসম্পর্ক ছাড়িয়া—ভ্রাতৃস্নেহ ভুলিয়া পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরি? কেনই বা জগতে অশান্তির অনল জ্বালাই? হায়, আমাদের এভুল কি ভাঙ্গিবে না? হে ভগবন্! তোমার বহিরঙ্গা মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ জীব আমরা, আমাদের এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগের চিত্তে তোমার শ্রীচরণসেবার বৃত্তি জাগাইয়া, তোমার নামগানে আমাদিগকে উন্মত্ত কর—"পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুন নিজগুণগান"। তোমার নামপ্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত করাইয়া সেই প্রেমোন্মত্ত আমাদের মুখে প্রেমসঙ্গীত, কোলাহল শ্রবণ কর। অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হউক, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

আমরা মহাজনমুখে শ্রবণ করিতেছি শাস্ত্রবাক্যে—দৃঢ় বিশ্বাসমূলা শ্রদ্ধাই 'আস্তিক্য' এবং সেই শ্রদ্ধাহীনতাই 'নাস্তিক্য'। আর্য্যভূমি ভারতের সর্ব্বশেষ সীমায় খরস্রোতা সরস্বতী নদীতটস্থ 'শম্যাপ্রাস' আশ্রমে বসিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস যে বেদকে ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব—এই চারিভাগে বিভাগ করতঃ বেদার্থবোধক মহাভারত ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ এবং সর্ব্বশেষে তিনি যে তাঁহার সমাধিলব্ধ সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসাস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রচার করিয়া গেলেন, তাহার প্রতি কি আমাদের কোন মর্য্যাদাই প্রদর্শিত হইবে না? অথচ আমরা আর্য্যভূমির—আর্য্যকৃষ্টির গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার বড় বড় বাক্যবিন্যাস করিব? সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ত' বেদার্থস্বরূপ মহাভারতেরই তাৎপর্য্যনিরূপক গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত ত' ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী ও সমগ্র বেদের তাৎপর্য্যস্বরূপ আমরা গরুড়পুরাণবাক্যে পাই। 'গীতা' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ভারতে সর্ব্ববেদার্থঃ, ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা ॥"

'ভাগবত' সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—
'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥'

'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ কৃচিৎ ॥'

সুতরাং স্বতপ্রমাণশিরোমণি বেদ ও তাঁহার মুখ্য তাৎপর্য্যস্বরূপ গীতা ও ভাগবতে স্বীকার করা হউক এবং শুধু মুখে স্বীকার নহে, তাঁহাদের বাক্য আচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হউক, তাহা হইলেই জগতে ব্যভিচার-হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে। তবে তজ্জন্য প্রকৃত আচারবান্ প্রচারকের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবিষয়ে আর্য্যভূমির প্রকৃত জগদ্ধিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল মনীষিগণের ভূয়োদর্শন প্রার্থনীয়। আমাদের মনে হয় এই বিচারধারা নৈমিষকাননস্থ ষষ্টিসহস্র মুনির মহাসভায় সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ বলদেবপ্রভু শ্রীমদ্ উগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীকে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে ভাগবতবক্তার আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত-ব্যাখ্যানুসরণই আমাদের প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ নির্দ্ধারিত হইবে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সূতপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণশিরোমণি বলিয়াছেন, আমাদের শ্রীগৌরানুগ শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গ সেই প্রমাণরত্ন অবলম্বনেই তাঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই সমগ্র বেদবাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত স্বারস্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতই প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্মের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাম্যবনে বকরূপীধর্ম্মের 'কঃ পন্থাঃ' প্রশ্নোত্তরে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" বলিয়া যে পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যমরাজপ্রোক্ত ব্রহ্মা-নারদ-শম্ভু-চতুঃসন-দেবহূতিনন্দন সেশ্বর সাংখ্যকর্ত্তা কপিল-স্বায়ম্ভুব মনু-প্রহ্লাদ-জনক-ভীষ্ম-বলি-শুকদেব ও স্বয়ং যমরাজ—এই দ্বাদশ মহাজনই সেই পথনির্দ্দেশক। তাঁহারা সকলেই ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেই মহাজননির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন না করিলে আমরা কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব না, কুপথ অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব।

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

(শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)
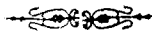
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

(৬৭)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎ কন্যা ভূস্বরূপিণী।'

—গৌঃ গঃ ৪৭

'পূর্ব্বে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই পরজন্মে সনাতনমিশ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা হয়েন।'

যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। গৌরলীলায় রাজা সত্রাজিৎ সনাতন মিশ্র এবং সত্যভামা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বমাত্রই শ্রী-ভূ-লীলা বা (নীলা) ত্রিশক্তিধৃক্। শ্রীগৌরনারায়ণের শ্রীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, ভূ-শক্তিস্বরূপিণী অর্থাৎ ভক্তিশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং লীলাশক্তি শ্রীধাম। শ্রীগৌরকৃষ্ণের শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

বিদ্যা দুইপ্রকার—পরা ও অপরা। পরাবিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভাবির্ভাব তিথি শ্রীপঞ্চমীতে (মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে) শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সাংসারিক

ব্যক্তিগণ জড়বিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভের জন্য উক্ত তিথিতে অপরা-বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতীর পূজা করেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতামহ শ্রীদূর্গাদাস মিশ্র। মতান্তরে দূর্গাদাস মিশ্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা। প্রেমবিলাসমতে দূর্গাদাস মিশ্রের পরম্পরায় যাদবাচার্য্যের বংশধরগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিবাররূপে পরিগণিত হন।

শ্রীগৌরনারায়ণের শক্তিরূপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে।

'আদিখণ্ডে, পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা পরিণয়॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ১।১১০

'পূর্ব্বপরিগ্রহ অর্থাৎ প্রভুর প্রথম পরিণীতা লক্ষ্মী-প্রিয়া দেবী, তাঁহার বিজয় অর্থাৎ দেহ-সংরক্ষণ ও স্বধামযাত্রা; প্রভুর দ্বিতীয়বার রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-কৃত গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।'

'তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্‌বিজয়ী জয়॥'
—চৈঃ চঃ আ ১৬।২৫

প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনের কারণ। মনুষ্যলীলার অনুকরণে শ্রীভগবানের এবং তাঁহার শক্তির মিলনজনিত বিবাহ অপ্রাকৃত ব্যাপারবিশেষ। ভগবানের সহিত ভগবানের শক্তির পরিণয়-লীলা শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা সংসার-মুক্তি হয়।

'যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্যকথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হৈল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ১০।১১০, ১২১

'যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভালোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঁঞি তান নাম দয়াময় দীননাথ॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ১৫।২১৬-১৭

পূর্ব্ববঙ্গে ছাত্রগণের সহিত অধ্যাপনা লীলারসে নিমগ্ন থাকিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বিরহসহন করিতে অসমর্থ হইয়া প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরিয়া বিরহসন্তপ্তা জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অতঃপর শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া কাশীনাথ পণ্ডিতকে* ঘটকরূপে নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন তাঁহার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করার জন্য। সনাতন মিশ্রের প্রতি কাশীনাথ পণ্ডিতের উক্তি—

'বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোহন্য উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইপণ্ডিত॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ১৫।৫৭-৫৯

বুদ্ধিমান ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত খান† প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীবিশ্বম্ভরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে শুভলগ্নে শুভদিনে মহাসমারোহে অধিবাস উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রভু পাল্কীর সাহায্যে গোধূলিলগ্নে রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে বেদাচার ও লোকাচার অনুযায়ী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহলীলা

---

* শ্রীকাশীনাথ—'যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতং মাধবং প্রতি।
সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥'
—গৌঃ গঃ ৫০

'সত্রাজিৎ রাজা সত্যভামার উদ্বাহের জন্য যে কুলকনামক ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ অবতারে তিনিই শ্রীকাশীনাথ।'

† বুদ্ধিমন্ত খান—'চৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান॥'
—চৈঃ চঃ আ ১০।৭৪

সম্পাদিত হয়। পরদিবস অপরাহ্নে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত পাল্কীতে প্রভু স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যবিবাহলীলার কথা শ্রবণ করিলে জীবের প্রাকৃত জগতের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ-যুক্ত পুরুষ-প্রকৃতির দাম্পত্য স্পৃহা থাকে না, নারায়ণকেই সর্ব্বজগতের ভোক্তারূপে উপলব্ধির বিষয় হয়। বুদ্ধিমন্ত খান মহাপ্রভুর আলিঙ্গন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের বর্ণনে লিখিয়াছেন—

'কেহ বলে—এই হেন বুঝি হর-গৌরী।
কেহ বলে—হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি ॥
কেহ বলে—এই দুই কামদেব রতি।
কেহ বলে—ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি ॥
কেহ বলে—হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এইমত বলে যত সুকৃতি-বনিতা ॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ১৫।২০৫-৮

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শৈশবকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃ ও বিষ্ণুতে ভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন। তৎকালে শচীমাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তিনি প্রণাম করিলে শচীমাতা আশীর্ব্বাদ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণবার্ত্তা শ্রবণে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অত্যন্ত বিরহসন্তপ্তা অবস্থা অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—প্রত্যহ প্রত্যূষে শচীমাতার সহিত গঙ্গাস্নান, সমস্ত দিন গৃহমধ্যে অবস্থান, চন্দ্র সূর্য্যও যাঁহার রূপ দেখেন না, ভক্তবৃন্দ যাঁহার শ্রীচরণ ব্যতীত রূপ দেখিতে পান না, যাঁহার কণ্ঠধ্বনিও কেহ শুনিতে পান না, সর্ব্বদা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ম্লানমুখে অবস্থান, কেবলমাত্র শচীমাতার অবশেষের দ্বারা জীবনধারণ, বিরলে নামকীর্ত্তন, হরিনামামৃতে গাঢ়রুচি, শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্রপট প্রেমভক্তি সহযোগে নিভৃতে সেবা, শ্রীগৌরপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, সহধর্ম্মিণীর আদর্শ ও 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের সহিষ্ণুতার আদর্শ।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিপ্রলম্ভ ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিষয়টি ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে চতুর্থ তরঙ্গে সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

'প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন।
ঈশ্বরীর ক্রিয়া—যৈছে না হয় বর্ণন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন-ভূমিতে ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ ॥
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয় ॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৪।৪৭-৫১

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মহাপ্রভুর বিরহ চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন—

'বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে ॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায় ॥
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুকায়—কম্প হয় কলেবর ॥'

—চৈঃ মঃ মধ্যলীলা

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন।

'ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
সে কথা শ্রবণে লীলা হয় অনুভব ॥
নবীন মৃদ্‌ভাজন আনে দুইপাশে ধরি।
এক শূন্যপাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি ॥
একবার জপে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর ॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয়, লৈয়া পাকে যান ॥
সেই তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥
রাত্রিদিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত ॥

প্রভুর প্রেয়সী যেঁহ তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা ।।
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুশক্তি ।।'

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সর্ব্বপ্রথম গৌরমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় পাওয়া যায়—

'প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্ ।।'

গৌরভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ হরিকথা প্রসঙ্গে এইরূপ বলেন—সীতাদেবীর বনবাসকালে একপত্নী-ধরব্রত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সুবর্ণসীতা নির্ম্মাণ করতঃ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথাপি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই, গৌরনারায়ণ লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী উহা পরিশোধের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি অদ্যাপিও নবদ্বীপে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর ও শ্রীঈশান ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীঈশান ঠাকুর ও শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেখাশুনা করিতেন।
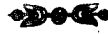
দিল্লীতে ও নিউদিল্লীতে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

দিল্লী ও নিউদিল্লীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে এবং দিল্লী লক্ষ্মীনগরস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম গীতামন্দির ও নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীআগরওয়াল পঞ্চায়ত ধর্ম্মশালা—সংস্থাদ্বয়ের ব্যবস্থাপনায় দিল্লীতে পঞ্চম বার্ষিক এবং নিউদিল্লীতে সপ্তদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামূলে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দিল্লী, শঙ্করপুর ঃ—১৯ কার্ত্তিক (১৩৯৭), ৬ নভেম্বর (১৯৯০) মঙ্গলবার হইতে ২২ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীতিলোকরাজ অরোরার) বিশেষ উদ্যম ও প্রচেষ্টায় দিল্লীতে শঙ্করপুর অঞ্চলে চারিটী ধর্ম্মসম্মেলন অরোরাজীর প্রকটকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি হঠাৎ স্বধামপ্রাপ্ত হইলে উক্ত সম্মেলন বহু বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এইবার শ্রীঅরোরাজীর সহধর্ম্মিণীর, তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীদীপক অরোরা ও শ্রীরমণ অরোরার এবং স্থানীয় শঙ্করপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে লক্ষ্মীনগরের এক্সটেনশনের অন্তর্গত গুরুঅঙ্গদনগরস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম গীতামন্দিরে পঞ্চম বার্ষিক হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদকদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীমঠের আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডিযতিত্রয় ব্যতীত প্রচারসেবায় ছিলেন—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস। শ্রীতুলসীদাস প্রভুজী,

শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী, শ্রীসূরজভান দাসাধিকারী, শ্রীওম্‌প্রকাশ দাসাধিকারী, শ্রীরাসবিহারী দাস প্রভৃতি পাহাড়গঞ্জনিবাসী ভক্তগণও উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সনাতনধর্ম্ম গীতামন্দির হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লক্ষ্মীনগরে ও শঙ্করপুরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে উক্ত মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। পরদিবস মহোৎসবে উক্ত মন্দিরে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণ শঙ্করপুরে বিজয়বুকস্থ স্বধামগত শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারীর গৃহে এবং ব্রহ্মচারিগণ নিকটবর্ত্তী সজ্জনবর শ্রীগোবিন্দরাম ভট্টের রাস্তার দুইপার্শ্ববর্ত্তী গৃহদ্বয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীবিজয় উপাধ্যায়, শ্রীহনুমানপ্রসাদজী, শ্রীগোবিন্দরাম ভট্ট, স্থানীয় ভক্তগণের গৃহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিনে সাধুগণ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকীর্ত্তন করেন। প্রথমদিন শ্রীবিজয় উপাধ্যায়ের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৃতীয়দিন শ্রীগোবিন্দরাম ভট্টের গৃহে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ হরিকথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য অসুস্থ থাকিলেও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। স্বধামগত ত্রিভুবন দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণী, পুত্রদ্বয় ও পরিজনবর্গের এবং স্থানীয় ভক্তগণের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টাতে পঞ্চম বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সজ্জনবর শ্রীপ্রদীপ দেব মহোদয় শঙ্করপুরে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিযতিগণকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান হইতে ধর্ম্মসম্মেলনের স্থানে আনয়নের জন্য নিজে মটর-যান পরিচালনা করিতেন। তাঁহার স্বধামগতা জননীদেবী শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিতা ভক্ত ছিলেন। স্বধামগতা জননীর বৈষ্ণববিধানমতে পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ১০ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে অঙ্গদনগরস্থ তাঁহার বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নিউদিল্লী, পাহাড়গঞ্জঃ—২৩ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর শনিবার হইতে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত। নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ প্রাতে এবং পাহাড়গঞ্জ ঘি-মণ্ডীস্থ শ্রীআগরওয়াল পঞ্চায়ত ধর্ম্মশালায় প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ পরবর্ত্তিকালে নিউদিল্লীতে পৌঁছিয়া পাহাড়গঞ্জস্থিত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ। ১১ নভেম্বর রবিবার পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালা হইতে ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসেন। নগরসংকীর্ত্তনে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং শেষের দিকে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীমঠে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীল আচার্য্যদেব উৎসাহান্বিত হইয়া অসুস্থতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহাতে যোগ দেন। ১৪ নভেম্বর বুধবার পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল শ্রীমঠে, মঠের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় এবং আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত পণ্ডিত শ্রীহরসহায় মলজীর স্বধামগতা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিককৃত্য পূর্ব্বেই যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি পুনঃ তাঁহার স্ত্রীর কল্যাণ কামনায় ১২ নভেম্বর সোমবার তাঁহার গৃহে হরিকীর্ত্তনের ও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ

শ্রীহরসহায়মলজীর পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা প্রদানমূলে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

পরদিন একাদশী তিথিবাসরে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীফকীরচাঁদ শেঠীর ব্যবস্থায় তাঁহার গৃহে ভক্তসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হরিকথা বলেন। হরিকথার আদি ও অন্তে হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীফকীরচাঁদজী ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদের দ্বারা ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকিলে এবং ডাক্তারগণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিলে বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া আলোচনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডার এবং বোম্বের প্রচার প্রোগ্রাম স্থগিদ করেন। পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডার প্রচার প্রোগ্রামের পর নিউদিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ২৯ নভেম্বর কলিকাতা যাত্রার জন্য টিকেট খরিদ ও বার্থ সংরক্ষণ করা ছিল। শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ২৯ তারিখের টিকেট বাতিল করিয়া ২০ নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য পুনঃ বার্থ রিজার্ভ করা হয়। সুতরাং নিউদিল্লী মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ আরও পাঁচদিন অধিক অবস্থান করিয়াছিলেন।

৩০ কার্ত্তিক, ১৭ নভেম্বর শনিবার স্বধামগত জগদীশ চন্দ্র নয়ানির পুত্রদ্বয় শ্রীসুভাষ নয়ানি ও শ্রীরাকেশ নয়ানির বিশেষ আমন্ত্রণে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীমঠ হইতে সাধুগণ দিল্লী-শঙ্করপুরের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ গণেশনগরস্থ নয়ানিগণের বাসভবনে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে স্থানীয় ভক্তগণের সমাবেশে 'মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদারাধনা' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। স্বধামগত জগদীশচন্দ্রের মঠাশ্রিত দীক্ষিত সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিশেষ ইচ্ছাক্রমে তথায় মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থায় ও কীর্ত্তনসেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী।
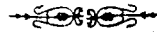
যশড়াস্থিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের বার্ষিক-উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে যশড়া শ্রীপাটে বার্ষিক উৎসব গত ৩ পৌষ (১৩৯৭), ১৯ ডিসেম্বর (১৯৯০) বুধবার হইতে ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৯ ডিসেম্বর বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে যশড়া শ্রীপাটে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। চাকদহ রেলষ্টেশন হইতে যশড়া শ্রীপাটের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। বিদ্যুচ্চালিত লোকেল ট্রেন মাত্র অর্দ্ধমিনিট চাকদহ ষ্টেশনে থামায় মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে নামা দুরূহ ব্যাপার ও বিপজ্জনক। চলন্ত অবস্থায় ট্রেন হইতে একজন ব্রহ্মচারীকে নামিতে হইল। চাকদহ সহরের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সহরটী একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় প্রত্যহ চাকদহ রেলষ্টেশনে বিপুল সংখ্যক লোক

নামা উঠা করে। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে চাকদহ ষ্টেশনে ট্রেনের বিরতিসময় অধিক হওয়া উচিত। এই বিষয়ে রেলকর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী (শ্রীকালীপদ উপাধ্যায়) উক্ত দিবস প্রথমেই যশড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

৩ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর যশড়া শ্রীপাট—শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া যশড়া ও চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসে। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ মুখ্যভাবে মূল-কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন। যশড়া গ্রামের নর-নারী ও বালক-বালিকাগণ নগর-সংকীর্ত্তনে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

পরদিবস শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ পূজা ও মালসা-ভোগের সেবায় মুখ্যভাবে প্রযত্ন করেন শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকা হইতে বেলা ১-৩০টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভায় এবং উৎসবা-নুষ্ঠানে দুইটী রাত্রির ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শেষের অধিবেশনে শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার ভাষণে যশড়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের পুরী হইতে শুভ-পদার্পণ, শ্রীজগ-ন্নাথমন্দির প্রতিষ্ঠা, জমি সংগ্রহ এবং শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর বংশপরম্পরা আদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, বৃদ্ধ শ্রীনিমাইদাস প্রভু, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরি-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলা-কান্ত দাস, যুবক শ্রীনিমাইচরণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম দাসের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ক্যানিং-এ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

চব্বিশ পরগণা জেলান্তর্গত **সমুদ্রের** নিকটবর্ত্তী ক্যানিংনিবাসী শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী শ্রী-অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী ও জম্মুর শ্রীরাসবিহারী দাস সমভি-ব্যাহারে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যার সময় ক্যানিং ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। ষ্টেশন হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধুগণের সহিত পদব্রজে চিত্তবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ২-৩৫ মিঃ-এ লোকাল গাড়ীতে রওনা হইয়া পৌনে চারটায় সাধুগণের ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী রাস্তায় বিরাট রাজনৈতিক শোভাযাত্রার দরুণ পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় ট্যাক্সিকে অনেক ঘুরাপথে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিতে হওয়ায় উক্ত ট্রেন ধরিতে পারা যায় নাই। প্রাক্ ব্যবস্থাবিষয়ে সহা-য়তার জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী একদিন পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস রাত্রির বিশেষ সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। চিত্তবাবুর

স্বধামগত পিতৃদেবের বার্ষিক-কৃত্য উপলক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। পূর্ব্বের প্রথানুযায়ী সমস্তরাত্রি সংকীর্ত্তন হয়। পরদিবস তাঁহার গৃহে মহোৎসবে শত শত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১৭ ডিসেম্বর সোমবার রাত্রির সভা ও বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীদীনশরণ দাসাধিকারীর (শ্রীদেবেন সাহার) গৃহে সম্পন্ন হয়। ১৮ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মহাপ্রয়াণে শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রিয়পাত্র এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক

শুভানুধ্যায়ী এড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিগত ৬ পৌষ ১৩৯৭; ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০ শনিবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন ৬-৩০ ঘটিকায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজনবর্গকে, গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবগণকে এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ৭৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জয়ন্তবাবুর বাড়ী হইতে লোকমারফৎ উক্ত দুঃসংবাদ মঠে আসিলে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বেদনাহত হইয়া ঠাকুরের প্রসাদীমালা-চরণতুলসী ও মৃদঙ্গ-করতালাদি লইয়া ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে যাইয়া উপনীত হন এবং তাঁহাকে প্রসাদী-মালাদি অর্পণ করেন। তাঁহার গৃহে আত্মীয়-স্বজন ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশ হয়। তাঁহারা পর পর আসিয়া মাল্যাদির দ্বারা তৎশ্রদ্ধা নিবেদন করিতে থাকেন। পর-লোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণকামনায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-প্রার্থনান্তে শ্রী-মঠের আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৪ ভাদ্র (১৩১৮), ২০ আগস্ট (১৯১১) শুভদিনে শুভক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গে (বাংলাদেশে)

যশোহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী ইন্দু-বালা দেবী। তিনি কলিকাতায় ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করতঃ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি স্কটিশ চার্জ কলেজে বি-এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে বিচক্ষণ আইনজ্ঞরূপে তাঁহার প্রতিপত্তি হয়। ইংরেজ শাসনাধীনকালে তিনি তদানীন্তন বঙ্গপ্রদেশের অভিশংসকরূপে (Public Prosecutor-রূপে) ১৯৪২-৪৩ সালে নিয়োজিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্তকার্য্যে বহাল ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিভাগে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৭৯ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর এবং আশুতোষ কলেজের ও আশুতোষ-স্মৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউট, সাউথ সুবারবর্ণ স্কুল, স্যার রমেশ মিত্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

তিনি বিশিষ্ট আইনজীবী হইলেও এইপ্রকার ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে অর্থলালসায় কখনও কোনও দুষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেন নাই। যে সময়ে ডাক্তার এস্-এন্ ঘোষ ও শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের সহায়করূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই মণিকণ্ঠবাবুর মাধ্যমে শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের সম্বন্ধ ও পরিচয় হয়। মণিকণ্ঠবাবুর প্রেরণায় ও সহায়তায় কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীমঠের জন্য জমি ও বাড়ী সংগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বাড়ীতে কতকগুলি ভাড়াটিয়া ছিল। মণিকণ্ঠবাবুর পরামর্শে জয়ন্তবাবুর উপর ভাড়াটিয়া উঠাইবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। জয়ন্তবাবুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গৃহে একদিন শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সৌম্য-মূর্ত্তি দর্শনে ও তন্মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া জয়ন্তবাবু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। তদবধি তিনি নিঃস্বার্থভাবে আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে কলিকাতা মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী ও অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দুইবার করিয়া অনুষ্ঠিত পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসভায় খুব উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন এবং ভাষণ প্রদান করিতেন। তিনি কলিকাতা মঠে একটি কক্ষ নির্ম্মাণের আনুকূল্যও করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবস্থলী-প্রাপ্তিবিষয়ে ওড়িষ্যার মাননীয় রাজ্যপাল এবং ওড়িষা সরকারের আইন-সচিবের নিকট যে মামলা হইয়াছিল, তাহাতে মঠের পক্ষে তিনি কষ্ট স্বীকার করতঃ ভুবনেশ্বরে যাইয়া তেজের সহিত সওয়াল জবাব দিয়াছিলেন (argument করিয়াছিলেন)। কৃষ্ণনগর মঠের জন্যও তিনি কৃষ্ণনগরে যাইয়া কোর্টে মহাধিবক্তা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের জেলা-জজ, মুন্সেফ সকলেই জয়ন্তবাবুকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল গুরুদেব পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি য়্যাক্ট অনুসারে যখন প্রতিষ্ঠানটীকে রেজিষ্টারি করেন তখন জয়ন্তবাবু উহা দেখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব জয়ন্তবাবুকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার বিচক্ষণতার উপর খুবই আস্থা রাখিতেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর মঠের কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে মঠের সাধুগণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মঠের সকলেই তাঁহাকে মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী মানুষ ও অভিভাবকরূপে গণ্য করতঃ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই মর্ম্মান্তিকভাবে দুঃখিত হইয়াছেন। করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার পরলোক-

গত আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

তাঁহার একমাত্র যোগ্যপুত্র শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারী মঙ্গলবার ভবানীপুর ৩১, গোবিন্দ ঘোষাল লেনস্থ বাসভবনে পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্তদিবস শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগের এবং বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীলোচনানন্দ দাসাধিকারী, মরিগাঁও (আসাম)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীলোচনানন্দ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীলক্ষেশ্বর ভরালী) বিগত ১৫ অগ্রহায়ণ (১৩৯৬), ১ ডিসেম্বর (১৯৮৯) শুক্রবার শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আসাম প্রদেশে মরিগাঁও জেলার দলইচুবা গ্রামে তাঁহার নিবাসস্থান ছিল। তিনি গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিবিধভাবে সেবা করিতেন। নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা তিনি গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে আসাম প্রদেশস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমতী নিকা রাভা, ধনুভাঙ্গা (গোয়ালপাড়া, আসাম)ঃ—পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিতা শিষ্যা আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার ধনুভাঙ্গানিবাসী শ্রীমতী নিকা রাভা বিগত ৪ আষাঢ় (১৩৯৭), ১৯ জুন (১৯৯০) মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথিবাসরে সর্ব্বক্ষণ শ্রীল গুরুদেবের কৃপ'প্রার্থনা ও হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬০ বৎসর। স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিসময় তাঁহাতে সর্ব্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মৃতির অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তাঁহার দুইপুত্র হরিনামাশ্রিত হন। লোকের অজ্ঞাতসারে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তা কত ভক্তগণই না এইরূপভাবে নীরবে জগতে আসেন ও চলিয়া যান। তত্রস্থ ভক্তগণ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে বেদনাহত হইয়াছেন।

শ্রীসজ্জনানন্দ দাস বনচারী, আগরতলা (ত্রিপুরা)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিনাম ও দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য আগরতলানিবাসী শ্রীসুখেন্দু বিকাশ সাহা গত ৪ মাঘ (১৩৯৭), ১৮ জানুয়ারী (১৯৯১) শুক্রবার শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আনুমানিক ৯ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া তিনি আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (শ্রীজগন্নাথবাড়ীর) সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি ও স্নিগ্ধ ব্যবহারের দ্বারা তিনি মঠবাসী বৈষ্ণবগণের এবং গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি মঠে এবং সকলের নিকট তাঁহার দীক্ষিতনাম শ্রীসজ্জনানন্দদাস প্রভুরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত মঠের মাসিক আনুকূল্য সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও পতির আদর্শ অনুসরণ করতঃ নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তি-সদাচারের সহিত কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসজ্জনানন্দদাস প্রভুর তিন পুত্র গত ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার তাঁহার পিতৃদেবের পারলৌকিককৃত্য সম্পন্ন করেন এবং উক্তদিবসে তাঁহারা আগরতলা মঠে (শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে) বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান, নিষ্কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতঃ আগরতলাবাসী ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৬০ পৃষ্ঠার পর]

আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। অমৃতসর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, খান্না, গুরুদাসপুর, কার্ত্তারপুর, বাটালা—পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় আসিয়া ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। মাইহীরাগেটের সন্নিকটস্থ ডাঃ শ্রীকৈলাশ নাথ কাপুরের বাসভবনে শ্রীল গুরুদেবের নিবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ডাঃ কৈলাশ নাথ কাপুরের গৃহের অপর পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীচিন্তাপূর্ণী মন্দিরে সাধুগণ অবস্থান করেন। ১৫ মার্চ্চ শনিবার শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আড্ডা হোসিয়ারপুর, ক্ষীরাগেট, ভকত সিং চৌক, রেলওয়ে রোড, মণ্ডিরোড, মিলাপ চৌক, রায়ণক বাজার, শেখাঁ বাজার, ভৈরোঁ বাজার প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রি ৭-৩০ টায় মন্দিরে ফিরিয়া আসে। শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে পাঞ্জাবের ভক্তগণের দুবাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে 'হা গৌরাঙ্গ, হা নিতাই, গৌরহরি বোল' নামসংকীর্ত্তন-উল্লাস দর্শনে গৌরানুগত ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারূপে ছিলেন শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ ও স্থানীয় সজ্জনগণ—শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল), শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী সেবাসুন্দর (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকৃপারামজী সব্বরওয়াল, শ্রীবিলায়তিরাম, শ্রীওমপ্রকাশ, শ্রীশ্যামলালজী, শ্রীজহরলাল, শ্রীধনবন্ত রায়, শ্রীরাজকুমার, ডাঃ কৈলাসনাথ কাপুর, শ্রীউত্তম প্রকাশ, শ্রীবিদ্যাসাগর রাজপুত প্রভৃতি।

আম্বালার নাগরিকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদ জলন্ধর হইতে আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে শুভ পদার্পণ করতঃ স্থানীয় 'সন্ত আশ্রমে' ১৮ই মার্চ্চ হইতে ২২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত শিক্ষিত নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেব ভক্তি-অনুশীলনেচ্ছু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন —'ভক্তি আত্মার নিত্যাবৃত্তি। সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য ভক্তি অনিত্য সাধন মাত্র নহে। ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই সাধন। ভজনীয় ভগবান নিত্য, ভজনকারী ভক্ত নিত্য এবং উভয়ের সম্বন্ধ ভক্তি নিত্যা। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'—ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে 'সদা পশ্যন্তি' বাক্যের দ্বারা দর্শনীয় বিষ্ণুর পরমপদের নিত্যত্ব ও দর্শনকারী সুরিগণের (ভক্তগণের) নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, নতুবা দর্শন নিত্য সম্ভব হয় না। জীব ভগবান নহে, জীব ভগবানের। জীব 'তৎ' নহে তদীয়। তদীয়ত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। বেদান্তের সূত্র 'তত্ত্বমসি'র অর্থ এই নহে তুমি সেই (পূর্ণব্রহ্ম) হও। তস্য ত্বম্ তত্ত্বম্, এই অর্থে তুমি তাঁহার হও অর্থাৎ তুমি ভগবানের। পূর্ণ ভগবানের কখনও কোনও অবস্থায় অপূর্ণত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে ভগবানের ভগবত্তা থাকে না। জীব অণুচিৎ স্বরূপ হইয়া যদি নিজেকে বিভু ভগবান্ বলিয়া কল্পনা করে, তদ্দ্বারা সে কাল্পনিক অবস্থাই মাত্র লাভ করিবে, বাস্তব মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকিবে। জীবই যদি সেই বস্তু হয়, তবে সে কাহার ভক্তি করিবে? ঐরূপ দুর্বুদ্ধিতে ভক্তি সম্ভব নয়, তবে ঐরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা ভক্তিকে কখনও কখনও তাৎকালিক উপায়রূপে অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। উহা কাল্পনিক, অবাস্তব, অনিত্য ও ছলভক্তি মাত্র, শুদ্ধভক্তি নহে।'

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী চণ্ডীগড়ে শ্রীল গুরুদেব। ৯ চৈত্র (১৩৭৫) ২৩ মার্চ্চ (১৯৬৯) রবিবার হইতে ২৩ চৈত্র ৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়ে ২৩ সেক্টরস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে অবস্থিতি। প্রত্যহ প্রাতে নাট্যমন্দিরে এবং রাত্রিতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিশাল সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল গুরুদেবের ভগবতত্ত্ব, তৎপ্রাপ্তির উপায় ও সাধনভক্তিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত নরনারীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতে আকৃষ্ট হন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে

তদাশ্রিত ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও বক্তৃতা করেন। ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমীতিথি-বাসরে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার উদ্যোগে শ্রীমন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও শ্রীরামলীলার স্মৃতি-উদ্দীপক বিভিন্ন সজ্জা সমভিব্যাহারে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীরামচন্দ্র গোয়েল, শ্রীনন্দ লালজী, এড্ভোকেট শ্রীখেম্পটামিয়াজী, রিডার শ্রীশুকদেবরাজ বক্সি, শ্রীমুরলীমনোহরজী, শ্রীদেবদত্ত সালোয়ানজী, সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের শ্রীদ্বারকাদাস থাপরজী প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পাঞ্জাব গভর্ণরের সেক্রেটারী শ্রী কে-কে মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসামসের সিংজী প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন করিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসেন এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রভাবান্বিত হন।

বসিপাঠানা (পাঞ্জাব)—চণ্ডীগড় হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত বসিপাঠানা। বসিপাঠানার ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে চণ্ডীগড়ে অবস্থানের শেষের দিনে চণ্ডীগড়ের প্রচার-প্রোগ্রাম ব্যাহত না করিয়া একদিন অপরাহ্ণে তথায় শুভপদার্পণ করতঃ বিশাল নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন। বসিপাঠানার ইতিহাসে গৌরবিহিত নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। ভক্তগণের পুনঃ প্রার্থনাক্রমে শ্রীল গুরুদেব পরদিবস অপরাহ্ণে বসিপাঠানায় পৌঁছিয়া বিশাল সভামণ্ডপে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তৃতীয় দিবস তথায় যাইয়া বক্তৃতা করেন। বসিপাঠানার ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীরসপাল সিং ও ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের মঠের প্রচার্য্যবিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহারা শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চণ্ডীগড়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে প্রযত্ন করিয়া গৃহস্থ শিষ্যত্রয়—শ্রীধনঞ্জয় দাস (শ্রীধরমপাল শেখরী), শ্রীশুকদেবরাজ বক্সী ও শ্রীরামপ্রসাদজী শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন।

মুজঃফরনগর (উত্তরপ্রদেশ)—মুজঃফরনগরবাসী নাগরিকগণের সাদর আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে চণ্ডীগড় হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল সোমবার মটরযানযোগে আম্বালাক্যাণ্ট এবং তথা হইতে ট্রেনযোগে অপরাহ্ণে মুজঃফরনগর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির গান্ধীকলোনীতে শ্রীল গুরুদেবের এবং সাধুগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ৭ এপ্রিল হইতে ১১ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেব মুজঃফরনগরে অবস্থান করতঃ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ' মন্দির, শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দির ও নিউমণ্ডীস্থ কীর্ত্তনভবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। একদিন তিনি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রোতৃবৃন্দের অভিনিবেশ প্রার্থনা করিয়া বলেন—'বর্ত্তমানে অপস্বার্থপরতা ও দুর্নীতির দ্বারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতিতে সর্ব্বত্র গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, উহার প্রতিকারকল্পে দেশে ও বিশ্বের সর্ব্বত্র চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আচারপরায়ণ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আদর্শচরিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই সুফল লাভের আশা আমরা করিতে পারি না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-শীলব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা ও গুরু—তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষভাবে অবহিত হইবেন, কারণ, তাঁহাদের অনুসরণকারী ব্যক্তি বহু আছেন। সুসন্তান লাভের জন্য পিতামাতা এবং ভাল ছাত্র লাভের জন্য শিক্ষকের সংযত জীবনযাপন করা আবশ্যক। 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'—গীতা। সমাজের কর্ণধারগণ যদি অসদাচারী ও অসংযত জীবনযাপনকারী হন, তাহা হইলে শুধু চিৎকার করিলে এবং অন্তঃসারশূন্য লম্বাচওড়া নীতির বুলি আওড়াইলে কাহারও কোন যথার্থ হিত সাধিত হইবে না।'

মুজঃফরনগরেও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয় ১০ এপ্রিল। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅযোধ্যা প্রসাদ গুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীব্রীজলাল আগরওয়াল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)—২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল শনিবার হইতে ৭ বৈশাখ (১৩৭৬), ২০ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত পুরাণো ডালেনওয়ালাস্থিত পঞ্চায়তি শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ প্রাতে পিপ্পলমণ্ডীস্থ গীতাভবনে এবং রাত্রিতে পঞ্চায়তি মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। পঞ্চায়তি মন্দিরে রাত্রির সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'জীব ও সম্বন্ধতত্ত্ব', 'ত্রিতাপমুক্তির উপায় ও পরধর্ম্ম', 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা', 'বিশ্বশান্তির উপায়', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও হরিনাম-সংকীর্ত্তন'। শ্রীল গুরুদেব গোরিক্যাণ্টস্থ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীতেজবাহাদুর সিংহ, ইষ্টার্ণ রেলের অবসরপ্রাপ্ত সি-ও-পি-এস্ শ্রীজী-এস্ মাথুরের গৃহে এবং টেগোর কালচার্যাল সোসাইটীতে (Tagore Cultural Society-তে) শুভপদার্পণ করতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেব টেগোর কালচার্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার ডক্টর শ্রীবলবীর সিংএর প্রার্থনায় ২১ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার গৃহে শুভাগমন করতঃ শিখসম্প্রদায়ের শাস্ত্র 'গুরুগ্রন্থ সাহেবের' গবেষণা কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। চা বাগানের মালিক স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি লালা দর্শনলালজীর আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গৃহে যাইয়া মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য শ্রীহরির আরাধনা' শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়াছিলেন। ২০ এপ্রিল রবিবার পঞ্চায়তি মন্দিরে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছেন শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্যগণ—শ্রীরামচন্দ্র চৌবে, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী (শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা), শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসী দাসজী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরোহিণীকুমার দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীমানপ্রকাশ শর্ম্মা।

সাহারাণপুর (উত্তর প্রদেশ)—উত্তর প্রদেশস্থ সাহারাণপুর নগরে প্রসিদ্ধ শ্রীনারায়ণ মন্দিরের সেক্রেটারী এড্ভোকেট শ্রীইন্দ্র সেনজী এবং উক্ত মন্দিরের সদস্যগণের দ্বারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে মঠবাসী ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সেবায় আনুকূল্যের জন্য দেরাদুন হইতে শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বেদী, শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীপ্রেমদাসাধিকারী, শ্রীতুলসী দাসাধিকারী, শ্রীরোহিণীকুমার দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাসাধিকারী, শ্রীগোবিন্দরাম দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও আসিয়াছিলেন। জ্যোতির্মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীহরমিলাপীজি, পণ্ডিত শ্রীদীননাথ দীনেশ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন। সাহারাণপুরে সাধারণতঃ মায়াবাদ-বিচারসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আসিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক দিব্যকান্তি ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তথাকার উৎসবের ব্যবস্থাপকগণ শ্রীল গুরুদেবকে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে শ্রীল গুরুদেবই একমাত্র উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সাতদিন উক্ত ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শিক্ষিত নরনারীগণ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্র-প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তিসহ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গুরুদেবের বীর্য্যবতী বাণী মায়াবাদবিচারশ্রবণে অভ্যস্ত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে প্রথম আঘাত হানিলে, তাঁহাদের বহুদিনের ভ্রম বিদূরিত হইল।

তিনদিন নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

সাহারাণপুরের বঙ্গদেশীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে শ্রীল গুরুদেব গিলকলোনীস্থ দুর্গামণ্ডপেও যাইয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। জেলা-জজ শ্রীরামাবতার সিংহ ও শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য এড্ভোকেট শ্রীরামেশ্বর দাস গুপ্তের প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ আধুনিক যুক্তিসহ নাস্তিক্য-বিচার খণ্ডন করিয়া হরিভজনের মহিমা বুঝাইয়া বলিলে সমাগত বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন।

নিউদিল্লী—২০ বৈশাখ, ৩ মে শনিবার হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি। সাহারাণপুর হইতে শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ডিযতিত্রয় ও পাঁচমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ২০ বৈশাখ, ৩ মে শনিবার মোটরকারযোগে রওনা হইয়া সায়াহ্নে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে চূণামণ্ডীস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চূণামণ্ডীস্থ শ্রীসনাতন-ধর্ম্মমন্দিরে শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত মন্দিরে পাহাড়গঞ্জ ঘী-মণ্ডীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, পাহাড়গঞ্জে শ্রীরামজী মন্দিরে, কমলানগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে, শঙ্করপুরস্থ নবযুবক সাংস্কৃতিক মণ্ডলের ধর্ম্ম সম্মেলনে, শ্রীপ্রহলাদ রায় গোয়েলের গৃহ-প্রাঙ্গণে ও শ্রীহরসহায় মলজীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাসমূহে শ্রীল গুরুদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব আলোচনামুখে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন শ্রীপ্রলাদ রায় গোয়েল, শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীতুলসী দাসজী।

শঙ্করপুরে **নবযুবক-সাংস্কৃতিক মণ্ডলীর ধর্ম্মসভায়** শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল-প্রবণযুগে যুবকগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যম দেখে আমি অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছি। সাধারণতঃ যুবকগণের মধ্যে আজকাল এরূপ সৎপ্রচেষ্টা দেখা যায় না। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যা প্রচার করা হয় তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কৃষ্টির পরিবর্ত্তে নৃত্য-গীতাদির কৃষ্টিই প্রচারিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকেই বুঝায়। বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা ও অপরা। পরা-বিদ্যাই শ্রেষ্ঠা যদ্দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায়। অপরা বিদ্যা নিকৃষ্টা, য'াকে জড়-বিদ্যা বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে—শরীর, মন ও তৎকারণ চিত্তত্ত্ব বা আত্মা। গীতা শাস্ত্র শরীর ও মনকে অপরা প্রকৃতির বৈভব বলে নির্দ্দেশ করেছেন এবং জীবাত্মাকে পরাপ্রকৃতি সম্ভূত বলেছেন। 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'॥ (গীতা ৭।৪-৫) অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা অর্থাৎ জড়বিদ্যার দ্বারা প্রাকৃত শরীর ও মনের পুষ্টিসাধন হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ আত্মার পুষ্টিসাধন হয় না। অপরা প্রকৃতির দ্বারা যে শরীর ও মনের পুষ্টি সাধনের কথা বলা হয়েছে, উহাতেও বুঝবার বিষয় এই—অপরা প্রকৃতির নিজস্ব কোন ক্রিয়াশীলতা নাই, পরাপ্রকৃতির দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই উহা ক্রিয়াবতী হয়। আত্মাই আত্মাকে পুষ্ট করতে পারেন, অনাত্মা পারে নারে না। শ্রুতি বলেন—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের পরাশান্তি লাভ হয় না। উক্ত আত্মানুশীলনকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। পরাবিদ্যার চর্চ্চার অভাবে জীবের মধ্যে অসন্তোষ ও অভাববোধ ক্রমশঃ দানা বাঁধে এবং তৎফলস্বরূপ চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা আনয়ন ক'রে স্ব-পর অকল্যাণ সাধন করে। অভাবের দ্বারা কখনও অভাব-বোধ দূর হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বর্ত্তমানযুগে আজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীব অভাব হ'তেই অর্থাৎ জড় হ'তেই সুখ আমদানীর চেষ্টা করে। সেজন্য তা'র সমস্ত চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হও, চিদনুশীলন কর, বাস্তব-বস্তু ভগবানের অনুশীলন কর, তবে অসুবিধার প্রকৃত কারণ দূর হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যার

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,

(৫) গীতমালা ,, ,, ,,

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৯৭
৩০ বিষ্ণু, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শনিবার, ৩০ মার্চ্চ ১৯৯১ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমরনিবাস, চক্রতীর্থ, পুরী
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ২৪শে মে ১৯২৮

কল্যাণীয়বরাসু,—

আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি এখানে প্রায় মাসাবধি বাস করিয়া অনেকটা ভাল আছি, আরও অনেকদিন থাকিতে পারি। শ্রীমান্ * * প্রভৃতি আমার সঙ্গে আছেন। * *। আপনি লিখিয়াছেন যে, উৎসবের পর হইতে আপনি বিশেষ দুঃখিত আছেন। অপর বাজে লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন ফল নাই। উহা হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। অসৎপ্রকৃতি লোকেরা অপরের ক্ষতি ব্যতীত উপকার করে না। বি * * সম্প্রতি বরিশালে যাইতে পারে, যদি উহার হাতে বিশেষ জরুরী কার্য্য না থাকে। নানাস্থানে মঠ হওয়ায় আমাদের নানাপ্রকারে উদ্বিগ্ন হইতে হয়। বরিশালে কতদিনে মঠ হইতে পারিবে, তাহা ভগবানই জানেন। বরিশালের মঠই সম্প্রতি কলিকাতায় হইতে চলিল। বোধ করি, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের কথা শুনিয়া থাকিবেন ; তাঁহার কলিকাতার বাড়ীর নিকটেই গৌড়ীয় মঠ হইতেছে। তিনি ভূমি দান করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পোড়াকুটী, পুরী
২১শে বৈশাখ ১৩৩৬, ৪ঠা মে ১৯২৯

* * *

আপনার পত্রের লিখিত বিষয়ে যে অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানকৃত দোষ নহে। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় সেইপ্রকার অসুবিধায় আপনার কোন প্রকৃত ক্ষতি হইবে না। আপনারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সুতরাং সাধারণের ন্যায় কোন অসুবিধার বাধ্য নহেন, তাহা আমি জানি। অপরাধ ক্ষমা করিবার মালিক শ্রীভগবান্। তাঁহার কাজের কোন অপরাধ তিনি গ্রহণ করেন না, ইহাও জানি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকিতে পারি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
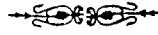
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তিরত্র ভাবঃ [১।২।১৯-২০]

তদা রজোস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ।।১২।।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ।। ১৩ ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর আমার চিত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিল না। সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হইল। এস্থলে ক্রম এইরূপ। নৈষ্ঠিকী-শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভাগবতসঙ্গে হরি-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ নাশ হইল এবং চিত্ত শুদ্ধ হইল। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার পূর্ব্বে যে অভদ্রনাশ হইয়াছিল, তাহা কেবল নষ্টপ্রায় বুঝিতে হইবে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শ্লোকে এই বিচার দেখা যাইবে। নষ্টপ্রায় অভদ্র ছিল, নিষ্ঠা দ্বারা হরিভজনে তাহার পাপ-অংশগুলি গেল, তথাপি চিত্তগত পাপাশয় যায় নাই। রুচির সহিত হরিভজনক্রমে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে অস্খলিতমতি অর্থাৎ পুণ্যপাপাশয় বিনষ্ট হইল। তথাপি পুণ্য পাপাশয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহা যায় নাই। আসক্তির সহিত কৃষ্ণভজনে অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া স্বরূপোদয় হয়। তাহারই নাম ভাব-ভক্তি। ভাবভক্তি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত। সেসময় আর অবিদ্যা দ্বারা চিত্ত বিদ্ধ হয় না। এই স্বরূপ-সিদ্ধির উদয়ের পর দেহত্যাগ হইলে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বস্তুসিদ্ধি হয়। এইপ্রকার প্রসন্নমন হইয়া ভগবদ্ভক্তি-যোগক্রমে মুক্তসঙ্গ-পুরুষের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হয়। নবম শ্লোকে যে চিত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্। উপাস্যতত্ত্বে ব্রহ্মপ্রতীতি প্রথম। পরমাত্মপ্রতীতি দ্বিতীয়। ভগবৎপ্রতীতি তৃতীয়। ব্রহ্মপ্রতীতিতে শান্তরসের আধিক্য। ভগবৎপ্রতীতিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদয়। এই স্থলে ইহার সুচনা মাত্র করা গেল। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে চতুঃশ্লোকী ভাগবতোদিত রসতত্ত্বের লক্ষণ দেখা যায়। ভাব বা রতি রসের স্থায়ী ভাব। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সংযোগে প্রেম রস হয়। তাহারই নাম ভগবত্তত্ত্ব-

[১১২।১২]
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ।।১৪।।
এতাবৎ বৈধসাধনভক্তির্দর্শিতা। রাগানুগসাধনভক্তিঃ-নির্ণীয়তে। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১২।৮-৯]
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ।।১৫।।
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি ।।১৬।।

গোপ্যঃ সাধনসিদ্ধাঃ মধুররসেন। নিত্যাসিদ্ধানামানুগত্যেন চ। [১১'১২।১২-১৩]
তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।।১৭।।

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ।।১৮।।

বিজ্ঞান। দশমস্কন্ধ ভাগবতই এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা। পরে প্রকাশ হইবে ।। ১২ ।।

এই রসপ্রাপ্তির আশায় কবিসকল পরাভক্তিদ্বারা বাসুদেব ভগবানে আত্ম-প্রসাদনী ভক্তি সাধন করিয়া থাকেন ।। ১৩ ।।

বৈধীভক্তিসাধনে এই প্রক্রিয়া। রাগানুগসাধনে প্রক্রিয়ার কিছু কিছু ভেদ আছে। সুকৃতি-বশতঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব ক্রমে সাধিত হয়। রাগানুগসাধনে ব্রজবাসীদিগের মধ্যে যে কোন প্রকার রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকার দেখা যায় এবং ঐপ্রকার সাধনে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগানুগা ভক্তির মূল। লোভ হইতে সেই ভক্তের অনুকরণ। রক্তক পত্রক প্রভৃতি কৃষ্ণদাসগণ বহুবিধ। শ্রীদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখাগণ অনেক। যশোদা রোহিণী বলদেব নন্দ প্রভৃতি গুরুগণ অনেক। আবার ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ অনন্ত। কোন ব্যক্তি আপনার বহুজন্মের সুকৃতিবলে ব্রজের কোন ভাবভক্তের চরিত্র শুনিয়া, তাঁহার যেরূপ কৃষ্ণসেবা তাহাতে যে লোভ হয়, তাহা রাগগন্ধযুক্ত। সেই লোভক্রমে সেই ব্রজ-ভক্তের অনুকৃতি করিতে করিতে সাধনসিদ্ধি ও ভাব-প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম রাগানুগ সাধন। ইহাতে অল্পকালে ভাব হয়। সাধনদশা পরিপাক হইয়া সিদ্ধদশা হয়। বৈধসাধনে নারদের চারিমাসেই সিদ্ধি লাভ হয়। রাগানুগসাধনে অনেক মহাজন-দিগের দর্শন ও বিচারমাত্রেই ভাবোদয় হইয়াছে। পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব মধুররসবিষয়ে অধিক অনুমোদন করায়, আমাদের ঐবিষয়ে ভাব ও প্রেমের কথা সংগৃহীত হইবে। অন্য সব রসাপেক্ষা এই গ্রন্থে মধুররসের অধিক আলোচনা। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! কেবল ভাবের দ্বারা গোপীগণ, গাভীগণ, নগমৃগগণ মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ সিদ্ধ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ফল অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, স্বাধ্যায় ও সন্ন্যাস-দ্বারা কেহ কখনও যত্ন করিয়াও পায় নাই। গোপী-দিগের মধ্যে যাহারা সাধনসিদ্ধা তাহাদেরই কথা এস্থলে বলা হইল ।। ১৪-১৬ ।।

মধুররসে সাধনসিদ্ধ গোপীদিগের কথা বলা হইতেছে। সেই সকল গোপী আমাতে অনুসঙ্গবদ্ধ বুদ্ধি হইয়া আপনাদের পূর্ব্বকথা এবং সম্প্রতি লব্ধ-গোপীদেহ স্মরণ করিতে পারিলেন না। যখন তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি ছিলেন, তখন রামচন্দ্রের কামনীয় রূপ দেখিয়া সম্ভোগ কামনা করেন। সেই সুকৃতিবলে গোপীদেহ পান। শ্রুতিগণ তদ্রূপ কৃষ্ণ-পদ কামনা করিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন দেবীগণ সেইরূপ করিয়াছিলেন। এ-সময়ে নিজ নিজ পূর্ব্বদেহ ভুলিলেন এবং পতিভ্রাতৃ-বর্গদ্বারা আবদ্ধ হইয়া উপস্থিত দেহও ভুলিলেন। মনে মনে সিদ্ধদেহে সখির অনুগত হইলেন। এই ব্যাপারের তুলনা নাই। সুতরাং সমাধিতে মুনিগণ যে দশা লাভ করেন, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা। নদীসকল নামরূপ ছাড়িয়া যেমত সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিত্যসিদ্ধ গোপীদিগের ভোগ্যরসসমুদ্রে প্রবেশ করি-লেন ।। ১৭ ।।

দেখ কৃষ্ণকাম হইয়া বস্তুতঃ পরমব্রহ্মরূপ আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের

পারকীয় ভাবনায়াঃ শ্রেষ্ঠতা দর্শিতা। তদ্‌গতিরপি বৈধী সিদ্ধ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠা। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০। ২৯।৯-১১]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্ম্মীলিতলোচনাঃ ॥১৯॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥২০॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥২১॥

সঙ্গে সাধনসিদ্ধা অবলাগণ পরকীয়ভাবে রমণস্বরূপ আমাকে পাইয়াছিলেন। অস্বরূপবিদ্ শব্দে পারকীয় জ্ঞানকেই বুঝায়। মধুররসের পরমপুষ্টিভাবের জন্য মদীয় গোলোক-প্রেয়সীদিগের নিত্য পরকীয় বুদ্ধি। সেই অভিমানে নিত্যপতি কৃষ্ণের জারবুদ্ধি যোগমায়াকর্তৃক নিত্যসিদ্ধ। কৃষ্ণ জগৎপতি, গোলোকপতি, গোপতি, গোপীপতি, সুতরাং তাহাতে জার-পতিত্ব ঘটে না। কিন্তু পারকীয় বুদ্ধি গোপীগণের রসোদিত সিদ্ধধর্ম্ম। মহিষী ও লক্ষ্মীরূপে নিজপতিবুদ্ধিসত্ত্বেও গোপী-স্বরূপে পরকীয়বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণের নিত্যপত্নী এই জ্ঞান স্বরূপজ্ঞান হইলেও রস-মাধুর্য্য অস্বরূপজ্ঞান লীলাতত্ত্বে অতি রমণীয়। তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধা গোপীদিগেরও এই পারকীয়জ্ঞান কাযে কাযেই নিত্যসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পারিয়া গৃহের অন্তঃপুরে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে তদ্ভাবনাযুক্তে, ধ্যান করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অতিপ্রিয় কৃষ্ণের দুঃসহবিরহতীব্রতাপদ্বারা তাঁহাদের অশুভ সমস্ত ধৌত হইল। ধ্যানপ্রাপ্ত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ যে নিবৃত্তি লাভ করিলেন, তদ্দ্বারা সমস্ত পুণ্য ক্ষীণ হইল ॥ ২০ ॥

জারবুদ্ধি অর্থাৎ পারকীয় বুদ্ধিদ্বারা ধ্যানে পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ সদ্য প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অপ্রাকৃত দেহ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াও কিরূপে পাপপুণ্য ও গুণময় দেহ ছিল, ইহার মীমাংসা এই যে, সাধনকালে স্বরূপ-দেহের আভাস পাইলেও গুণময় দেহ থাকে, যে পর্য্যন্ত নির্গুণ বস্তু সিদ্ধি না হয়। সেই সেই ঋষিগণ, সেই সেই উপনিষদ্গণ, সেই সেই দেবীগণ সাধনময় ব্রজে গোপীজন্ম পাইয়াও সাধনদেহে ছিলেন। ভৌমব্রজে যোগমায়া-কৃত স্বরূপপ্রতীতি হয়। তথায় সিদ্ধ গোপীদিগের অনুগত হইয়া ভজিতে ভজিতে রাগাত্মিকা ভাব প্রাপ্ত হন। সেই রাগপ্রাপ্তিকালে গৌণদেহ ত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণ দেহপ্রাপ্তি। ইহাকেই সাধনসিদ্ধি বলে। অপ্রকটে যে গোলোকীয় ব্রজ বৃন্দাবন, তাহাতে সকলেই বস্তুসিদ্ধ। সেই নিত্য গোলোকের প্রাপঞ্চিক-প্রতীতিই এই ভৌমব্রজ। যেখানেই হউক রাগানুগভক্তগণ গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, সেইখানেই ভৌমব্রজের জন-নিষ্ঠ বিশেষ প্রতীতি। সাক্ষাৎ ভৌমব্রজে এই প্রতীতি ভক্তসাধারণনিষ্ঠ ॥ ২১ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র

('৬৮)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুলব্রহ্মচারিণি ॥ ৭৩
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।৭৪
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

'নকুল ব্রহ্মচারিতে গৌরহরির আবির্ভাব এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রেও তাঁহার আবেশ জানিতে হইবে।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদে তাঁহার অনুভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র ওড়িষ্যাবাসী লিখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরও চৈতন্যভাগবতে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে ওড়িষ্যাবাসী বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। 'যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা। তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥ মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমের শরীর। পরমানন্দ* রামানন্দ—দুই মহাধীর।'—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৮৩-৮৪। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে বর্ণনানুযায়ী ইনি প্রথমে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, পরে ওড়িষ্যাবাসী হইলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র চৈতন্যশাখায় গণিত হন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনায়ও জানা যায়।

'শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহ বৈষ্ণবপ্রধান।
জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইঁহ দাস নাম॥'
—চৈঃ চঃ ম ১০।৪৩

'শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর। (প্রেমের সাগর)
আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।২১১

'কাশীশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৮।৫৭

'কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩১

'জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রাণধন॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।২

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণভারত হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পুরীবাসী ভক্তগণের পরিচয় প্রদানকালে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বৈষ্ণবপ্রধানরূপে (পূর্ব্বোল্লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১০।৪৩) কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিলীলায় চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে ২য় পয়ারে গৌড়ীয়ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'উৎকলদেশে বিপ্রকুলে ইঁহার (প্রদ্যুম্ন মিশ্রের) জন্ম. ইঁহার আদর্শ-গৃহস্থোচিত পুণ্যময় জীবন ও আভিজাত্যপূর্ণ সামাজিক উচ্চতম মর্য্যাদা হরির ও হরিজনের সেবায় নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রভু নীলাচলে ইঁহাকে অশৌক্র-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণভক্তিরস-শিক্ষকচূড়ামণি মহাভাগবতবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রায়রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইনিও শিষ্যরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করিলেন।'

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রায়-রামানন্দের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরায়রামানন্দ পুরীতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে অবস্থান করিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি যে কার্য্য করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের কা কথা, মুনিঋষিগণেরও দুরধিগম্য। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নৃত্যগীতাদির দ্বারা সুখবিধানের জন্য দুইটী যুবতী দেবদাসীকে মার্জ্জনাদির দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ নৃত্যগীতাদি-বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। যে সময়ে তিনি উক্ত সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তৎকালে বাহিরের লোকের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। একদিন তিনি উক্ত-সেবায় সংরত আছেন, এমন সময় মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রায় রামানন্দ সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সেবকগণ শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর রায় রামানন্দ সেবাকার্য্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি মিশ্র মহোদয়কে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন

* পরমানন্দ—পরমানন্দ মহাপাত্র।

করতঃ তাঁহার নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। বেলা উত্তীর্ণ হওয়ায় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

পুনঃ কিছুদিন বাদে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হইলে রায় রামানন্দের সহিত কিরূপ কৃষ্ণকথা হইল তাহা জানিবার জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র সন্দিগ্ধচিত্তে মৌনভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু সবই বুঝিতে পারিলেন। মিশ্রের সংশয় অপনোদনের জন্য তিনি শ্রীরায় রামানন্দের অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্ণন করিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতেছে—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?
রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥"

মহাভাগবত শ্রীরায়রামানন্দ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে অধিকারী—এইরূপ বলিয়া মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য পুনরায় প্রেরণ করিলেন। মিশ্র জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে আসিয়া পৌঁছিলে রামানন্দ রায় প্রণতি-দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশের কথা জানাইলে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যানগরে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক বিষয়ে যে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তিত হইল। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বক্তা-শ্রোতা উভয়েই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণকথায় দিবাবসান হইল। প্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃতকৃতার্থ হইয়া অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-কথা শ্রবণের সৌভাগ্যবিষয়ে পরে পরমোল্লাসভরে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ—ত্রিবর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী—আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু। তাঁহাদের পদ-মদোত্থ প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় প্রাকৃত লৌকিকীদৃষ্টিতে সর্ব্বনিম্নবর্ণ 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্বনিম্নাশ্রমী গৃহস্থ' বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দরায়প্রভু দ্বারা প্রদ্যুম্ন মিশ্র-নামক শৌক্র-ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করাইলেন এবং গৃহীত-সন্ন্যাস স্বয়ং মহাপ্রভুও শ্রীরামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন।'

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬)]

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥
(ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫)

এস্থলে "অহমেব" হইতে শ্লোক-চতুষ্টয় চতুঃশ্লোকী-ভাগবত নামে চির-প্রসিদ্ধ। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে এই ভাগবতী বাণী প্রদান করেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্তৃক জগতে প্রকটিত শ্রীমদ্ভাগবতই প্রাগ্‌বৈদিক যুগে—অনাদিকালে আদি-গুরু ব্রহ্মার শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে প্রকটিত আছেন। বেদ-কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতে তদীয় উদ্দিষ্ট-সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের কথাই সুষ্ঠু ও সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
কৃষ্ণ প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪-১২৫)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎ-ক্ষণাৎ ॥

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ (ভাঃ ১।১।১-৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে কীর্ত্তিত এই শ্লোক-ত্রয়ের প্রথমটি—সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি—অভিধেয় এবং তৃতীয়টি—প্রয়োজনতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বেদশিরোভাগ বেদান্ত ও সূত্রটি চতুরধ্যায়ী নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে সমন্বয়-অধ্যায়, অবিরোধ-অধ্যায়, সাধন-অধ্যায় ও ফল-অধ্যায়—এই চারিটি অধ্যায় আছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম চারিটি (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ) সন্দর্ভ—সম্বন্ধ-তত্ত্ববিষয়ক, পঞ্চম 'ভক্তিসন্দর্ভ'—অভিধেয়-তত্ত্ববিষয়ক এবং ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভ'—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদভিন্নবিগ্রহ গোস্বামিগণ ও কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। Sreeman Mahaprabhu and the Goswamins gave hints to the study of Srimad Bhagabatam. এই শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে এই ভাগবত-তত্ত্ব বলিয়াছিলেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে ঐ তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। সমষ্টিবিষ্ণু বা মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা, ভ্রূ হইতে মহাদেবের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এক এক জন ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মা জীব-বিশেষ। বহু সাধনফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। এস্থলে 'ব্রহ্মা' বলিতে লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। জীব তপস্যার ফলে ব্রহ্মা হন। বিষ্ণু যখন জগতে যোগ্যজীব পান না, তখন নিজেই ব্রহ্মা হন। ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর।

আমার জীবিত কালের ৫০ বৎসর অতীত হইবার পর গৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য'ও ১২ বৎসর যাবৎ লিখিত হইতেছে। দ্বাদশ বৎসরে এবার দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য' সমাপ্ত হইল। আজ শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-বাসর। 'অধি' উপসর্গে 'অধিক' বুঝায়। সুতরাং 'অধিবাস' বলিলে 'অধিক' বা পূর্ব্বদিবস বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্য ও চান্দ্রমাসের পার্থক্যানুসারে 'অধিমাস' গণিত হয়। এক কল্পে সূর্য্য ও চান্দ্রমাসের দিনসংখ্যায় সৌর ও চান্দ্রমাসের মিল হয়। বৎসরে দ্বাদশ মাস। আবার দ্বাদশ

সৌর মাসের অধিপতি দ্বাদশাদিত্য। দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা দ্বাদশ বিষ্ণুমূর্ত্তি। আবার দ্বাদশ তিলকের অর্থাৎ বিষ্ণুমন্দিরের অধিদেবতাও দ্বাদশ বিষ্ণুমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর।

সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যদেবতাকে এইরূপে ধ্যান করেন—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি।

আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুই জীবের উপাস্য। ঐ সাবিত্রীমন্ত্রেই ব্রাহ্মণগণের ত্রিসন্ধ্যা হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুর উপাসনা না করিয়া সূর্য্যকে পৃথক্ ঈশ্বর কল্পনা করিয়া পূজা করে, তাহারা মূঢ়। বিষ্ণু—সনাতন। তাঁহার উপাসক ও উপাসনা নিত্য। সূর্য্যোপাসকেরা সূর্য্য-দর্শনের অভাবে রাত্রে তাঁহার সাধনা করিতে পারেন না। সূর্য্য সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরায় পর পর তদীয় রশ্মিজাল বিস্তার করেন বলিয়া তিনি 'সপ্তাশ্ব' নামে কথিত। মহারাজ পৃথু সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসম্রাট্ ছিলেন।

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥
(ভাঃ ৪।২১।১২)

পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল;—কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। এস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রভেদ চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণ—চ্যুতগোত্রীয় আর বৈষ্ণব—অচ্যুত-গোত্রীয়। ব্রহ্মজ্ঞব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব হন। বিষ্ণুই একমাত্র বাস্তব-বস্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব-বিষয়ে অধোক্ষজ-ধারণায় কোনপ্রকার মায়িক ধারণা প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্যই বেদাদি শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যবহার। ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে জীবকে তফাৎ রাখিবার জন্যই ব্রহ্মের আলোচনা। ব্রহ্মজ্ঞতা সঙ্কীর্ণতার অন্তর্ভুক্ত নহে। যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই উদার এবং অব্রাহ্মণই কৃপণ বা শূদ্র। 'বৃহত্বাৎ বৃংহণতাচ্চ ব্রহ্ম—ইতি নিগদ্যতে',—যাঁহাতে সর্ব্বব্যাপকতা ও পালকত্ব-ধর্ম্ম আছে, তিনি ব্রহ্ম; নিত্যচিদানন্দময় বিশেষ ব্রহ্মই বিষ্ণু। রুদ্রের উপাসকগণ মুক্তিকামী হইয়া রুদ্রকে একমাত্র লয়ের কর্ত্তা মনে করিলেও বিষ্ণুকে তদধীন রুদ্র ধ্বংস করিতে পারেন না। বিষ্ণু-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করে। বিষ্ণুর উপাসনা না করিলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান শিবের বা কালের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-বাদীর চরমগতি—মহাকালের অধীন হওয়া। কোন কোন মতে রুদ্র ব্রহ্মার শিষ্য। রুদ্র বৈজয়ন্তে গিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'ব্রহ্ম কি বস্তু?' ব্রহ্মবস্তুর জিজ্ঞাসা-মূলেই 'তলবকার' বা 'কেনোপনিষদের' আবির্ভাব—

"কেনেশিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কেনেশিতং প্রথমং প্রৈতি প্রাণঃ।" ইত্যাদি।

এস্থলে 'কেন' 'কেন' ইত্যাদি শব্দ-দ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্বনিয়ামকত্ব উদ্দিষ্ট হইতেছে।

'ওঁ' ও 'অথ' বেদাদি শাস্ত্রের প্রারম্ভিক বাক্য। ইঁহারা বিষ্ণুবাচক।

"ইমাং বাচং প্রবদন্তি।"

'ক উ দেবং যুনক্তি।'—দেবগণের পরিচালক কে? ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নিম্নস্তরের কথা; এজন্যই বেদান্তের প্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'।

নির্ব্বিশেষবাদ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইলে নিত্য-চিদানন্দ-বিশেষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। বৈজয়ন্ত ধামে ব্রহ্মার বসতি। সুতরাং কেনোপনিষৎকথিত দেবগণ কিংবা ব্রহ্ম কিছু নির্ব্বিশেষ নহেন।

ভগবন্মন্দির ও ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাইতে হয়, নতুবা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্গৃহে যান বা পাদুকা অবলম্বন করিয়া আসা অনুচিত। তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদুকা কিছু অপবিত্র নহেন। তাহা বিষ্ণুর মন্দিরে রক্ষিত ও সেবিত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ভগবানের আসনের সহিতই একত্রে বসিতে পারেন।

মন কোথা হইতে প্রেরণা পাইল? মনকে চালিত করেন কে? বিষ্ণুই। তবে মনুষ্যজাতির মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ে যে ধারণা, তাহা ভ্রমপূর্ণা, কারণ, বদ্ধ-জীব মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করে, তাহা অসৎ।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

আত্মার বিচার না হইলে মনের বিচার সকলই অসৎ। 'প্রাণ' বলিতে 'বায়ু'কে বুঝায়। কিন্তু মুখ্য-প্রাণই বৈকুণ্ঠবায়ু, তাহা 'নাসিক্য-বায়ু' নহে। প্রাণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি।

ভগবদ্‌বিস্মৃতিবশতঃ জীবের জড়জগদ্ দর্শন হয়। ভগবান্ বলেন,—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধভক্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশাধিকার পান; কিন্তু মনোধর্ম্মী নির্ব্বিশেষ বিচারে প্রবেশ করিবেই করিবে। বৈষ্ণবের মন, প্রাণ, বাক্য নিত্যবস্তুর উপাসনা করে; উহারা জড় নহে। ডাঃ স্যার * * মহাশয়ের পঞ্চ-ভঙ্গীনিরাসের বহুপূর্ব্বেও ভারতে ভক্তিধর্ম্মের কথা ছিল। ভক্তির কথা কালক্রমে আসুরিক ধর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত হইলে আচার্য্যের প্রচারের অভাবে অভক্তির কথা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীগৌর-সুন্দরের উপাসনা আধুনিক নহে, উহা সনাতন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্॥
(স্বরূপগোস্বামীপ্রভুর কড়চা)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
(ভাঃ ২।৯।৩২)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(ভাঃ ২ ৯।৩০)

জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞান বা রহস্য না থাকিলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র। তাহাতে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় ভ্রম হইবে। Heno-theism is a part and parcel of the knowledge of phenomenon. বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান না হইলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিশেষবাদ কখনও বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥
(ভাঃ ১২।১৩।১২, ১৫)

In unalloyed theism Personal God-head must be observed. শ্রীমদ্ভাগবতে 'অধোক্ষজ' শব্দদ্বারা ভগবৎতত্ত্বসম্বন্ধে যাবতীয় প্রাকৃতভাব নিরস্ত হইয়াছে। সেইজন্যই—"জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং"; "তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনু-গ্রহাৎ"। ভগবান্ বলিতেছেন—I am quite independent, "নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্", সৎ and অসৎ all have come out of Me. "গৃহাণ গদিতং ময়া" এখানে Personality of God-head বলিতেছেন—'পরমং গুহ্যং বিজ্ঞানসমন্বিতং জ্ঞানং শৃণু'। 'তদঙ্গং' অর্থে with all entourage অর্থাৎ সাধন ও পরিকরবৈশিষ্ট্যসহ। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১৬শ সংখ্যায় বলিয়া-ছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতু-র্দ্ধাবতিষ্ঠতে।" অর্থাৎ পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তি-ক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিপ্রকারে অবস্থান করেন।

"গৃহাণ গদিতং ময়া" অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন —'আমি তোমাকে তত্ত্ব বলিতেছি; তুমি ও আমি এক নই।' "গদিতং ময়া"—Do not formulate or don't speculate me, your aural reception only is wanted.

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" এস্থলে আমার অনুগ্রহে আমাকে জানিতে পারিবে—"as I am." শ্রৌত পথেই ভগবত্তত্ত্ব অবতরণ করেন। যদি শ্রোতা না থাকিত, তবে আদৌ কীর্ত্তন হইত না। শ্রুতিবিরোধী মতসমূহ অবিলম্বে নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। কীর্ত্তন করা হয় কেন? বাক্য বলা হয় কেন? না,—বাক্য বলা হয়, অন্যের শুনিবার জন্য। যাঁহারা শুদ্ধকীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক

স্মরণ বা ধ্যানের পক্ষপাতী, তাঁহারা অশ্রৌতপন্থী। বদ্ধ meditator দের ধ্যেয় পদার্থ সমস্তই জড়। আরোহবাদীরা সকলেই empericist. এস্থলে অপৌরুষেয় পুরুষোত্তমই এসকল কথা বলিতে বসিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ তত্ত্বই Godhead-এর manifestation. দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন যে স্থলে নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ; ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তিনি কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত নহেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

"যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি;—ভগবানের কৃপাবলে ব্রহ্মা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন। "যাবানহং" এস্থলে "অহং" 1st. Person, 'তে' 2nd. Person কে বলিতেছেন; আর 3rd. Person শুনিতেছেন। পুরুষোত্তম ভগবান্ই হইলেন—1st. Person.

"এতদীশনমীশস্য"—এস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—"আমা হইতে কাল সৃষ্ট হইয়াছে, আমি কালের অধীন নহি।" ঈশ্বর ও জীব কালের অধীন নহেন। এ জগতে পাঁচটি তত্ত্ব আছে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। ইহার মধ্যের প্রথম তিনটি স্বরূপতঃ কালাধীন নহে। কর্ম্মের স্বরূপই—'প্রাগনাদি বিনাশি চ'।

'তদঙ্গ' বর্ণনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে এসকল কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমাত্ম-বর্ণনকালে distinctive reference to phenomena ই উক্ত হইয়াছে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার বর্ণন কখনই জীবভোগ্য ব্যাপার নয়। বদ্ধজীব হরিনাম করিতে পারে না। হরিনাম-গ্রহণ শুদ্ধচেতনাত্মার নিত্যবৃত্তি।

Historic reference denounce করিবার জন্যই পরমেশ্বরের কালাতীতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন—Unending time-এর পূর্ব্বে আমি ছিলাম। 'সদসৎ-পরম্' অর্থাৎ existence ও non-existence-এর অতীত। ভগবানের অনাদিত্ব ও আদিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ আত্মা বা ইদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাদি।

Mind-এর দ্বারা আত্মদর্শন করা যায় না। দেশ-কাল-পাত্রের Consideration এ মনটি মায়া-নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা আত্মা হইতে পৃথক্। তাই শ্রীভাগবতী বাণী—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

(ভাঃ ২।৯।৩৩)

বস্তু-ব্যতীত যাহার প্রতীতি আছে, কিন্তু বস্তুতে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই মায়া। মায়ামূঢ়গণ ঈশ্বরকে প্রকৃতি বা মায়াজাতীয় মনে করিতেছেন; কিন্তু শ্রুতি বলেন—

"শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"

'অনয়া মীয়তে' ইতি মায়া। মাপাধর্ম্মে বা অক্ষজজ্ঞানে থাকিলে রাধারাণীর দাস্য হয় না। প্রকৃতিবাদীরা মূঢ়তাবশতঃ মায়াকেই হরি-হর-বিরিঞ্চিজননী বলিয়া থাকে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের বিরোধমূলে ভাগবতের অনুকরণে 'দেবীভাগবত' প্রণীত হইয়াছিল। উহা কখনও ব্যাসদেব-প্রণীত নহে, পরন্তু কোনও বদ্ধ শাক্তেয়বাদী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে। মায়ামুগ্ধদের ঈশ্বরতত্ত্বের confusion আসিবেই। তিনি ভজনরাজ্যে গিয়াছেন, যিনি প্রকৃত বিচার ছাড়া কিছু করেন না। ভগবানের কথায় মায়া নাই। মায়া বঞ্চনা বা অমঙ্গলকারিণী। যাহারা সংসার চায়, মায়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেন; কিন্তু ভক্তের নিকট স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণদাসী চিচ্ছক্তি যোগমায়া। মায়া বহুরূপিণী—চণ্ডিকা, ভৈরবী, কালিকা, মাতঙ্গী ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা অন্যরূপ। আমরা মায়াকবলিত হইয়া পিতা, পিতামহ, মাতা ইত্যাদি রূপে জগতে উপস্থিত হই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা জীবের অহমিকার দ্বারা মায়াকে জয় করা যায় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যাসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির আশ্রিত ভক্তই মায়াকে অতিক্রম অর্থাৎ transcend করিতে পারেন। ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার মায়া জয় করা যায়। যেমন আলো আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়িলে আমরা সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই, ছায়াকে তখন দেখি না তদ্রূপ। ভগবানের সেবা ও কৃপা বাদ দিয়া নিষ্কাম হইবার চেষ্টায় নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হয়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

ভগবানের সেবা-ব্যতীত বৈরাগ্য ভগবানের লীলাকে বা স্বতন্ত্রেচ্ছাকে বাধা দেওয়া মাত্র। শরণাগত ব্যতীত কেহই ভগবানের বৈশারদী মায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
(গীতা)

যাঁহারা নিজের কল্পনাবশে মায়াকেই ভগবান্ বলেন, তাঁহারা মূঢ় ও বঞ্চিত। তাঁহাদেরই গান—

"ওহে বনমালি, একবার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।" ইহার আখরও তেমনি উপযুক্ত—"ওহে এস হে, আমার বাগানের মালী।" কৃষ্ণ কখনও কাহারও চাকর নহেন, তিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের যোগানদার নহেন।

যাহারা জাগতিক নীতিবাদী হইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের আচরণে দোষ দর্শন করে, তাহারা পাষণ্ড। কৃষ্ণ তাঁহার chastising rod উহাদের অজ্ঞানময় ethical principle-এর উপর নিশ্চয়ই চালাইবেন।

ভগবান্ ভক্তের প্রেমবাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমে ঋণী। কৃষ্ণ নবদ্বীপে দ্বীপান্তরিত হইলেন ঔদার্য্য-বশতঃ। Ethical principle মধুপুরী হইতে exiled হইলেন।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেক জ্ঞানের অভাবেই আজকাল Godless education

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে মদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

Transcendental বস্তুতে human conception carry করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্-ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্য ভজামহে ॥

আগামীকল্য ব্যাসধারায় পূজা—শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পাদপদ্মই বৈকুণ্ঠ-নামদাতা—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥
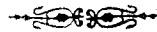
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রী-মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে দক্ষিণ কলিকাতা, কালীঘাটে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯০) শুক্রবার হইতে ১৬ পৌষ,

১ জানুয়ারী (১৯৯১) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়। পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই, জি, পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ মৈত্র ও কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরিতোষ কুমার মুখোপাধ্যায়। ধর্ম্মসভার প্রথম ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাক্তার হৈমী বসু ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'হিংসাপ্রবণ জগতে শান্তির উপায়', 'ধর্ম্মের স্বরূপ ও মানবজীবনে তাহার উপযোগিতা', 'পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম', 'সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহসেবা' ও 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। প্রত্যহ সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

১৪ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, কালী টেম্পল রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কালীঘাট রোড, রমেশ মিত্র রোড, রাখাল মুখার্জ্জী রোড, টাউনসেণ্ড রোড, হাজরা রোড, শরৎবোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, মনোহর পুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জ্জী রোড —পথসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীমঠের আচার্য্য গুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান-মুখে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের ভক্তগণ প্রবল উৎসাহের সহিত মৃদঙ্গবাদন সেবা করিয়া সাধুগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা দিবসে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নর-নারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রী-শ্রীকান্ত বনচারীর সহায়তায় ঠাকুরের মহাভিষেক-কার্য্যাদি সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্যবিষয় 'হিংসাপ্রবণ জগতে শান্তির উপায়'। প্রধান অতিথি ডাঃ হৈমী বসু বিষয়টী সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন হিংসা দ্বারা মানুষ অধঃপতিত হয়। মহাভারত হ'তে আমরা জান্‌তে পারি হিংসার বা অধর্ম্মের প্রতীক দুর্য্যোধন এবং ধর্ম্মের প্রতীক যুধিষ্ঠির মহারাজ। হিংসাপ্রবণতা হেতু দুর্য্যোধনের পতন ঘটে। অধুনা বস্তুতান্ত্রিক যুগে পরিমিত বস্তু লইয়াই মানুষের মধ্যে বিবাদ ও প্রতি-

যোগিতা। প্রতিযোগিতায় কেহ সফল হয়, কেহ সফল হয় না। সীমিত বস্তু লইয়া কলহ ও হিংসা অনিবার্য্য। বস্তু যদি অসীম হন, কেহ পেলে অন্যে যদি বঞ্চিত না হয় বিবাদ ও হিংসার কারণ থাকে না। সেই অসীম বস্তুই পরমেশ্বর। অসীম হ'তে অসীম বাদ দিলে অসীমই অবশেষ থাকেন। এজন্য অসীমবস্তু পরমেশ্বরের আরাধনায় ও চিন্তায় অশান্তির বা হিংসার উদ্ভব হয় না। সচ্চিন্তায় ও সৎকার্য্যে অভিনিবেশ মনকে নির্ম্মল করে, নতুবা উহা শয়-তানের কারখানায় পরিণত হয়। Empty brain is devil's workshop. সর্ব্বজীব পরমেশ্বরের সম্বন্ধ ধারণ করায় উক্ত সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি স্বাভাবিক, সেখানে ভেদাভেদ থাকে না। ধর্ম্ম-সভায় এসব কথা শুনবার লোক কয়টী। অথচ পল্লীতে কমপক্ষে ২০ হাজার লোকের বাস। সাংসা-রিক সংকীর্ণতায় আমরা আচ্ছন্ন, এসব বিষয়ে ধ্যান দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের মত দুর্গত জীবের প্রতি দয়া পরবশ হ'য়ে ভগবদারাধনার অতি সহজ পন্থা প্রদর্শন করেছেন। সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ, দ্বাপর যুগের শ্রী-মূর্ত্তির পূজা কলিযুগের জীব করতে সমর্থ নহে, তজ্জন্য তা'দিগকে হরিনাম করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' হরি-নাম ব্যতীত কলিকালের জীবের অন্য গতি নাই, নাই, নাই। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা কেবল নিজের কল্যাণ হবে এমন নহে, যাঁরা হরিনাম শুন্‌বেন তাঁদেরও কল্যাণ হবে। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণেতে অর্থাৎ নাম নামীতে ভেদ নাই। হরিনাম সংকীর্ত্তনে যাঁরা যোগ দেন এবং অপরকে যাঁরা হরিনাম ক'রান— সকলেরই উদ্ধার সাধিত হবে। হরিনাম গ্রহণকারীকে পাপহিংসাদি স্পর্শ ক'রতে পারে না। তবে 'হা কৃষ্ণ! হা নারায়ণ! তুমি আমাকে উদ্ধার কর!'— হৃদয় দিয়ে তাঁকে ডাক্‌তে পার্‌লে যথার্থ ফল পাওয়া যায়।"

ডাঃ হৈমী বসু প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"সারগর্ভ ভাষণ শুনার পর আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলবার ধৃষ্টতা আমি রাখি না। কোন জন্মে যাতে কৃষ্ণের দাসানুদাস হতে পারি, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। নিজের মানসিক অবস্থা ব্যক্তকরার জন্য এবং কিছু শিখ্‌তে আমি এখানে আসি। সাধুগণের আদেশ অমান্য করা ঠিক নহে, এইজন্য কিছু বল্‌ছি। ভক্তগণের নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ং ভগবান্। আমি সেদিক্‌টা বল্‌ছি না। বিশ্বে অনেকেই নিজেকে বিপ্লবী ব'লে জাহির করেন, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর মত বিপ্লবী কেহ হয়েছিলেন বা হবেন ব'লে আমি মনে করি না। যে সময়ে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের চরম প্রাদুর্ভাব, জাতিগতভাবে ও বর্ণগতভাবে মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণা, সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু এসে হিংসাপ্রবণ জগতে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। পৃথি-বীতে কমবেশী হিংসা পূর্ব্বেও ছিল বা এখনও আছে, পরেও থাক্‌বে। অধুনা হিংসার দ্বারা সমস্ত জগৎ জর্জ্জরিত। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তখন ভগবান সাধুগণের পরি-ত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হন। কলিযুগের জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু রাস্তা দেখিয়েছেন। আমরা মায়াবদ্ধ জীব সেই মঙ্গলের রাস্তা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এই পাড়ায় ১৯।২০ হাজার লোকের বাস কিন্তু এই সদুপদেশ গ্রহণ করতে কয়টি লোক এসেছেন। অধুনা সারা পৃথিবীতে হিংসার তাণ্ডব চল্‌ছে। শুধু রাজনৈতিক হিংসা নহে, ধর্ম্মের নামেও হিংসা চল্‌ছে। ইহা খুবই বেদনাদায়ক। ভারতবর্ষ হইতে ঋষিগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করেছেন তা' কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে। উক্ত ধর্ম্মের নাম সনা-তন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্ম ব্যাপক। অন্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সন, তারিখ আছে কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম কবে হতে শুরু হয়েছে কেহ সঠিক বল্‌তে পারেন না। সনাতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবানের দূত, পয়গম্বর অথবা পুত্র। ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞতা হতে হিংসা আসে। যেখানে যথার্থ ধর্ম্ম বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রপত্তি সেখানেই শান্তি আস্‌তে পারে। গীতাতে কৃষ্ণ বল্লেন 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের ও প্রপত্তির সহজ

পথ দেখালেন। হৃদয় দিয়ে ভগবান্‌কে ডাক। ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনে জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগ দিতে পারেন। এই নাম-সংকীর্তন সমগ্র পৃথিবীতে অধুনা ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, এমন কি কমিউ-নিষ্ট দেশেও কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের প্লাবন এসেছে।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন **আই-জি-পি শ্রী-সুনীল চন্দ্র চৌধুরী** ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বছরে একবার, দুইবার অনেক জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিগণের নিকট সার-গর্ভ কথা শুন্‌বার আমার সৌভাগ্য হয়। আমাকে এই শুন্‌বার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মঠাধ্যক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পূজনীয় মহা-রাজগণ আজকের বক্তব্য বিষয় 'পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম' প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তাঁহারা যেভাবে বিষয়টী আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে এইটুকু বোধের বিষয় হইল যে শীঘ্র আমাদের মত ব্যক্তিগণের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেম লাভ সম্ভব নহে। সাংসা-রিক সুখ সুবিধা প্রাপ্তি যে লাভজনক, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। রেষ্টুরেণ্টে বসে খাওয়া, সিনেমা দেখা প্রভৃতিকে আমরা সুখকর মনে করি। সিনেমার চিত্রতারকা দেখিবার জন্য কতলোকের ভীড় হয়। কৃষ্ণপ্রেম লাভে আমাদের কি সুবিধা হইবে, প্রকৃত আনন্দ ও সুখ কোথায়, আমরা সুখ মনে করিয়া সুখের মায়ার পিছনে ছুটিয়া নিরন্তর ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছি ইত্যাদি সমস্ত কথা মহারাজ গণ কত প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ব্যবস্থা দিয়া শান্তি পান নাই, পরে নারদের উপদিষ্ট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। সব ধর্ম্ম ছেড়ে কৃষ্ণের শরণাগত হইলে শান্তিলাভ হয়, ইহাও আমরা শুনিলাম। এই শরণাগতির অর্থ ইহা নহে, বৃদ্ধ বয়সে আমরা যখন অসমর্থ হইয়া পড়িব, দাঁত নাই রেষ্টুরেণ্টে যাইয়া খাইতে পারিব না, দৃষ্টি শক্তির লাঘবতা হেতু সিনেমাদি দেখিতে পারিব না, সবকিছুতেই যখন অসামর্থ্য হইয়া পড়িব, তখন নিরুপায় হইয়া ভগবানের শরণাগতির ছলনা করা। দৈনিক ব্যবহারিক জগতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কতটা প্রয়োগ করিতেছি, তাহা আমাদের সর্ব্বদা চিন্তা করা দরকার। প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে জিজ্ঞাসা করা দরকার আমরা যে কার্য্যটি করিলাম, তাহা ঠিক কি না। পিতার প্রতি পুত্রের ব্যবহার, পুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যবহার, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এই সব বিষয়ে যদি আমাদের শিক্ষা না হইল, সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম আমরা কি বুঝিব ?"

কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের অবসর প্রাপ্ত **মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ মৈত্র** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন— "বক্তব্য বিষয় 'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহসেবা'। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে চারিটী আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-প্রচার ও শ্রীবিগ্রহ সেবাপ্রকাশ। শ্রীবিগ্রহসেবা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। সনাতন ধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের প্রপকফল শ্রীমদ্ভাগ-বত, যাহা শুকদেব গোস্বামী স্বয়ং আস্বাদন করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নবধা-ভক্তির কথা উল্লিখিত হই-য়াছে। তন্মধ্যে অর্চ্চনভক্তি অন্যতম। শ্রীবিগ্রহ পুতুল নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্। শুদ্ধভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হন। শ্রীবিগ্রহ ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন, চলেন, ফিরেন, ভক্তের জন্য চুরি করেন, সাক্ষী দেন প্রভৃতি বহু অলৌকিক ঘটনাসমূহের বিব-রণ শ্রুত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজের স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী গোপাল। শ্রীগোপালদেবের সেবক ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপালদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে গোবর্দ্ধনের বনমধ্যে রক্ষা করিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি গোপালদেব বনমধ্যে বহু সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমিক ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ তথায় উপনীত হইলে এবং অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করতঃ হরিনাম করিতে থাকিলে কৃষ্ণ গোপবালক-রূপে তাঁহাকে দুগ্ধপ্রদান করিলেন। শেষরাত্রিতে স্বপ্নে তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া নিজের অবস্থিতির কথা জানাইয়া বলিলেন তিনি বহুদিন যাবৎ অভুক্ত আছেন এবং তাপ-বায়ু ও বৃষ্টির দ্বারা কষ্ট পাই-

তেছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করিতেছেন কবে মাধব পুরী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবে, তাঁহাকে স্নান করাইয়া কবে শীতল করিবে এবং অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগদিয়া তাঁহার বহুদিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে। গোপালদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ব্রজবাসিগণের সাহায্যে গোপালদেবকে প্রকাশ করতঃ গোবিন্দকুণ্ডের জলে মহাভিষেক কার্য্য এবং অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। পুনঃ শ্রীগোপালদেবের আদেশে মলয়জচন্দন আনিবার জন্য নীলাচল যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে রেমুণায় গোপীনাথ দর্শন করতঃ অমৃতকেলি ক্ষীরভোগের কথা শুনিয়া উক্ত ক্ষীরভোগ গোপালদেবকে দিবার জন্য আস্বাদনের ইচ্ছা করিলে গোপীনাথ ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য একটি ক্ষীর ভাণ্ড চুরি করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত ক্ষীরভাণ্ড মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে দিবার জন্য স্বপ্নে পূজারীকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদবধি গোপীনাথবিগ্রহ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর বিশুদ্ধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ ও শ্রীমদনমোহন বিগ্রহরূপে বৃন্দাবনে প্রকটিত হইলেন।"

পঞ্চম অধিবেশনে **মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরিতোষ কুমার মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বিষয়ঃ 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু'। যেখানে এ বিষয়টির আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে উহা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ধর্ম্মসভার অনুকূল আলোচনাই সমীচীন, ইহা রাজনৈতিক সভা নহে। কলিযুগে পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণকালে হরিনাম সংকীর্ত্তনসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, তাহারই পরবর্ত্তী কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। মহাপ্রভু নূতন কিছু কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি বেদ বিভাগ, বেদান্ত রচনা, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুযায়ী কৃষ্ণপ্রীতির জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া পরাশান্তিলাভ করিলেন। নারদ গোস্বামী চতুশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই বেদব্যাস মুনি আঠার হাজার শ্লোক সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবত লেখেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি মুখ্য নবধা-ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য নামসংকীর্তনকেই সর্ব্বোত্তম সাধন বলিয়াছেন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান হইয়াও ভগবানের নামকীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবন্নামের শক্তি অসীম। বৈষ্ণব মহাজনগণ প্রচুররূপে নামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। নামী অপেক্ষাও নামের মহিমা অধিক। শুদ্ধভক্ত সঙ্গে যথাযথরূপে নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত-যেখানে ভগবানের নামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেখানেই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অধিষ্ঠান। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন— "ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতি প্রাচীন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সনাতন-ধর্ম্ম। যাহা সকলকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাকে ধর্ম্ম বলে। Religion ও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা নাই। মনুসংহিতায় মনুষ্যের পালনীয় দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে—(১) ধৃতি (ধৈর্য্য), (২) ক্ষমা, (৩) দম, (৪) অস্তেয়, (৫) শৌচ, (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (৭) ধী (অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা), (৮) সত্য, (৯) অক্রোধ ও (১০) অহিংসা। অসংযত জীবনযাপনের দ্বারা, ভোগের দ্বারা মনের শুচিতা আসে না। আজকাল ঘরে ঘরে সকলে টি-ভি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমনকি বৃদ্ধদের মধ্যেও টি-ভি দেখার ঝোক। এইসবের দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অধিকারী জীবগণের কল্যাণের জন্য ঋষিগণ বিভিন্নপ্রকার উপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কলিযুগের জীব সত্যযুগের মানুষের ন্যায় তপস্যা করিতে পারে না, দ্রব্যের অশুদ্ধিতাহেতু ত্রেতাযুগের

যজ্ঞও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে, সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত থাকায় দ্বাপরযুগের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনও তাঁহারা করিতে পারেন না। চিত্তের স্থৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্য যুগোপযোগী সাধন ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রী-নামসংকীর্ত্তন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। প্রত্যেক যুগে ত্রাণ-লাভের জন্য তারকব্রহ্মনাম আছে। কলি-সন্তরণ উপনিষদে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগের মহামন্ত্র —কলি কল্মষনাশের ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। 'ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষ-নাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥' নামসংকীর্ত্তনের অর্থ হৃদয় দিয়া ভগবান্‌কে ডাকা। ভগবান্‌কে ডাকারূপ নামসংকীর্ত্তন ধর্ম্মে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার। নামসংকীর্ত্তন অমোঘপন্থা, সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়ে কীর্ত্তনীয়। 'নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥' শ্রীমন্মহাপ্রভু তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা কাজীর নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া জনশক্তির জাগরণ ঘটাইয়া সকলকে সংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং কাজীকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে ব্রহ্মার অবতার যবনকুলে আবির্ভূত নামাচার্য্য হরি-দাস ঠাকুর ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী দৈন্যসহকারে হরিদাস ঠাকুরের সহিত সিদ্ধবকুলে অবস্থান করি-তেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় প্রত্যহ যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণের চরিত্র অলৌকিক, তাঁহারা আচরণমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।
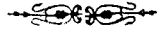
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declares that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 30. 3. 1991

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

অনুশীলন। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা স্বাভাবিকরূপে জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম সামর্থ্য এসে উপস্থিত হয়। উক্ত শিক্ষার অভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতা এসে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে। সুতরাং বর্ত্তমান যুবসমাজ যদি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের জন্য উদ্যমী হয়, তা' হ'লে উহা প্রকৃত শুভ সূচনা করবে। কামের ইন্ধন প্রদানের দ্বারা কাম নির্ব্বাপিত হয় না অধিকন্তু বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ভোগ্য-বস্তু সরবরাহের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা যাবে না। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার দ্বারা সুসংস্কৃত ব্যক্তি বা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনকারী ব্যক্তিই দেশের বা মনুষ্য-সভ্যতার মেরুদণ্ড। দেশনেতাগণ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে যতদিন অবহিত না হ'বেন, ততদিন তা'রা দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন কর্‌তে পারবেন না।"

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করেন শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী (শ্রীতুলসী দাসজী), শ্রীরামনাথ দাস ও শ্রীপ্রহলাদ রায় গোয়েল।

পাঞ্জাব প্রচারান্তে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময় দুইজন ব্যক্তি দুইটী পত্রে পারমার্থিক বিষয়ে শ্রীল গুরুদেবের নিকট সন্দেহ নিরসনের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের উপদেশ-বাণী দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—(১) "ক্রমশঃ প্রাচীন বৈষ্ণবগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থানুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হইবার ইঙ্গিত করিতেছেন। পর-মায়ু আমাদের খুবই কম, অথচ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের সুযোগ-সুবিধা ও পথ জানিয়াও তীব্রতর ভজনে নিযুক্ত হইতেছি না। জন্ম-জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহগেহাদিকে বা তদ্‌সম্পর্কিত মায়িক বস্তুগুলিকে নিজধন ও সর্ব্বস্বজ্ঞানে নিজের প্রকৃত সর্ব্বস্ব অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইলাম। অহঙ্কার পরিবর্ত্তিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত অনুশীলন সম্ভব নয়। মায়িকাভিমানে যে অনুশীলন করা হইবে তাহা জড়ীয় হইতে বাধ্য। এই মায়িক barrier transcend না করিলে পর-মাত্মানুশীলন হয় না। বৈকুণ্ঠাস্মিতায় প্রাকৃতবস্তুর প্রতি লোভ বা কর্ত্তব্যবোধ অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হয়। তদীয়াভিমান জাগ্রত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও তজ্জনগণ কিংবা তদ্‌সম্বন্ধীয় যে কোন বস্তুই প্রীতির বিষয় হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবাই হরিভজন। শুদ্ধসম্বন্ধজ্ঞান উদিত না হইলে কর্ম্মার্পণ আদি মিশ্রভক্তির কার্য্য হইতে পারে। শুদ্ধভক্তি দুষ্প্রাপ্য হইলেও উহাই আমাদের মৃগ্য। কর্ম্মকাণ্ডীয়-গণের ফলাবর্ত্তীতে জনগণ-মনোমোহকর অনেক কিছু দেখা গেলেও উহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধানুশীলন হয় না। আত্মভূমিকায় না পৌঁছিলে বৈকুণ্ঠভজন হয় না। গতানুগতিক বা মামুলি কার্য্যের জন্যই এই বহু মূল্যবান্ জীবন নষ্ট করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমত্তা হইবে না। 'To make the best of a bad bargain' policy গ্রহণ করা আবশ্যক।

আপনারা কেবল হরিনাম করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। শাস্ত্রে বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্বা-চার্য্যগণ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, যাগ, ব্রত, তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিনাম করিবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন।

'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অন্য কোনপ্রকার সাধনাদির মোহ ত্যাগ করিয়া শ্রীনাম ও নামী অভিন্নজ্ঞানে একান্তভাবে শ্রীনাম-ভজন করিতে পারিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভজন ও দ্রুত ফলপ্রসূ অন্য কিছুই নাই। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনামভজনই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। শ্রীভগবান্‌কে ডাকাই শ্রীনামভজন। শ্রীভগবান্‌কে ডাকার অভিনয়ে অন্য কিছুর আবাহন শ্রীনামভজন নয়, উহা নামাপরাধ মাত্র। আপনারা উভয়ে নিরন্তর প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণনামানুশীলন করিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।"

(২)

"শ্রীহরিভজন করিতে গেলে মায়ার অনুচরগণ সকলেই ন্যূনাধিক উৎপাত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু শ্রীহরিভক্তের তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইবে না, অধিকন্তু তাহার ভক্তিবৃদ্ধি ও যশঃ বিস্তৃত হইবে। সমস্ত শক্তির উৎস একটিই মাত্র বস্তু, তাহা বাস্তব সত্য। সুতরাং সেই বাস্তব সত্য পরমেশ্বরের সহিত যিনি বা যাঁহারা এক স্বার্থভূত হইয়া চলেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অনিষ্ট কি প্রকারে সেই পরমেশ্বরের শক্তিদ্বারা, বিশেষতঃ জড়াশক্তির দ্বারা সম্ভব হইবে? জ্ঞানহীন জনগণ প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট থাকার দরুণ সর্ব্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বা বিবেকীগণ জানেন যে, সমস্ত বস্তুরই নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণানুগ জনগণের ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। যে পরিমাণে জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তফাৎ থাকিবার বিচার থাকে, সেই পরিমাণেই তাহার মধ্যে মায়া প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানজ দুঃখ, ভয়, শোকাদি প্রদান করিয়া থাকে। লোকদেখানো ধর্ম্ম বা নিজের মনকে ভোলানো ধর্ম্ম একজাতীয় এবং বাস্তব শ্রীকৃষ্ণভক্তি অন্যপ্রকারের। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছার সহিত নিজেচ্ছার খাপে খাপে মিল হইলে তবে শুদ্ধভক্তি হইবে। আমরা তজ্জন্য চেষ্টা করিব। আপনি শ্রীকৃষ্ণের হইলে শ্রীকৃষ্ণও আপনার হইবেন। লৌকিক ও কৌলিক মামুলি ধর্ম্মের মোহ আসিয়া শুদ্ধভক্তি হইতে কদাপি যেন আপনাকে বিচলিত না করে। যে সকল ব্যক্তি আপনার হরিভজনচেষ্টায় বাধা প্রদান করে তাহাদের চরিত্র ও জীবন আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতঃ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিবেন যে, তাহাদের জীবন কৃষ্ণেতর বিষয়কে উদ্দেশ করিয়াই পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ একান্তভাবে মায়াবদ্ধ জীবের বিচার শুদ্ধভক্তের চরিত্র ও বিচারের সহিত কিছুতেই একীভূত হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুচতুর ভক্তগণ ভজনবিষয়ে নিষ্ঠা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া বাহ্যে লোকব্যবহারে পশ্চাৎপদ হন না। কেবলমাত্র ভক্তিবিরোধী লোকাচার বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল নয় যে সকল লোকাচার ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, তাহা বর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থগণ হরিভজন করিতে গেলে তাঁহারা সাধারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ কেন পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আপনার আত্মীয় স্বজনাদির গৃহে বিবাহাদি কার্য্যে আপনি যোগদান করিবেন। কেবল দেবতান্তরের প্রসাদ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিবেন না। আপনার সমাজের বা স্বজনগণের মধ্যে সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই বলিয়া আপনি কি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিরত ছিলেন? তদ্রূপ পারমার্থিক শিক্ষাসম্বন্ধেও আত্মীয়-স্বজনগণ যদি উন্নতাধিকারের শিক্ষালাভ না করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আপনাকেও তাহাদেরই ন্যায় পরমার্থ সম্বন্ধে অশিক্ষিতই থাকিতে হইবে, ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবে না। বরং আপনার উন্নত আদর্শ জীবনের দ্বারা আপনি নিজের ও সমাজের হিতসাধন করুন, *ইহাই সজ্জনমাত্রেই উপদেশ করিবেন।* পার্থিব জীবনের জন্য পরমার্থ নষ্ট করিবেন না। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা লোকের মন রক্ষা আপনি কতভাবে কতটুকু পরিমাণ করিতে পারিবেন এবং কত স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে ও আপনার এবং তাহাদের কত কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন। যে কোন সময়ে মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। তাহা হইলে সাধারণ লোকের তথাকথিত সহানুভূতি তারপরেও কার্য্যকরী বা সহায়ক হইবে কি? আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহসম্পর্কিত পার্থিব সমস্ত পদার্থই পড়িয়া থাকিবে এবং আমাদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কামক্রোধাসক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের মনরক্ষার জন্য আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হইবেন না। শ্রীভগবানই সকলের রক্ষক ও পালক। অসহায় ও কল্যাণবঞ্চিত মূঢ় জনগণের গতানুগতিক পন্থা অনুসরণে আপনার বহুমূল্যবান্ ও কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত জীবনটীকে নষ্ট করিবেন না। উৎসাহ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কোনদিকেই উন্নতি করিতে পারে না। আপনি উৎসাহের সহিত যত অধিক সময় সম্ভব শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবেন। সংখ্যাপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধসহকারে অপরাধ বর্জ্জন করতঃ শ্রীমালিকায় মহামন্ত্র জপ

করিবেন। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি জানিলে অন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উহা ব্যয় করার উৎসাহ জাগিবে না। শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইতেই আনন্দ ও উৎসাহ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, তাঁহাতে সকল রস প্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। যাহাদের কোন বিশেষ মতলব না থাকে, তাহারা ভগবান্‌কে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণরসময় স্বরূপকে পূর্ণরূপে আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। যিনি যেই রস তাঁহাকে দিবেন, তিনি তজ্জাতীয় রসই শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তিপথে ভগবান্‌কে দেওয়ার কথা। নিজের সুখ সুবিধা বা প্রবৃত্তিগুলি তাঁহার জন্য বলি দিতে হইবে। ক্ষুদ্রব্যক্তির নিকটে দুঃখ, ভয়, শোকাদির জন্য কায়, মন, বাক্যাদি বলি দিয়া লাভ নাই। অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই এইসকল উপহার বিধেয়। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকুন। তিনি অবশ্যই আপনার যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিবেন।"

৩১ চৈত্র (১৩৭৬), ১৪ এপ্রিল (১৯৭০) মঙ্গলবার হইতে ১ ভাদ্র (১৩৭৭), ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত বসিপাঠানা (পাতিয়ালা), জলন্ধর, লুধিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, জয়পুর ও বৃন্দাবনে এবং পুনঃ ১ অগ্রহায়ন (১৩৭৭), ১৭ নভেম্বর (১৯৭০) মঙ্গলবার হইতে ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত উত্তরপ্রদেশে দেরাদুন, সাহারাণপুর ও বৃন্দাবনে এবং নিউদিল্লী ও দিল্লীতে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। পাঞ্জাবে প্রচারকালে প্রচার-পার্টিতে ছিলেন পূজ্যপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী। উত্তরপ্রদেশে ও দিল্লীতে প্রচারে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীললিতকৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী। পাঞ্জাবে প্রচারকালে চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, খান্না, রাজপুরা আদি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত শ্রীল গুরুদেবের দর্শন ও তাঁহার মুখপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণের জন্য আসিয়াছিলেন। বসিপাঠানা, জলন্ধর সহর ও লুধিয়ানা সহরে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। **বসিপাঠানায়**—আই-টি-আই কলেজে, **জলন্ধরে**—মাইহীরা গেটস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে, **লুধিয়ানায়**—শ্রীএলাইচিগির মন্দিরে, **দেরাদুনে**—শ্রীগীতাভবনে, **সাহারাণপুরে**—নারায়ণপুরীস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, **নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে**—তেলমণ্ডীস্থিত শ্রীসূরজভান গোয়েলের বাসভবনে, **বৃন্দাবনে**—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং **দিল্লীতে**—মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে সাধুগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। বসিপাঠানায়—শ্রীমূলরাজ গুপ্ত ; জলন্ধর সহরে—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীকৃপারামজী, শ্রীরাজকুমার, শ্রীরমেশচন্দ্র, শ্রীজহরলাল, শ্রীবিলাইতিরাম, শ্রীরামজী দাস, শ্রীওমপ্রকাশ ও শ্রীশ্যামলাল ; লুধিয়ানায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ ; দেরাদুনে—শ্রীরামচন্দ্র চৌবে, শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসী দাসজী, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীমানপ্রকাশ শর্ম্মা ; সাহারাণপুরে—এড্‌ভোকেট শ্রীইন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীভূষণলালজী ও শ্রীশীলচাঁদজী এবং দিল্লীতে—শ্রীপ্রহলাদরায় গোয়েল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। জলন্ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে নিখিল পাঞ্জাব মহা-ধর্ম্মসম্মেলনে অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, গুরুদাসপুর, রাজপুরা, খান্না, আলোয়ারপুর, তলোয়ারা, উনা, চণ্ডীগড় প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং হরিয়ানা, দিল্লী হইতেও বহু সংকীর্ত্তনমণ্ডলী এবং শ্রদ্ধালু ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। জলন্ধরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ব্যতীত ইম্‌প্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্টের একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীডি-পি শর্ম্মার বাসভবনে শ্রীল গুরুদেব 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-মানার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীজগৎনারায়ণ এম্-পি, শ্রীকেবলকৃষ্ণ সেহগাল, শ্রীসৎপ্রকাশ কালিয়া, শ্রীআমিনচাঁদ ভোলানাথের স্বত্বাধিকারী শ্রীরাজেন্দ্রকুমার

প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

লুধিয়ানায় সিভিললাইনস্থিত শ্রীদণ্ডীস্বামীজীর আশ্রমে সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সমুপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

১৮ বৈশাখ (১৩৭৭), ২ মে (১৯৭০) শনিবার শ্রীল গুরুদেব প্রচারপার্টিসহ লুধিয়ানা হইতে চণ্ডীগড়ে মোটর যানযোগে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ ২৩নং সেক্টরস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে পক্ষকাল অবস্থান করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্মমন্দিরে প্রাতে ও রাত্রিতে প্রাত্যহিক ধর্ম্মসভা ব্যতীত এড্‌ভোকেট শ্রীশম্ভুলাল পুরী, শ্রীএস্‌-এল খান্না ও শ্রীসৎপাল ভাদেরার বাসভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে তিনটী ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচার সস্ত্রীক একদিন সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীল গুরুদেব অধিকদিন চণ্ডীগড়ে অবস্থান করিয়া সেক্টর ২০-বি-তে সংগৃহীত জমিতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ মে শনিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রকাশ ঘোষণা এবং ১৫ জুলাই, ৩০ আষাঢ় বুধবার পূর্ব্বাহ্নে বৈষ্ণবহোম ও নামসংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তনভবন ও সাধুনিবাসের ভিত্তিসংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করেন। স্থানীয় ইংরাজী Tribune পত্রিকায় উক্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীল গুরুদেব চণ্ডীগড় হইতে শ্রীপ্রহলাদরায় গোয়েলের বাড়ীতে ৭ আগষ্ট তারিখে দিল্লীতে আসিয়া একরাত্রি অবস্থান করতঃ পরদিবস জয়পুরে পৌঁছিয়া বিশিষ্ট ধনাঢ্য সজ্জন শ্রীজগদীশপ্রসাদের গৃহে 4 দিন অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন, ১৩ আগষ্ট শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ঝুলনযাত্রা উৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রায় সাড়ে চার মাস বাদে শ্রীল গুরুদেব ২০ আগষ্ট রাত্রিতে কলিকাতা মঠে সপার্ষদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুনঃ দ্বিতীয়বার কলিকাতা মঠে দামোদর-ব্রতপালনান্তে শীতকালে উত্তরভারত ভ্রমণকালে শ্রীল গুরুদেব দেরাদুনাদি স্থানে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। দেরাদুনে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীগীতাভবনে এবং রাত্রিতে রাজপুরা রোডস্থ দিলারাম বাজার মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। দেরাদুন হইতে ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী বিকাশনগরে শ্রীসনাতনধর্ম্মসঙ্ঘ-সংকীর্ত্তনসভায় শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। সাহারাণপুরে স্থানীয় জেলা-জজ, সাবজজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, এড্‌ভোকেট প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রীল গুরুদেবের 'God and Soul' সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়। দিল্লী মডেল টাউনে শ্রীসনাতনধর্ম্মমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে এবং কেরলবাগস্থ শ্রীহীরালালজীর বাসভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল গুরুদেবের সেবা-নিয়ামকত্বে কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর রবিবার হইতে ২৩ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীদামোদর ব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা পালিত হইয়াছিল। শ্রীউত্থানৈকাদশীতিথিতে (২৩ কার্ত্তিক) শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষভাবে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীমন্নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু। উত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীমঠের সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আজ আমার পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি। বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি নিঃশ্রেয়সার্থিগণ তাঁদের কৃপাপ্রার্থনা ও মহিমা স্মরণ-মুখে পালন

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৯৮
১৫ পুরুষোত্তম, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ ১৩৩৬, ৭ই মে ১৯২৯

কল্যাণীয়বরাসু,—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম। এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লান বদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই গরমের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জলভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্ব্বক সাংসারিক অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হউন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই

সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ ১৩৩৬, ৭ই মে ১৯২৯

বিহিতবৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর বিনীত নিবেদনম্
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার ৫ই মে তারিখের একখানি কৃপাপত্রী পাইয়া সুখী হইলাম। আমার ভাষায় অধিকার অল্প, সেজন্য যথোপযোগী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলেও ভবদীয় অযাচিত কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

আপনারা চিরদিনই গৌড়ীয়-ভক্তগণের আশ্রয়-স্থান। বিশেষতঃ আপনি মাদৃশ অকিঞ্চনের প্রতি যে-প্রকার স্নেহান্বিত, ভগবানে আমার তদনুরূপ সেবাবৃত্তি নাই। আপনি স্বভাবতঃ ভগবৎকৃপায় যে-প্রকার স্নিগ্ধ, সেইরূপ মহৎচিত্তের কণাশীর্ব্বাদ লাভ করিলে আমরাও মহৎ হইতে পারি। আপনি —হরিজন-সুহৃৎ। আমি—হরিজন-সেবক। শ্রী-পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আপনার কবে আসা হইবে, জানিবার প্রার্থনা। আমি আরও কিছুদিন এখানে থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রদ্ধানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিক্রমেণ বৈধসাধন-ভক্তের্যা গতিঃ সৈব রাগানুগভক্তেঃ সদ্যঃ লোভোদিত-ভাবোদয়ে ভবতি।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।২৯।১৪-১৫]

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥২২॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥২৩॥

দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুররসেষু পৃথক্ পৃথক্ রাগা-নুগসাধনভক্ত্যাঃ বর্ত্তন্তে। তৎসম্বন্ধজ্ঞানং ভাবসঙ্গাৎ উদয়তি। ব্রজজনানাং তত্তদ্ রাগদৃষ্ট্যা যো লোভো

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ভগবান্ এবং তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী গোলোক-বৃন্দাবন সমস্তই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, চিন্ময়। কৃষ্ণলীলায় প্রপঞ্চ-বিজয় কেবল অধিকারী জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য হইয়া থাকে। ব্যক্তি শব্দের অর্থ কেবল প্রপঞ্চে উদয় ॥ ২২ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহৃদ নিত্য-রূপে কৃষ্ণে নিযুক্ত করিলে কৃষ্ণলীলার সহিত তন্ময়তা লাভ হয়। তন্ময়তা তিন প্রকার অর্থাৎ স্বরূপগত, গুণগত ও লীলারসগত। ক্রোধ ও ভয়ের দ্বারা স্বরূপগত তন্ময়তা হয়। কংস ও শিশুপাল ইহার

জায়তে ততো ভাব উদয়তি। প্রবলউপায়ত্বাৎ। তত্র ভাবলক্ষণানি। প্রবুদ্ধঃ নিমিম্ [১১।৩।৩২]

কৃচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কৃচিৎ
হসন্তি নিন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥২৪॥

প্রেমলক্ষণানাং সাত্ত্বিকবিকারাণাং স্বল্পোদয় এব ভক্তৌ লক্ষিতঃ। কবিঃ নিমিম। [১১।২।৩৯]

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥২৫॥

[১১।২।৪০]

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥২৬॥

প্রহলাদচরিতে ভাব লক্ষণানি। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৭।৪।৩৬-৩৭]

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥২৭॥
ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥২৮॥

[৭।৪।৩৯]

কৃচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
কৃচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহলাদ উদগায়তি কৃচিৎ ॥২৯॥

[৭।৪।৪০-৪২]

নদতি কৃচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কৃচিৎ।
কৃচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োহনুচকার হ ॥ ৩০ ॥

উদাহরণ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণও সেই স্বরূপগত তন্ময়তা লাভ করেন। স্বরূপগত তন্ময়তায় আত্মলোপ হয়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞা দ্বারা একমাত্র চিন্মাত্র সত্তানিষ্ঠ-প্রপত্তিতে মায়াবাদিগণের আসুরিক তন্ময়তার সহিত ঐক্য ফল হয়। সৌহৃদদ্বারা গুণগত তন্ময়তা হয়। তখন ভক্ত একান্ত কৃষ্ণতন্ময়। কৃষ্ণগুণগত হইয়া দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমে মগ্ন থাকেন। কামের দ্বারাই লীলাগত তন্ময়তা। ইহাই গোপী-অনুগত ভক্তদিগের প্রাপ্য ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ-লীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন করিয়া কখন নৃত্য করেন, কখন বা গান করেন। কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করতঃ স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয় পরিস্ফুতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্টভাব লক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম কর্ম্ম ও লৌকিক-চেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন মুরারি প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়-বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি ॥ ২৫ ॥

এইপ্রকার স্বীয় প্রিয় কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে জাতানুরাগ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গলিতচিত্তে হাস্য করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন এবং লোকাপেক্ষা করেন না ॥ ২৬ ॥

প্রহলাদের ভাবলক্ষণ যথা। বাসুদেব কৃষ্ণে যাঁহার নৈসর্গিক রতি হইয়াছিল, সেই প্রহলাদের অসংখ্য গুণদ্বারা মাহাত্ম্য সূচিত হয় ॥ ২৭ ॥

বালক হইয়াও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমনা হইয়া সংসারে একটু জড়বৎ ভাব ধারণ করিলেন। কৃষ্ণগ্রহ গৃহীতমন সেই বালক ঈদৃশ জগৎকে অনুভব করিতেন না ॥ ২৮ ॥

বৈকুণ্ঠচিন্তাবিচিত্রতায় কখন কখন রোদন করেন।

কৃচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলীলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৩১ ॥
স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
র্নিষেবয়াহকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নিবৃত্তিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমঃ ব্যধাৎ ॥৩২॥

ভাবভক্তের্দুর্লভত্বম্। পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১৪।২]
দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥৩৩॥

ভাবুকানাং রুচিঃ। সনৎকুমারঃ পৃথুম্ [৪।২২।২৩]
অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরেগুর্ণ-পীযূষপানাৎ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়-
তত্ত্বপ্রকরণে ভাবোদয়ক্রমবিচারো নাম
ষোড়শঃ কিরণঃ।

কখন কখন হাস্য করেন। কৃষ্ণচিন্তাহলাদিত হইয়া কখন কখন গান করেন'। ২৯ ॥

কখন কখন চীৎকার করেন, কখন কখন বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করেন। কখন কখন কৃষ্ণ-ভাবনাযুক্ত তন্মনা হইয়া তদনুকরণ করেন। ইহা প্রেমের অধিরূঢ় ভাবের বীজস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

কখন কখন উৎপুলকিত হইয়া স্তম্ভিত হন। কখন কখন ধ্যান সংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করেন। স্পন্দহীন প্রণয়ানন্দসলিলে চক্ষু নিমীলিত করেন।।৩১

অকিঞ্চনসঙ্গলব্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবসেবা দ্বারা পরম আত্মনির্বৃতি বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রাপ্ত দুঃসঙ্গ-দ্বারা দীনতাগত মনকে ভগবন্নিষ্ঠ শমতাগুণে পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ভাবভক্তি দুর্ল্লভ। অনেক সাধনেও ইহা পাওয়া যায় না, এমত কি সত্ত্বশোধিত দেবগণেরও যোগদ্বারা অমলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে ভাবভক্তি হয় না। ব্রজ-রাগানুগা ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইলেই হইতে পারে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের চরিত্রে ইহা দেখা গিয়াছে। এইজন্যই 'প্রায়' শব্দটী শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋষি ও দেবগণের যোগাদিদ্বারা চিত্ত শুষ্ক হইয়া পড়ে ॥ ৩৩ ॥

ভাবুকলক্ষণ-জীবন এই প্রকার। ভাবাক্রান্ত চিত্ত পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়, আরাম ও গৃহসম্বন্ধীয় গোষ্ঠীর প্রতি স্বভাবতঃ অতৃষ্ণা হয়। বিষয়িসঙ্গ ভাল লাগে না। বিষয়ীর অর্থও অল্প পরিগ্রহ করিতে ভাল বাসেন না। বিবিক্তে অর্থাৎ নির্জ্জনে হরিগুণ-পীযূষপান ব্যতীত আর তাঁহার কিছুতেই আত্মপরিতোষ হয় না। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মান-শূন্যতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা, সমুৎকণ্ঠা, সদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে বসতি-বাসনা এইপ্রকার অনুভবসকল ভাবুকজীবনে অবশ্য উদয় হইবে ॥ ৩৪।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে ভাবোদয়ক্রমবিচারে ষোড়শকিরণে
মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা
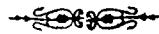
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য

(৬৯)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

চন্দ্রশেখর আচার্য্যশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।
শ্রীমানুদ্ধবদাসোহপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ ॥
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১১২

'বিজ্ঞগণ চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে চন্দ্র এবং শ্রীমান্ উদ্ধবদাসকেও চন্দ্রাবেশাবতারক বলিয়া জ্ঞাত আছেন।'

'আচার্য্যরত্ন' নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥
আচার্য্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর'।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমান্ নবনিধির অন্যতম অথবা 'চন্দ্র' (?)। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই সম্প্রতি 'ব্রজপত্তন'* নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে 'শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন—কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো'-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে আরও স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—'ইনি মহাপ্রভুর মেসোমহাশয় অর্থাৎ শচীদেবীর ভগিনী শ্রীমতী সর্ব্বজয়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।'

শাখানির্ণয়ামৃতে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের স্বরূপের পরিচয় এভাবে দিয়াছেন—

'পৌর্ণমাসী পৃথুপ্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরম্।
অপার করুণাপূর-পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞকম্ ॥'
(শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য
শ্রীযদুনাথ দাস কৃত)

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্ট।

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব—ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ২।৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের আবির্ভাব, যথা—

'নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥'
—চৈঃ ভাঃ আ ২।৯৮-৯৯

শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের নিবাস। [যে স্থানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্য মঠ' সংস্থাপন করিয়াছেন।] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা মিশ্রগৃহে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানসেবা-কার্য্য করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে শচীমাতার গৃহের দেখাশুনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চন্দ্রশেখর আচার্য্যে অর্পিত হইল।

শ্রীগয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে-কালে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনবিলাসে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, সে-কালে প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাসমন্দিরে এবং কখনও বা চন্দ্রশেখর-ভবনে কীর্ত্তন হইত।

'সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ৮।১১০-১১১

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দস্যুবৃত্তি করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সংকীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্য্যসমূহ তাঁহার যে সকল পার্ষদগণ দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। 'বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য। এসব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য ॥'—চৈঃ ভাঃ ম ১৩।২৪০। চন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গটি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়টী সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। 'তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা। রুক্মিণ্যাদি-রূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥'—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৪১-৪২। চৈতন্যভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারকথা—মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণের নিকট ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীসদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে লীলাভিনয়ের জন্য পার্ষদগণ কে কি

* ব্রজপত্তন—মহাপ্রভুর দেবীভাবে ব্রজলীলা নাটক অভিনয়ের স্থান। অপর ভাষায় ইহাকে 'বরজপোতা' বলা হয়।

বেশ-ধারণ করিবেন তাহা বলিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশানুযায়ী বুদ্ধিমন্ত খান যথাযথভাবে বেশ সজ্জিত করিয়া দিলে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ বলিলেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই এই লীলা দেখিতে পাইবেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, তাঁহারা অজিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা নৃত্যদর্শনে অনধিকারী। মহাপ্রভু তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সকলেই মহাযোগেশ্বরত্ব লাভ করিবেন, কাহারও মোহ হইবে না। মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া এবং সকল বৈষ্ণবগণ পরিবারবর্গকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাবিদূষকের বেশে, হরিদাস ঠাকুর কোটালবেশে, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের সাজে সজ্জিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীহরিদাস দণ্ড ঘুরাইয়া নৃত্য দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের ভাবে বলিতে লাগিলেন তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, সেখানে গৃহদ্বার জনশূন্য দেখিতে পাইলেন, পরে 'কৃষ্ণ' নদীয়ায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন এবং প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলাভিনয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীবাসের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নারীগণ কৃষ্ণনাম শুনাইয়া শচীমাতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন।

"সংকীর্ত্তনাবেশে এথা শচীর তনয়।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানে ডাকি কয়॥
আজি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে গিয়া।
লক্ষ্মী আদি বেশেতে নাচিব সবে লৈয়া॥
শঙ্খ, শাড়ী, কাঁচুলী, স্বর্ণাদি অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য বেশে সজ্জ করহ সবার॥
এত কহি গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ সনে।
এই পথে গেলা চন্দ্রশেখর-ভবনে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।১৯৪৯-৫২

পরবর্ত্তি লীলাতে বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর বেশ ধারণ করিলেন। রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু নিজেকে 'বিদর্ভসুতা'-জ্ঞানে কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্রবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভূমিতে অঙ্গুলি দ্বারা লিখিতে থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ উক্ত লীলা দর্শনে প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন।

দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ব্রজবনিতার সাজে সজ্জিত হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি ও শ্রীনিত্যানন্দ বড়াইবুড়ীর (রাধারাণীর দিদিমার) বেশ ধারণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মহাপ্রভুকে ভক্তগণের মধ্যে নিজ নিজভাবানুরূপ কেহ কমলা, কেহ লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়ারূপে দর্শন করিলেন। যাঁহারা আজন্ম মহাপ্রভুকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাও চিনিতে পারিলেন না, এমনকি শচীমাতাও চিনিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু লীলাভিনয়ের ছলে তাঁহার সকল শক্তি প্রকট করিলেন এবং সকল শক্তিকেই যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শনের শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন, ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আরও একটি অলৌকিক লীলা করিলেন, তিনি গোপীনাথ বিগ্রহকে ক্রোড়ে করিয়া মহালক্ষ্মীভাবে খট্টায় বসিলেন। ভক্তগণ তদ্দর্শনে স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ায় মহানন্দময়লীলা দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া সকলেই বিষাদগ্রস্ত হইলেন। ভক্তগণের অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত অবস্থা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বাৎসল্যবশতঃ জগজ্জননীভাবে সকলকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য পান করাইলেন। ভক্তগণের সকল দুঃখ দূর হইল।

মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সাতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বিদ্যমান ছিল। লোকে চোখ খুলিয়া উক্ত জ্যোতিঃ দর্শনে সমর্থ হইত না। বৈষ্ণবগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছু না বলিয়া হাস্য করিতেন।

চাঁদকাজীর উদ্ধারলীলায় মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন, সেই সময়ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণকালেও চন্দ্রশেখর আচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসকল মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 'এত বলি ভারতী গোঁসাই কাটোয়াতে গেলা। মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য। মুকুন্দ দত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য॥'—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৭২-৭৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর উন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চাতুর্য্যক্রমে শান্তিপুরে গঙ্গার তটে আনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-বার্ত্তা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শান্তিপুর ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন।

'শিশুসব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীমাতা লঞা আইস, আর ভক্তগণ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৩।১৯-২২

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শচীমাতাকে নবদ্বীপ হইতে দোলায় চড়াইয়া অদ্বৈত-ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে নবদ্বীপের ভক্তগণও আসিয়াছিলেন।

'প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াঞা।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা॥'

—চৈঃ চঃ ম ৩।১৩৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ কালাকৃষ্ণদাসকে (যাঁহাকে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে ভট্টথারি স্ত্রীগণ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন) নিত্যানন্দ প্রভু আদি পার্ষদগণসঙ্গে গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত কালাকৃষ্ণদাসের মিলন হইয়াছিল। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তমধামে যাইতেন ও থাকিতেন। পুরুষোত্তমধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-লীলায়, নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি-লীলায় প্রভৃতি সমস্ত লীলায়ই তিনি সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম শিক্ষার্থিগণের কর্ত্তব্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

ভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে মনোবেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার উপদেশ করিলেই মন নিগৃহীত হইবে। কায়মনোবাক্যের দণ্ডগ্রহণফলে শম-দমাদি-ভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। দম-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; শম-শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি। ত্রিদণ্ডিগণের এইসব গুণ ফলরূপে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবত-বিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা, তাঁহাদের ত্রিদণ্ডগ্রহণাধিকার অবশ্যম্ভাবী। বহির্জ্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগী বস্তু হইতে পৃথক্ বুদ্ধি ও সেবাবিমুখ মানসভাব সমূহের অনাদর—এই উভয় প্রকার শুচিই শ্রীভাগবতাশ্রিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী। বহির্জ্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বিমুখ জীবের ভোগ্য,—এই বিচার পরিহার করাই বাহ্য শুদ্ধি। ভগবদ্বিমুখ স্মার্ত্তগণের মৃজ্জলাদিশুদ্ধি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্যভাবে ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত বস্তুই অশুচির আকর।

অহঙ্কারাবলম্বনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধভাব পোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধা।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।

অদম্ভপোষণই ভাগবত-জীবনের নিরহঙ্কারত্বের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও সেবাবিমুখ-পদার্থের সহিত সঙ্গত্যাগ-কেই 'তপস্যা' বলিয়া জানেন। নতুবা সেবা-বিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

—এই বিচার আলোচ্য।

আগমাপায়ী অনিত্যবস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা ভাগবত-জীবনের অন্তরায়। প্রাকৃত-ক্ষোভের কারণ হইলেও ক্ষুব্ধ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। মায়াবাদাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনমুখে বহির্জগতের বস্তু-সমূহের ভোগপ্রয়াস-কল্পে কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যথেচ্ছাচারিতার উপযোগী বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবত জীবনের মৌনের লক্ষণ। স্বরূপ-বোধের অভাবে প্রাকৃত দুঃখে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশের জন্য হরিবৈমুখ্য সাধন প্রভৃতি মুনি-বৃত্তির ব্যাঘাতকারক। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনই—মৌনধর্ম্মের প্রশস্তিকারক। কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা প্রজল্পাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্যই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানাত্মক বেদশাস্ত্রানু-শীলনই—'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌতপথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদানুগ শাস্ত্রাধ্যয়নই সর্ব্বদা বিহিত। শ্রৌত-গৃহ্যাদি-সূত্রবিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন স্বাধ্যায়নিরত জনগণকে একায়ণ পদ্ধতি হইতে বিপথ-গামী করে। ঐকান্তিক সেবা-প্রবৃত্তি লাভের জন্য শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগম-নিগমাদির মন্ত্রোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে-শ্রবণ ও গ্রহণ স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবানিরত জনগণই সর্ব্বতোভাবে সহজ পথের পথিক। প্রাকৃত-সাহ-জিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহজিকগণের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎ-সেবাবিমুখতা আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে।।

ঔপাধিক অহংমমভাব-বিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহা অসরলতা। আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিতা। ব্রহ্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত জন-গণ স্বীয় ঋজুবৃত্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানু-কূল-বিচারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ক্রূরতাবশে অধমবৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজন-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচার-বর্ণনে যোষিৎসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতি-প্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্যরহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়মনোবাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহজিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্য বস্তু-সমূহে ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত, রাজস, তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সময় পরিচ্ছিন্ন, সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজন-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সেবানুকূলে অখিল-ইন্দ্রিয়-নিয়োগই ব্রহ্ম-চর্য্যের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পশুশালার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ

হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে অব্রহ্মে বিচরণ বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল ? অশ্রৌতপন্থী বা তর্ক-পন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ নৈশচর্য্যায় মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তিনিরত জনগণই নির্ম্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈননীতি যদিও অহিংসাদি-বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। তাঁহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারবশে জড়-জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদের আত্মতাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

—এই কথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকেই 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। বর্ব্বরগণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসা-প্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসারাজ্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজন তত্ত্ব, ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসর স্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রপঞ্চে বিপরীত ধর্ম্ম বিপরীত-রুচিবিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপারবিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নৈতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ নিজ অপস্বার্থ-পোষণোদ্দেশে ত্রিবিধাহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্বিমুখ-জনগণ নিজ নিজ কৃতকার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই 'সমতা' লাভ করেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম॥

নির্ব্বিশেষবাদী গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ ; কেন না, তাঁহাদের ভক্তিবৈমুখ্য ত্রিবিধাহঙ্কাররজ্জু-দ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ-ভাবসমূহের সহিত, বাস্তবসত্য, যিনি প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বেই এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাঁহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত গুণজাত জগতের ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচাররূপ সমত্বাভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণরত আধ্যক্ষিক অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়। দৃশ্য জগৎকে ভগবদ্বিমুখ জনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকল বস্তুরই ভগবৎসেবোপকরণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবদ্বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তত্তৎ আংশিক সেবাগ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজ ভোগের আরোপ না করিয়া ভাগবত-জীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্বিরোধি-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বিষয়ত্যাগী-মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধদ্বৈত-বিচারপরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ দৃশ্য-বস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবদানন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত জীবব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব অচিদ্ভেদে প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথবা নিজেশ্বরত্বে বিমূঢ় নহেন। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই দৃশ্যজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যে-কালে তিনি ভগবদবতারের প্রাপঞ্চিক-অধিষ্ঠান-উপলব্ধিপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দাভাব থাকে না ;

অথবা জগতের প্রতি ভোগ্য-বিচার প্রবল হয় না। দৃশ্যজগৎ ও মিশ্রভাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবোপকরণ বিচারে অন্তর্য্যামিত্বসূত্রে আশ্রয়জাতীয়,—এই প্রকার বৈষম্যাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার সর্ব্বত্রই নিজপ্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-ধর্ম্মে কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলাভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসন্দিগ্ধ উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য-আবাস-স্থলী নাই, এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্ম-ধূলিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়াসদনরূপ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত-তত্ত্বাংশীর অংশবিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদজ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য-অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িকভেদ-বিচারে অচিন্ত্যত্বের ব্যাঘাত করে; তাদৃশোপলব্ধিভাবরাহিত্যই অনিকেতত্ব। প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে সকল বস্তুই যে ভগবৎসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট,—এই বিচার প্রবল হইলেই জীবের অসন্তোষের কারণ থাকে না। তিনি তখন সুষ্ঠুভাবে লজ্জাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোকদৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বল্কলাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গি-গণের নিত্য-সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

দুঃসঙ্গলাভকামনায় অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রবৃত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাত্বতশাস্ত্র গর্হণ করেন, তাদৃশী প্রশংসা ও নিন্দা শুদ্ধভক্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

আস্তিক্য ও নাস্তিক্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতা ১৮শ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ব্রাহ্মণ-স্বভাব ব্যক্তিগণের 'আস্তিক্য' বলিয়া একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থবর্ষিণী টীকায় লিখিয়া-ছেন—"শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ"। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই আস্তিক পর্য্যায়ভুক্ত, তদ্ব্যতীত অন্য সকলেই সুতরাং নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণিত হন। ঐ শ্রীগীতা ষোড়শ অধ্যায়ের উপসংহারে কথিত হইয়াছে—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"
—গীঃ ১৬।২৩-২৪

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ-ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি), সুখ ও পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং হে অর্জ্জুন, কার্য্য (করণীয়) ও অকার্য' (অকরণীয়) অর্থাৎ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে তোমার পক্ষে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপ। [প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা (যথার্থ জ্ঞান)-জনক (উৎপাদক)] ইহ অর্থাৎ এই কর্ম্মভূমিতে, শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম করিতে তুমি যোগ্য হও অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তদনুযায়ী তুমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার তাৎ-পর্য্যস্বরূপ ভক্তিপথকেই পরমমঙ্গলের পথ-জ্ঞানে অবলম্বন করিতে বলিতেছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার উপরিউক্ত গীঃ ১৬। ২৩ শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকায় গীতোক্ত ষোড়শ

অধ্যায়ের সারার্থ নিম্নলিখিত শ্লোকে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"আস্তিকা এব বিন্দন্তি সদ্গতিং সন্ত এব তে।
নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥"

অর্থাৎ আস্তিকগণই সদ্গতি লাভ করেন, তাঁহারাই সাধু ; পরন্তু নাস্তিকগণ নরকগামী হন—ইহাই এই অধ্যায়ের সারার্থ।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"জীব (স্বরূপতঃ) শুদ্ধসত্ত্বময়। বদ্ধদশায় (অর্থাৎ জড়মায়ামোহমুগ্ধাবস্থায়) তাহার শুদ্ধসত্ত্বগুণটি গুণীভূত হইয়াছে (অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণরাগে রঞ্জিত হইয়া চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাসুদেব-চিন্তা হারাইয়াছে)। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে 'অভয়' ; সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রান্তে শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন (গীঃ ১৩।৮-১২ দ্রষ্টব্য)। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই 'দৈবীসম্পৎ'। যে সকল কার্য্যদ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেই সকলই 'আসুরীসম্পৎ'। ['সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ' অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'চিত্ত-প্রসাদঃ'। বস্তুতঃ ভগবদ্বিস্মৃতি-ফলেই চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া থাকে, কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই চিত্তের সকল গ্লানি—সকল অভদ্র বা অমঙ্গল চিন্তা—বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, অণিমাদি যোগসিদ্ধিবাঞ্ছা অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিলাভেচ্ছারূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা অপসারিত করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ—নির্ম্মল করিয়া দেয়—'গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥' কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাতেই চিত্তের প্রকৃত প্রসন্নতা জাগিয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই চিত্তরূপ দর্পণের প্রকৃত পরিমার্জ্জক বলিয়া জানাইয়াছেন।]

শ্রীভগবান্ গীতা ১৬শ অধ্যায়ে (১-৩ শ্লোকে) অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া দৈবী অর্থাৎ সাত্ত্বিকী সম্পদভিমুখে জাত ব্যক্তির ২৬টি দৈবীসম্পদ্ লাভের কথা বলিয়াছেন, যথা—

অভয়ং (অর্থাৎ 'ত্যক্তপুত্র-কলত্রাদিক আমি কি করিয়া এই নির্জ্জন বনে একাকী জীবনধারণ করিব' —এইরূপ ভয়রাহিত্য), সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা), জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (গীতা ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত অমানিত্বাদি বিংশতিসংখ্যক জ্ঞানোপায়নিষ্ঠা), দানং (নিজভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), যজ্ঞঃ (দেবপূজা), স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ), তপঃ (শারীরিক, বাচিক ও মানসিক —এই ত্রিবিধ সাত্ত্বিক তপস্যা—গীঃ ১৭।১৪-১৬ দ্রষ্টব্য), আর্জ্জবম্ (সরলতা), অহিংসা, সত্যং (সত্য), অক্রোধঃ (ক্রোধরাহিত্য), ত্যাগঃ (পুত্রকলত্রাদিতে মমতা ত্যাগ—অনাত্মবস্তুতে মমতা ত্যাগ), শান্তিঃ (মনঃসংযম), অপৈশুনম্ (পরোক্ষে পরের দোষ কীর্ত্তন না করা), ভূতেষু দয়া (প্রাণিগণের প্রতি দয়া), অলোলুপ্ত্বং (লোভের অভাব), মার্দ্দবম্ (মৃদুতা—অক্রূরতা), হ্রীঃ (অসৎ কর্ম্মে লজ্জা), অচাপলম্ (নিষ্ফলক্রিয়াবিরহ—ব্যর্থ ক্রিয়ারাহিত্য অর্থাৎ বৃথা-কার্য্য না করা), তেজঃ (তুচ্ছ ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনভিভবনীয়তা—প্রাগল্ভ্য), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা —নিন্দা বা পরাজয়াদি উপস্থিত হইলে ক্রোধের অভাব), ধৃতি (ধৈর্য্য, দুঃখাদিতে অবসাদপ্রাপ্ত চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন), শৌচম্ (বাহ্য ও আভ্যন্তরশুদ্ধি), অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্য), নাতিমানিতা (অতিশয় পূজনীয়ত্বাভিমান্-শূন্যতা)—দৈবীসম্পদভিমুখে জাত ব্যক্তিগণে এই ষড়্বিংশতি গুণ উদিত হইয়া থাকে।

ঐ গীতা ১৬।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অশুভক্ষণে লব্ধজন্ম ব্যক্তির আসুরী সম্পৎ প্রাপ্তির কথা জানাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, দম্ভঃ (নিজের অধার্ম্মিকতা-সত্ত্বেও ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপন—ধর্ম্মধ্বজিতা বা খ্যাতির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান), দর্পঃ (বিদ্যা ও ধনকুলাদিনিমিত্ত গর্ব্ব), অভিমানঃ (অন্যকৃত সম্মাননাকাঙ্ক্ষিত্ব অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে পূজাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা—নিজেতে পূজ্যত্ব বুদ্ধি), ক্রোধঃ (ক্রোধ—কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু ক্রোধোদয়), পারুষ্যং (রুক্ষভাষিত্ব বা নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ (এবং অবিবেক)—এই সকল অসদ্গুণই আসুরী সম্পদ্। এইসমস্ত অদদ্গুণ আসুরী ও রাক্ষসী অর্থাৎ রাজস-তামস-সম্পৎপ্রাপ্তিসূচক ক্ষণে লব্ধজন্ম ব্যক্তিতে সমুদিত হইয়া থাকে।

দৈবীসম্পদ্ সংসারবন্ধন মুক্তির এবং আসুরী-

সম্পদ্ সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং আসুরীসম্পৎ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

এস্থলে দৈবীসম্পদের মধ্যে অক্রোধ অর্থাৎ জিঘাংসারাহিত্য এবং আসুরীসম্পদের মধ্যে ক্রোধ ও পারুষ্যাদির অর্থাৎ নিষ্ঠুরভাষণাদির কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন খেদগ্রস্ত হইয়া পাছে যুদ্ধকর্ম্ম হইতে বিরত হন, এজন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আশ্বাসদান সহকারে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগদ্বারা সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হয়। তোমার ক্ষত্রিয়বর্ণলব্ধ দৈবীসম্পৎ লাভ হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরীসম্পৎ মধ্যে পরিগণিত হয় না, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর।" —শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'মর্ম্মানুবাদ' দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ দৈব ও আসুর এই দুইপ্রকার প্রাণিসৃষ্টির মধ্যে দৈবসৃষ্টির দৈবীসম্পদের কথা 'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে বিস্তৃতভাবে বলিয়া এক্ষণে আসুরীসম্পদের কথা সবিস্তারে বলিতেছেন। (আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণনপ্রয়াসী হইব।)

প্রবৃত্তি (ধর্ম্মবিষয়ে অভিলাষ) ও নিবৃত্তি (অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বা বিরতি), ইহা আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ জানে না, সুতরাং সেই সকল ব্যক্তিতে শৌচ, সদাচার ও সত্যপরায়ণতা নাই। তাহারা কেহবা এই জগৎকে 'অসত্য' বা মিথ্যাভূত (শুক্তিতে রজতভ্রমবৎ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত), 'অপ্রতিষ্ঠ' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়রহিত (খপুষ্প বা আকাশকুসুমবৎ নিরাশ্রয়) ও 'অনীশ্বর' (অর্থাৎ মিথ্যাভূতত্বহেতু ঈশ্বর কর্তৃক ইহা সৃষ্ট হয় নাই) বলে। স্বেদজ প্রাণিগণের ন্যায় অকস্মাৎ ইহার উদ্ভবত্ব-হেতু ইহা 'অপরস্পরসম্ভূত' অর্থাৎ স্বভাবতঃ উৎপন্ন, ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?—এইরূপ বলে। অপর কেহ কেহ বলে—এ জগৎ 'কামহেতুক' অর্থাৎ স্বেচ্ছাকল্পিত—মিথ্যাভূতত্ব-হেতু যে ব্যক্তি যে প্রকার যুক্তিবলে ইহার হেতু কল্পনা করিতে পারিয়াছে, সে সেইভাবেই পরমাণু, মায়া, ঈশ্বর প্রভৃতিকে উহার হেতু কল্পনা করিয়া গিয়াছে। "ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের উৎপত্তি কি করিয়া হইতে পারে?"—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে নাস্তিকগণ ঈশ্বর-প্রতিপাদক বেদ-পুরাণাদির সত্যত্ব বা প্রামাণ্যই স্বীকার করিতে চাহে না। নাস্তিকশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচরগণ—এই তিনই বেদের প্রণেতা! সুতরাং বেদোক্ত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ঈশ্বরের কর্তৃত্বাদি বিচার তাহারা কিছুই স্বীকার করে না। নানাপ্রকার বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা অর্থাৎ হিংস্রকর্ম্মকারী আসুরস্বভাব জনগণ জগদ্ধ্বংস কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। দুষ্পূরণীয় কামকে অর্থাৎ জড়বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়া দম্ভ, মান ও মদমত্ত সেই সমস্ত ব্যক্তি নানাবিধ অপবিত্র-ব্রত ধারণপূর্ব্বক মদ্য-মাংস ভক্ষণ ও শ্মশানবাসাদি অপবিত্র নিয়মপরায়ণ হইয়া ক্ষুদ্র দেবতারাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামোপভোগকেই তাহারা পরমপুরুষার্থ বিচার করিয়া শতশত আশাপাশে আবদ্ধ হয়। কাম-ক্রোধাবিষ্ট সেই সমস্ত ব্যক্তি কামোপভোগার্থ অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয় করে। নিত্য নূতন নূতন ভোগাকাঙ্ক্ষার উদয় ও তজ্জন্য অদম্য অর্থসংগ্রহেচ্ছু তাহারা মনে করে—এই শত্রুটীকে আমি নাশ করিলাম, অন্য শত্রুগণকেও নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী, আমিই ধনবান্ জনবান্ কুলবান্, আমার মত আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান-ধ্যান করিব—প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিব,—অজ্ঞানবশে এইরূপে কতই না দম্ভাহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া পড়ে। অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মোহজালাবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐসকল পুরুষ অতিভীষণ বৈতরণী প্রভৃতি অপবিত্র নরকে পতিত হয়। আত্মশ্লাঘাপরায়ণ আত্মসম্ভাবিত (আপনা কর্তৃক পূজিত) অনম্র, ধন-মান-মদান্বিত পুরুষগণ দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। তাহারা অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজদেহে ও পরদেহে অবস্থিত শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ করে এবং সাধুগণের গুণে দোষ আরোপ করতঃ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে। সেই সমস্ত সাধুবিদ্বেষী ক্রূরপ্রকৃতি নরাধমগণকে আমি এই সংসারমধ্যেই

অশুভ আসুরীযোনিতে অজস্রবার (অনবরত) নিক্ষেপ করি অর্থাৎ 'তাহাদের স্বভাব-জনিত ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদের আসুরভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়।' সেই আসুরী যোনি লাভ করিয়া সেই মূঢ়ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া তাহা হইতেও অধমাগতি লাভ করে।'

এইরূপে আসুরীসম্পদ্ সবিস্তারে বর্ণন করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।"
—গীঃ ১৬।২১

অর্থাৎ "আত্মনাশি নরকদ্বার তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন।"

"এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিম্ ।।"
—গীঃ ১৬।২২

অর্থাৎ "এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে, তাহা হইলেই পরাগতি লাভ হইবে।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন, যথা—

"তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধজীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরাগতি যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সুষ্ঠু থাকিলেই জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ 'অভয়-পদ' লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি।"

"শাস্ত্রবিধি এইপ্রকার ; ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়জ্ঞান লাত করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে 'নরাধম', আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল ; ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধজ্ঞানসহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, সেও পরাগতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে 'ভক্তি', তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ।" (শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য' এই ১৬।২৩ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য।)

এই শ্রেয়ঃপথাবলম্বী ব্যক্তিই সুতরাং প্রকৃত আস্তিক, তিনিই সদ্গতি লাভের যোগ্য, তিনিই প্রকৃত সাধু ; পরন্তু শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগী কামক্রোধাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিই সুতরাং নাস্তিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া নরকপথের যাত্রী হয়।

শ্রীগীতা ১৩শ অধ্যায়ে ৮-১২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।"

অর্থাৎ "অমানিত্ব (নিজপূজায় অনপেক্ষিতা), দম্ভহীনত্ব (খ্যাতিফলক ধর্ম্মাচরণবিরহ), অহিংসা, ক্ষান্তি (অপমানসহিষ্ণুতা), আর্জ্জব (সরলতা), আচার্য্যোপাসন (সদ্গুরুসেবা), শৌচ (বাহ্য ও অন্তরের পবিত্রতা-সম্পাদন—মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্), স্থৈর্য্য (সন্মার্গে অবিচলিত নিষ্ঠা), আত্মবিনিগ্রহ (শরীরসংযম), ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য অর্থাৎ শব্দাদি প্রতিকূলবিষয়ে রুচিশূন্যতা, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন অথবা জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন, অসক্তি (পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা), অনভিষ্বঙ্গ (পুত্রাদির সুখদুঃখে ঔদাসীন্য অথবা পুত্রাদির সুখে দুঃখে আমিও সুখী দুঃখী—এইপ্রকার অধ্যাসাভাব), সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব (ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব), আমাতে (শ্যামসুন্দরাকার আমাতে)

অনন্যা (জ্ঞান-কর্ম্ম-তপোযোগাদি অমিশ্রা) ও অব্যভি-চারিণী ভক্তি, বিবিক্ত (নির্জ্জন) স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি (আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং নিত্যানুষ্ঠেয়ত্বং), তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানু-সন্ধান (তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষ স্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচনমিত্যর্থঃ)। এই বিংশতি ব্যাপার-কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রত্যক্ জ্ঞানস্বরূপ, ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধতত্ত্ব লাভ হয়, ইহারা ক্ষেত্রের বিকার নয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ। এই বিংশতিব্যাপারের মধ্যে আমাতে অনন্যা ও অ-ব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে। আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই অজ্ঞান।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত গীতা ১৩।৮-১২ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

সুতরাং শ্রীভগবানে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই শ্রীভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বা মুখ্যলক্ষণ এবং অমানিত্বাদি ১৯টি লক্ষণকে তটস্থ বা গৌণ বা আনুষঙ্গিক লক্ষণস্বরূপে জানাইলেন। শাস্ত্র না ম্যানিলে এইসকল দিব্যজ্ঞান হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া অজ্ঞান বা অবিবেকরূপ আসুরীসম্পৎ লাভ করতঃ আসুর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়িতে হয়, উচ্ছৃখলতা —স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অতিশয় কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ দ্রুতগতি নরকপথের পথিক হয়।

স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি স্বপ্রকাশ বেদ এবং বেদার্থ-বোধক মহাভারত-ইতিহাস, মূলরামায়ণ, পুরাণ, পঞ্চ-রাত্রাদি সচ্ছাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত। মাধ্বভাষ্যধৃত স্কন্দপুরাণ-বচনে পাওয়া যায়—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারোনৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥"

গীতার মাধ্বভাষ্যধৃত নারদীয় পুরাণ-বচনেও লক্ষিত হয়—

"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা।
পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ ॥"

অর্থাৎ "ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি-বেদ এবং মহাভারত, মূলরামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই-সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনু-কূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে কুবর্ত্ম (কুপথ) বলা যায়।"

"পঞ্চরাত্র, মহাভারত, মূলরামায়ণ এবং শ্রীমদ্-ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ 'বেদ' বলিয়া কথিত হয়।"

এইসকল প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য না মানিলে মানব-গণ উৎপথগামী হইয়া পড়ে—কামাদি আত্মবিনাশী কলুষাক্রান্ত হইয়া নরকগতি লাভ করে। সুতরাং নিঃশ্রেয়সার্থী মনুষ্যমাত্রকেই উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করতঃ সচ্ছাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইবে। ইহাই আস্তিক্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৮

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাঁহাকে বৈদিক আচার্য্যগণ 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন; কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্য-বাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়। কেননা স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।"

সুতরাং বেদ ও তদনুগ শাস্ত্র না মানা নাস্তিক্য বটে, কিন্তু মুখে শাস্ত্রমানার অভিনয় করিয়া আস্তিক্য প্রদর্শন করিলেও শাস্ত্রের মুখ্যার্থ 'ভক্তি'কে গোপন করতঃ বিপরীতার্থ প্রকাশ করায় আস্তিক্যাবরণে নাস্তিক্যবাদ প্রচার-দ্বারা জগদ্‌ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করা

হয়। অতএব এই প্রচ্ছন্নশত্রুর করালকবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

"তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥"
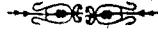
শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বইতিহাস

শ্রীধামমায়াপুর হইতে প্রত্যব্দ যে ষোলক্রোশ-ব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রী'সরস্বতীজয়শ্রী' নামক গ্রন্থের লেখনী হইতে পাই—

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার তদানীন্তন পাত্ররাজ রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। তৎপরে সময় সময় কোন কোন ভজনানন্দী বৈষ্ণব স্বয়ং বা সজাতীয়াশয় দুইএকজন ভক্তসহ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আত্মজ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের অধস্তনরূপে শ্রীজগবন্ধু ও শ্রীবীরচন্দ্র ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহ স্থাপন করেন. তাঁহারাই 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—এইরূপ শুনা যায়। গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরের আদেশক্রমে গৌরধাম প্রকট ও নবদ্বীপধাম পরিক্রমা জগতের সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদনুসারে শ্রীধাম পরিক্রমা পুনঃপ্রকট করেন।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপধাম পরি-ক্রমা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট তাঁহার যে মনোহভীষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বিগত ১৮ই চৈত্র, ১৩৩২ (১লা এপ্রিল, ১৯২৬) সালে স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে, যথা—

"শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এইকার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন-ভজন নহে)-দ্বারাই শ্রীমায়া-পুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।"—'পত্রাবলী' ২য় খণ্ড

১৩২৬ বঙ্গাব্দে ১৭ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ রবিবার হইতে চারিদিবস পরিক্রমা হয়। ঐ বৎসরেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাহাতে ১৬ ক্রোশ শ্রীধাম নবদ্বীপের সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরি-ক্রমা করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৭ সাল হইতে নয়দিনে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সময়ে ৮৪ ক্রোশ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার জন্যও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র, ১৪ই মার্চ্চ (১৯২১), ২০ গোবিন্দ (৪৩৪ গৌরাব্দ) পঞ্চমীতিথি সোমবার হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত বিপুল সমারোহে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। তখন নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইত—শ্রী-ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ (বি-এ), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ), শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি) ও শ্রীহরিপদ বিদ্যা-রত্ন (এম্-এ, বি-এল্)—এই কএক মূর্ত্তির নামে। পরিক্রমার পর দিবসত্রয়ব্যাপী (এবার ১০ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত) শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌর-

জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হইত। এই সভার অন্তর্গত কার্য্যকরী সমিতির তদানীন্তন সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ, অধুনা পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্-এ, বি-এল্ এবং সাধারণ সভার সম্পাদক অধুনা পরলোকগত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়গণ নিম্নলিখিত আহ্বানপত্র প্রচার করিয়াছিলেন—

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

২১শে ফাল্গুন, ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় প্রতিদিন শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুর যোগপীঠ জন্মভিটায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা-মহোৎসব হইবে। ১২ই চৈত্র শুক্রবার অপরাহ্ন ৫টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। * * * শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সহযোগিতায় ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত নয়দিবস পরমসমারোহে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

সম্পাদক—শ্রীনফর চন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ভক্তিভূষণ
(এম্-এ, বি-এল্)

সজ্জনকিঙ্কর—

সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ
(রায় বাহাদুর)

উক্ত ১৩২৬ সালেই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল দ্বিজবাণীনাথ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর জিউর বহু প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সেবার পুনরুদ্ধার করেন। ১৩২৯ সালের ১৫ই ফাল্গুন (১৯২৩ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার শ্রীগৌরগদাধর নূতন মন্দিরে সংস্থাপিত ও অভিষিক্ত হন। এই বৎসর বর্দ্ধমান জেলার কাইগ্রামবাসী জমিদার শ্রীযুত তীর্থনাথ বসু মহাশয়ের অনুগ্রহ-প্রদত্ত হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়াছিল। তিনি পরপর কএক বৎসর পরিক্রমাকালে তাঁহার হস্তী দিয়া শ্রীধামের সেবা করিয়াছেন। ১৩২৮ সালের শীতকালে শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস—শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রাচীন সেবা-প্রতিষ্ঠিত স্থানের সন্নিকট একটি ছত্র নির্ম্মাণ করান। ক্রমে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভিটায় একটি মন্দির ও তাহাতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকটিত হইয়াছেন। ঐ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী আর একটি মন্দিরে শ্রীল শার্ঙ্গমুরারি ঠাকুর-সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরসেবিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালও সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইসকল প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ প্রকাশের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহারই শুভেচ্ছায় তাঁহারই অনুকম্পিত সেবকগণ-কর্তৃক ঐ সেবা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছেন। ১৩২৯ সালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবকালে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যও আরম্ভ হয়।

এইরূপে প্রতিবৎসরেই শ্রীধামে মঠমন্দিরাদি প্রকাশিত হইতে থাকায় এবং পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে লোকসংখ্যা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকায় এবং উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দলে দলে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে থাকায় একশ্রেণীর মৎসর ব্যক্তির গাত্রদাহ আরম্ভ হইল।

১৩২৮ সালে (১৯২২ খৃঃ) পরিক্রমার পূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করাইলেন এবং দশবিধ নামাপরাধের ন্যায় দশবিধ ধামাপরাধের কথাও জানাইয়া দিলেন। ঐ দশটি ধামাপরাধ যথা—

"১। ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ২। ধামকে অনিত্য বোধ, ৩। ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ৪। ধামে বসিয়া বিষয়-

কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬। জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা, ১০। ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।"

১৩৩১ সালে ১৬ই মাঘ (ইং ১৯২৫—২৯ জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাবদিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এঁড়েদহ, বরাহনগর, পানিহাটী, খড়দহ, বারাকপুর, শ্রীরামপুর-চাত্‌রা, সপ্তগ্রাম, কৃষ্ণপুর, মাহেশ, বল্লভপুর, কুমারহট্ট, কাঁচড়াপাড়া, যশড়া, পালপাড়া, চাঁদুড়িয়া, আঁটপুর, খানাকুল কৃষ্ণনগর, ঠাকুরাণীচক, মেদিনীপুর, বেলেপাড়া, গোপীবল্লভপুর, চুপ্‌কা, মল্লারপুর, একচক্রা, জিয়াগঞ্জ, গাম্ভীলা, শ্রীপাট খেতুরী, মালদহ, শ্রীরামকেলি, বোধখানা, মহেশপুর, টুঙ্গিগ্রাম, উলা বা বীরনগর, শান্তিপুর, কালনা ও কুলিয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক ১৫ই ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরিক্রমা ত্রিংশ-দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬ই ফাল্গুন (১৩৩১), ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) শনিবার হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হয়। অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপের পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া ২০শে ফাল্গুন (১৩৩১), ৪ঠা মার্চ্চ (১৯২৫) বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে প্রায় ছয় সাতশত পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত মহিলা কুলিয়া অর্থাৎ নবদ্বীপ সহরে উপস্থিত হন। গজপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব, তৎপশ্চাৎ শ্রীল প্রভুপাদ পদব্রজে চলিতেছেন। সুদূর মাদ্রাজপ্রদেশাগত এবং ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার বহু ব্রাহ্মণসজ্জন, সুদূর আসামপ্রদেশাগত বহু শিক্ষিত সজ্জন, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গদেশের বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ও ভদ্রমহিলা পরিক্রমা করিতেছিলেন। অপরাহ্নে পরিক্রমা পোড়ামাতলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। কিশোরগঞ্জনিবাসী শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে পরিক্রমার যাত্রিগণের উপর ধূলি, কঙ্কর, গোময়াদি আবর্জ্জনা অজস্রভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীধামমহিমা পাঠাদি আর সম্ভব হইল না। পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণকে লইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে পরিক্রমাকারিভক্তগণ পূর্ব্ববৎ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ গজপৃষ্ঠারূঢ় শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের অনুগমনে চাঁপাহাটী (ঋতুদ্বীপ) পরিক্রমণার্থ যাত্রা করিয়াছেন। গতকল্য পোড়ামাতলায় কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য পাঠ হইতে পারে নাই বলিয়া তথাকার পাঠকীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া ঋতুদ্বীপে অগ্রসর হইবেন,—এই অভিপ্রায়ে চাঁপাহাটীযাত্রাপথে পোড়ামাতলায় উপস্থিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ প্রাচীন সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রী'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থ হইতে কোলদ্বীপ-মহিমা বর্ণন করিলে কতকগুলি লোক শ্রীরাধাগোবিন্দের বাহক হস্তীশুণ্ডে ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীবিগ্রহের প্রতি এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া কএকজন ভক্ত তাহার প্রতিবাদ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র ইষ্টকবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং পার্শ্ববর্ত্তী দোকানঘরগুলি হইতে পূর্ব্বসংগৃহীত লাঠি বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা নিরপরাধ নিরীহ যাত্রিগণের উপর নির্ম্মম প্রহার চলিতে লাগিল। বহু নিরীহ যাত্রী আহত ও শোণিত-প্লুত হইলেন। এইসকল অমানুষিক উৎপীড়ন-কাহিনী উক্ত ১৩৩১ সালের ২৪শে ফাল্গুনের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৮শে ফাল্গুনের 'সঞ্জীবনী', ২রা চৈত্র (১৩৩১) ও ও ২রা বৈশাখের (১৩৩২) 'দৈনিক বসুমতী' এবং মফঃস্বলের আরও অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ সদ্ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনমাত্রই মহাবদান্য মহাপ্রভুর ধামের ঐরূপ গর্হিত আচরণের জন্য অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বৃত্তগণের নৃশংস দুরাচারের পুনরাবৃত্তি-দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণীর পৃষ্ঠা আর কলঙ্কিত করিতে চাহি না। তবে আমরা শুনিয়াছি—দর্পহারী মধুসূদন অচিরেই দৈবদণ্ড ও রাজদণ্ডাদি দ্বারা পাষণ্ডিগণের দর্প বিশেষভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাচতুর্থীর রাত্রির শেষভাগে প্রায় ৫-৩০ ঘটিকার সময় নিত্যলীলায় প্রবেশ

করেন। সুতরাং ১৩৪২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যব্দ শ্রীধাম পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গ যজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তচ্চরণাশ্রিত সেবকগণ বিভিন্ন প্রচার-কেন্দ্র হইতে ৬।৭ দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যব্দ মহাসমারোহে সেই পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতেছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ বলিতেন—এই পরিক্রমা-ভক্ত্যঙ্গ যজনকালে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস (বা ধামবাস) ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনরূপ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ উক্ত পঞ্চ মুখ্যভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ অনুশীলনের সৌভাগ্য উদিত হয়। তবে এক অঙ্গই সাধিত হউক বা বহু অঙ্গ সাধিত হউক 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ'। 'নিষ্ঠা' বলিতে—'অবিক্ষেপেণ সাতত্যং' অর্থাৎ চিত্ত-বিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্য—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানুশীলনে চিত্তের একাগ্রতা বুঝায়। শুদ্ধ ভক্তভাগবতের পরিচর্য্যাদ্বারা এবং তাঁহার আনুগত্যে গ্রন্থভাগবত অনুশীলন করিতে করিতে নামাপরাধ-লক্ষণাত্মক ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছারূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার বিঘাতক আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ অভদ্র বা অমঙ্গলরূপ কষায়সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলেই উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী বা নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়। তখনই মন রজস্তমোগুণজাত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি ভজনান্তরায়স্বরূপ দুঃসঙ্গে অভিভূত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করে। ঐরূপ কামাদি কষায়-শূন্য সাধকের ভগবদ্ভজনপ্রভাবে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান—এমন কি ভগবৎসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হয়। (শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তন্নিজজন পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-কেন্দ্র হইতে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা পরিচালনা করিয়া ১৯৭৯ সালে পরিক্রমা আরম্ভের পূর্ব্বেই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ দেবগোস্বামীর তিরোভাবদিবস অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীব্রজমণ্ডল পরি-ক্রমাও প্রতি দুই বৎসর অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৭৮ সালেও পূজ্য-পাদ মহারাজ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পরিচালনার পর অসুস্থলীলাভিনয় করেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার পর তাঁহারই কৃপাভিষিক্ত বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ পরিচালকসমিতির সদস্যগণের সহযোগিতায় প্রত্যব্দ বিপুল উদ্যমে ও উৎসাহে ঐ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা পরিচালনা করিতেছেন।
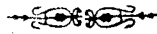
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-শীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আটদিনব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ৯ ফাল্গুন (১৩৯৭), ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) শুক্রবার হইতে ১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, জম্মু, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিদেশ হইতেও নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎপার্ষদগণের লীলাস্থলী-সমূহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দর্শন করা হয়। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত নব-দ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বাংলাভাষায় বুঝাইয়া দেন। তাঁহার

নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় এইবার আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় এবং পরিক্রমাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় ভক্তগণের পদব্রজে পরিক্রমায় বিশেষ কোন কষ্টানুভূতি হয় নাই। শেষদিবস ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমার দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণেও ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়েন নাই, মোদদ্রুমদ্বীপ মামগাছি হইতে তাঁহারা রিজার্ভ বাসে গঙ্গাঘাটে পৌঁছিয়াছিলেন। বিদ্যানগর হাইস্কুলের উত্তরপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি সুশোভিত ময়দানে ভক্তগণ অপরাহ্নে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। এইবার দ্বিতীয় দিবস ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে বামন-পুকুরস্থ আমবাগানে অপরাহ্নে চিড়াপ্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীমঠের প্রাত্যহিক সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তি-বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন বাংলাভাষায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় এবং যাত্রিগণের থাকিবার ও প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা-দিতে সন্ন্যাসী মহারাজগণের মধ্যে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ। রন্ধন বিভাগের এবং গ্রন্থবিভাগের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী।

১৩ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের আচার্য্যের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদানমুখে বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিয়া শুনান।

১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রী-গৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে ধর্ম্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে চৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যত্ন করার জন্য গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন ঃ—

(১) শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু, শান্তিনিকেতন (বীরভূম)
—ভক্তিভূষণ

(২) শ্রীঅজিত কুমার সরকার, বোলপুর
—ভক্তবন্ধু

(৩) শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, আগরতলা
—সেবাকুশল

শ্রীমঠের আচার্য্য বৈষ্ণবগণের এবং মঠের শুভা-নুধ্যায়িগণের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ প্রকাশ করেন।

(১) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু, কলিকাতা
(২) শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী, রুণীখাতা
(৩) শ্রীনিবারণ দাসাধিকারী, রুণীখাতা
(৪) শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
(৫) শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা
(৬) শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, হায়দ্রাবাদ
(৭) শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া, হায়দ্রাবাদ
(৮) শ্রীজগা রেড্ডি, হায়দ্রাবাদ
(৯) শ্রীমাখন চন্দ্র পাল, কলিকাতা
(১০) শ্রীসজ্জনানন্দ দাস বনচারী, আগরতলা
(১১) শ্রীমতী কান্তাদেবী, চণ্ডীগড়

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহ মুখ্য-ভাবে করিয়াছেন ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী
(২) শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী
শ্রীমদ্ গোপাল দাসাধিকারী
শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী
পরবর্ত্তিকালে যোগ দেন—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী
(৩) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথিতে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়। গৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে সায়ংকালে শ্রীগৌর-বিগ্রহের মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ করেন।

পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসবে নরনারীগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ইং ১৯৯১ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে [১৫ ফাল্গুন (১৩৯৭), ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার] গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

(১) শ্রীরাসবিহারী দাস, (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) জম্মু

দ্বিতীয় বিভাগ

(২) শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ীবাজার কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
(৩) শ্রীনিত্যানন্দ দাস (পূর্ব্বাশ্রম—ওড়িষ্যা) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড়

তৃতীয় বিভাগ

(৪) শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)
(৫) শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (ডাঃ নির্ম্মল চন্দ্র মণ্ডল) নৃসিংহপুর (নদীয়া)
(৬) শ্রীপ্রহ্লাদ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান-শ্রীমায়াপুর

বঙ্গীয় নববর্ষের অভিবাদন ও অভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা তথা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে চিরপ্রচলিত সনাতনী প্রথানুসারে বঙ্গীয় নববর্ষের শুভারম্ভে শুভাভিবাদন ও শুভাভি-নন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা যাহাতে সকলেই শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ দুরন্ত সংসৃতিভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, ভগবদ্ভজনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অনুরাগ লাভ করিতে পারি, ইহাই আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ — ৪র্থ সংখ্যা
২ ত্রিবিক্রম, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ৩০ মে ১৯৯১

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৬শে বৈশাখ ১৩৩৬, ৯ই মে ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু,—

কোথায় মহাপ্রভুর বাগানের উন্নতি হইবে, তাহার বদলে আপনারা সেইসকল জমি বিলি করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ভাল করিয়া মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাষাবাদ হইবে, তজ্জন্যই ঐ জমি মঠের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আপনারা এখন মঠের বাহির করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে আপনারা শ্রীজগন্নাথদেবের ন্যায় হস্তদ্বয় অপ্রসারিত ও পদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া ফেলিবেন। আজ সূর্য্যগ্রহণ * * ন * * সমুদ্রে গিয়া স্নান করিয়া পুণ্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিল! আমরা কিন্তু তাহার ন্যায় পুণ্য-সংগ্রহে বঞ্চিত হইলাম। বিশেষতঃ রত্নাকরে সকল নদীর সমাগম এবং সূর্য্যগ্রহণকালও উপস্থিত, কিন্তু আমরা অলস।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রামজীবনপুর
২৭শে বৈশাখ ১৩৩৬, ১০ই মে ১৯২৯

* * *

শিলং শৈলে ও চেরাপুঞ্জিতে যে মোটরখানি আরোহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা পুরুষোত্তম মঠের সেবার জন্য এখানে আগত হইয়াছে। অর্থাৎ ৫০০০ ফিট নিম্নে নামিয়াছে। এবার শ্রীচন্দনযাত্রা হইতেই

শ্রীক্ষেত্রের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল। * * ও * * উৎকলদেশে মফঃস্বলে প্রচার করিতেছেন। এখানে অপ্রাকৃত প্রভু ও বন মহারাজ আছেন। এবার পুরুষোত্তম মঠের বাড়ীটী বেশ মধ্যস্থানে এবং বৃহৎ হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম—পোড়াকুটী। এখানে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ একবৎসরের জন্য থাকিবে এবং উৎকলের পুরুষোত্তম হইতেই শ্রীগৌরগাথা প্রচারিত হইবে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি এখানেই উপস্থিত।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
৩১শে বৈশাখ ১৩৩৬, ১৪ই মে ১৯২৯

প্রিয়বরেষু—

আপনার ১২ই মে তারিখের কার্ড পাইলাম। গত পরশ্ব প্রেরিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উৎসব আপনার সেবা-চেষ্টায় সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া প্রোৎফুল্ল হইলাম। আমাদের প্রকৃষ্ট-সেবাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণারাম শ্রীগৌরবিগ্রহ কবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহার জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর-শ্রী-রাধারমণদেব নিম্বভাস্করের দলের সেবিত বিগ্রহ নহেন। সুতরাং সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্য পরম প্রয়োজনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

সপ্তদশঃ কিরণঃ—প্রয়োজন-বিচারঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ন প্রয়োজনম্। উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ [৩।৪।১৫]

কোন্বীশ তে পাদসরোজ ভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥১॥

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ [৩।৫।২]

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ভোগং মোক্ষং প্রতিষ্ঠাঞ্চ হিত্বা প্রীতিসমাশ্রয়ম্।
গৌরপাদাশ্রয়াদ্যস্য বন্দে তং লোকনাথকম্ ॥

জৈবজগৎ, জড়জগৎ, চিজ্জগৎ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের মধ্যে যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহার যে জ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধজ্ঞান। দশম কিরণ শেষ পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা জীব যে কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জীবের যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম পাওয়া যায়, তদনুষ্ঠানের নাম অভিধেয়তত্ত্ব। অভি-

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৩৬]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥৩॥

[৩।২৯।১৩]

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৪॥

পৃথুঃ ভগবন্তম [৪।২০।২৪]

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥৫॥

ঋষভমাহাত্ম্যম্ [৫।১৪।৪৪]

যো দুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৬ ॥

ধেয়তত্ত্ব একাদশ কিরণ হইতে ষোড়শ কিরণ পর্য্যন্ত বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-দ্বারা যে চরমফল লাভ হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলি। সপ্তদশ কিরণে প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কর্ম্মিগণ ত্রিবর্গজনিত সুখকে প্রয়োজন বলেন। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুর্থ বর্গ যে মোক্ষ, তাহাকে প্রয়োজন বলেন। শুদ্ধভক্তগণের উক্তি এইরূপ। হে ঈশ! তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীর মধ্যে কিছুই দুর্ল্লভ নয়। তথাপি হে ভূমন্! তোমার পাদপদ্মসেবা-সুখ ব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না ॥ ১ ॥

সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুখের জন্য যাহা কিছু করে, তাহাতে সুখ পায় না। সেই সেই চেষ্টা দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে কিয়ৎপরিমাণ দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহাতেও আবার কোন না কোন প্রকার দুঃখ উদয় হয়। অতএব ইহাতে যাহা যুক্ত হয় তাহা বলুন। তাৎপর্য্য এই—সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহসুখ বা বাসনাসুখ যথার্থ নিত্যসুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজনজ্ঞান-দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয় ॥ ২ ॥

যদি কোন কর্ম্মের সুখ নাই এবং দুঃখের নিতান্ত উপরতি নাই, তবে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা রূপ আত্মঘাত কি ভাল? তাই বলিতেছেন। না সাধুলোক আমার সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না, কেন না তাঁহারা আমার পদসেবাসুখের স্পৃহা করেন এবং আমার সেবাচেষ্টায় পরমানন্দ এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করেন। তাঁহারা পরস্পর আমার পৌরুষ কথা বলিয়া ও শুনিয়া একপ্রকার অতি তীব্রসুখ পাইয়া থাকেন, তাহা প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না ॥ ৩ ॥

সাযুজ্য ছাড়া যে আর চারিপ্রকার মুক্তি আছে, তাঁহারা তাহা লইতে বাসনা করেন? না, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য আমি তাঁহাদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়িয়া আর কিছুই লইতে চান না। সাযুজ্য মৎসেবার অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের একান্ত তুচ্ছবুদ্ধি। অন্য প্রকার মুক্তিগুলিতে যে মৎসেবা মাত্র আছে, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥

হে নাথ! যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, তাহা আমি কখনই কামনা করি না। বরং মহদ্ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে মুখদ্বারা নির্গত তোমার গুণগান শুনিবার যোগ্য আমাকে অযুত কর্ণ দান কর। তোমার যশ শুনিয়া আমার পরমানন্দ হয় ॥ ৫ ॥

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত মায়ামোহিত হইয়া জরামরণ-রহিত অপুনর্ভবকে আত্যন্তিক ক্ষেম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাও নিঃশ্রেয় নয়। সেই ভরত রাজা দুস্ত্যজ সাম্রাজ্য, সুত, স্বজন, অর্থ, দারা এবং ইন্দ্রাদির প্রার্থনীয় সদয়াবলোক যুক্ত শ্রীকে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার পক্ষে তাহা উচিত বটে। কেন না কৃষ্ণসেবানুরক্তচিত্ত প্রাপ্ত মহদ্গণের পক্ষে সে সকল অতি তুচ্ছ। তাঁহাদের নিকট অপুনর্ভবকে ফল্গু বলিয়া বোধ হয় ॥ ৬ ॥

বৃত্রঃ ভগবন্তম্ [৬।২১।২৫]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥৭॥

ভগবান্ দুর্ব্বাসসম্ [৯।৪।৬৭]

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৮॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ [১০।১৬।৩৭]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥৯॥

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা ঐহিক ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করুক। আবার কেহ কেহ বলেন, যোগসিদ্ধিই জীবের প্রয়োজন। তাহাদের বাচালতা নিবৃত্তি করিতেছেন। হে সমজ্ঞান! নাকপৃষ্ঠ চাই না, কেবল তাহা নয়, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং পারমেষ্ঠ্য পদরূপ ব্রহ্মলোক চাই না। পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম-পদ এবং রসাতলের আধিপত্যও চাই না। আমি কেবল তোমার সেবা চাই ॥ ৭ ॥

আমার সেবায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমিশ্র চিৎসুখ। তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টিরূপ মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না। নাকপৃষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য ও যোগসিদ্ধিরূপ কাল-বিপ্লুত অস্থায়ী সুখের ত' কথাই নাই ॥ ৮ ॥

পুনঃ পুনঃ সেইকথা বলিয়া সত্যের দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। নাকপৃষ্ঠ, সার্ব্বভৌম-পদ, পারমেষ্ঠ্য-পদ, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব কৃষ্ণপদ-রজঃ প্রপন্নব্যক্তিগণ লইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯ ॥

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে এশিয়াখণ্ড জম্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ। ইহার অজনাভ, ইলাবৃত, কিম্পুরুষ, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, রমণক, রম্যক, হরি ও হিরণ্ময়—এই নয়টি বর্ষের মধ্যে 'অজনাভ' বর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চৌদ্দ মনুর অন্যতম নবম মনু বরুণসুত দক্ষসাবর্ণি-মন্বন্তরাবতার শ্রীভগবান্ ঋষভদেব (চৈঃ চঃ ম ২০। ৩২৬) 'অজনাভ' সংজ্ঞক নিজবর্ষকে কর্ম্মানুষ্ঠান-ভূমি বিচারে গার্হস্থ্য আশ্রমধর্ম্মশিক্ষাদানার্থ প্রথমে গুরুকুলে বাস করতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন, পরে গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তর গুরুবর্গের আদেশানুসারে শাস্ত্রবিহিত শ্রৌত ও স্মার্তকর্ম্মানুষ্ঠানাদর্শ প্রদর্শনমুখে দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত জয়ন্তী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে আত্ম-তুল্য শতপুত্র উৎপাদন করিলেন! তন্মধ্যে মহাযোগী নারায়ণপরায়ণ ভরত শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। তাঁহারই নামানুসারে ঐ 'অজনাভ' বর্ষের নাম হইল 'ভারতবর্ষ'। (ভাঃ ১১।২।১৭) ভরতের পরবর্তী কনিষ্ঠ 'কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট'—এই নয়ভ্রাতা ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নয়টি ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন (ভাঃ ৫।৪।১৩ ও ভাঃ ১১।২।১৯ চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)। ইঁহাদের পরবর্তী "কবি-হবি-অন্তরীক্ষ-প্রবুদ্ধ-পিপ্পলায়ন-আবির্হোত্র-দ্রুমিড়-চমস-করভাজন" —এই নয়ভ্রাতা নবযোগেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ মহা-ভাগবত (ভাঃ ৫।৪।১১ ও ভাঃ ১১।২।২০ দ্রষ্টব্য)। অবশিষ্ট একাশীতি ভ্রাতা কর্ম্মমার্গ প্রবর্তক ব্রাহ্মণ ছিলেন (ভাঃ ৫।৪।১২ ও ভাঃ ১১।২।১৯ চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)। ভারতবর্ষে যুগে যুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ

ও তাঁহার অবতারবৃন্দ স্বীয় ধাম ও পার্ষদবর্গ—লীলা-পরিকরসহ আবির্ভূত হইয়া অতিমহতী অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। একে এই ভারত—শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র—মহাপুণ্যভূমি, তাহাতে আবার এই ভারতে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের পরিচয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৯।৪১

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত নামপ্রেম-রসামৃত প্রথমে নিজে আস্বাদন করতঃ নিজের জীবন সার্থক করিয়া তাহাই আবার সর্ব্বত্র প্রচার-দ্বারা অন্যের উপকার বিধান করাই ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্মলাভের প্রকৃত সার্থকতা। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর-ধারণ করার সফলতা।"

হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া পর-হিংসা পরপীড়ন পরছিদ্রান্বেষণ; পরচর্চ্চা, পর-নিন্দাদি করিয়া বেড়ান' কখনই মনুষ্যোচিত কৃত্য নহে।

মনুষ্যজন্মই সর্ব্বপুরুষার্থসাধক বলিয়া দেবতা-গণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্মলব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২০

"অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহা-পুণ্য-জনক তপস্যাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই বা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে, যে মনুষ্যজন্ম-লাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা মাত্রই করিয়া থাকি, (কিন্তু পাই না) ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবনোপযোগী মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

'বতৈষাং' পাঠস্থলে পাঠান্তরে 'অমীষাং' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন—দুরাত্মা-গণেরও ত' তত্রজন্ম দৃষ্ট হয়, তন্নিরসনার্থ 'মুকুন্দ-সেবনোপযোগী' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবান্ মুকুন্দপাদপদ্মসেবনোপযোগী মনুষ্যজন্মই স্পৃহনীয়। যাঁহার মুখে প্রস্ফুটিত কুন্দপুষ্পবৎ হাস্য বিদ্যমান্, তিনিই 'মুকুন্দ' অথবা 'মু' অর্থে মুক্তি-সুখকেও 'কু' অর্থাৎ কুৎসিৎ করিয়া দেয় যে 'মুকু' অর্থাৎ প্রেম, সেই প্রেমাদানকারী বলিয়া 'মুকুন্দ'—প্রেমদাতা যে শ্রীহরি, তাঁহার সেবনোপযোগী জন্মই প্রকৃত শ্লাঘনীয় ও স্পৃহনীয় জন্ম। শ্রীভগবান্ আমাদের স্থূলদেহে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (গুহ্যদেশ বা মল-দ্বার) ও উপস্থ [লিঙ্গ বা যোনি (স্ত্রীজননেন্দ্রিয়)] রূপ—কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক দিয়াছেন এবং সূক্ষ্মদেহে মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিনটি বৃত্তি দিয়াছেন। আমাদের ঐ স্থূলদেহগত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হইবার বিচার বরণ করে এবং সূক্ষ্মদেহগত মন যখন আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ চিন্তায় রত হয়, 'বুদ্ধি' যখন ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিরূপে বিচার করে—

"আমার শ্রীমদ্গুরূপদিষ্ট ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচর্য্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু, ইহা আমার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব, ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য্য, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য নাই, স্বপ্নেও অন্য কোন অভিলষণীয় নাই, ইহাতে আমার সুখ হউক বা দুঃখ হউক, সংসার নাশ হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই।" [এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র নিষ্কপট ভক্তিতেই সম্ভব, তদ্ব্যতীত অন্যত্র বুদ্ধি 'একা' নহে। মুখ্য বা অনন্যা ভক্তিযোগসম্বন্ধিনী বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মিকা, তদেকনিষ্ঠতারহিতা কর্ম্মযোগসম্বন্ধিনী বুদ্ধির গতি—বিভিন্নমুখিনী—অনন্তশাখাবিশিষ্টা—অনন্তকামনা-

বাসনা-লক্ষিণী।] এবং অহঙ্কার যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম-দেহগত জড় ঔপাধিক বর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য জীবাত্ম স্বরূপগত গোপীভর্ত্তুঃ পদকমল-য়োর্দাসানুদাসঃ' অর্থাৎ আমি গোপীভর্ত্তা-গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস—এই শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সেই শুদ্ধস্বরূপগত কৃষ্ণদাসানু-দাসাভিমানী জীবসমূহ দ্বারাই ভারতপ্রাঙ্গণে মনুষ্য-জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সমুপলব্ধির বিষয় হয়।

হরিবর্ষে শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব অবস্থান করিতে-ছেন। যাঁহার চরিত্র দৈত্যদানবকুল এবং আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মপবিত্রতাসম্পাদক সেই মহাভাগবত প্রহলাদ মহারাজ জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধান-রহিত অব্যবহিত অন্যদেবোপাসনারহিত অনন্যা ভক্তিযোগে ঐ বর্ষবাসী পুরুষগণের সহিত নিজাভীষ্ট সেই শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তির আরাধনা করিতেছেন। তাঁহার জপ, মন্ত্র ও পঠনীয় স্তোত্রাদি এইরূপ (ভাঃ ৫।১৮। ৮-১৪ দ্রষ্টব্য) ঃ—

"ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি।"

[অর্থাৎ 'ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার ; তিনি তেজঃসকলেরও তেজঃস্বরূপ। হে বজ্রনাথ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুন, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন। আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক।"]

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥"

[অর্থাৎ "নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক ; খল ব্যক্তিগণ অনুকূল হউক ; প্রাণিসকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক ; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।"]

"মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদিস্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥"

[অর্থাৎ "হে প্রভো, কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহারমাত্রে পরিতুষ্ট থাকেন শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না।"]

"যৎসঙ্গলব্ধ-নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোহন্তঃ শ্রুতিভির্গতোহঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্॥"

[অর্থাৎ "ভগবৎপ্রিয়পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায়। মুকুন্দের সেই বীর্য্য-বৈভবের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যেসকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদি তীর্থ বারংবার সেবা করিলে কেবল অঙ্গজ মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতরবাসনারূপ অনর্থ বিনষ্ট হয় না। অতএব কোন্ বিবেকি ব্যক্তি সেই ভগবদ্-ভক্তদিগের সেবা না করিবেন ?"]

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

[অর্থাৎ "ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অব-স্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানযোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত, সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই, মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত ; তাহাতে মহদ্গুণ-গ্রামের সম্ভাবনা কোথায় ?"]

"হরিহি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।

হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥"

[অর্থাৎ "জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্টবস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিও তদ্রূপ প্রাণিগণের আত্মা। মহদ্ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে (শূদ্রাদিজাতিতেও) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স-দ্বারা যে মহত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন —জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না।"]

"তস্মাদ্ রজোরাগবিষাদমন্যু-
মান-স্পৃহা-ভয়-দৈন্যাধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥"

[অর্থাৎ "অতএব, হে অসুরগণ, তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণারবিন্দ ভজনা কর। এই গৃহই (গৃহাসক্তিই) রাগ, তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য প্রভৃতির নিদান (মূলকারণ); অতএব উহা জন্ম-মরণাদি সংসার-মালার আলবাল-স্বরূপ।"]

ভক্তরাজ শ্রীল প্রহলাদ মহারাজ উপরিলিখিত ছয়টি শ্লোকে স্তুতিমুখে তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনাজ্ঞাপন-মুখে ভক্ত-চরিত্রের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন—

সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক। অতীব তীব্র বিষধর ক্রূরপ্রকৃতি সর্প হইতেও ক্রূরতর খলস্বভাব ব্যক্তিগণও তাঁহাদের ক্রোধাদি দুর্ম্মতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমতি হউক, প্রাণিগণ ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা পরস্পরের হিতচিন্তা করুক, হিংসা-দ্বেষ, মাৎসর্য্যাদিপরবশ হইয়া পরস্পরের অহিতচিন্তা কখনই মনুষ্যোচিত স্বভাব হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্ নিজমায়া-শক্তিকে অবলম্বনপূর্ব্বক বৃক্ষ-সরীসৃপ-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বহু প্রাণী সৃষ্টি করিয়াও আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই, পরে 'ব্রহ্মাবলোকধিষণং পুরুষংবিধায় মুদমাপ দেবঃ' (ভাঃ ১১।৯।২৮) অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু অবলোকন করিবার ধিষণা-বুদ্ধি বা বিবেকবিশিষ্ট মনুষ্যশরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। সেই সুদুর্ল্লভ বিবেকবান্ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ধীরস্থির বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির বিচার হওয়া কর্ত্তব্য—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"
—ভাঃ ১১।৯।২৯

[অর্থাৎ "(তস্মাৎ—অতএব) বহু বহু জন্ম-লাভের পরে এই সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থসাধক সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিঃশ্রেয়ো (নিশ্চিত মঙ্গল) লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন। (রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই জড়) বিষয়ভোগ অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রাণিশরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থ-লাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।"]

সুতরাং এইরূপ আত্মমঙ্গলসাধক বিচারের পরি-বর্ত্তে নানাপ্রকার জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তিমূলে পরহিংসা পরপীড়নাদি কখনই পরমার্থসাধক মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ দ্বেষহিংসার মারাত্মক অগ্নি আজ সমগ্র বিশ্বেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রহলাদ-হৃদয়াহলাদ ভক্তাবিদ্যা-বিদারণ ভক্তবৎসল শরদিন্দুরুচি (কান্তি) পারীন্দ্রবদন হরি—শ্রীনরহরি—নৃসিংহপাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীনৃসিংহপাদপদ্ম তাঁহার ভক্তবর প্রহলাদের বাঞ্ছা—মনোহভীষ্ট পূরণ করুন—মানবকুলোদ্ভূত আমাদিগকে তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের দাসানুদাস হইয়া তৎকৃপাভাজন হইবার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমরা যেন পরস্পর সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিষ্কপটে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি। আমাদের মন সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাচিন্তায় ভরপূর হইয়া উঠুক। হায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মহাবদান্য লীলায় যে অনর্পিতচর প্রেমধন বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট না হইয়া কি সামান্য সামান্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সু-দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের অমূল্য সময়ের অপব্যবহার

করিতেছি, তাহা আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হউক। আমাদের আত্মা দেহ মন প্রাণ —সর্ব্বস্বই ত' কৃষ্ণের, তাহার জবরদখলের ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা ত' দেবস্ব ব্রহ্মস্ব অপহরণ-জনিত মহাপরাধে লিপ্ত হইতেছি। কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পদ্ কৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজন কার্ষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে তাহা লুণ্ঠন করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইবার দুর্ব্বুদ্ধি অত্যন্ত শোচনীয় ও দূষণীয়। হায় হায় মহাচোর—মহাদস্যু—মহামূর্খ আমরা ভদ্রলোক বা ভক্তসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য লম্ফ ঝম্প প্রদর্শন করিলেও মহাকালরূপী ভগবান্—দর্পহারী মধুসূদন ত' নিমেষমধ্যেই আমাদের সকল দর্পই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া আমাদিগকে মহামোহান্ধতমে নিমজ্জিত করিবেন। সুতরাং সকল দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া যেন অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ আমরা যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারি—"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"—এই মহাজন-বাক্য অনুসরণ করিবার সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারি।

এ জগতের সকল বিষয়ই অনিত্য, ইহাতে যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি হয়, তাহা হইলে যেন এইসকল প্রাকৃত গৃহ-স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি আসক্তি না জন্মিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণগতপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের প্রতিই আসক্তির উদয় হয়। জগতের ভক্তিহীন বন্ধুবান্ধব আমাদের তাৎকালিক আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবর্দ্ধক জড়ভোগসুখাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যময় নিত্য প্রেমসুখের কোন ব্যবস্থাই তাঁহারা করিতে পারেন না। এজন্য শুদ্ধভক্তসঙ্গানুরক্তিই আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে প্রার্থনীয়।

ভগবৎপ্রিয় শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীভগবান্ মুকুন্দের গোবর্দ্ধনধারণাদি বিক্রমের কথা শ্রবণের ফলে মনের জড়বিষয়সঙ্গজনিত মালিন্য শীঘ্র শীঘ্রই অপনোদিত হয়। ভক্তসঙ্গ এবং ভগবল্লীলাকথারস নিষেবনই মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায়। মনকে নিগৃহীত না করিতে পারিলে সাধনভজন ত' সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিতুল্য নিষ্ফল হইয়া পড়িবে!

শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে কৃষ্ণের হৃদ্‌কর্ণরসায়ন নামরূপগুণলীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণে যথাক্রমে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কামা—কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান্, তাঁহাতে সকল দেবতা সকল সদ্‌গুণ লইয়া অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদাই অনিত্য বহির্বিষয় ভোগলালসায় প্রধাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়? আমরা পরমপূজনীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামীর চরিত্রবর্ণনে পাই—তিনি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বৈষ্ণবোচিত অনন্ত গুণে গুণী শ্রীল অনন্ত আচার্য্য গোস্বামী, তাঁহারই প্রিয়তম শিষ্য—শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস। তাঁর গুণগাথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন—

"সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসাশূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদগুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে বিলাস॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্তগুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ইহঁ পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহ 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃত বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।৫৪-৬৭

শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের এইরূপই মধুরচরিত্র। তাঁহা-

দের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিলে ও শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-সৌভাগ্য পাইলে অতি কঠোর বজ্রসম পাষাণ চিত্তও দ্রবীভূত হইয়া যায়। শ্রীসনাতনশিক্ষায়ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

"সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চরে॥
যস্যাস্তি ভক্তিঃ ইত্যাদি॥
সেইসব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৭২-৭৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই চারিগুণে গুণী হইতে পারিলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার পাওয়া যায়।

'কৃষ্ণৈকশরণতা'ই বৈষ্ণবের প্রধান গুণ, সেই কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবেই বৈষ্ণবোচিত সকল গুণের বিকাশ লক্ষিত হয়। সুতরাং যাত্রারদলের সাজা নারদের মত বৈষ্ণব সাজিলেই প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। 'সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বাং অতিতমাং'—শ্রীল দাস গোস্বামীর এই মনঃশিক্ষা অন্তরে অবধারণ করিতে হইবে।

জল যেমন মৎস্যকুলের জীবনস্বরূপ অভীষ্ট-বস্তু, তাহা পরিত্যাগ করিলে তাহার মৃত্যুবরণ ব্যতীত অন্য কোন মহত্বই থাকে না, তদ্রূপ শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাসক্ত ব্যক্তির জাতিকুলাদির বা বিদ্যাবত্তাদি বা শাস্ত্রজ্ঞত্বাদির অভিমান—প্রকৃত বিদ্বৎ-সমাজে হাস্যাস্পদই হইয়া থাকে। মনুষ্যসমাজে যুবকদম্পতির তুচ্ছ কালক্ষোভ্য রূপ-যৌবনের কিয়ৎ-কালব্যাপী মহত্বই দেখা যায়, বস্তুতঃ ঐ নশ্বর রূপ-যৌবনের কোন মূল্যই নাই—এজন্য "মা কুরু ধন-জন-যৌবন-সর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" শ্রীভগবানে ভক্তিই প্রকৃতপক্ষে জীবের সৌন্দর্য্য—তদ্‌রহিত ব্যক্তির তুচ্ছ রূপ-যৌবনাদিজনিত মহত্বের মূল্য অতীব অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং জাগতিক অশেষগুণে গুণবান্ হইলেও হরিভক্তিবিহীন মানবের সেইসকল গুণের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না।

অতএব হে অসুরগণ, তোমরা হরিভক্তিশূন্য গৃহাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহদেবের অভয়চরণারবিন্দ ভজনা কর। ঐরূপ অসৎ গৃহাসক্তিই রজঃ (তৃষ্ণা), রাগ (অভিনিবেশ), বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য, আধি প্রভৃতির মূল কারণস্বরূপ। তাদৃশ গৃহই জীবের জন্মমরণাদি সংসারমালার চক্রবাল—মণ্ডল বা আলবালস্বরূপ।

[আলবালের আভিধানিক অর্থ—বৃক্ষমূলে জল দিবার নিমিত্ত মাটীর ঘের। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"সংসৃতেশ্চক্রবালং মণ্ডলরূপং গৃহমধ্য এব সংসৃতিস্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। অর্থাৎ সংসৃতির চক্রবাল বা মণ্ডলস্বরূপ অর্থাৎ ঐরূপ গৃহমধ্যেই বা গৃহাসক্তিমধ্যেই জনমমরণমালারূপ নানা দুঃখময় সংসার অবস্থান করে। সংসারে যে তাৎকালিক সুখ দেখা যায়, তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী। সে সুখ দুঃখেরই দালালসদৃশ।]

সুতরাং ভক্তরাজ প্রহ্লাদের আদর্শে আমরা শিক্ষণীয় বিষয় পাই—শ্রীভগবানে ভক্তিহীনতাই জীবের সকল দুঃখের মূল কারণ। পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি কোমলহৃদয় ভক্ত জীবের সেই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে সমস্ত বিশ্ব-বাসী জীবের মঙ্গল প্রার্থনা করেন—অত্যন্ত খলস্বভাব ব্যক্তিও যাহাতে ক্রৌর্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপগত স্বভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ নিত্যদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্কপটে সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত রোগী তাহার হিতকারী স্বজন বা সদ্‌বৈদ্যাদি বান্ধবকে তাহার প্রকৃত হিতচিন্তারত রূপে বুঝিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তাঁহারা তাহার মঙ্গলচিন্তাই করেন। শ্রীভগবানে নিষ্কপট ভক্তিমান্ ব্যক্তিতে সকল সদ্‌গুণেরই সমাবেশ হয়। তাঁহাতে হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য পরপীড়নাদি কোন কদর্য্যস্বভাব স্থান পাইতে পারে না, তাঁহাদের ন্যায় শুদ্ধসরল হৃদয় ভজনপরায়ণ ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের

কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বদাই পতিত হইতে থাকে, তাঁহারাই শ্রীভগবানের প্রকৃত স্নেহভাজন হন। মৎসরস্বভাব পরপীড়ক কুটিলস্বভাব ব্যক্তিগণ কখনই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণের প্রীতিভাজন হইতে পারে না, তাহারাই জগজ্জঞ্জাল স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং পরিণামে নানা দুঃখভাজন হয়। অবশ্য পরদুঃখকাতর সাধু ভক্তগণ শ্রীভগবচ্চরণে তাহাদেরও মঙ্গলপ্রার্থী হন। মহাবদান্য পরমোদার-চেতা নির্ম্মৎসর পর-দুঃখকাতর নামভজনানন্দী শুদ্ধভক্তসঙ্গই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

দশমূল-নির্য্যাস

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়ঃ—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়াশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী-রূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুররসই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুররসের বিশুদ্ধ-ভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর, ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোর বয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০। বাক্পটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিজ্ঞাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়-ব্রত, ১৯। দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দমনশীল, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সম, সৌম্যচরিত, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুক্ত, ৩৭। শরণাগত পালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বসুখকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান্, ৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬। নারী-মনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে,

কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। ১। সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, ২। সর্ব্বজ্ঞ, ৩। নিত্য নূতন, ৪। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, ৫। অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। ১। অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, ২। কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, ৩। সকল-অবতার-বীজত্ব, ৪। হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, ৫। আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। ১। সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, ২। শৃঙ্গাররসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ৩। ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীগীতগান, ৪। যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয় ঃ—পূর্ব্বে তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপবিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয় ঃ—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদিলোকলাভ ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্মদ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজস্বভাব উদয়েই মায়াপরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজস্বভাব অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণপত্তি-লক্ষণা* শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন

* "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়-রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাসকরতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চন-ভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন; বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক-ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়ঃ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—১। আমি কে? ২। আমি কাহার? ৩। এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্য-দাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদিতর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য-পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়; ইহা কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য-ভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল; এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে; কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহা শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র চর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ* বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানি-লাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্যদেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা,

---

* অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। ১। নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, ২। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, ৩। নাম-শিক্ষাগুরুর অবজ্ঞা, ৪। নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, ৫। নামের মহিমা কেবল স্তব-মাত্র, এরূপ মনে করা, ৬। নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, ৭। নামবলে পাপ করা, ৮। চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড়সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, ৯। অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং ১০। অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনু-শীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় না, কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণমাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ না করা. প্রাতিকূল্যভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটী নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধীভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাব-ভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভেই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয় ঃ—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি-পূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাববিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়; এই রসের নাম দাস্যরস। দাস্যরসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়; ইহার নাম সখ্যরস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্যরসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্যভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়-ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করতঃ জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকামধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম-বিচিত্র ভাব। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম যথা,—

আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

স্যাদ্দৃঢ়েঽয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ন্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা॥
(উজ্জ্বল, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয়; ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্য্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিলেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়; গুরু-চরণ হইতে ভজনশিক্ষা; ভজনদ্বারা সকল অনর্থ-নিবৃত্তি; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস

পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার* করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসতৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি-শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্যস্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশদ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যদ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এইপ্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

---

* "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমীহি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহই নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত-ব্যতীত আর কেহ দীক্ষালাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। পরমকারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্য-দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূলজ্ঞান-দ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং তাঁহাকে ভক্তিসূচক একটি নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ব করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম-সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরি-চর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ; অমানী-মানদভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসসেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তচ্ছাস্ত্র-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আসাম প্রদেশের তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগস্থ চারিটী মঠের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতিটি মঠে আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। গোয়ালপাড়ামঠে গোয়ালপাড়া জেলার এবং সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে কামরূপ ও বরপেটা জেলার ভক্তগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভিব্যাহারে আসাম প্রচার-ভ্রমণে গিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গুয়াহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরুণ কুমার দে ও শ্রীনিমাই মাখাল। শ্রীল আচার্য্যদেবসহ প্রচার-পার্টির সকলে গত ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী (১৯৯১) বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া পরদিবস রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় গুয়াহাটী পৌঁছিয়া গুয়াহাটী মঠে এক রাত্রি অবস্থান করতঃ ৪ মাঘ শুক্রবার বাসযোগে বেলা ১টা ২০মিঃ এ তেজপুর মঠে শুভপদার্পণ করিলে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ স্থানীয় ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। আগরতলা মঠ হইতে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই গুয়াহাটী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন পার্টীর সহিত যোগ দিবার জন্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) ঃ—অবস্থিতি ৪ মাঘ (১৩৯৭), ১৮ জানুয়ারী (১৯৯১) শুক্রবার হইতে ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন—১৯ জানুয়ারী হইতে ২১ জানুয়ারী।

২০ জানুয়ারী মহাপ্রসাদবিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২১ জানুয়ারী শ্রীবসন্তপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ রথারূঢ় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। স্থানীয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র মোদক মহোদয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডি যতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ১৯ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া (আসাম) ঃ-অবস্থিতি—৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী বুধবার হইতে ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন—২৩ জানুয়ারী হইতে ২৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

২৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর-ভ্রমণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক ভোগ-আরাত্রিকান্তে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীশিবদাস গুহ রায়ের আহ্বানে মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহার গৃহে ২৫ জানুয়ারী সায়াহ্নে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী (আসাম) ঃ—অবস্থিতি—১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী রবিবার হইতে ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন - ২৭ জানুয়ারী হইতে ২৯ জানুয়ারী।

আসাম রাজ্য সরকারের প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীচন্দ্র

আরঙ্করা এবং আসাম রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটীসেক্রেটারী শ্রীনবদ্বীপরঞ্জন পাটগিরি প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীবিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅচ্যুত শর্ম্মা ও গুয়াহাটী থিওসফিক্যাল সোসাইটীর (Theosophical Societyর) অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভগবতী প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথির এবং বাণীকান্ত বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকনক চন্দ্র ডেকা তৃতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'অধার্ম্মিক ও অনৈতিক জীবনের দ্বারা পার্থিব সুখও লাভ হয় না', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' এবং 'পরমার্থের মূলভিত্তি ভগবদ্বিশ্বাস' যথাক্রমে সভার আলোচ্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল।

২৮ জানুয়ারী শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে বাদ্যভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া গুয়াহাটী সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৯ জানুয়ারী সাধারণ মহোৎসবে সমাগত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের নিকটবর্ত্তী স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার মহাশয়ের আলয়ে ৩০ জানুয়ারী বুধবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীগুরুপূজা, হরিকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পূত চরিত্র আলোচনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মালিগাঁওস্থ শেঠ শ্রীগৌরমলজীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সহ তাঁহার গৃহেও ৩১ জানুয়ারী শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, চক্‌চকাবাজার (আসাম)ঃ

অবস্থিতি—১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠে সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলন—২ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত।

স্থানীয় বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহিরণ্ময় মজুমদার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা এবং মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত চারিটী মঠে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ গোয়ালপাড়া মঠে ও গৌহাটী মঠে, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সরভোগ মঠে, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী গৌহাটী মঠে এবং শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী গোয়ালপাড়া মঠে বক্তৃতা করেন।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীনৃসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠের শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং সরভোগ গৌড়ীয় মঠের শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থাপনায় ও তত্রস্থ সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রিজার্ভ মিনিবাসে পৌনে ১১টায় যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্নে পুনঃ গৌহাটী মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারী শ্রীপূর্ণচন্দ্র গর্গে মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব

বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে বামুনীময়দানস্থ তাঁহার নবনির্ম্মিত বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ বলি-বামনদেব-প্রসঙ্গ আলোচনামুখে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। হরিকথার আদি ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর সুদূর জম্মু ও পাঞ্জাব হইতে শ্রীরাস-বিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী (জলন্ধর), শ্রীরামপ্রসাদজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপ্‌রা), শ্রীভূপেন্দ্র, শ্রীসঞ্জয়দাস প্রভৃতি ভক্তগণ আসামে তেজপুর মঠের ও গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। পথনির্দ্দেশকরূপে শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীকে তাঁহারা নিউদিল্লী মঠ হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

আসামে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম-প্রচারান্তে গুয়াহাটী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করতঃ পরদিবস বৈষ্ণবগণসহ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বোলপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

বীরভূমজেলান্তর্গত বোলপুরবাসী ভক্তগণের উদ্যোগে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ৪ ফাল্গুন (১৩৯৭), ১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) রবিবার এবং ৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার দ্বিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী এবং ডাক্তার শ্রীচপলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

শ্রীমঠের আচার্য্য গুয়াহাটী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বার্ষিক বিরহসভা ও বিরহমহোৎসবে যোগদান করেন। পরদিবস তিনি দশমূর্ত্তিসহ শান্তি-নিকেতন এক্সপ্রেসে মধ্যাহ্নে বোলপুরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালার দ্বিতলে সাধুগণ অবস্থান করেন। পূর্ব্বে শ্রীমদ্ প্রণতপাল দাসাধিকারীর স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বিরহোৎসবে বোলপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি কথা দিয়াছিলেন সময়-সুযোগমত প্রণতপালপ্রভুর বাসন্তী-তলাস্থ গৃহে যাইয়া ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তন করিবেন। তদনুসারে ১৬ই ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে প্রণতপালপ্রভুর গৃহে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা এবং রাত্রিতে বিরহ-সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত বিরহ-সভায় এবং মহাপ্রভুর মন্দিরে দিবসদ্বয় ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন মুখ্যভাবে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। বক্তৃতা করেন রায়পুরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীমদ্ সুধীরকৃষ্ণ ঘোষ। সভায় বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'অশান্ত বিশ্বে শান্তির উপায়' এবং 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'।

কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিযতিত্রয় ব্যতীত পার্টীতে আসিয়াছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরুণ কুমার রায় ও শ্রীগিরিধারী দাস। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য কএকদিন পূর্ব্বে বোলপুরে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীনীলমাধব দাস

(শ্রীনির্ম্মলকুমার মজুমদার) অণ্ডাল হইতে আসিয়া পার্টীতে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত ভাণ্ডার ও রন্ধনসেবা করিয়াছিলেন।

৪ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে প্রাতঃ ৯ টায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বোলপুর শহরের নেতাজী রোড, শান্তিনিকেতন রোড, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কলেজ রোড, শ্রীনিকেতন রোড, ষ্টেশন রোড, কাছারি রোড, সরস্বতী মন্দির হইয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসুধীরকৃষ্ণদাস প্রভু (আমধারার), শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু, শ্রীকমল তরফদার, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীঅজিত সরকার, শ্রীরাজেন্দ্রকুমার দে, শ্রীসুবোধ সাহা, শ্রীগোরাচাঁদ সাহা, স্বধামগত শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিকের পরিজনবর্গ প্রভৃতি ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টায় বোলপুরে বার্ষিক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ভাণ্ডারে এবং একদিন স্বধামগত শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিকের গৃহে পদার্পণ করতঃ হরিকথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ ১৯ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আনন্দপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

মেদিনীপুরজেলান্তর্গত আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আনন্দপুরের দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্ম-সম্মেলন গত ২১ ফাল্গুন (১৩৯৭), ৬ মার্চ্চ (১৯৯১) বুধবার হইতে ২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আনন্দপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে তিনদিন বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বি-টি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যকিঙ্কর গোস্বামী প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপর দুইদিনও তিনি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের উৎকর্ষতা ও প্রয়োজনীয়তা', 'সমগ্র বিশ্বে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম আচরিত, প্রচারিত ও সমাদৃত'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী সাধুগণ সমভিব্যাহারে ৬ মার্চ্চ কলিকাতা-হাওড়া হইতে ট্রেনযোগে যাত্রা করতঃ মেদিনীপুর রেলষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ টায় পৌঁছিয়া তথা হইতে দুইটী মোটরযানযোগে মধ্যাহ্নে আনন্দপুরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট নিবাস-স্থান শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর (ডাঃ সরোজ সেনের) বাসভবনে উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় ব্যতীত প্রচারানুকূল্যের জন্য ছিলেন—হায়দরাবাদ মঠের শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর

ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, আগরতলার শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, গোকুল-মহাবন মঠের শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী (শ্রীকালীপদ দাস)।

৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে আনন্দপুর সভামণ্ডপ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আনন্দপুরের সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করে। স্থানীয় ভক্তগণ বিপুল উৎসাহে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যোগদানকারী ভক্তগণ সভামণ্ডপে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে চিড়া-ফল-মূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৮ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির আগরতলা (ত্রিপুরা)

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ বিগত ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার হইতে আগরতলাস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ সংস্থাপন করেন। তদবধি তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে এবং সেবকগণের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীমন্দিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে শ্রীজগন্নাথমন্দির এবং তাহার পরিবেশ মনোজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ দৈনিক বাংলা পত্রিকা—'দৈনিক সংবাদে' শ্রীজগন্নাথমন্দিরের মনোজ্ঞ প্রকাশনের শ্রীসুমঙ্গল সেনের লিখিত যে বিবৃতি গত ৬ই মে (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥'

আগরতলার জগন্নাথ মন্দিরে গৈরিক বর্ণের প্রাধান্য সমস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গণস্থ অন্যান্য ভবনসমূহে। চারদিকে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, যত্ন, সেবা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয়। সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবোচিত ভক্তিভাবের একটা বিমল পরিমণ্ডল।

দীঘির পশ্চিম পাড়ে রাস্তার পশ্চিমে মন্দিরটি। নির্ম্মিত হয়েছিল ১৩১৬ ত্রিপুরাব্দে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রবেশপথ অনুসরণ করলে সামনে প্রাঙ্গণ, তারপর নাটমণ্ডপ, তারপরই দীর্ঘশীর্ষ জগন্নাথ মন্দির। বাঁয়ে নতুন নির্ম্মিত অতিথিশালা, তার পশ্চিমে দোতলা বাড়ী—সাধু ব্রহ্মচারীদের গৃহ ও অফিস। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা সরকার এই মন্দিরটিকে সমর্পণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে। মন্দিরটি অষ্টকোণ বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং গর্ভগৃহটি অষ্টকোণ। মন্দিরের বহিরাবরণ কারুকার্য্যময়। ত্রিপুরার অধিকাংশ মন্দিরের গঠনশৈলী থেকে এই মন্দিরের রূপকল্পনা একটু আলাদা। মাথার চত্বরে অষ্টকোণী চূড়া, তাতে জালের মত বিচিত্র কারুকার্য্য। হলদে ও গেরুয়া রঙের প্রাধান্যের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবের প্রতিফলন সর্ব্বত্র। জালের মত কারুকার্য্যের ওপর চূড়া চারটি স্তরে ওপরে উঠে গেছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরটি নিরাবরণ, তার ওপর পদ্ম ও পতাকাদণ্ড। অতি-অলঙ্করণ মন্দিরের সৌন্দর্য্য ও গৌরবের হানি করেনি, বরং বলি, একটা বৈচিত্র্য এনেছে এবং প্রবেশপথ থেকে মন্দিরটি অনেকটা

ভিতরে থাকায় একটা ভালো View পাওরা যায় এবং মন্দিরের গঠন-মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

যদিও জগন্নাথদেবের মন্দির, তবু বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার (জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার)। বিগ্রহসমূহ পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে। বিগ্রহের রূপ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজিত বিগ্রহের মত। দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি, বর্ণপ্রলেপন উজ্জ্বল। মন্দির কর্ত্তৃপক্ষ বললেন, বিগ্রহসমূহ পুরীধাম শ্রীক্ষেত্র থেকেই প্রস্তুত করানো, সেই শিল্পীদেরকে দিয়েই নির্ম্মিত, যাঁরা পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরের বিগ্রহত্রয়ের খোদন ও রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত। তবে দেববিগ্রহসমূহ এখানে নানা অলঙ্কারে ভূষিত। বস্তুতপক্ষে শ্রীমুখছাড়া আর সমস্ত অবয়ব অলঙ্কারে আবৃত। নাটমণ্ডপটিতে বহু বৈষ্ণব সাধুসজ্জনের প্রতিকৃতি, কিছু বৈষ্ণব অনুশাসন প্রভৃতি লেখা। মন্দিরে আচরণীয় নিয়মাবলী, গ্রন্থাগারও আছে। বাইরে উত্তরদিকে অন্যান্য বিগ্রহাদি। মন্দিরের গা ঘেঁষে দক্ষিণে অতি সযত্নে রক্ষিত তুলসীমঞ্চ।

অবশ্য যত্নের চিহ্ন সর্ব্বত্র। বাঁপাশের বেড়াগুলিও রঙে রঙে রঙ্গীন। বাগান সযত্নে লালিত। সারাদিনের অনুষ্ঠানসূচী অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে পালিত হয়।

সারাবছরের প্রধান বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান, সেগুলি এই মন্দিরের পরিচালনায় পালিত হয়। সেগুলি হল ঃ রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, স্নানযাত্রা, অন্নকূট ও দোলপূর্ণিমা। প্রসঙ্গত মনে পড়বে, দোলপূর্ণিমা মহাপ্রভুর জন্মতিথি। ফাল্গুনি-পূর্ণিমা, গৌরপূর্ণিমা। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর—যার অন্তর কৃষ্ণময় এবং বাইরের দেহবর্ণ গৌর, সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দরের চরণে বৈষ্ণবগণের প্রণিপাত। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় বা মূলমঠ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মায়াপুর, নবদ্বীপ। প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ মোট কুড়িটি।

জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিদিন আচরণীয় কর্ম্মসূচী হল ঃ প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, মঙ্গলারতি, পরিক্রমা-কীর্ত্তন, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। 'শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে। জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥' তারপর, মধ্যাহ্নে ভোগআরতি ও মাধুকরী প্রসাদবিতরণ। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যারতি, মন্দির পরিক্রমা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

শৌণক প্রমুখ ঋষিরা বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে প্রশ্ন করেছিলেন সূতমুনিকে, 'ধর্ম্মরক্ষক, ব্রাহ্মণের প্রতিপালক, যোগেশ্বর কৃষ্ণ ত' এখন অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেছেন। তাহলে এই মুহূর্ত্তে ধর্ম্ম কার শরণাগত হয়েছেন?'

সূতমুনি উত্তরে বললেন, 'ধর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে ফিরে গেলে, কলিতে ঘোর তমাচ্ছন্ন জীবগণের হিতার্থে সম্প্রতি ভাগবত গ্রন্থ সূর্য্যের মত উদ্ভাসিত হয়েছেন।'

সন্ধ্যায় চারদিক শান্ত। আকাশ নক্ষত্রখচিত। দীঘির জলরাশি ঈষৎ তরঙ্গিত। কাঁসর-ঘণ্টা-খোলবাদ্যের মধ্যে সন্ধ্যারতি গ্রহণ করছেন পূর্ব্বমুখী হয়ে প্রসন্ন হাস্যে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা। ভক্তগণ আরতি-শেষে বিগ্রহগণকে বাঁয়ে রেখে প্রণিপাত করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name..............................

Vill..............................

P. O..............................

Dist..............................

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৯৮
৩ বামন, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার, ৩০ জুন ১৯৯১ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ২৮শে মে ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২।৩ খানি পূর্ব্বের পত্র এবং অদ্য তারিখের আর একখানি পত্র পাইলাম। * *। যেখানে আলোক, সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার ও যেখানে পুণ্য, সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। মূর্খতা থাকিলে পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা আছে। দুঃখ না থাকিলে সুখের উপযোগিতা উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকে ধন্যবাদ দিবেন।

ব্রহ্মচারী * * বিশেষ যত্ন করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আনন্দিত হইলাম। এখানকার উৎসব মঙ্গলমত চলিতেছে। আলালনাথের মন্দির-মেরামত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আপনাদের কুশল-সংবাদ সর্ব্বদা জানাইবেন। যেকাল-পর্য্যন্ত-না আপনারা চব্বিশপ্রহর লোকের কর্ণকুহরে হরিকথা প্রবেশ করাইতে পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত ফাজিলদলের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিতেই থাকিবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৩০শে মে ১৯২৯

My dear B * * !

* * শ্রীধাম-মায়াপুর যাহাতে জাল বা মেকী মায়াপুরের সঙ্গে মিশিয়া না যায়, সেইরূপ পবিত্রতা রক্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়াদের ন্যায় বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। * *। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে, বৈষ্ণববিদ্বেষীর নাম—'পাষণ্ডী হিন্দু', আর বৈষ্ণবগণের নাম—'বিশুদ্ধ হিন্দু'। পাষণ্ডী হিন্দুগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া থাকে, উহাতে দৃক্‌পাত করিতে নাই। ব * * প্রভৃতি পাষণ্ডী হিন্দুগণ করিতে না পারে,—এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই ; সুতরাং হরিসেবকগণের কতকগুলি 'কুন্‌কে' শত্রু বৃদ্ধি করা উচিত নহে। পূর্ব্ববঙ্গে উহাদিগকে 'ছুঁচা' বলে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২০।৩৪]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

অত্র মুক্তেঃ স্বরূপং বর্ণয়তি শ্রীশুকঃ [১২।১০।১-৭]

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্মসর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ ॥

অবতারানুচরিতাং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং-স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ ॥

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥১০॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

একান্তভক্ত সাধুগণ ধীরপুরুষ। তাঁহাদিগকে আমি অপুনর্ভব রূপ কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাঁহারা লন না। ভাগবত বিচার প্রণালী প্রদর্শনে শুকদেব বলিয়াছেন যে, ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর কথা, ঈশকথা, নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয়কে বর্ণন করিয়াছেন। আশ্রয়তত্ত্বকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বেদশাস্ত্রাদি-লিখিতবাক্য দ্বারা মূলতত্ত্ব দেখাইয়া মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার এই পঁচিশ তত্ত্বের জন্মের নাম অপৌরুষেয় সর্গ। গুণবৈষম্যদ্বারা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যে সৃষ্টি, তাহাই পৌরুষ সৃষ্টি অর্থাৎ বিসর্গ। প্রাপঞ্চিক জগতে সাক্ষাৎ ভগবানের বিষ্ণুরূপে বিজ-য়ের নাম বৈকুণ্ঠ বিজয়। জগৎপালনক্রিয়ায় বিষ্ণুর যে অনুগ্রহ, তাহাই পোষণ। মহৎ লোকের ইতিহাসে যে সধর্ম্ম বর্ণন, তাহাই মন্বন্তর কথা। জীবের কর্ম্মবাসনাপূর্ত্তিরূপ ভগবল্লীলার নাম ঊতি। ভগ-বানের অবতার চরিত এবং ভক্তিচরিতই ঈশকথা।

প্রীতেঃ প্রয়োজনত্বং ভগবান্ ব্রহ্মাণম্ [৩।৯।৪১-৪২]

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ।।১১

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদের্যৎ কৃতে প্রিয়ঃ ।।১২

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ [৪।২৯।৫১]

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ।।১৩

মধুরপ্রীতিবিষয়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসসম্ [৯।৪।৬৬]

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ।।১৪

তল্লক্ষণং প্রহলাদঃ নারদম্ [৭।৫।১৪]

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ।।১৫।।

তৎক্রিয়া চতুঃসনচরিতে [৩।১৫।৪৩]

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ।।১৬।।

তাহা নানাখ্যানদ্বারা উপবৃংহিত হইয়াছে। পরমাত্মারূপ বিষ্ণুর সমস্ত শক্তির সহিত অনুশয়নের নাম নিরোধ। জীবের অবিদ্যাকৃত অন্যথারূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরূপে পুনরায় যে ব্যবস্থিতি হয়, তাহার নাম মুক্তি। এই নয়টী বিষয় যাহা হইতে হয় এবং স্থির থাকে, সেই পুরুষ পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে পরিচিত স্বয়ং ভগবান্। তিনিই একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব। এই সিদ্ধান্তে জানা গেল যে, জীবের মুক্তি একটী অবশ্যম্ভাবী অবান্তর ফল। কিন্তু আশ্রয়লাভই চরমে নিত্যফল ।।১০।।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণবিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের অষ্টাঙ্গযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয় চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল ।।১১।।

মৎপ্রীতি যে প্রয়োজন, তাহার তাৎপর্য্য এই। হে ব্রহ্মন্! আমি কৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা, জীবাত্মার যত প্রিয় বস্তু হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে আমি অধিক প্রিয়। আমি আত্মার আত্মা। আমার জন্যই দেহাদি পর্য্যন্ত প্রিয় হইয়াছে। অতএব আমাতে সকলে রতি করুক্ ।।১২।।

সেই হরিই প্রিয়তম আত্মা। তাঁহার ভজন স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। কৃষ্ণপ্রেম সূর্য্য এবং ভক্তগণ সেই সূর্য্যের আশ্রিত রশ্মি পরমাণু। পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান্ অতএব গুরু ।।১৩।।

মধুর ব্রজরস ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিভাব। আমাতে নির্ব্বদ্ধহৃদয় সাধুসকল সমদর্শী। প্রীতিনির্ব্বদ্ধহৃদয়ে আমাকে ভক্তগণ আশ্চর্য্যরূপে বশ করেন, সৎস্ত্রী যেমত সৎপতীকে বশ করে, সেইরূপ মধুরভক্ত আমাকে নিরন্তর বশ করেন। কৃষ্ণপ্রেম অতুল্য ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ।।১৪।।

একটা সামান্য উহাহরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! লৌহ যেমত আকর্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমিত হইলেও আকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ জানিবে। যেরূপ লৌহ ও আকর্ষের ঔৎপত্তিকী ধর্ম্ম, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীবাত্মার গঠনের এই ধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। অবিদ্যা মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই ধর্ম্মের ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। জীবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম সত্যবিষয়কে না পাইয়া ইতর বিষয়ে বিকৃত হয়। অভিধেয় অনুষ্ঠানে অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইলে জীব ও কৃষ্ণের যে নিজধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা আবার সহজে ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে ।।১৫।।

সেই প্রীতিধর্ম্ম প্রতিবন্ধ শূন্য হইলে কিরূপে হঠাৎ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে, তাহার একটী উদাহরণ

প্রীতি বন্ধকনাশে প্রীতেবিষয়োদয়ঃ [৩।১৩।৫০]

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূতং রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমিবাপুরলং দৃশোর্নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যেঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান প্রতীতঃ ॥১৭॥

ভগবৎপ্রীত্যুদয়ে জীবস্বরূপসিদ্ধিলক্ষণানি শ্রুতয়ঃ [১০।৮৭।৩৮]

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥১৮

চতুঃসনের চরিত্রে দেখা যায়। চতুঃসন বহুকাল হইতে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন ছিলেন। কোন সময় কোন ভক্তসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া ভগবদর্পিত তুলসী সেবনকরতঃ তাঁহাদের অতিবিদ্যারূপ মায়াপ্রতিবন্ধক দূর হইল। অতিবিদ্যা অবিদ্যারই ভাবান্তর, তাহা ঈশোপনিষদে উক্ত আছে। সেই প্রতিবন্ধক দূর হইলে তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ প্রেম লাভ করিলেন। অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীস্পৃষ্ট মকরন্দবায়ু নাসিকা বিবরের মধ্য দিয়া অন্তর্গত হইলে সেই নির্ভেদব্রহ্মবাদীদিগের চিত্ত ও তনুকে প্রেমবিকারের দ্বারা ক্ষোভিত করিয়াছিল। অক্ষরব্রহ্মে যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহা সহসা দূর হইল। অক্ষরজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে আত্মার স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা সহসা জাগ্রত হইল। হৃদয় দ্রব হইল। সেই মহাত্মগণ তখন ভগবৎসেবা সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সৎসঙ্গে নির্ব্বিশেষ-বাদীদিগের এরূপ লাভ শুকদেব প্রভৃতি অনেকের চরিত্রে দেখা গিয়াছে ॥১৬॥

তখন তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহা বিচার করুন। পুরুহূত! হে বিপুলকীর্ত্তে! হে ঈশ! জ্ঞানঘনস্বরূপ স্বীয়মূর্ত্তি আমাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক আবিষ্কার করিলে। তদ্দৃষ্টে আমাদের চক্ষু যথেষ্ট নির্বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব শুষ্কভাব দূর হইল। এই অপূর্ব্ব আত্মা হইতে দূরগত পুরুষদিগের পক্ষে দুরুদয়। কি সৌভাগ্য করিয়াছিলাম যে, ভগবান্ আমাদের নিকট কৃপা করিয়া প্রতীত হইলেন। এখন নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান তোমার কৃপায় দূর হইল। আমরা নির্ভয়ে এই ভগবত্তত্ত্বের প্রতি নমস্কার বিধান করি। নমস্কারই ভক্তিযোগ। এখন হইতে চতুঃসন শান্তভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ॥১৭॥

জীবের নিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত। অবিদ্যাবন্ধনে তাহার একটী লিঙ্গ শরীর ও তদুপরি একটী স্থূল শরীর হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রীতি উদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধি মাত্র লাভ করেন। লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি হয়। জীব অবিদ্যা মোহিত হইয়া মায়ার সহিত অনুশয়ন করেন, তখন মায়াগুণসকল ভোগ করিতে করিতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং স্বকীয় চিদ্-গুণ রহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের ন্যায় মায়ার অনুগত থাকেন এবং জন্ম মৃত্যু স্বীকার করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তুমি চিৎসূর্য্যস্বরূপ। অজা তোমার বহিরঙ্গা শক্তি। তাহার দ্বারা যখন যে কার্য্য কর, সেই কর্ম্ম করিয়া সর্গ যেরূপ কঞ্চুক ত্যাগ করে, তদ্রূপ অজাকে দূরে ফেলিয়া দাও। অতএব তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা অষ্টগুণিত ধর্ম্মের সহিত সমহিমায় অপরিমেয় ভগস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন বহির্ম্মুখ, তখন তাহার মায়িক স্বরূপতা। জীব যখন তোমার একান্ত আশ্রিত, তখন তোমার কৃপায় আটটী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হয়। জীব বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলে আটটী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। যথা—'আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।' এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যথা—১। অপহতপাপ, ২। বিজর, ৩। বিমৃত্যু, ৪। বিশোক, ৫। বিজিঘৎস, ৬। অপিপাস, ৭। সত্যকাম, ৮। সত্যসঙ্কল্প ॥১৮॥ [ক্রমশঃ]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীঅচ্যুতানন্দ

(৭০)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

"যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য
(অদ্বৈতস্য) সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ ॥
তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎ পণ্ডিতগোস্বামিশিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতং ॥
যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন।
কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতানাম্নী তু গোপিকা ॥
উভয়ন্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ।
কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎসাম্যাদিতি কেচন ॥"
—গৌঃ গঃ ৮৬।৮৮

'যোগমায়া ভগবতী তদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতের গৃহিণী-সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রকাশ নাম 'শ্রী' ছিল। তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দ, ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় ও পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য এবং প্রিয় বলিয়া বিশ্রুত। কোন কোন রসবেত্তা বলেন, যিনি পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় ও অচ্যুতানাম্নী গোপী ছিলেন, এই দুই একত্র মিশ্রিত হইয়াছেন। অপর কেহ কেহ কহেন, কৃষ্ণমিশ্রও কার্ত্তিকেয়ের অবতার।'

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীসীতাদেবীকে অবলম্বন করিয়া শান্তিপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে আবির্ভাব-সন ১৪২৬ শকাব্দ। শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। 'শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ। শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥'—চৈঃ চঃ আদি ১২।৩। 'শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।' 'অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্যনন্দন। আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ ॥'—চৈঃ চঃ আদি ১২।১৩। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে তিন পুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপালদাস সারগ্রাহী এবং বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ অসারবাহী। শ্রীঅদ্বৈতচরিত গ্রন্থে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

'অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ।
রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাদি সম্ভবম্।
আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
চতুর্থ বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্ ॥'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতে অমৃতপ্রবাহভাষ্যে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব; যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্ব-মত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহি-বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করতঃ পাত্না উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি। তণ্ডুলশূন্য অসার ধান্যকে পাত্না বলে।'

'আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১২।১০

"যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—'মহাভাগবত' ॥
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১২।৭৩-৭৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে-সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আসেন, সেই সময় অচ্যুতানন্দের বয়স মাত্র তিন বৎসর, কাহারও মতে পাঁচ বৎসর।

দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈততনয়।
নাম-শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ম্ময় ॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অচিন্ত্য-প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥

ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥
—চৈঃ ভাঃ অ ১।২১৩-১৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু অচ্যুতানন্দকে কোলে লইয়া স্নেহভরে বলিলেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাহার পিতা, সেই সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ তাঁহার ভ্রাতা। অচ্যুতানন্দ তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—তিনি জীবমাত্রেরই সখা, শ্রুতিশাস্ত্র তাঁহাকেই সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তগণ অচ্যুতানন্দের সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে) বালক অচ্যুতানন্দের অদ্ভুত শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন —একদিন কোন সন্ন্যাসী অদ্বৈতভবনে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট 'কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কি হন' জিজ্ঞাসা করিলে অদ্বৈতাচার্য্য ব্যবহারিক বিচারে বলেন 'কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু'। পাঁচ বৎসরের দিগম্বর শিশু পিতার এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবেশে বলিলেন—সকল 'জগদ্‌গুরুগণের গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবার গুরু কে?' অদ্বৈতাচার্য্য পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্রের মুখে সিদ্ধান্তবাণী শুনিয়া বলিলেন, 'অচ্যুতানন্দই আমার পিতা, আমি তার পুত্র'। অদ্বৈতাচার্য্য নিজকৃত অপরাধের জন্য পুত্রের নিকট ক্ষমা চাহিলে অচ্যুতানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'চৈতন্য-গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥
জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১২।১৪-১৭

অচ্যুতানন্দের অলৌকিক আচরণে যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সকল ভক্তগণ মুগ্ধ, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তৎকালে অদ্বৈতভবনে শুভবিজয় করতঃ অচ্যুতানন্দকে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে যেকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য শ্রীরামপণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য যে-কালে ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে প্রহারলীলা করিয়াছিলেন,—সকল লীলাতেই শ্রীঅচ্যুতানন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি কোনদিন দার পরিগ্রহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিয়াছেন, এইরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈতশাখা-বর্ণনে তাঁহার নাম শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। শ্রীযদুনন্দনদাস-কৃত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর 'শাখানির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে আমরা অচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে গদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি—'মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দনামকম্। গদাধরং প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্ ॥' শ্রীঅচ্যুতানন্দের গুরুদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শেষ জীবনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে নীলাচলে বাস করায় অচ্যুতানন্দাদি অদ্বৈতাচার্য্যের সারগ্রাহি-সেবকগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে বাস করিয়াছিলেন। 'অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতাচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥'—চৈঃ চঃ আ ১০।১৫০।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রতিবৎসরই রথযাত্রাকালে উপস্থিত থাকিয়া সাতসম্প্রদায়ের মধ্যে ষষ্ঠ সম্প্রদায়ের (শান্তিপুর আচার্য্য সম্প্রদায়ের) প্রধানরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন। 'শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥'—চৈঃ চঃ ম ১৩।৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতসম্প্রদায়কে লইয়া যখন শ্রীজগন্নাথের অগ্রে বেড়াসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়েও অচ্যুতানন্দ নর্ত্তকরূপে ছিলেন। 'বেড়াসংকীর্ত্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা। সাত-সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিলা ॥ সাতসম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন। অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস। সত্যরাজ খাঁন আর

নরহরিদাস ॥ সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ। 'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু'—ঐছে সবার মন ॥"—চৈঃ চঃ অ ১০।৫৮-৬১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-লীলাতেও অচ্যুতানন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রী-গুণ্ডিচা-মন্দিরে জগন্নাথদেবের অবস্থানকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রাতঃকালে স্নানের পর জগন্নাথের দর্শনান্তে ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করিতেন। তৎকালে কখনও অদ্বৈতাচার্য্য, কখনও নিত্যানন্দ, কখনও হরিদাস ঠাকুর, কখনও অচ্যুতানন্দ ও কখনও বা বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নৃত্য করিয়াছিলেন। "প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ। সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ ॥ কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে। কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥ কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে। ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥"—চৈঃ চঃ ম ১৪।৭০-৭২।

শ্রীনরহরি দাস লিখিত শ্রীনরোত্তমবিলাস গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরী মহোৎসবে যোগদানের কথা জানা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল পর্য্যন্ত অচ্যুতানন্দ পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীনরহরি দাস-মতে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর অচ্যুতানন্দের শেষসময় শান্তিপুরের বাটীতে অতিবাহিত হয়।

আসামে গোয়ালপাড়াসহরে
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভপদার্পণের ইতিবৃত্ত

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে ১০ কার্ত্তিক, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ২৭ অক্টোবর, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ শনিবার আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলং-এ প্রচারান্তে গোয়ালপাড়া সহরে সপার্ষদে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত গৃহস্থ শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচারের জন্য মুখ্যভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি গোয়ালপাড়া-সহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থিত পর্ব্বতোপরি 'শ্রীপ্রপন্নাশ্রম' সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত আশ্রমে শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। গোয়ালপাড়া সহরে শ্রীল প্রভুপাদের শুভপদার্পণ বিষয়টী শ্রীগৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রের ৭ম খণ্ড ৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থান বলিয়া এবং 'শ্রীপ্রপন্নাশ্রম' প্রচার-কেন্দ্রটী লুপ্ত হওয়ায় উক্ত পবিত্রস্মৃতি সংরক্ষণ-কল্পে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে গোয়ালপাড়া-জেলার বল্‌বলানিবাসী শ্রীশরৎ কুমার নাথের দান-পত্র-দলিল দ্বারা প্রদত্ত জমী-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করতঃ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা করেন। গোয়ালপাড়া জেলায় বিপুলসংখ্যক পার্ব্বত্য-অধিবাসী ভক্তগণের একত্র-মিলন স্থানের সৌকর্য্যার্থেও উক্ত মঠ সংস্থাপিত হয়। গোয়ালপাড়ানিবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শুভপদার্পণের বিষয়টী জানিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে আগ্রহযুক্ত হওয়ায় এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তটী লিখিত হইল। শ্রীগৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের গোয়ালপাড়া-সহর-সম্বন্ধে হৃদ্‌গতভাব এইরূপভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—'অনেক সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও শ্যামল তরুরাজি-শোভিত শৈলশ্রেণী দেখাইয়া তাঁহাদিগকে চিল্লীলা-মিথুনের কেলি-নিকেতন কালিন্দী ও গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং 'বন দেখি ভ্রম হয় এই

বৃন্দাবন। শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন ॥ যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়েন কান্দি ॥'

গোয়ালপাড়া সহরের তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন মহোদয়াদি কতিপয় সজ্জন স্থানীয় 'হরিসভায়' ২৭ অক্টোবর একটী বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। 'বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য'—বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। গোয়ালপাড়া-ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন মহোদয় উদ্বোধনভাষণে বলেন—'আজ গোয়ালপাড়াবাসীর—গোয়ালপাড়াবাসী কেন, সমগ্র আসামপ্রদেশে অনির্ব্বচনীয় পরম সৌভাগ্যফলে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের পদধূলি এইস্থানে পতিত হইয়াছে। আমরা বিষয়ী, নানা ইতরকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এইপ্রকার ভুবনপাবন মহাপুরুষের দুর্লভ সঙ্গ করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাহারও মনে উদিত হয় না। তাই আমাদের দুঃখ দেখিয়া—দুরবস্থা দেখিয়া এই মহাপুরুষের আসন টলিয়াছে। তিনি আজ কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এইরূপ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে শুভাগমন করিয়াছেন। দীনচেতা গৃহিগণের গৃহে এইরূপ মহাজনের আগমন আমাদের পরম মঙ্গল লাভের জন্য। আমরা এই মহাপুরুষের বিতরিত দান যেন অবহেলা না করি।'

গোয়ালপাড়া ধর্ম্মসভার সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে অর্পিত হয়।

অভিনন্দন-পত্র

'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥"

কৃতাঞ্জলীপুরঃসর নিবেদন—

গোয়ালপাড়াবাসিগণ বহুদিন হইতে এই স্থানে আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে আপনার শ্রীচরণ সাক্ষাৎলাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছে। এতদঞ্চলে বর্ত্তমানে শরৎ ঋতু হইলেও ঋতুবিপর্য্যয়ে যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্যোগ উপস্থিত। আপনি এই সময়ে যে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া এই স্থানে আমাদের ন্যায় দীনচেতা ব্যক্তিগণকে দর্শন দিয়াছেন, ইহা আমাদের অতি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। শারদীয়পূজা উপলক্ষে এইস্থানের গণ্যমান্য ও বর্ষিষ্ঠ অনেকেই স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, তথাপি আপনার শুভাগমনে সকলের প্রাণে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আপনার ন্যায় মহজ্জনের উপযুক্ত অভিবাদন করিতে পারি, আমাদের এরূপ সাধ্য নাই, তথাপি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য অদ্য আমরা আপনার সুশীতল অভয় পাদমূলে সমুপস্থিত হইয়াছি। আমরা আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি. এরূপ বলিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। আপনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিভাত করিবার চেষ্টাকল্পে বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশিকে আপনার অলোকসামান্য ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে দূরীভূত করিয়াছেন ও করিতেছেন—ইহাতে ,আপনার নাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের পার্শ্বে সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

যখন ইস্‌লাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান হইতেছিল যখন কাপালিকগণের নরহত্যাশোণিতে বঙ্গদেশ কলঙ্কিত হইতেছিল, যখন তান্ত্রিকগণ সুরার সরোবরে ডুবিয়া পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনায় ব্যভিচারের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতেছিল, সেই দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তির মহাবন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া সকলকে মাতাইয়া উঠাইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম কিরূপ ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনপূর্ব্বক সমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মোন্মুখী করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আজকাল আমরা কি দেখিতে পাই? শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে কিরূপ বীভৎস তাণ্ডবলীলা, ব্যভিচারের উদ্দাম স্রোত, মূর্খতার চরমসীমা, নীচতার হুঙ্কার, যত্র তত্র অবিরোধে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল ব্যাপারের বিস্তৃত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মের আবরণে এইসব অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও তাহাতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের আসক্তি দর্শনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দুধর্ম্মকে প্রকৃতই অশ্রদ্ধার চোখে

দেখিতেছেন। এইসকল মর্ম্মন্তুদ নিদারুণ ঘটনাবলী আপনার মহামহীয়ান্ হৃদয়কে ব্যথিত ও উদ্বেলিত করিয়াছে। তাই আপনি অমিত তেজে, বলদৃপ্ত শাসনে, সিংহের হুঙ্কারে এইসকল অনাচার ও ব্যভিচারের প্রতিকূলে উন্নতশীরে দণ্ডায়মান হইয়া এক মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মের সহজ সরল নিষ্কপট পথ প্রদর্শনের অগ্রদূত হইয়া সনাতন-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন ও সহস্র সহস্র মহীয়ান্ জীবনকে এই পরোপকারব্রতে নিয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে। কারণ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে যেরূপ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাতে এই দুঃসময়ে আপনার ন্যায় মহাশক্তিশালী পুরুষপ্রবর আচার্য্যের আবির্ভাব সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই—ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা যেন মধ্যে মধ্যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ভবদীয় শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে ধন্য হইতে পারি—এই প্রার্থনা জানাইয়া আপনার শ্রীচরণযুগলে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনস্বরূপ এই অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলাম। কিমধিকমিতি

বিনয়াবনত দীনাতিদীনানাং
গোয়ালপাড়া-ধর্ম্মসভায়াঃ সভ্যবৃন্দানাং

অভিনন্দন পত্র-প্রদানে স্বাক্ষরকারী সভ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন শর্ম্মা, শ্রীকেশব চন্দ্র মিত্র, শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ, শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদাচরণ লাহিড়ী, কবিরাজ শ্রীমাধব চন্দ্র মিত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

সর্ব্বাগ্রে আমি বৈষ্ণবদিগের পাদপদ্মে প্রণাম বিধান করিতেছি।

জগতে প্রাণীমাত্রেই বৈষ্ণব। প্রাণরহিত বস্তুমাত্রও বৈষ্ণব। যাঁরা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ ক'রতে পারেন, তাঁরা বৈষ্ণব, আর যাঁরা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ ক'রতে পারে না, তাঁরাও বৈষ্ণব। এই সকল বৈষ্ণবের সেব্য একমাত্র মূল—যাঁহাতে সকল বস্তু আশ্রিত, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু।

এই জগতে কতকগুলি বস্তু চেতন এবং কতকগুলি অচেতন। চেতন ও অচেতন, সকল বস্তুর নিমিত্ত কারণ অনুসন্ধানে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার মনোধর্ম্মগত মত দৃষ্ট হয়ে থাকে। আমরা সেইপ্রকার মনোধর্ম্মগত কোন বিচার অবলম্বন না করে শ্রৌত-বাণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রব।

পরবস্তুর অনুসন্ধান ক'রতে প্রবৃত্ত হ'য়ে কেহ সেই বস্তুর নাম—'ব্রহ্ম', কেহ বা 'পরমাত্মা', আবার কেহ বা 'ভগবান্' শব্দে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। মানবজাতির বিচারে তিন প্রকারে সেই বস্তু লক্ষিত হন। মালিক দু'দশ জন নহে। যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মালিক—একজনই। সেই বস্তুটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলে তাঁর নাম 'ব্রহ্ম',—"বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম"।

যাঁহা হ'তে চেতন-অচেতন বস্তুসমূহ তাঁদের অধিষ্ঠান রক্ষা ক'রতে পারে, যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত হ'য়ে পালিত হচ্ছে, যিনি ব্যাপক এবং মাতার ন্যায় সকল বস্তুকে পালন ক'রছেন অর্থাৎ যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত, যাঁ'তে সমস্ত বস্তু আশ্রিত এবং যা'তে সমস্ত বস্তু প্রবিষ্ট হয়, সেই বস্তুই 'পরমাত্মা'।

আর যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, যাঁর ক্রোড়ে বৃহত্বরূপ ধর্ম্ম, যাঁর অংশ বৈভবে পালকত্বরূপ ধর্ম্ম বিরাজিত, সেই পরিপূর্ণ পরম বস্তুর নামই 'ভগবান্'। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি পর হতেও পর। তাঁ'রই শক্তি লাভ করে জগতে বিভিন্ন ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন—সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশমান হয়েছে। বেদ বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা"

সেই বস্তুকে আমরা 'তুরীয়' বা 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে অভিহিত করি। সেই বস্তুটি অধোক্ষজ—"অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।" তিনিই ভগবান্,—যিনি নিজ অমিত শক্তির প্রভাবে

জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীনরূপে পরিণত না হ'য়ে নিজের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে থাকেন।

আমরা রেখা, দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ ভাব বুঝতে পারি। কিন্তু বিষ্ণুবস্তু ত্রিগুণের অন্তর্গত তৃতীয় মানের বস্তুবিশেষ ন'ন। বিষ্ণুবস্তুর বাইরের দিকে একটা চেহারা আছে, সেটা জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—ত্রিগুণের অন্তর্গত বস্তুকে যাঁ'রা 'বিষ্ণু' ব'লে ভ্রান্তি করেন, তাঁ'দিগকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। বিষ্ণুবস্তু Natural Products নন। চারের নম্বর dimension (মান) হ'তে infinite dimension (অসংখ্য মান) পর্য্যন্ত যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেইরূপ বস্তুকে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা যায়। তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি আছে। চতুর্থমান হ'তে উর্দ্ধ বৈচিত্র্য বিষ্ণুতে অবস্থিত বললে ত্রিগুণ বিচারে আবদ্ধভাব মাত্র বিষ্ণু, এরূপ নয় বুঝতে হবে।

রেখা, বর্গ ও ঘনতে মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বাধা। Empiricist রেখা, বর্গ, ঘন পর্য্যন্ত মাত্র বুঝতে পারেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও যাবতীয় শ্রীশক্তি যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই—ভগবান্, তিনি অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞানময় বস্তু, মানবলক্ষিত-ক্ষিতি-বৃত্তে (Horizon-এ) যে কোনও বস্তু দেখেন, বিষ্ণুকে তাহার অন্যতম জান্‌তে হবে না। তিনি অখণ্ড, বাস্তব, পূর্ণজ্ঞান। অখণ্ড জ্ঞান ও খণ্ডজ্ঞানকে এক কর্‌তে হবে না।

তিনি সমগ্র বৈরাগ্যের আধার। তাঁর বৈরাগ্য কতদূর? ইহ জগতে তাঁ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাগ—বিলাসের অভাব-বোধক। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা যা'কে স্পর্শাদি করা যায়, তা' বিলাসাধীন, কিন্তু সেই পুরুষোত্তমকে ইহ জগতে স্পর্শ করা যায় না—খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহ জগতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভেদপ্রকাশে বিষ্ণুর অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত রয়েছে। এই স্থানে ব্রহ্মা ও রুদ্রের প্রকাশ বুঝা যায়, কিন্তু ঐ দেবদ্বয়ের প্রকাশ পরিহার ক'রে বিষ্ণুর প্রকাশ স্পর্শ করা যায় না। যে জিনিষটাকে ইহ জগতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগ্যবিশিষ্ট নয়। যদি বিষ্ণুকে ইহ জগতে পাওয়া যেত, তা'হলে তাঁ'কে সমগ্র বৈরাগ্যের আধার বলা যেত না। তা'হলে তিনি 'অষ্টপাশবদ্ধ' আমাদেরই ন্যায় দেবমাত্র হ'তেন—কিন্তু তিনি মায়াধীশ। সমগ্র বৈরাগ্য তাঁ'র আশ্রিত। তাই তাঁ'র নাম—অধোক্ষজ।

বিষ্ণুর বাহ্য অঙ্গের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট। যে জিনিষটা অবকাশের ভিতর অবস্থান লাভ করেছে, সে জিনিষটা বিষ্ণু ন'ন। বিষ্ণুর খণ্ডাংশ হওয়া বিষ্ণুমায়া মাত্র।

ভগবান্‌কে ভক্তিদ্বারা সেবা করা যায়। কেবল-জ্ঞান বিষয়ে তাঁকে দেখতে গেলে,—'ব্রহ্ম' বলা যায়। পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে তাঁ'র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সান্নিধ্য লাভ ক'রে যদি তাঁর সেবা করা যায়, তা' হলে সেই নিত্যসেব্য বস্তুকে ভগবান্ বলা যায়।

বিষ্ণু বিকারী বস্তু ন'ন। কোন বস্তুন্তর হ'তে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় নাই। যে জিনিষটা জ্ঞানের বিকার, যোগের বিকার, তাহা ইন্দ্রিয়াধীন হয়ে গেল। জ্ঞানের দ্বারা—'ব্রহ্ম' লভ্য, যোগের দ্বারা 'পরমাত্মা' লভ্য, আর কেবল জ্ঞান-যোগময়ী সেবাবৃত্তির দ্বারা 'ভগবান্' লভ্য।

বাহ্যবিষয় হ'তে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য,—কিন্তু তাহা কি সম্ভবপর? ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক আছে। যেমন তারা খেতে আসবে, জঙ্গল হতে লাঠি কেটে নিয়ে অমনি তা'দিকে মারবো—এই বিচার ক'রে কেউ যদি জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়ে লাঠি কাট্‌তে আরম্ভ করে, আর লাঠি কাট্‌বার পূর্ব্বেই যদি বাঘ এসে পড়ে, তা-হ'লে আর বাঘ মারা হলো না। তাকেই বাঘের দ্বারা নিহত হ'তে হলো। যোগে সিদ্ধি বা সমাধি লাভের পূর্ব্বেই যদি যোগিগণের আদর্শ বিশ্বামিত্রের মেনকা-দর্শনের অবস্থার ন্যায় কাম-ক্রোধাদি ব্যাঘ্র-ভল্লুকের দ্বারা নিহত হ'তে হয়, তাহলে আর বাঞ্ছিত চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলো না। বহু পরিশ্রম স্বীকার ও চেষ্টা ক'রে ফুটো হাঁড়িতে কমল মধু রক্ষা কর্‌বার ন্যায় বহুকষ্টার্জ্জিত কর্ম্মমার্গের মধু নষ্ট হয়ে যায়। বাহ্য জগতের কার্য্যে নিবিষ্ট হলে তাৎকালিক মনের শান্তি হতে পারে, কিন্তু তা'তে বাস্তব নিত্য আনন্দ বা

আত্মার পরাশান্তি লাভ হয় না। মুকুন্দসেবা ব্যতীত প্রতীকের সেবাদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যাঁরা প্রতীকের সেবা করেন, তাঁরা—"ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা" এই বিকল্পে ঈশ্বরের প্রণিধান কল্পনা করেন অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করলেও হয়, না করলেও হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দরকার নেই, আমার প্রয়োজন কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। কিন্তু ঐসকল অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বোঝেন না যে, ওরূপভাবে কখনও চিত্তবৃত্তি নিরোধ হতে পারে না। মুকুন্দসেবা ব্যতীত কখনও মুক্তিলাভ হতে পারে না। সেবা ছেড়ে দিলে জড়সেবা আমাদের গ্রাস করে, সুতরাং হরিসেবা ব্যতীত কখনই মুক্ত হওয়া যায় না।

আমরা কি প্রকারে জীবন্মুক্ত হতে পারি ?

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"

রেচক-পূরক করতে গিয়ে যদি আমার সঙ্গে মেনকার দেখা হয়ে যায়, তবে আমি পতিত হয়ে যাব। লাঠি সংগ্রহ করতে করতে ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হলে আমার আর কার্য্যসিদ্ধি হলো না।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥"

আমরা শাস্ত্রে অনেক পন্থা দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে—শ্রীনামগ্রহণের পন্থা,—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য় ঋক)

পুরাণশাস্ত্র তারস্বরে বলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

তোমরা যদি বিবাদযুগোচিতধর্ম্ম হতে উদ্ধার লাভ করতে চাও, তাহলে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই কলি-সন্তরণ নাম গ্রহণ কর।

বৈকুণ্ঠনাম-নামীতে মায়িক অবৈকুণ্ঠ-নামনামীর ন্যায় ভেদ নাই। যাঁরা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করেন, তাঁদের সন্ধ্যাদির নিয়মানুবন্ধ নাই,—

"সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ
হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥"

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

শাস্ত্রবিহিত হরির উদ্দেশক ক্রিয়াই ভক্তি। আমরা উদরভরণের উদ্দেশ্য ক'রে যদি বিষ্ণুসেবার ভাণ করি, তবে তাহা ভক্তি নহে—বিকর্ম্ম বা অপরাধ মাত্র। আত্মীয়-স্বজনের বা লব্ধ শরীরের প্রীতির জন্য যে চেষ্টা, তাহা কর্ম্ম। মুক্তির পথ অনুসন্ধান ক'রে যে কিছু চেষ্টা, তাহাও বিষ্ণু উপাসনা নহে। তাঁরা বাহ্য প্রতীতিতে বিষ্ণুর উপাসক-সূত্রে কার্য্য করেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিষ্ণুর সেবার নিত্যতা স্বীকার না করায়,—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

কর্ম্মমার্গের পথিকগণ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা কখনও দিব্যসুরিগণের কাম্য পরম-পদ লাভ হয় না।

শতকরা শত পরিমাণ হরিভজন করেন যিনি, তাঁর নিকট যদি হরিকথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়, তা'হলেই—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"
[ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি]

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্ ॥"

[শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম-লক্ষণাভক্তি লাভ হয়।]

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

[সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল হৃদয়কর্ণের প্রীতিউৎপাদক শুদ্ধ কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিরৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হইবে।]

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥"

কৃষ্ণ সকল নিরপেক্ষ বস্তুর একমাত্র ভোক্তা; সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু; সমস্ত বস্তুর একমাত্র সখা; সমস্ত মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, সমস্ত যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

আমি যা' বুঝে উঠ্‌তে পারি, আমার যা' ভাল লাগে, আমাকে যে খোসামোদ করে, তাকে আমি ভাল বল্‌বো, তা' না হ'লে তাকে বরখাস্ত কর্‌বো—এটা প্রেয়ঃকামীর কথা। ভাগবতের কথা—শ্রেয়ের কথা—হরিতকীর মত। ভাগবতগণ এই শ্রেয়ঃকথা কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান। যারা এই শ্রেয়ঃকথা শুন্‌তে নারাজ, ভাগবত তা'দিগের জন্য এইরূপ সশ্রম কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছেন,—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদগৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥"

[বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক পরাহত যমদূতগণের প্রতি যম বলেন,—"যাঁহারা ভগবৎসেবারস হইতে সর্ব্বদা বিমুখ এবং নরকপ্রাপক গৃহসুখমাত্রে অনুক্ষণ রত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের সঙ্গসুখে বঞ্চিত, সেই অসজ্জনগণকে আমার নিকট দণ্ডলাভের জন্য আনয়ন করিবে"।

"যাঁহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণকীর্ত্তনে বিরত, চিত্ত ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাহাদের মস্তক কখনও কৃষ্ণপদে নত হয় না, সেই বিষ্ণুসেবা-হীন অসদ্‌ব্যক্তিদিগকে দণ্ডের জন্য আমার সমীপবর্ত্তী করিবে।"]

আমাদের ইন্দ্রিয়ের jurisdiction (গণ্ডি বা সীমা) এর বস্তু বিষ্ণু নহেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে তাঁ'রই সৃষ্টির অন্তর্গত কোন অধীন বস্তু-বিশেষ মনে ক'রে কৃষ্ণের গো-বৎস হরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন তাঁর অচিন্ত্যশক্তিবলে উক্ত গো-বৎস-সঙ্ঘেরই অবিকল প্রকাশমূর্ত্তিসমূহ আবিষ্কার ক'রে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করলেন, তখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা হৃদয়ঙ্গম করে এইরূপ স্তব করেছিলেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥
শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

[হে অজেয়, তোমাকে ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহারাই জয় করিতে পারেন, যাঁহারা স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কর্ণের সাহায্যে সাধুমুখে কীর্ত্তিত ভগবৎকথা শুনিয়া কায়মনোবাক্যে ভোগপর আরোহবাদাবলম্বনে জ্ঞান সংগ্রহেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক আনুগত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবোন্মুখ হন।

হে বিভো, যাহারা কেবল-বোধ লাভের জন্য ভগবৎসেবা পরিহার করিয়া জড়ভোগজ্ঞানকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করে, তাহারা ক্লেশ লাভ করে। যেরূপ নির্গতশস্য খোসা পেষণ করিয়া তদভ্যন্তরে বস্তু না পাইয়া বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ক্লেশই তাহাদের শ্রমের ফলস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে।]

সকল কারণের একমাত্র কারণ—কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

কৃষ্ণকে ইতিহাসের আসামী মনে করলে কৃষ্ণের অনুসন্ধান হলো না। জড় বিচারককে কৃষ্ণমায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে হলো।

"দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

সমস্ত আচার্য্যই ন্যূনাধিক কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রচারক, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র অকিঞ্চনা শুদ্ধভক্তির প্রচারক।

যত্ন করে অহরহঃ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের নিকট হরিকথা শ্রবণ ছাড়া, তাঁর সেবা ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের নিত্যবৃত্তি বিকৃতরূপে বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে প'ড়েছে। মহৎশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পুরুষের আনুগত্যফলে কেশী-তীর্থের উপকণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন হলে আমাদের আর অন্য কোন ইতরদর্শন-স্পৃহা থাকে না।

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, অনন্তদেব সহস্র বদনে যখন "বৈষ্ণবধর্ম্মে"র কথা বলে শেষ ক'রতে পারেন না, তখন ক্ষুদ্র আমি একমুখে কতটুকু বল্‌বো? তবে আমার শেষদিন পর্য্যন্ত যেন সত্য সত্য হরিভজনকারীর নিকট হতে হরিকথা শ্রবণ হয় এবং শেষদিন পর্য্যন্ত হরিকথা—বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন ক'রতে পারি।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।"

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী, হাউলি (আসাম)ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত আসাম-প্রদেশস্থ প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ দীক্ষিত শিষ্য শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীরামেশ্বর বর্ম্মণ) বিগত ১লা ফাল্গুন (১৩৯৭), ১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) বৃহস্পতিবার বরপেটা জেলার হাউলিস্থিত তাঁহার নিজগৃহে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় ৯৫ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামনবমী-তিথিতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রদীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিত আছেন। তিনিও পতির সহিত একই সঙ্গে শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীনাম-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছেন। রামেশ্বর প্রভুর পিতৃদেব স্বধামগত শ্রীভেকুলীরাম বর্ম্মণ। রামেশ্বর প্রভু গুরু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। শুদ্ধভক্তমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে তাঁহার গৃহে কএকবার শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীল গুরুদেব-সমভিব্যাহারে রামেশ্বর প্রভুর গৃহে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্মেলনে ও মহোৎসবে যোগদানের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুর অমায়িক স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রামেশ্বর প্রভু সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দীর্ঘদিন অবস্থান করতঃ সেবা করিয়াছিলেন। তিনি সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবার জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী জমীও দান করিয়াছেন।

এইবার ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবকালে যখন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল প্রভুর নিকট শ্রীরামেশ্বর প্রভুর বিশেষ অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া সরভোগ হইতে গুয়াহাটী যাওয়ার পথে তাঁহার গৃহে সদলবলে পদার্পণ করতঃ তচ্চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বৈষ্ণববিধান মতে তাঁহার গৃহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বনিয়াগাওঁএর শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু সহায়তা করেন। মধ্যাহ্নে বহু শত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।
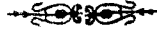
উত্তরভারত-প্রচার-ভ্রমণে শ্রীমঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার-পার্টী সহ বিগত ২ চৈত্র (১৩৯৭), ১৭ মার্চ্চ (১৯৯১) রবিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ উত্তর ভারতের চণ্ডীগঢ়, ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনি, ভাটিণ্ডাসহর, আম্বালাক্যাণ্ট, জলন্ধরসহর, লুধিয়ানাসহর, দেরাদুনসহর, শিমলাসহরে বিপুলভাবে দুই মাসকাল প্রচারান্তে ৩১ বৈশাখ (১৩৯৮), ১৫ মে বুধবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হাওড়া হইতে ১৭ মার্চ্চ এয়ার কণ্ডিসন এক্সপ্রেস দুই ঘণ্টা দেরীতে বেলা ১১টা ১৫ মিঃ-এ ছাড়িয়া পরদিবস নিউদিল্লী ষ্টেশনে সাড়ে চারি ঘণ্টা বিলম্বে অপরাহ্ন ৩টায় আসিয়া পৌঁছে। একরাত্রি নিউদিল্লী মঠে অবস্থান করতঃ ১৯ মার্চ্চ নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে হিমালয়ান কুইন ট্রেনযোগে সকলে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগঢ় ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদিসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। বহু মোটরযান, মোটরভ্যান, ট্রাকাদি লইয়া ভক্তগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হইলে তথায়ও সমুপস্থিত ভক্তগণ পূজা বিধান করেন। চণ্ডীগঢ়-কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে সাধুগণ গিয়াছিলেন—শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির অন্যতম সদস্য ও তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, যশড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী।

শ্রীমায়াপুর মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও আগরতলা মঠের শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী ১৭ই মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ১৮ ঘণ্টা বিলম্বে ১৮ই মার্চ্চ কাল্‌কা-মেলে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বেলা ১টায় রওনা হইয়া পরদিন বৈকাল ৪টায় দিল্লী-জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে বাসযোগে মধ্যরাত্রিতে চণ্ডীগঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, গোকুলমহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ এবং কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত হিমালয়ান কুইন ট্রেনযোগে ১৯ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে একই সঙ্গে চণ্ডীগঢ়ে পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন মঠ হইতে এবং শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ কলিকাতা হইতে

শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারীসহ পূর্ব্বেই শুভাগমন করিয়াছিলেন।

কলিকাতার শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমানিক কুণ্ডু, শ্রীহিরণ্ময় সরকার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং নিউ-দিল্লীর শ্রীকৃষণ সিংজী চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং হরিয়াণা, জম্মু, দিল্লী হইতেও শতাধিক ভক্ত-অতিথি চণ্ডীগঢ় মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

চণ্ডীগঢ় ঃ—অবস্থিতি—৪ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১২ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত। চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসব ২০ মার্চ্চ বুধবার হইতে ২৪ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয়। এইবার চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজকে লইয়া দ্বাদশ মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডী যতি চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ PVSM, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনিরুদ্ধ যোশী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিক্রমকুমার, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজি-আর্ মজিথিয়া (G. R. Majithia) ও অধ্যাপক শ্রীধর্ম্মেন্দ্র গোয়েল। প্রথমদিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীগোস্বামী গণেশ দত্ত, সনাতনধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভি-এন্ শর্ম্মা এবং পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীজি-সি মিত্তল (G. C. Mittal)। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'হিংসাপ্রবণ বিশ্বে শান্তির উপায়', 'মনই নিশ্চিত বন্ধন ও মুক্তির কারণ', 'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ', 'সনাতনধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহপূজার বৈশিষ্ট্য'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

প্রাতের অধিবেশনে মুখ্যরূপে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ।

২১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে ও সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সরকার হইতে প্রভূত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। পরদিবস মহোৎসবে অগণিত নরনারী পরমতৃপ্তির সহিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীঅভয়চরণ দাসের সেবা-প্রচেষ্টায় সভান্তে প্রত্যহ রাত্রিতে সমুপস্থিত হরিকথা-শ্রবণকারী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া চণ্ডীগঢ় ও পঞ্চকুল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চকুল্লা-হরিপুরস্থ শ্রীশ্যাম-সিংজীর গৃহে, চণ্ডীগঢ়ে—১৯ সেক্টরস্থ শ্রীঈশ্বরচাঁদজীর আলয়ে, সেক্টর ৪৫-স্থিত শ্রীকৃষ্ণগোপাল বাংশালের বাসভবনে, সেক্টর ৭-স্থিত শ্রীদেবীদত্ত সালোয়ানের নবনির্ম্মিত সুরম্য বাসগৃহে, সেক্টর ১৯-স্থিত শ্রীশুক-দেবরাজ বক্সীর গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। বহু নূতন ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস বনচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তি-হরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণদাস বনচারী, শ্রী-দেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্ম-চারী, শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস

ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীচক্রপাণিদাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন শ্রীগৌরসুন্দর দাস, শ্রীআশীস, শ্রীপরমহংস দাস, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীশুকদেবরাজ বক্সী, শ্রীচক্রবর্ত্তী জহর, শ্রীকলিরাম দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীবিষ্ণুদাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ।

ভাটিণ্ডাসহর (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ২২ মূর্ত্তিসহ চণ্ডীগড় মঠ হইতে ১৩ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় কতিপয় মোটরযানে ও ট্রাকে রওনা হইয়া আম্বালাক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, তথা হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ১০ মিঃ-এর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন পৌনে পাঁচটায় ভাটিণ্ডা জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারানুকূল্যের জন্য গিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীমদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব দাস, শ্রীরাজারামজী, শ্রীকৃষণসিংজী ও শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস। ভাটিণ্ডাসহরে শ্রীরামনবমী তিথিতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারিসহ ২৩ মার্চ্চ শনিবার চণ্ডীগড় হইতে প্রত্যুষে রওনা হইয়া উক্তদিবস অপরাহ্নে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী দেরাদুন, চণ্ডীগড় হইয়া ২রা এপ্রিল ভাটিণ্ডায় পার্টীর সহিত যোগ দেয়।

লুধিয়ানা হইতে শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী ৩১ মার্চ্চ এবং নিউদিল্লী হইতে শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস ৩ এপ্রিল প্রচারপার্টীতে আসিয়া যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণেরও সমাবেশ হয়।

(ক) ভাটিণ্ডা-থার্ম্মেল কলোনি ঃ—

অবস্থিতি—২৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ৩১ মার্চ্চ রবিবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত।

বাসস্থান—থার্ম্মেল কলোনিতে তিনটী পার্শ্ববর্ত্তী D-Block Quarters Flat-এ।

ধর্ম্মসম্মেলন-স্থান—শ্রীহরিমন্দির

২৮ মার্চ্চ রাত্রিতে, ২৯ মার্চ্চ ও ৩০ মার্চ্চ প্রত্যহ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ৩১ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশন, ৩০ মার্চ্চ প্রাতে শ্রীহরিমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন, ৩১ মার্চ্চ মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) ভাটিণ্ডাসহর ঃ—

অবস্থিতি—৩১ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন হইতে ৮ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

বাসস্থান—শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে ও নিকটবর্ত্তী অতিথিভবনে।

ধর্ম্মসম্মেলন-স্থান—(১) শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে ৭ এপ্রিল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত। (২) শ্রীজয়রামদাস বাবাজী মন্দিরে ৭ এপ্রিল ও ৮ এপ্রিল।

শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে ১ এপ্রিল হইতে ৬ এপ্রিল এবং ৮ এপ্রিল প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ৭ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন এবং ৭ এপ্রিল মধ্যাহ্নে মহোৎসব, শ্রীজয়রামদাস মন্দিরে—৭ এপ্রিল রাত্রিতে এবং ৮ এপ্রিল প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ),

বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস (কুলদীপকুমার চোপরা), শ্রীশ্যামসুন্দর পুষ্কার্ণা, শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্তা, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীপ্রেম শেখ্‌রি, শ্রীরামপ্রসাদজী, শ্রীরামকীত্তি, শ্রীরামমিত্র কাপুর ও পূর্ণচাঁদ ধীমান, শ্রীলালচাঁদ দুয়া প্রভৃতি মঠাশ্রিত স্থানীয় ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, আগরওয়াল কলোনিস্থ শ্রীপ্যারীলাল গর্গ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপ্‌রা), নয়ীবস্তীস্থিত শ্রীবি-কে জৈন, কিঙ্করবাজারস্থ শ্রীমধুসূদন শারদা, সিভিলষ্টেশনস্থ শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা, নয়ীবস্তীস্থিত শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, গুরু নানক সেক্টরস্থ শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারীর (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বার) গৃহে ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। হরিকথার পূর্ব্বে ও পরে ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

আম্বালা ক্যাণ্ট (হরিয়াণা) ঃ—শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রয়োদশমূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সহ ভাটিণ্ডা হইতে ২৪ চৈত্র (১৩৯৭), ৮ এপ্রিল (১৯৯১) সোমবার মধ্যরাত্রিতে চণ্ডীগড় এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ প্রত্যুষে ৫ ঘটিকায় আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের ভাটিণ্ডা হইতে প্রস্থানকালে স্থানীয় বিরহ-সন্তপ্ত শতাধিক পুরুষ মহিলা ভক্ত মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে অবস্থান করতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বন্দনামুখে উচ্চ সংকীর্ত্তনের দ্বারা দুঃখার্ত্তি জ্ঞাপন করেন। ত্রয়োদশ মূর্ত্তি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীকেবলকৃষ্ণদাস প্রভু (লুধিয়ানা), শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকিষণসিংজী প্রাক্ ব্যবস্থাদি-বিষয়ে সহায়তার জন্য একদিন পূর্ব্বে আম্বালা ক্যাণ্টে পৌঁছিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ সন্ত আশ্রমে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ মদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাজারামজী ৯ এপ্রিল প্রাতে ভাটিণ্ডা হইতে ট্রেনযোগে রওনা হইয়া ফিরোজপুরে ট্রেন বদল করিয়া উক্তদিবস মধ্যাহ্নে জলন্ধর সহরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অগ্রিম পার্টীরূপে তথায় পৌঁছেন। শ্রীরাজারামজী পরদিন জলন্ধর হইতে এবং পাটিয়ালা হইতে শ্রীরামসিংজী আম্বালা ক্যাণ্টে আসিয়া পার্টীর সহিত যোগ দেন।

অবস্থিতি—২৫ চৈত্র (১৩৯৭), ৯ এপ্রিল (১৯৯১) মঙ্গলবার হইতে ২৭ চৈত্র, ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

প্রত্যহ স্থানীয় শ্রীবাঙ্কেবিহারী শ্রীমন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ভাষণের পরে বৈষ্ণবগণের শ্রীমন্দির পরিক্রমামুখে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে উল্লাস ও আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্নে যথাক্রমে আম্বালা সহরস্থিত শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মার গৃহে, আম্বালা ক্যাণ্টে অজিতনগরস্থ মেজর শ্রীতুলসীরামজীর বাসভবনে এবং গোবিন্দনগরস্থ শ্রীমটনদাসজীর আলয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পদার্পণ করতঃ বিপুল ভক্তগণের সমাবেশে হরিকথা বলেন।

মেজর শ্রীতুলসীরামজী ও শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

জলন্ধর সহর (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভ বাসযোগে ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ—১৮ মূর্ত্তি বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে ২৮ চৈত্র, ১২ এপ্রিল

শুক্রবার প্রাতঃ ৬-৩০টায় আম্বালা ক্যাণ্ট সন্ত আশ্রম হইতে যাত্রা করতঃ লুধিয়ানায় পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টায় পৌঁছিয়া, তথায় অন্য রিজার্ভবাসে উঠিয়া বেলা ১১-টায় জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারিসহ একদিন পূর্ব্বে ১১ এপ্রিল জলন্ধরে পৌঁছিয়াছিলেন তথাকার বার্ষিক ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্য। বৃন্দাবন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজও জলন্ধরের উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামূলে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে জলন্ধরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে দ্বাত্রিংশবর্ষ বার্ষিক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্মেলন ১১ এপ্রিল হইতে ১৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জলন্ধরে অবস্থিতি—১১ এপ্রিল হইতে ১৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মসম্মেলন—১১ এপ্রিল হইতে ১৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায়, ১৪ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত এবং প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত।

স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীত পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং জম্মু, চণ্ডীগড় ও নিউদিল্লী হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৩ এপ্রিল শনিবার প্রবল বর্ষা হওয়ায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইতে বিলম্ব হয়। ভক্তগণ নাট্যমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে বহুক্ষণ উল্লাসভরে নৃত্যকীর্ত্তন করেন, পরে বর্ষার মধ্যেই ভক্তগণ অল্পসময়ের জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান ভ্রমণ করিয়া আসেন। সরকার হইতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। ১৪ এপ্রিল রবিবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আদর্শনগরস্থ শ্রীহিন্দপালজী, মডেল টাউনস্থ শ্রীঅজিত তলোয়ার, দৌলতপুরস্থ শ্রীঅশোক-পালজী, মাষ্টার তারা সিং নগরস্থ শ্রীপ্রবীণ গুপ্ত, মাষ্টার তারা সিং-নগরস্থ শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল, সেণ্ট্রাল টাউনস্থ শ্রীপ্রেম আগরওয়াল, শ্রীকে-সি গুপ্তা, শ্রীরেবতীরমণ গুপ্তা এবং ভকত সিং চৌকস্থ শ্রীভকতরামজীর বাসভবনে ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীধরমপাল শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবল-কৃষ্ণ দাস), শ্রীবিপনকুমার, শ্রীহিন্দপালজী, শ্রীরাজকুমার জিণ্ডেল, শ্রীনরেন্দ্রকুমার আগরওয়াল, শ্রীপ্রেম গুপ্তা প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

জলন্ধরে অবস্থানকালে ১ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমব্রতের প্রারম্ভ হয়। উক্ত দিবস হইতে ব্রতের মর্য্যাদার জন্য কার্ত্তিক ব্রতের ন্যায় আহারাদি-বিষয়ে সংযমের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্মরণ-কীর্ত্তন মুখ্য বিধিরূপে পালিত হয়। ভক্তগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য প্রত্যহ প্রাতে 'শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্' এবং রাত্রিতে 'শ্রীচৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্' পাঠ করেন। সম্মিলিতভাবে পাঠের সুযোগ হইয়াছিল জলন্ধরে, দেরাদুন মঠে ও চণ্ডীগড় মঠে।

শ্রীপুরুষোত্তমমাস-ব্রতপালন মাহাত্ম্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে বৈদিক আর্য্য শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্তবিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হন না।······ চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়, সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থশাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়—তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা।······এমন কি ইহা কার্ত্তিক, মাঘ, বৈশাখাদি মহাপুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজনবিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন করণীয়। শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।······শ্রীপুরুষোত্তম মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে।······শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে।······

পুরুষোত্তমমাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলায় অর্চ্চন করিবেন।······পুরুষোত্তমের তুষ্টির জন্য দীপদান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল প্রদীপ দেওয়া বিধেয়।······

······পরমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রতপালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তমব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।"—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণীর মাসিক পত্রিকায় ষষ্ঠবর্ষে ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'শ্রীপুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রায়শঃ দেখা যায় 'পুরুষোত্তমমাস' চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মধ্যে পড়ে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত হায়দরাবাদ মঠে অবস্থানকালে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পুরুষোত্তম-ব্রত পালনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব):—শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রিজার্ভ বাসযোগে প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় জলন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীরাধামাধব মন্দির হইতে গত ৪ বৈশাখ (১৩৯৮), ১৮ এপ্রিল (১৯৯১) বৃহস্পতিবার রওনা হইয়া উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে ৮-৩০ ঘটিকায় লুধিয়ানা-সহরে নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতলগৃহে দুইটী কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ত্রিদণ্ডিযতিত্রয়ের, পার্শ্ববর্ত্তী ভবনের নীচতলায় বৃহৎ কক্ষত্রয়ে অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ জলন্ধর হইতে চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য একদিন পূর্ব্বে লুধিয়ানায় পেঁছে।

অবস্থিতি—১৮ এপ্রিল হইতে ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন সম্মেলন—১৮ এপ্রিল হইতে ২৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত। [শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনমণ্ডলের উদ্যোগে]

১৮ এপ্রিল রাত্রিতে, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩ এপ্রিল প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে, ২১ এপ্রিল রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রির সভায় শ্রোতৃবৃন্দের বিপুল সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। সভাশেষে সাধুগণের শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন

দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। প্রাতের সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে ২৩ এপ্রিল রাত্রির শেষ অধিবেশনে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং স্থানীয় প্রসিদ্ধ দণ্ডীস্বামী আশ্রমের পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্রজীও ভাষণ দেন।

২১ এপ্রিল রবিবার প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া নিউ মডেল টাউনস্থিত মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। লুধিয়ানার বার্ষিক অনুষ্ঠানেও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

আরবান্ কলোনিস্থ শ্রীরমেশ গর্গ, বিশ্বকর্ম্মা কলোনিস্থ শ্রীসতীশ জৈন—শ্রীজলেশ্বর জৈন—শ্রীহরীশ জৈন, দণ্ডীস্বামীজীর আশ্রমে সহস্রাধিক নরনারীর বিপুল সমাবেশে, মডেল টাউনস্থিত শ্রীকে-এল্ মদানের গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠানে, সিভিল লাইনস্থিত শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, সুদা মহল্লাস্থিত শ্রীবিদুর কাশ্যপ, লাজপতনগরস্থ শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাস কোচ্চর), আগরনগরস্থ শ্রীমনোহরলালজী, শ্রীকীষণচাঁদ গুপ্তা, মডেল টাউনস্থিত শ্রীরাকেশ কাপুর ও মধোপুরীস্থ বৈষ্ণব শ্রীমঙ্গীলালজীর বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যেক স্থানে কৃষ্ণভক্তির সোদ্দীপক ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ২২ এপ্রিল শ্রীকে-এল মদানের গৃহের ভিত্তিসংস্থাপনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ২৪ এপ্রিল মধ্যাহ্নে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদভাজন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকারী স্বধামগত বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের পুত্র শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাসজী), শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীতিলকরাজ, শ্রীরাজেশ, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅশ্বিনী কুমার গ্রোবর, শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা প্রভৃতি স্থানীয় ভক্ত ও সজ্জনগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ):—শ্রীল আচার্য্যদেব ষোড়শ মূর্ত্তি বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬টায় লুধিয়ানা হইতে সুপার ফাস্ট ট্রেনে দেরাদুন যাত্রা করেন। পথে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে আম্বালা ক্যাণ্টে আসিয়া উক্ত ট্রেনে পার্টীর সহিত যোগ দেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় সাহারাণপুর ষ্টেশনে সকলে নামিয়া বাসযোগে দেরাদুন বাসষ্ট্যাণ্ডে বেলা ১২টা এবং তথা হইতে ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পেঁছিতে বেলা ১টা হয়। লুধিয়ানা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আসেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণনাথদাস ব্রহ্মচারী প্রচার-প্রোগ্রামের ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য লুধিয়ানা হইতে চণ্ডীগড় হইয়া অগ্রিম দেরাদুন মঠে পেঁছিয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারীও আসিয়া প্রচারে সহায়তা করেন।

(ক্রমশঃ)
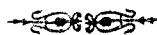
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

করে থাকেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ফরিদপুর জেলার টেপাখোলা গ্রামের নিকট পদ্মানদীর তীরে 'বাগযান' নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমজীবনে গার্হস্থ্য-আশ্রম স্বীকার ক'রলেও পরে ত্যক্তগৃহ হ'য়ে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর হরিভজন আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাহ্য-বিচারে প্রায় নিরক্ষরতার অভিনয় করলেও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবকে শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্তস্বরূপ জান্‌তেন। আমাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বাহ্য-পরিচয়ে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, বিদ্বান্ আজানুলম্বিতবাহু সুপুরুষ ও বহু গুণে গুণান্বিত হ'লেও বাবাজী মহারাজের কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে পুনঃ পুনঃ তাঁর নিকট উপসন্ন হবার লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। বোধ হয় দ্বাদশবার প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও তিনি মন্ত্রদীক্ষার জন্য আর্ত্তি জানাতে থাক্‌লে বাবাজী মহারাজ একদিন বল্লেন—"আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌বো, তাঁর অনুমোদন পেলে মন্ত্র দিব।" কিছুদিন বাদে প্রভুপাদ পুনর্বার প্রার্থনা জানালে তিনি বল্লেন—"আমি মহাপ্রভুকে জানাতে ভুলে গেছি।" প্রভুপাদ তাতেও দমিত না হ'য়ে পুনরায় এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি বল্লেন—"আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি আপনার মত ঐশ্বর্য্যশালী সুনীতিপরায়ণ পণ্ডিতকে আমার ন্যায় কাঙ্গালের গ্রহণের অযোগ্য ব'লে বল্লেন।" উক্ত কঠোর বাক্য শ্রবণ করেও আমাদের গুরুদেব ঘাব্‌ড়ালেন না,—একটু অভিমানভরে বল্লেন—'আপনি কপট চূড়ামণি কৃষ্ণের ভজন করেন ব'লে কি আমার সঙ্গেও ছলনা ক'রছেন? আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা না পেলে আমি এ জীবন রাখব না।' ইহার কিয়ৎকাল পরে বাবাজী মহারাজ অতিশয় স্নেহসিক্ত হৃদয়ে স্বীয় পদধূলি স্বহস্তে তাঁর মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপণ করলেন এবং আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—"তুমিই যোগ্যপাত্র, যাও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার কর।" আমাদের গুরুদেব বাবাজী মহারাজের একমাত্র দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুমনোঽভীষ্ট সেবার জন্য পরবর্তিকালে তিনি শ্রীমায়াপুরে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' ও বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬৪টী শাখা-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করতঃ এবং তাঁর যোগ্য সেবকগণকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেছিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ গঙ্গার চড়ায় পরিত্যক্ত নৌকার ছইয়ের নীচে অবস্থান করতঃ কখনও গঙ্গা-মৃত্তিকা ভক্ষণ, কখনও গঙ্গাজল পান, কখনও বা মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ পাচিত অন্নাদি গঙ্গাজলে ধৌত করে দু-এক মুষ্টি ভক্ষণ, কখনও শুষ্কদ্রব্য চর্ব্বণ, কখনও দু-তিন দিন অভুক্ত থেকেও অত্যন্ত কঠোরতার সহিত জীবনধারণ করতঃ নিরন্তর হরিনাম করতেন। স্বল্পকালমধ্যে তাঁর যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'লে অগণিত লোক তাঁর দর্শনে আগমন কর্‌তে লাগলেন। বহির্ম্মুখ লোকের উৎপাতে বিরক্ত হ'য়ে তিনি একদিন নবদ্বীপ সহরের কোন এক ব্যক্তির পায়খানায় অবস্থানের অদ্ভুতলীলা প্রদর্শন কর্‌লেন। সজ্জন-গণ প্রমাদ গণলেন, গৃহকর্ত্তা উদ্বিগ্ন ও ভীত হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে গোময় দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার ক'রে রাজ-মিস্ত্রী ডাকিয়ে চুণকাম ক'রে দিয়েছিলেন।

কাশীম বাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁর কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে তাঁর নিকট এসেছিলেন। বাবাজী মহারাজকে তাঁর গৃহে আনয়নের জন্য রাজা বহু যত্ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি যেতে রাজী হন নি। তিনি বল্‌তেন—"আমি যদি আপনার গৃহে যাই, রাজৈশ্বর্য্য দেখে আমার লোভ হবে, তাতে কারো হিত সাধিত হবে না। বরং আপনি গৃহ ছেড়ে চলে আসুন, আপনার জন্য আমি একটি ছই করে দিব, তাতে থেকে আপনি ভজন করুন। জীবনধারণ উপযোগী ভোজ্যদ্রব্যের জন্য আপনাকে চিন্তা কর্‌তে হবে না, উহা আমি দিব।"

বাবাজী মহারাজের যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হ'তে থাকলে কারো কারো মধ্যে মাৎসর্য্যের ভাব প্রকটিত হলো। তাঁরা বাবাজী মহারাজকে অপদস্থ করবার জন্য ছিদ্রান্বেষণ করতে লাগলেন। কেহ কেহ

রাত্রিতে বাবাজী মহারাজ ছইয়ের মধ্যে কি করেন দেখবার জন্য গোপনে যেতে আরম্ভ করলেন। ছইয়ের মধ্যে দুইব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তাঁরা বাবাজী মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণনগরের পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের নিকট অভিযোগ করলেন। উক্ত পুলিশ ইন্‌সপেক্টর একদিন গভীর রাত্রে লুক্কায়িতভাবে তাঁকে গ্রেফ্‌তার ক'রবার অভিপ্রায়ে আসলেন। পুলিশ ইন্‌সপেক্টরবাবু কন্থাবৃত ছইয়ের মধ্যে দুই ব্যক্তি কথোপকথন করছেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তার মধ্যে নারীকণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তিনি অভিযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে কন্থা উত্তোলন ক'রে টর্চ্চের আলো প্রয়োগ করলেন। কিন্তু বাবাজী মহারাজ ছাড়া কাউকেই দেখতে পেলেন না। তিনি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন। বাবাজী মহারাজ সাধারণ মানুষ নহেন বুঝতে পেরে পুলিশ ইন্‌সপেক্টরবাবু ভীত হলেন। তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁর কৃত অপরাধের জন্য প্রণত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ প্রেমসেবায় নিমগ্ন শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত ভাব, যা' মনীষিগণের পক্ষেও সুদুর্জ্ঞেয়, তা' বহির্ম্মুখ সাধারণ মানুষের দুরধিগম্য হবে তা'তে আর আশ্চর্য্যের কি ?

আজ এই শুভবাসরে দাসানুদাসসূত্রে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে প্রণতঃ হ'য়ে এবং তাঁর প্রিয়তমজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতঃ হ'য়ে কৃপা প্রার্থনা করছি, তাঁরা তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম সেবায়, তাঁদের আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবায় আমাদিগকে নিয়োজিত করুন।

"আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহং।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষ্যোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥"

এই উত্থানৈকাদশী-তিথিবাসরে দৈবক্রমে আমার জন্ম হয়েছিল। প্রচলিত প্রথা আছে, জন্মদিনে সকলে এসে আশীর্ব্বাদ করেন। সেইজন্য আপনারা এসে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। উপবাসের দিন দীর্ঘসময় কষ্ট ক'রে থেকে যাঁরা আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই পরম দয়ালু। বৈষ্ণবের ২৬টি গুণের মধ্যে প্রথম গুণটি কৃপালু, দ্বিতীয় অকৃতদ্রোহ, অপর দুইটী গুণ সর্ব্বোপকারক ও কৃষ্ণৈকশরণ।

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ মৌনী ॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৭৪-৭৬)

আজ আমার জন্মদিনে তাঁরা যে সকল আশীর্ব্বাদসূচক উক্তি করেছেন এটা তাঁদেরই যোগ্য। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের কথা বলেছেন, এর দ্বারা তাঁদেরই মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিবেদন, তাঁরা যে আশীর্ব্বাদসমূহ বর্ষণ করেছেন, তাতে যদি তাঁরা আমার চিত্তকে কৃষ্ণে লগ্ন করাতে না পারেন, তাঁদের আরাধ্যের সেবা করাতে না পারেন, তা'হ'লে উহা ব্যর্থ হ'ল বুঝবো।

আমি কি একটা পশু ? একথা কেন বলছি—সকলে মহিমা বর্ণন করছেন, আমি চুপ করে বসে শুনছি, নিজের স্তব স্তুতি শুনছি। অপরের নিকট হ'তে প্রশংসা শুনা সাধুজনোচিত নহে। ইহা অন্যায় জেনেও শিষ্যের করণীয় ধর্ম্ম গুরুপূজা হ'তে তাঁদিগকে নিবৃত্ত করতে যাওয়াটা তাঁদের পারমার্থিক অকল্যাণকর হবে আশঙ্কায় প্রতিবাদ করা সমীচীন মনে করি নাই। বাহ্যতঃ এরা শিষ্যাভিমান করলেও আমি এদিগকে আমার পারমার্থিক হিতসাধনকারী বান্ধব বলেই জানি। একাকী আমি হরিভজন করতে পারবো না জেনে শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে এরা আমাকে কৃপা করবার জন্য এসেছেন। 'একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।' পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাকে অযোগ্য জেনে তাঁর অভীষ্ট-সেবা-সম্পাদনে সহায়তার জন্য আমার নিকট বহু ব্যক্তিকে প্রেরণ করছেন। পদে পদে তাঁর করুণা উপলব্ধি করছি। শ্রীগুরুদেবের অন্তর্ধানের আট বৎসর পরে একসময়ে আমার কোন জ্যেষ্ঠ

সতীর্থ দীক্ষা প্রদানের প্রেরণা দিয়ে যখন আমাকে বল্লেন—"আপনি যদি দীক্ষা না দেন, তা' হ'লে মাইনে করা পূজারী দিয়ে কি পূজা করাতে হবে ?" তখন আমার আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশের কথা মনে হলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন—'তোমার গুরুসেবা চ-বা-তু ক'রে (অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে) তোমার। অন্য কেহ যদি কিছু করে দেন, তার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থাক্‌বে। কৃষ্ণের সংসারের majordomo (বৃহৎ পরিবারের সর্ব্বপ্রধান তত্ত্বাবধায়িকা অর্থাৎ গৃহিণী) শ্রীমতী রাধারাণী। তিনি জানেন কৃষ্ণের সব সেবাটাই তাঁর করণীয়, অন্য কেহ কোন সেবা করে দিলে তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, কৃতজ্ঞ হন।" শ্রীল গুরুদেবের উক্ত নির্দ্দেশের কথা স্মরণপথে উদয় হবার পর এবং জ্যেষ্ঠ সতীর্থের প্রেরণাবশতঃ বোধ হয় ইং ১৯৪৪ সাল হ'তে আমি কাউকে কাউকে হরিনাম-মন্ত্রাদি দেওয়া আরম্ভ করলাম। ইহার পূর্ব্বে অনেকে স্বপ্নে আমাকে দর্শন পেয়েছেন এবং আমি তাঁদিগকে মন্ত্র দিতেছি বলে আমার নিকট নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু তখন আমি কাউকে মন্ত্র দেই নাই।

নানাপ্রকার দুর্য্যোগের মধ্যেও শ্রীল প্রভুপাদ লোক পাঠাচ্ছেন, দ্রব্য পাঠাচ্ছেন, এটা দেখে উৎসাহ বোধ করছি। যাঁ'দিগকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমার নিবেদন—তাঁরা শ্রীরাধাগোবিন্দের দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা প্রেরিত, তাঁরা যেন তাঁদের ধর্ম্মপথ হ'তে বিচ্যুত না হন। তাঁরা নিজেরা আচরণ ক'রে যেন আমাকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত রাখেন। তাঁরা দৃঢ়চিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট সেবা করুন। উক্ত মনোহভীষ্ট-সেবায় আত্মনিয়োজনই তাঁদের আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন বলে জান্‌বো। আমাদের কোন সতীর্থ, যাঁর যোগ্যতার অভিব্যক্তি পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রচার করে বহু ব্যক্তিকে শ্রীগৌরবিহিত ভক্তিধর্ম্মে আকর্ষণ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাতেই উহা সম্ভব হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারিত হউক। এজন্য তাঁর প্রকটকালে বিদেশে প্রচারের জন্য তিনি প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ও আমার নামে Passport করিয়েছিলেন। তন্মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় সবগুলি যুবককে পাঠানো সমীচীন হবে না বলে আপত্তি করার পরে আমার পরিবর্ত্তে প্রাচীন বয়স্ক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নাম প্রস্তাবিত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁরা বিলাতে প্রচারে গমন করেন। বহু ঘটনার দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাতেই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে প্রত্যক্ষ করছি। শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনে রাধানিবাসের যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মঠ স্থাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর প্রকটকালে উক্ত জমি পাওয়া সম্ভব হয় নাই, কিন্তু পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে দৈবক্রমে আমাকে নিমিত্ত ক'রে উক্ত জমি সংগৃহীত এবং তথায় কলিকাতা মঠ হতেও বড় মঠ প্রকাশিত হয়েছে।

আমি সমুপস্থিত সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। এখন বার্দ্ধক্য এসে গেছে, চলে যাবার সামিল হয়েছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করবেন যেন দম্ভ পরিত্যাগ করে জীবনের অবশিষ্টকাল শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত করতে পারি।"

১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮০-৮১ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। উক্ত প্রচার-প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৯ চৈত্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ২ এপ্রিল ১৯৭১ শুক্রবার শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে চণ্ডীগড় মঠের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব-অনুষ্ঠান ; ৮ এপ্রিল হইতে ১১ এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে বসিপাঠানায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন মহাসম্মেলন ; ২১ এপ্রিল হইতে ২৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে জলন্ধরে আদর্শনগরস্থ লালা

শ্রীহিন্দপালজীর বাসভবনে অবস্থান করতঃ প্রচার ; পাঞ্জাবে মণ্ডীগোবিন্দগড়ে ১১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত ধর্ম্মমহাসম্মেলন।

১৫ মার্চ্চ ১৯৭২, ১ চৈত্র ১৩৭৮ বুধবার হইতে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ; ৩০ মার্চ্চ, ১৬ চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থ সভামণ্ডপে ও হিন্দপালজীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলন ; ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ এবং জলন্ধরের অনুষ্ঠানের পর পুনঃ ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল হইতে ২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে লুধিয়ানায় ধর্ম্মসম্মেলন ; ১০ এপ্রিল, ২৭ চৈত্র সোমবার হইতে ১৬ এপ্রিল, ৩ বৈশাখ (১৩৭৯) রবিবার পর্য্যন্ত মুজঃফরনগরে নিউমণ্ডীস্থ কীর্ত্তনভবনে ও গান্ধীকলোনীস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলন ; ১৭ এপ্রিল হইতে ১৯ এপ্রিল নিউদিল্লীস্থ সূরজভান পাথরওয়ালার গৃহে এবং দিল্লীর মডেল টাউনস্থ প্রহলাদরায়জীর বাসভবনে অবস্থান করতঃ প্রচার ; ২২ অক্টোবর, ৫ কার্ত্তিক রবিবার হইতে ২১ নভেম্বর, ৫ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীমাথুরমণ্ডলে দামোদরব্রত পালন ও শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা-অনুষ্ঠান।

১৯৭৩, ১০ ফেব্রুয়ারী ২৭ মাঘ ১৩৭৯ হইতে ১২ ফেব্রুয়ারী, ২৯ মাঘ পর্য্যন্ত আসামে গোয়াল-পাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ; ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত আসামে গৌহাটীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিজয়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন ; ২২ ফেব্রুয়ারী, ১০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৩ ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত ইউনিভারসিটি হলে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকীর শুভানুষ্ঠান ; ২১ মার্চ্চ, ৭ চৈত্র শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপ তেঘরীপাড়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান—চণ্ডীগড় ; পাঞ্জাবে—জলন্ধর ; দিল্লী ; উত্তরপ্রদেশে—দেরাদুন, বৃন্দাবন ; হরিয়াণায়—জগদ্ধ্রী ; ওড়িষ্যায়—পুরুষোত্তমধাম, কটক, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বরসহর, উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ, বারিপদা ; পশ্চিমবঙ্গে—আনন্দপুর, মেদিনীপুর সহর, কৃষ্ণনগর, বোলপুর, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, দীনহাটা ; আসামে—সরভোগ, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী।

২৬ মাঘ ১৩৮০, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ শনিবার হইতে ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং হাজরা রোডস্থ মহারাষ্ট্রনিবাস হলে আরও দুইদিন শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলন ; ২৭ মার্চ্চ হইতে ৩১ মাচ্চ পর্য্যন্ত চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান ; ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ বুধবার হইতে ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবি-বার পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও গৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনী ; ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবিবার খড়্গপুর আই-আই-টি কলোনী ষ্টাফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন ; ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দিল্লী-সহরে শঙ্করপুরে দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ; ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত জলন্ধরে পঞ্চদশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ; ৯ এপ্রিল হইতে ২৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে হরিদ্বারে পন্তদ্বীপস্থ শিবিরে বিপুল প্রচার-প্রোগ্রাম ; ২১ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮১), ৪ জুন মঙ্গলবার যশড়া শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব ; ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন বুধবার হইতে ৬ আষাঢ়, ২১ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীমঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও রথযাত্রা মহোৎসব ; ৪ শ্রাবণ, ২১ জুলাই রবিবার

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name......................
Vill......................
P. O......................
Dist......................
Pin......................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪১৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, প, হাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৯৮
৬ শ্রীধর, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১ আগষ্ট ১৯৯১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী, পোড়াকুটী
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৮ই জুন ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই জুন তারিখের বিস্তৃতপত্র পাইলাম। আপনারা দিল্লী-শাখামঠে প্রচারাদি কার্য্য করিতে থাকুন। মাঝে মাঝে সিমলা ও কুরুক্ষেত্রে যাওয়া আবশ্যক। আপনি থাকিলে দিল্লীতে প্রচার ভাল হইবে। * * দিল্লীতে আসিবার আগ্রহ করেন না; নির্জ্জনে বসিয়া তুলসী-মালিকা আকর্ষণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করেন। অধিকন্তু * * সম্প্রদায় সেই নির্জ্জন-ভজনানন্দীকে স্থায়িভাবে থাকিবার জন্য আক্ড়াইয়া ধরিয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুনয়-বিনয় কতদূর সফল হইবে, জানি না। তবে আপনি আমার নাম করিয়া * * প্রভুকে লিখিয়া দিবেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে স্থায়িভাবে নির্জ্জনে বাস করা সঙ্গত মনে করি না। রাজধানী দিল্লীতে থাকিলেই তাঁহার মঙ্গল ও কৃষ্ণানুশীলন হইবে। জাড্য বা কৃষ্ণানুশীলন পৃথক্। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে দিল্লীর লোকের ধারণা নষ্ট হইবে। আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে লোকের কু-ধারণা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং আমার বলিবার কিছু নাই। শাখা-মঠটী সঞ্জীবিত রাখুন; তাহা হইলে কোন-না-কোনদিন পাষণ্ড-মতসমূহ ধ্বংস হইবে। রায়সাহেব মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ স্নেহপর বলিয়া আপনাদিগকে এতাদৃশ যত্ন করিয়া থাকেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১১ই আষাঢ় ১৩৩৬, ২৫শে জুন ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী শ্রীধাম-মায়াপুরে হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে। * * যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই। * * বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রী-ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবেন। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না। * *।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তিসিদ্ধির্দ্বিধা। স্বরূপসিদ্ধির্বস্তুসিদ্ধিশ্চ। কুমারাঃ ভগবন্তং তত্র স্বরূপসিদ্ধি-বিষয়ে [৩।১৫।৪৮]

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥১৯॥

হংসঃ সনকাদীন্ [১১।১৩।৩৫]

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥২০॥

[১১।১৩।৩৬-৩৭]

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥২১॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এখন স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন। যাঁহারা তোমার পাদপদ্মে শরণ লইয়াছেন এবং কীর্ত্তন্য (অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগ্য) তীর্থযশঃস্বরূপ তোমার কথায় কুশল ও রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ যে সাযুজ্য-মুক্তি, তাহাকেও বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন না। তোমার ভ্রুভঙ্গীক্রমে যাহা যাহা নাশ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের কথা আর কি বলিব। ভুক্তি-মুক্তি ও কামনামাত্র শূন্য ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণলীলারসে প্রবিষ্ট। সেই সব লোক স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

নিবৃত্ততৃষ্ণ হইয়া জড়জগৎ হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। নিরীহ হইয়া আত্মার নিজ সুখানুভবে তূষ্ণী প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা যাহা জড়-জগতে দেখেন, তাহাকে অবস্তু বুদ্ধিতে ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্মৃতি দেহপাত পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণলীলা-রসে প্রবিষ্ট স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংসার এইরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোন কোন বস্তুতেই আদর করেন না ॥ ২০ ॥

অবস্থিত বা উত্থিত হউক, দেহকে দৃষ্টি করেন না, যেহেতু ভক্ত তখন নিজের সিদ্ধস্বরূপে আত্মানুভব করিয়াছেন। যেমত মদিরামদান্ধব্যক্তি কখন কখন বস্ত্র পরে ও ছাড়ে, সেই দেহকে নশ্বর জানিয়া যতক্ষণ

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥২২॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১৪।২৪]

বাগ্গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুণাতি ॥২৩॥

কৃষ্ণকৃপয়া বস্তুসিদ্ধির্ভবতি। তল্লক্ষণানি শুকঃ [২।৯।৯-১০]

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥২৪॥

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৫॥

[২।৯।১৩]

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খ্যাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥২৬॥

[২।৯।১৪]

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥২৭॥

কৃষ্ণের ইচ্ছায় আছে থাকুক, যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় যায় যাউক, এইরূপভাবে দেহে অনাসক্ত হইয়া পড়েন। জ্ঞানাভিমানী সিদ্ধগণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের এইরূপ সর্ব্বসময়ে থাকে। ভক্তগণের সংসার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব হয় বটে। কিন্তু কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ॥ ২১ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত দৈববশগত দেহপ্রতীক্ষা করে। অতিবুদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে বস্তুকে ভজনা করেন, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধভক্ত এই প্রপঞ্চময় দেহকে অধিরূঢ় সমাধি-যোগপ্রাপ্ত হইয়া আর লাভ করেন না। অর্থাৎ দেহ-ত্যাগের পর কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। জ্ঞান-মার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্ত-দিগের কৃষ্ণবিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয় আবার কৃষ্ণদর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় এবং ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর ॥ ২২ ॥

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই। গদগদ-বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তি-যুক্ত এই পুরুষ ভুবন পবিত্র করেন ॥ ২৩ ॥

বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃতজগতে আর থাকা যায় না। অপ্রাকৃত জগতে ভক্ত তখন অবস্থান করেন। অপ্রাকৃত জগৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভেদে দ্বিপ্রকার। প্রথমে ঐশ্বর্য্যজগৎ বর্ণন করিতেছেন। সংপূজিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বলোক দর্শন করাইলেন। যে লোকের শ্রেষ্ঠ আর লোক নাই। সংক্লেশ বিমোহ ভয় সেস্থানে নাই। সেইস্থানে ভগবান্ আত্মদৃক্ পুরুষগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংস্তুত ॥ ২৪ ॥

যেখানে রজস্তম এবং তদুভয়মিশ্রিত সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই, কাল তথায় ভূত ভবিষ্যৎ লক্ষণে ছিন্ন হয় না। সর্ব্বদা বর্ত্তমান লক্ষণে লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র আছে। জড়মায়া যেখানে যাইতে পারে না। অন্যের কথা কি ? হরির অনুব্রত সুরা-সুরার্চ্চিত ব্যক্তিগণ যেখানে নিত্য অবস্থিত ; সে ধামের নাম চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও যে ধাম বিরাজমান থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্রী অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যেখানে রূপবতী হইয়া উরু-গায় ভগবানের পদসেবা করেন, অনেক বিভূতি

গোলোকপ্রকাশান্তরগোকুললীলায়াম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্। [১১।১২।১০-১১]

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ।।২৮।।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ।।২৯।।

মুক্ত্যপেক্ষয়া প্রেমভক্তের্নিখিল শ্রেষ্ঠত্বম্। নারদঃ [৫।৬।১৮]

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্ ।।৩০

উদ্ধবং গোপ্যঃ [১০।৪৭।৪৩]

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ।।৩১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্ব-
নিরূপণে প্রয়োজনবিচারো নাম
সপ্তদশঃ কিরণঃ।

তাঁহার সহায়তা করেন। সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা, শক্তি-বিভূতিত্রয় সেখানে সর্ব্বদা ক্রিয়াবতী। চিদনঙ্গের অনুগত সমস্তই তাঁহার সহচরী। সকল সজ্জন-কর্ত্তৃক গীত প্রিয়তমের লীলাগান করিয়া থাকেন। চিদ্ধামের যে সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন, তাহাই ব্রহ্মাকে দেখাইলেন ।। ২৬ ।।

তাহার ঐশ্বর্য্যপ্রকোষ্ঠ সাত্বতদিগের পতি, লক্ষ্মী-পতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতিকে দেখিলেন। সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবর্গের দ্বারা সেই বিভু-বৈকুণ্ঠনাথ পরিসেবিত ।। ২৭ ।।

বৃন্দাবনস্বরূপ তাহার মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠের কথা বলিতেছেন। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকে অক্রূর যখন রামের সহিত মথুরায় আনেন, আমাতে গাঢ় অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার তীব্র বিচ্ছেদধ্যান-সুখে মগ্ন হইয়া, সুখপ্রাপ্তির জন্য অন্য কিছু দেখিলেন না ।। ২৮ ।।

গোকুলে শ্রেষ্ঠতম আমাকে পাইয়া গোপীগণ সেই রাত্রি যাপিত করিয়াছিলেন। আমার মিলন সময়ে সেইসকল রাত্রি ক্ষণার্দ্ধবৎ ব্যয়িত হইয়াছিল। যখন আবার আমার সহিত বিচ্ছেদ হইল, তখন এক এক ক্ষণ তাঁহাদের পক্ষে কল্পসম হইয়া উঠিল ।। ২৯ ।।

কেবলামুক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন। হে রাজন্! তোমাদের এই যদুদিগের সম্বন্ধে কৃষ্ণ পতি, গুরু, সর্ব্বস্ব, দেব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখন কিঙ্করবৎ আচরণ করেন। ভগবান্ মুকুন্দ সহজে উপাসনাকারীকে মুক্তি দেন, কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি দেন না ।।৩০।।

ওহে উদ্ধব! বল দেখি, কৃষ্ণ কি আমাদের কথনীয় মনোজ্ঞ কথা কখন বলিয়া থাকেন? যে সকল রাত্রে প্রিয়াদিগের সহিত মুকুন্দকুন্দশশাঙ্ক-দ্বারা রম্যবৃন্দাবনে চরণনূপুরবিশিষ্টরাসগোষ্ঠীতে রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাত্রিব্যাপার কি স্মরণ করেন? এই প্রকার ভাব বস্তুসিদ্ধ ভক্তগণের লক্ষণ ।। ৩১ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্ব-
নিরূপণে প্রয়োজনবিচারে সপ্তদশ কিরণে মরীচি-
প্রভানাম-গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব

(৭১)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'ইন্দ্রদ্যুম্নো* মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা ॥'
—গৌঃ গঃ ১১৮

'পূর্ব্বকালে জগন্নাথের পূজক যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তিনিই এক্ষণে ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়া প্রতাপরুদ্র নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পূর্ব্ববংশ সম্বন্ধে ওড়িষ্যার মাদলাপঞ্জীতে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায় গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা শ্রীকজ্জলভানু বিজয়যাত্রাকালে যখন রাজ্যে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রী শ্রীকপিলেন্দ্র দেব রাজসিংহাসন অধিকার করেন। এই শ্রীকপিলেন্দ্র দেব অথবা শ্রীকপিলেশ্বর দেবই ওড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কপিলেন্দ্র দেব ও শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম দেবের জন্ম হয়। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্র। প্রতাপরুদ্রের জননী শ্রীপদ্মাবতী দেবী (অথবা শ্রীরূপাম্বিকা)। প্রতাপরুদ্র গৌরপার্ষদ ও গদাধরশাখায় গণিত হন। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বিশেষ প্রতাপশালী স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। কটক ইহার রাজধানী ছিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র, ইঁহার পত্নীগণ এবং রাজপুত্র সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। পত্নীগণের মধ্যে শ্রীগৌরী পট্যমহিষী ছিলেন। গৌরীর গর্ভজাত সন্তান পাঁচ পুত্রের মধ্যে অন্যতম এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপুরুষোত্তম জানা। 'প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ। পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ ॥'—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৫। "মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার। 'পুরুষোত্তম জানা' নাম, সর্ব্বাংশে সুন্দর ॥"—ভক্তিরত্নাকর ৬।৬৫।

রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীকাশীমিশ্রকে গুরুপদে বরণ করিয়া অতীব নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি যতদিন পুরীধামে থাকিতেন, কাশীমিশ্র-ভবনে যাইয়া শ্রীল গুরুদেবের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তাঁহার পদসেবা করিতেন, জগন্নাথের ভোগাদি যথারীতি হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেন। 'প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে। যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদসম্বাহন। জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান† শ্রবণ ॥'—চৈঃ চঃ অ ৯।৮১-৮২। কাশীমিশ্রভবনে মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের বাটীতে অলিন্দের পরে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। উৎকল ভাষায় ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।

শ্রীরায় রামানন্দ রচিত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' পাঠে জানা যায় মহারাজ প্রতাপরুদ্র অসাধারণ প্রভাবশালী সৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার তজ্জন্য কোন অভিমান ছিল না। তিনি উদারহৃদয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন, তাহা প্রায় প্রতি চরিত্রগ্রন্থেই বর্ণিত আছে। শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও রাজা প্রতাপরুদ্রের সৌর্য্যবীর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সংরক্ষক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ পরিপোষক ছিলেন। তৎকালীন

---

* ইন্দ্রদ্যুম্ন—ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধে কোন সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্য্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি মালবদেশের অধিপতি ছিলেন, অবন্তীনগর তাঁহার রাজধানী। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের রাজপুরোহিত বিদ্যাপতিও বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব প্রথম পরার্দ্ধে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নীলমাধবরূপে নীলাচলে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শবরদেশের অধিপতি বিশ্বাবসু তাঁহার সেবা করিতেন। উক্ত নীলমাধব ভগবান্ই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসুকে অবলম্বন করিয়া শ্রীজগন্নাথরূপে প্রকাশ লীলা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে কৃপা করিবার জন্য বাঙ্কি মোহনায় তিনটি দারুব্রহ্মের আবির্ভাব হয়। উক্ত তিনটি দারুব্রহ্মই বলদেব, সুভদ্রা, জগন্নাথরূপে প্রকটিত হন।

† ভিয়ান—পারিপাট্য অভিনয়।

রচিত বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্র যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীরায় রামানন্দের, শ্রীকাশীমিশ্রের ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'শ্রীসরস্বতীবিলাস', 'শ্রীপ্রতাপমার্ত্তণ্ড', 'শ্রীকৌতুক চিন্তামণি', 'নির্ণয়-সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া আরোপিত হয়। বস্তুতঃ রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিতদ্বয়—শ্রীলোল্ল লক্ষ্মীধর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—'শ্রীসরস্বতীবিলাস' ও 'শ্রীপ্রতাপ-মার্ত্তণ্ড' গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে রচনা করিয়াছেন, এইরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, ইহা শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বিরহ-কাতর হইয়া একটি দারুময়ী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, ৫৪ জন পাণ্ডাকে উক্ত শ্রীমূর্ত্তির সেবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অনেক ভূসম্পত্তিও দান করিয়াছিলেন। পুরীর রাজপ্রাসাদের মধ্যেও অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌর-গদাধরের মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে বর্ত্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ এই—রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তম দেব তাঁহার পিতৃরাজ্যের হৃতস্থানগুলি উদ্ধার এবং ওড়িষ্যা রাজ্যকে নিজ ক্ষমতা-দ্বারা রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের অনন্য-শরণ ভক্ত ছিলেন। এইরূপ কথিত হয় শ্রীজগন্নাথদেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া রাজাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। এইবিষয়ে একটি ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে—শ্রীপুরুষোত্তম দেবের সহিত কাঞ্চীনগরের রাজকুমারী পদ্মাবতীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে কাঞ্চীরাজা পাত্র দেখিতে পুরীতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় পুরুষোত্তমদেবকে স্বর্ণমার্জ্জনীদ্বারা রথের রাস্তা পরিষ্কার করিতে দেখিয়া একজন ঝাড়ুদার চণ্ডালের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে তিনি অস্বীকার করিলেন। কাঞ্চীরাজা গণেশের ভক্ত ছিলেন, জগন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার তাদৃশী শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজার অশ্রদ্ধার কথা জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিপুল সৈন্য লইয়া কাঞ্চীরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেও প্রথমবার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব যুদ্ধকালে তাঁহাকে সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে, তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পুরী হইতে ১২ মাইল দূরে আনন্দপুর নামক গ্রামে একটি গোয়ালিনী রাজাকে দেখিয়া বলিল—"দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক তাহার নিকট হইতে দধি-দুগ্ধ-ঘোল খাইয়াছেন, তাহার মূল্যবাবদ একটি অঙ্গুরীয় তাঁহারা তাহাকে দিয়াছেন, ঐ অঙ্গুরীয়টী আপনাকে দিতে ও তৎপরিবর্ত্তে মূল্য লইতে বলিয়াছেন।" অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া পুরুষোত্তমদেব বুঝিলেন ঐ সৈনিকদ্বয় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ছাড়া আর কেহই নহেন। রাজা গোয়ালিনীকে পুরস্কৃত করিলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কাঞ্চীরাজার মাণিক্য সিংহাসনটি হরণ করিয়া লইয়া শ্রীজগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজকুলের পূজিত গণেশকেও তিনি পুরীতে লইয়া আসিলেন। দর্পহারী মধুসূদন কাঞ্চীরাজার দর্প চূর্ণ করিলেন। এইরূপ কিংবদন্তি যে, শ্রীগণেশ নানাভাবে পুরুষোত্তমদেবের যুদ্ধে বিঘ্ন উৎপাদন করায় "ভণ্ড গণেশ" নামে খ্যাত হন। কাঞ্চীরাজা তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে পুরীতে স্বয়ং লইয়া আসিলেন এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেব রথযাত্রাকালে সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের রাস্তা ঝাড়ু দিতে থাকিলে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। পুরুষোত্তমদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রধানা মহিষী গৌরী ছাড়াও আরও শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা নামে চারিজন মহিষী ছিলেন।

গজপতি রাজবংশে রাজা প্রতাপরুদ্র রাধাকৃষ্ণমিলিততনু স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার ভাজন এবং তাঁহার পার্ষদরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে অহিতকর বলিয়া রাজার প্রতি বাহ্যতঃ বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিলেও শুদ্ধভক্তিবশ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর রাজার প্রতি অমায়ায় অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাজাকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদানের অলৌকিক লীলা—বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে ঃ—রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট উহা নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রবণমাত্র কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন—'বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজদরশন। স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥' যদিও রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তথাপি 'রাজা' এই শব্দ কালসর্পের ন্যায় ভীতিপ্রদ।

রায় রামানন্দের মাধ্যমে মহাপ্রভুর সহিত মিলন-প্রচেষ্টা—

প্রতাপরুদ্র একসময়ে রায় রামানন্দ ও পাত্রমিত্রাদিসহ পুরুষোত্তমধামে আসিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর দর্শনার্থ রাজার প্রবল উৎকণ্ঠার কথা জানিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রতি রাজার প্রগাঢ় প্রীতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন—রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণ মাসিক বর্ত্তনসহ কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করতঃ মহাপ্রভুর সন্নিধানে থাকিবার সুযোগ দিয়াছেন। রাজার প্রেমার্ত্তি ও ভক্তসেবার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—'তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার। এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥' 'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥'—আদিপুরাণ। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শনলাভার্থ কি প্রকার ব্যাকুলতা এবং মহাপ্রভুর প্রতি কি প্রকার গাঢ় ভক্তি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে এবং পরবর্ত্তী দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনে স্পষ্টরূপে জানা যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট যখন প্রতাপরুদ্র জানিতে পারিলেন যে, মহাপ্রভু রাজ-দর্শন করিবেন না, মহাপ্রভুকে পুনঃ পুনঃ এবিষয়ে নিবেদন করা হইলে তিনি ক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, তখন বিরহব্যাকুল অন্তঃকরণে রাজা অতীব খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—

'পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎনিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দর্শন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১১।৪৫-৪৬, ৪৮-৪৯

প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহারাজকে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎকারের একটি উপায় বলিয়া দিলেন। মহাপ্রভু রথযাত্রার দিনে রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণসহ পুষ্পোদ্যানে যখন প্রবিষ্ট হইবেন, তখন রাজা রাজবেশ ছাড়িয়া তথায় প্রবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুকে রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক শুনাইবেন। বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে আলিঙ্গন করিবেন। উক্ত মন্ত্রণা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন।

দক্ষিণদেশ ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমধামে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় প্রতাপরুদ্র একটী পত্রে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই পত্র ভক্তগণকে দেখাইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর প্রতি অপরিসীম ভক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভুকে রাজার সহিত মিলিবার জন্য না বলিয়া কেবল রাজ-ব্যবহারের কথা বলিবেন,—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন—

'যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥

কাণে মুদ্রা লই মুক্রি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১২।১৯-২১

প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতার কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মন কোমল হইলেও লোকশিক্ষার জন্য বাহ্যে কঠোরভাব ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—পরমার্থ-বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ। যদি ঐপ্রকার নিষিদ্ধ কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দামোদর পণ্ডিতই উহার সমালোচনা করিবে। মহাপ্রভুর এই মন্তব্য শুনিয়া দামোদর পণ্ডিতের প্রত্যুক্তি—

'আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১২।২৭-২৯

'অনুরাগী লোক ইষ্ট না পাইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে'—নিত্যানন্দপ্রভু এইরূপ বলিয়া রাজার প্রাণরক্ষার জন্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট একখানি বহির্বাস প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাহাতে আপত্তি করিলেন না। গোবিন্দের নিকট মহাপ্রভুর একটী বহির্বাস চাহিয়া নিত্যানন্দপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মাধ্যমে উহা রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা বস্ত্র পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর অভিন্নরূপে বস্ত্রের পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজার অনুমতিক্রমে রায় রামানন্দের দক্ষিণ হইতে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে থাকিবার কালে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতা পুনঃ তীব্রতর হইলে রায় রামানন্দ প্রতাপরুদ্রকে দর্শনদানের জন্য মহাপ্রভুর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু প্রথমে লোকশিক্ষার জন্য সন্ন্যাসীর আচরণ বিষয়ে সাবধান করিলেন—শুক্লবস্ত্রে অসিবিন্দু যেমন লুকানো যায় না, তদ্রূপ সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকের দৃষ্টিপথে আসে; দুগ্ধের পূর্ণ কলসও সুরাবিন্দুপাতে অপবিত্র হইয়া যায়; প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইলেও এক 'রাজা' নামই তাঁহাকে মলিন করিয়াছে। রায় রামানন্দের শুদ্ধপ্রেমে বশীভূত মহাপ্রভু রামানন্দের আবেদনকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। 'আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এই নীতি অনুসারে রাজা পুত্রকে পাঠাইয়া পুত্রের মিলনে মিলিত হইতে পারিবেন, মহাপ্রভু এইরূপ নির্দ্দেশ দিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা অবগত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। কিশোরবয়স পীতাম্বরধারী শ্যামলবর্ণ কমলনেত্র সুন্দর রাজপুত্রকে দেখিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হইল। মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলে মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমের বিকার প্রকট হইল। রাজপুত্র পিতার নিকট আসিলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুর স্পর্শলাভ করতঃ প্রতাপরুদ্রও প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি রাজপুত্র প্রভু-পার্ষদগণের অন্যতম হইলেন।

অভিমানরহিত নিষ্কপট প্রপন্নব্যক্তিই ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥' মহারাজ প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণে গুণী প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হইলেও নিরভিমানী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'দর্শন দিবেন না' এইরূপ অতি কঠোর ভাব অবলম্বন করিলেও রাজার তুচ্ছ সেবা দেখিয়া তৎপ্রতি কৃপাবিষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

'তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সমার্জ্জন ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছসেবা করে বসি' রাজসিংহাসনে ॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৩।১৫-১৮

ভগবানের কৃপা অহৈতুকী। কখন কাহাকে কিভাবে তিনি কৃপা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। সাক্ষাতে না করিয়া অনেক সময় পরোক্ষেও ভগবান্ কৃপা করেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের তুচ্ছ সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এইজন্য সাক্ষাতে কৃপা

করিতে দেখা না গেলেও পরোক্ষে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করতঃ রাজাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রাজার প্রতি কৃপা-লীলা প্রসঙ্গটী বর্ণিত হইয়াছে। রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের অগ্রে সাত সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মনে করিলেন মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন, অন্যত্র নাই। মহাপ্রভুর অপরিসীম কৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্র উক্ত অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। ইহাই মহাপ্রভুর পরোক্ষ কৃপার নিদর্শনস্বরূপ। রথাগ্রে স্বয়ং নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিলেন। মহাপ্রভুকে রক্ষণের জন্য তিনটী বেষ্টন হইল—প্রথম বেষ্টনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, দ্বিতীয় বেষ্টনে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত মুকুন্দাদি ভক্তগণ, তৃতীয় বেষ্টনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পাত্রগণ। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার ভৃত্য হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজার অগ্রে শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রেমাবেশবশতঃ রাজার দর্শনে বাধার কথা তিনি জানিতে পারিলেন না। রাজভৃত্য হরিচন্দন শ্রীবাসকে বার বার হস্তদ্বারা একপাশ হইতে বলিলে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন সক্রোধে কিছু বলিতে গেলে রাজা নিবারণ করিয়া বলিলেন—

'ভাগ্যবান তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা।।'
—চৈঃ চঃ ম ১৩।৯৭

প্রেমের পরাকাষ্ঠাভাব, কৃপা ও লোকশিক্ষা মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে অতি চমৎকার সামঞ্জস্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণে মহাপ্রভুর ভাব—সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে পার্ষদগণসহ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলে রাধারাণীর ও গোপীগণের কৃষ্ণের মিলনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে সুন্দরাচলরূপ মাধুর্য্যলীলাভূমি বৃন্দাবনাভিন্ন গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। গৌরহরি গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিবার জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হইতেছেন, শ্রীজগন্নাথদেবও মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বীয় গতি মন্থর করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেব ও মহাপ্রভুর উভয়ের ভাবের ঠেলাঠেলিতে মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পতনোন্মুখ হইলে রাজা শশব্যস্ত হইয়া মহাপ্রভুকে ধরিলেন। রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহাপ্রভু নিজ শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ প্রদানের এক ভঙ্গী করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার জন্য বিষয়ীর স্পর্শ হওয়ায় নিজেকে ধিক্কারও দিলেন। অচিন্ত্য ভগবচ্চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের চমৎকারিতা ও লোকশিক্ষা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

'রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার।।
*　　*　　*
যদ্যপি রাজারে দেখি হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে।।
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্।।'
—চৈঃ চঃ ম ১৩।১৮২, ১৮৪-৮৫

শ্রীজগন্নাথমন্দির ও গুণ্ডিচার মধ্যবর্ত্তি স্থানকে (শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনীদেবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে) 'বলগণ্ডী' বলে। মধ্যাহ্নে বলগণ্ডিতে শ্রীজগন্নাথদেবের বিশ্রামস্থল। ক্লান্তিবশতঃ সেবকগণও তথায় বিশ্রাম করেন। তথায় প্রথা—ছোটবড় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বহু বিচিত্র ভোগ নিবেদিত হয়। ভোগের সময় ভীড় হওয়ায় মহাপ্রভু উপবনে পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশ স্মরণ করিয়া বৈষ্ণববেশে তথায় পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'জয়তি তেঽধিকং' এবং 'তব কথামৃতং'*

* 'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।'
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।
—ভাগবত ১০।৩১।১ ও ৯

এই দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া শুনাইলে, মহাপ্রভু 'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও পরিচয় জানিতে চাহিলে প্রতাপরুদ্র নিজেকে দাসের দাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্যরূপ দেখাইলেন। রাজার ভাগ্য দেখিয়া ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন।

বলগণ্ডি হইতে গুণ্ডিচা যাত্রাকালে মহামল্লগণ ও মত্তহস্তিগণ রথাকর্ষণে অসমর্থ হইলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের উদ্বেগ দেখিয়া স্বয়ং আসিয়া মহামল্লগণ ও হস্তিগণকে অপসারণ করতঃ নিজগণকে রথাকর্ষণে নিয়োজিত করিলেন। রথের পশ্চাদ্ভাগে মহাপ্রভু মস্তকের দ্বারা ঠেলিলে রথ হড়হড় করিয়া চলিতে লাগিল। মহাপ্রভুর মহিমা দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র ও পাত্রমিত্রগণ সকলেই বিস্মিত ও প্রেমাপ্লুত হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চারিমাসকাল মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন লীলা দর্শন করেন। শ্রীনন্দোৎসবদিবসে মহাপ্রভু গোপবেশে ভক্তগণসহ ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র লীলার সঙ্গীরূপে অন্যতম ছিলেন। বিজয়া দশমী দিবসে বৃন্দাবন যাত্রাকালে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সহিত কটকে আসিয়া এবং উপবনে বকুলবৃক্ষতলে রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এখানেও মহাপ্রভু রাজার আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ কৃপাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীগৌরসুন্দরের এক নাম হয় 'শ্রীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'। ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করায় প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে চাঙ্গে উঠাইয়া নিধনের ব্যবস্থা দিলে গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণরক্ষার জন্য ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া আলালনাথ যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। উক্ত বার্ত্তা শুনিয়া রাজার যে প্রকার আর্ত্তি এবং মহাপ্রভুকে পুরীতে রাখিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প, —তাহা মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক।

"এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণিলাভ নহে তার সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৯।৯৪-৯৬

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য আর্ত্তি এবং স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতত্ত্ব দর্শন বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুকে দিব্যোন্মাদাবস্থায় শ্রীমুখে লালা ও শ্রীঅঙ্গে ধূলা দেখিয়া রাজা কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ রাত্রিতে প্রথমে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গকে লালা ধূলায় ব্যাপ্ত এবং পরে শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত একই সঙ্গে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। স্বপ্নে এই অদ্ভুত লীলা দর্শনে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীজগন্নাথ অভিন্ন-তত্ত্ব।

'সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার॥

'গোপীগণ বলিলেন,—হে দয়িত, তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজমণ্ডল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক জয়যুক্ত হইয়াছে। যেহেতু মহালক্ষ্মী এই স্থানে নিরন্তর অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহা আনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্রজধামে তোমার প্রেয়সী গোপীবৃন্দ তোমার নিমিত্তই প্রাণ ধারণ করিয়া আছে ও তোমাকে চতুর্দিকে অন্বেষণ করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব একবার দর্শন দাও।'

[ইন্দিরা=লক্ষ্মীঃ ; ধৃতাসবঃ=ধৃতপ্রাণাঃ]

'তোমার কথামৃত ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহলাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপনাশক, শ্রবণমাত্র মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা কীর্ত্তন করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কৃত অনুভাষ্যে অন্বয়—

যে জনাঃ ভুবি (সংসারে) তপ্তজীবনং (বিরহতাপক্লিষ্টানাং প্রাণস্বরূপং) কবিভিঃ (কৃষ্ণরসবিদ্ভিঃ) ঈড়িতম্ (আরাধিতং) কল্মষাপহং (বিরহজ্বরদুঃখবিনাশকং) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণরসায়নং) শ্রীমৎ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং) তব (হরেঃ) কথামৃতং (সুধাত্মিকাং কথাম্) আততং (বিস্তৃতং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), তে (এব) জনাঃ ভূরিদাঃ (বদান্যবরাঃ)।

আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয় ?
এত বলি' ভৃত্যে চাহি' হাসে দয়াময় ॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে ।
চৈতন্যগোসাঞি বসি' আছেন আপনে ॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।১৭৫-৭৭

কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বাংলা পুঁথির বিবরণে প্রতাপরুদ্রের ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের উল্লেখ শ্রুত হয়। পদটী প্রতাপরুদ্রের রচিত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। পদের এক অংশ ঃ

(শ্রীরাধার প্রতি উক্তি) ঃ—
'আভরণ-মাঝে হ'ব দুখানি নূপুর ॥
নখচন্দ্রের চকোর, পদকমলে ভ্রমর ।
ও রূপে মুকুর হ'ব, নিরাগে চামর ॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে ।
অতি ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে ॥
রেণু হৈতে না পাই যদি মনে অনুমানি ।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের তীব্র বিরহদশা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

হেনকালে প্রভু-অদর্শনকথা শুনি ।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী ॥
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন ।
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন ॥
প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে ।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে ॥
—৩।২১৭-১৯

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অধস্তন রাজগণ —

১। কালুয়া-প্রতাপ, ২। কথারুয়া-প্রতাপ, ৩। গোবিন্দ-বিদ্যাধর, ৪। চক্র-প্রতাপ, ৫। নরসিংহ-দেব, ৬। রঘুরামদেব, ৭। মুকুন্দদেব হরিচন্দন, ৮। রামচন্দ্রদেব, ৯। পুরুষোত্তমদেব, ১০। নৃসিংহ-দেব, ১১। গঙ্গাধরদেব, ১২। বলভদ্রদেব, ১৩। ২য় মুকুন্দদেব, ১৪। দিব্যসিংহদেব, ১৫। হরেকৃষ্ণদেব, ১৬। গোপীনাথদেব, ১৭। ২য় রামচন্দ্রদেব, ১৮। বীরকেশরীদেব, ১৯। ২য় দিব্যসিংহদেব, ২০। ৩য় মুকুন্দদেব, ২১। ৩য় রামচন্দ্রদেব, ২২। ২য় বীর-কেশরীদেব, ২৩। ৩য় দিব্যসিংহদেব, ২৪। ৪র্থ মুকুন্দদেব, ২৫। ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব, ২৬। ৩য় বীরকেশরীদেব, ২৭। ৪র্থ দিব্যসিংহদেব।

আচার ও প্রচার

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ-ভ্রমণকালে তাঁহার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের অধিবাসিজনগণকে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণপূর্ব্বক বৈষ্ণব করিতে করিতে কূর্ম্মস্থানে উপনীত হইয়া শ্রীভগবান্-কূর্ম্মদেবকে দর্শন করিলেন। এই কূর্ম্মস্থান সম্বন্ধে আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'অনুভাষ্য' হইতে পাই— "বি-এন্-আর লাইনে গঞ্জাম জেলার 'চিকাকোল রোড' ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে 'কূর্ম্মাচল' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্'; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ (গঞ্জাম ম্যানুয়েল)। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজ-মান। শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শক শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।" (শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের ৩৬শ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

উক্ত কূর্ম্মস্থানে 'কূর্ম্ম' নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন এবং সগোষ্ঠী সর্ব্বান্তঃ-করণে তাঁহার সেবা করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহার বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য তচ্চরণে প্রার্থনা

জানাইলেন। বিপ্রবরের আর্ত্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লইবা ॥
যারে দেখ, তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৭।১২৭-১২৯

সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণপথে যে বিপ্রগৃহে এইরূপে ভিক্ষাগ্রহণ-লীলা করিতেছেন, সেখানেই ঐ কূর্ম্মবিপ্রগৃহের ন্যায় অবস্থা হইতেছে, মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও প্রচারের উপদেশ দিয়া আবার অন্য গ্রামে যাইতেছেন, এইরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রামই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত হইয়া তাঁহার শ্রী-মুখোচ্চারিত নামপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। কূর্ম্মগৃহে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকালে স্নানান্তে মহা-প্রভু পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কূর্ম্মবিপ্র কিছুদূর মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়া তদিচ্ছাক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে 'বাসুদেব' নামক এক গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ লোক-মুখে কূর্ম্মগৃহে মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আর্ত্তিভরে প্রভু-দর্শনেচ্ছায় তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অদর্শনে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি বহুদূর অগ্রসর হইলেও পুন-রায় কূর্ম্মগৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেই কুণ্ঠী বিপ্রকে দর্শন দিলেন। শুধু দর্শন দেওয়া নহে, অত্যন্ত স্নেহ-ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিলেন! আর্ত্তবন্ধু-মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শমাত্রে ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়া পরম সুন্দর রূপ ধারণ করিলেন। বিপ্রবর বাসুদেব তখন সবিস্ময়ে সাশ্রুনেত্রে ভক্তরাজ শ্রীসুদামার শ্রীমুখোচ্চারিত এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে লাগি-লেন—

"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৮১।১৬

[অর্থাৎ হায়, আমার ন্যায় একটি মহাপাপিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণাধমই বা কোথায় আর সেই শ্রীনিবাস শ্রীহরিই বা কোথায়! তিনি কিনা মাদৃশ বিপ্রাধমকে তাঁহার দুই ভুজ-দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন!]

আর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—"আহা সাক্ষাৎ দীনদয়ার্দ্রনাথ অনন্তকল্যাণবারিধি-শ্রীহরি ব্যতীত এইরূপ মহদ্‌গুণ ত' আর কাহাতেও সম্ভব হইতে পারে না! আমার যে-দূষিত গলিত কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত অঙ্গগন্ধে অত্যন্ত পামর ব্যক্তিও পলায়ন করে, সেই দুর্গন্ধ অঙ্গ-স্পর্শ এক সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীহরি ব্যতীত আর কে করি-বেন। হে প্রভো, আমি সকলের অস্পৃশ্য অধম হইয়া বরং ছিলাম ভাল, কিন্তু এখন যে নিদারুণ অহঙ্কার আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে—আপনার পরম করুণাময় শ্রীপাদপদ্ম বিস্মৃত করাইয়া দিবে।" বিপ্রের এই সকাতর দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে—) কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৭।১৪৭-১৪৮

পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে বিপ্রকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে দুই-বিপ্র অর্থাৎ কূর্ম্ম ও বাসুদেব বিপ্রদ্বয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুর বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কূর্ম্মদর্শন ও বাসুদেববিমোচন-লীলায় এই আখ্যানের নাম দিলেন—'বাসুদেবোদ্ধার' ও মহাপ্রভুর নাম রাখিলেন—'বাসুদেবামৃতপ্রদ'।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তীর্থভ্রমণপথে কূর্ম্মবিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল বিপ্রকেই গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ ও সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামোপদেশরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিবার উপদেশ দিলেন, তৎসম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া

এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজন-পরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্ত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ-দীনাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিবিমুখ জনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা-প্রদান।" * * "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেই-সকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌতপন্থা প্রচারদ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের অবতারবাদমাহাত্ম্য-প্রদর্শন-লীলা।"—চৈঃ চঃ ম ৭।১৩০ ও ১৫২ সংখ্যক পয়ারের 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচার, তাঁহার আজ্ঞায় গুরু হইয়া সেই নাম সকলের নিকট প্রচার করিবার উপদেশের মর্ম্ম না বুঝিয়া 'গুরু' সাজিতে গেলেই দম্ভ দর্প অভিমানাদি আসুরস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে আত্মবিনাশী নরকের দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে। এজন্য শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমানে তাঁহাদের বাণী স্বয়ং আচরণ-মুখে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলে আর আসুরস্বভাব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। মহাপ্রভু জীবের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—'আমি' অর্থাৎ জীবাত্মা বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত কোন বস্তু নহেন, তাঁহার স্বরূপগত তত্ত্ব বা পরিচয়—গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাসানুদাস, এই অভিমান হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া আত্মহিত বা পরহিতসাধনে ব্রতী হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। নতুবা "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী ॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার ॥"—এই মহাজন-বাক্য উল্লঙ্ঘনজন্য মহাপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে। কপটতা-সহকারে এইসকল বাক্য মুখে কপচাইয়া অন্তরে গুর্ব্বভিমান বা বৈষ্ণবাভিমান পোষণ করিলে জগতের লোককে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইলেও—'মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে ?' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌কে কেহই ফাঁকি দিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার চরণে অপরাধফলে নরকগতি লাভ করিতে হইবে, আচারমুখে প্রচারই মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতনগোস্বামি-পাদ বলিতেছেন—

"প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥"
—চৈঃ চঃ অ ৪।১০১-১০৩

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—"হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বমান্য জগদ্‌গুরু, যেহেতু তিনি একাধারে স্বয়ং দৈক্ষব্রাহ্মণরূপে শুদ্ধ-নাম গ্রহণ করিয়া 'আচার্য্য' এবং উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নামযজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া 'প্রচারক',—ইহাই তাঁহার আচার ও প্রচার।" (চৈঃ চঃ অ ৪।১০৩ 'অনুভাষ্য')

শ্রীমন্মহাপ্রভুরও শ্রীমুখোক্তি—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ।।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায় ।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ।।"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১৯-২১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ।।"

অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ (সাধারণ) ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানজনক) বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয় ।"—গীঃ ৩'২১

এখানে 'শ্রেষ্ঠ' বলিতে আচারবান্ মহাজনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বকরূপী ধর্ম্মের 'কঃ পন্থাঃ' প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বলিয়াছিলেন—

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" ।

অবশ্য এই মহাজন—ভ্রম (অসত্যে সত্য বা সত্যে অসত্য ভ্রান্তি), প্রমাদ (অনবধানতা বা অমনোযোগিতা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানেরও অশুদ্ধতা) ও বিপ্রলিপ্সা (লোকবঞ্চনেচ্ছা—বাস্তব সত্যের যথার্থ অনুভূতি অপ্রাপ্তিসত্ত্বেও প্রাপ্তির অভিনয়ে লোকপ্রতারণা অথবা প্রকৃত সত্যের সন্ধান প্রাপ্তিসত্ত্বেও তাহা লোকের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা জ্ঞানখল বা জ্ঞানবঞ্চকরূপে জ্ঞানবঞ্চনেচ্ছা)—এই দোষচতুষ্টয়শূন্য শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত প্রামাণিক মহাত্মা বা সর্ব্ববিধ সদাচারসম্পন্ন, হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদিরহিত নিষ্কপট শাস্ত্রজ্ঞ ভজনবিজ্ঞ মহতের বাক্যই লোকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া মহা বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করিলেও আদর্শচরিত্রহীন ব্যক্তির কোন বাগ্মিতায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত প্রচারোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, আচারহীন প্রচারের কোনই মূল্য নাই ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিনিগ্রহকালে কলির প্রার্থনামত তাহার বাসোপযোগী পাঁচটি অধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যথা—দ্যুত অর্থাৎ তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি জুয়াখেলার আড্ডা, পান অর্থাৎ মদ, গাঁজা, অহিফেন, তাম্রকূটাদি মাদকদ্রব্য সেবন, স্ত্রী-সঙ্গ (অবৈধ বা অবিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ বা বৈধ স্ত্রীতেও অত্যাসক্তি), সূনা অর্থাৎ জীবহিংসা এবং জাতরূপ অর্থাৎ সুবর্ণ (ভগবৎসেবোদ্দেশ্য ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়—অর্থের অপব্যবহার মাত্র, উহা অনর্থোৎপাদকই হইয়া থাকে)। "দ্যুতক্রীড়ায় মিথ্যা, পানে মত্ততাজন্য তপস্যানাশ, স্ত্রীসংসর্গে শৌচনাশ, সূনায় ক্রূরতাপ্রযুক্ত দয়ানাশ প্রভৃতি অধর্ম্ম বিরাজমান। সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজোমূলা হিংসা—এই চারিটি স্থান এবং পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটি প্রদত্ত হইল ।"

"অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ কৃচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ।।"

—ভাঃ ১।১৭।৪১

সুতরাং বুভূষুঃ অর্থাৎ যে পুরুষ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন (স্বক্ষেমমিচ্ছুঃ), তাঁহার পক্ষে উক্ত কলি-স্থান-পঞ্চকের সেবা করা কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা ও গুরুর পক্ষে ঐসকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

অধর্ম্মপ্রভবঃ অর্থাৎ অধর্ম্মাশ্রয় বা অধর্ম্মোৎপাদক কলির বাসস্থানসমূহে অবস্থানকারী ব্যক্তির আচার ও প্রচারসেবাকার্য্য কখনই শুভফলপ্রসূ হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রীসঙ্গী' এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ।।"

—চৈঃ চঃ ম ২২'৮৯

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সাধুসঙ্গ যেমন অন্বয়মুখে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ ত্যাগ তদ্রূপ ব্যতিরেকমুখে বৈষ্ণব-আচার। অসৎ দুইপ্রকার—স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি—একপ্রকার অসাধু এবং কৃষ্ণের অভক্ত ব্যক্তি—দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুইপ্রকার অসৎসঙ্গত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন ।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র আচার। 'অবৈষ্ণব' বলিতে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—বৈধ-ধর্ম্মপর স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ যাহা অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। মোক্ষ নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা শুদ্ধভক্তি-নাশের কারণ। মায়াবাদী মুমুক্ষু মোক্ষফলভোগ-কামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়ভোগত্যাগী, আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী, উভয়েই স্বস্বজড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর, কৃষ্ণেতর ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং কৃষ্ণদাস নহে।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১।৩৩-৩৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

অর্থাৎ "সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া মতি, লজ্জা, ধন-ধান্য-লক্ষণা শ্রী অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতাগুণ, শমঃ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মনের নিগ্রহ—চিত্তের প্রশান্ত ভাব, দমঃ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ভগ অর্থাৎ উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ যে সকল অসদ্ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেসকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, কামিনীকুলের ক্রীড়া-মৃগ বা বানরবৎ বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।"

সুতরাং উপরিউক্ত বৈষ্ণবাচার-ভ্রষ্ট অসদ্ব্যক্তি যতই না কেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, উত্তম বক্তা হউন, তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা কখনই কৃষ্ণকথা-প্রচার-কার্য্য সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥
* * *
জ্ঞান, কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥
* * *
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ', ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপূরে ॥
যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক, ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে করি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি',
সদা কর অনন্যভজন ॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী ও গীতমালায় সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সারনির্য্যাস নিহিত রহিয়াছে। সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে সর্ব্ববিধ সদাচারবিশিষ্ট হইয়া ঐসকল ভক্তিরসগ্রন্থ নিরন্তর অনুশীলনরূপ আচারবান্ হইয়া উহার প্রচার-দ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণলাভ অবশ্য-ম্ভাবী।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' নাম্নী গীতিকাব্যের প্রথমেই কীর্ত্তন করিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ, স্বীয় ধাম-সহ অবতরি' ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় 'শরণাগতি' ভকতের প্রাণ ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন ॥
ভক্তিঅনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥
রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুইপদ ধরি' ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম ॥"

বস্তুতঃ এই শরণাগতির শিক্ষালাভ ব্যতীত আমরা কেহই উদ্গততমঃ উত্তম হইতে পারি না—কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথা প্রচারের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ গোলোক-বিহারী শ্রীহরি বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে গোলোকস্থ নিজ নিত্যব্রজধামের সকল পরিকর ও নিজনিত্যধামসহ ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হইয়া সপরিকরে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলায় প্রেমের খেলা খেলিয়া নিজনিত্যধামে অন্তর্দ্ধান করতঃ পুনরায় ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলায় শ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত গৌরলীলা প্রকটপূর্ব্বক ব্রজপ্রেমরস স্বয়ং আস্বাদনমুখে আপামরে বিতরণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অত্যন্ত দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমরস সকলকে আস্বাদন করাইবার জন্য জগদ্‌গুরুরূপে মহাপ্রভু ভক্তের প্রাণস্বরূপ 'শরণাগতি' শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই শরণাগতি ছয় প্রকার,—দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ, কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস পালন, ভক্তিঅনুকূল কার্য্যমাত্র স্বীকার ও ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।

উহার 'বৈষ্ণবতন্ত্র'বাক্য ঃ—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৯৭ সংখ্যা-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ,—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল (সহায়ক), তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব—এইরূপ সঙ্কল্প; (২) প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব,—এইভাবে ত্যাগ; (৩) তিনি রক্ষা করিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষ্যকর্ত্তা নাই,—এই বিশ্বাস;—(অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি, এইরূপ বিশ্বাস নয়, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস), (৪) কৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমিও তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা-কর্ত্তৃক পালিত হইব,—এইরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা এবং দেব-মনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই—এইরূপ স্থির বিশ্বাস; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, উহা কৃষ্ণেচ্ছার পরতন্ত্র—এইরূপ বুদ্ধিই আত্মসমর্পণ এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে হীন বুদ্ধি।"

শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার শরণাগত ভক্তেরই প্রার্থনা শ্রবণ করতঃ ভক্তের প্রার্থনানুরূপ সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমসম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—
'প্রাণ আছে তাঁ'র সেহেতু 'প্রচার'।'

সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে এই প্রাণ-স্বরূপ শরণাগতির শিক্ষারূপ আচার-পরায়ণ হইলেই আমরা প্রাণবন্ত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব, নতুবা শবতুল্য প্রাণহীন প্রচার-দ্বারা নিজের বা অপরের কোন মঙ্গলই করিতে পারিব না। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগৃহীত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ত' বাস্তব পরমার্থবস্তু লাভ হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত—

'শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনামরব ।'

—এইবাক্যে আমাদের নিকট যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে চাহিতেছেন, তাহা শরণাগতিরূপ প্রাণের কীর্ত্তন, প্রাণহীন কীর্ত্তন তাঁহার ত' সুখদায়ক হইবে না ? 'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম ॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ সেবয় ॥'—ইহাই মহাজন-বাক্য।

সুতরাং 'শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা। গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা ॥'

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি নানারূপ অপরাধ করিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার অভিনয় করিতে গেলে তাহা কি মহাপ্রভুর 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখামু সবারে' নীতির অনুসরণ-জনিত মহাপ্রভুর সুখপ্রদ প্রচার হইবে ?

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত আচারবান্ হইয়া প্রচারের শক্তি ও সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন। "পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি' মোরে শুন নিজ-গুণ-গান।"

উত্তরভারত-প্রচার-ভ্রমণে শ্রীমঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠার পর]

দেরাদুন মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের সুন্দর প্রকাশ দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ সুখী হইয়াছেন। গত বৎসর রাসপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধারমণজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রী-মন্দিরে শুভবিজয় উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণে এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-গণের শুভ-প্রবেশোৎসবে মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীসুন্দরদাসজী মন্দিরনির্ম্মাণে আনুকূল্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া সাধুগণের আশী-র্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের সেবা-প্রযত্নে সংকীর্ত্তনভবন-ব্লকের নীচতলার ছাদ-ঢালাই গতবৎসর সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখস্থ দ্বিতলে নাট্য-মন্দিরের ছাদ-ঢালাই এখনও হয় নাই। শ্রীবিগ্রহ-গণের সম্মুখে আরতি দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তনের সৌকর্য্যার্থে সংকীর্ত্তনভবনের প্রথম ছাদের উপর শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় মঠ হইতে আনীত সামিয়ানার দ্বারা একটী অস্থায়ী সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করে। শ্রীমন্দিরও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়।

অবস্থিতি—১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

প্রত্যহ শ্রীমঠে সভামণ্ডপে প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ রাত্রিতে ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ বক্তৃতা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সাধুগণসহ নিম্নলিখিত ভক্তগণের গৃহে এবং Society-তে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনমুখে হরিকথা বলেন,—ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীললিতাপ্রসাদজী (শ্রীছজ্জুলালজী), প্রীতম রোডস্থ টেগোর সোসাইটী (Tagore Society—Sarder Sib Ram Sing Son-in-law of late Dr. Balbir Singh শিক্ষিত ও বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশে), রায়পুর রোডস্থ শ্রীমতী লীলাবতী শ্রীবাস্তব, শ্রীসদাশিব মন্দির-টেগোর ভিলা, কউলাগর রোডস্থ শ্রীপ্রদীপকুমার, অমরনাথকলোনীস্থ শ্রীমতী দেবেশ্বরী পেনলী, নউবস্তীস্থিত শ্রীপ্রেমদাসজী,

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, সিমেণ্ট রোডস্থ শ্রীমহেশ্বর-প্রসাদজী (শ্রীমেঙ্গারামজী), দিলারাম বাজারস্থ শ্রীবিক্রমসিংজী ও করণপুরস্থ শ্রীএম্-এন্ শর্ম্মা।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল-দাস ব্রহ্মচারী, প্রচারপার্টির ব্রহ্মচারিগণ এবং শ্রীপ্রেম-দাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীমানপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদজী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্নে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শিমলা (হিমাচল প্রদেশ) ঃ—শিমলা-শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সভাপতি শ্রীরামগোপাল সুদ, প্রচার-মন্ত্রী শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার ও সদস্যগণের পুনঃ পুনঃ স্নেহপূর্ণ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারায় শ্রীল আচার্যদেব সদলবলে এইবারও তথায় শুভপদার্পণ করতঃ ১৯ বৈশাখ, ৩ মে শুক্রবার হইতে ২৬ বৈশাখ, ১০ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। মে-জুন মাসে শিমলাতে শীতের আধিক্য না থাকায়, আবহাওয়া সুখকর হওয়ায়, পার্ব্বত্যবৃক্ষরাজি সুশোভিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে দর্শনার্থী পর্য্যটকগণের ভীড় হয়। উচ্চ-নীচ পাহাড়ী রাস্তায় যাহাদের চলিবার অভ্যাস নাই, তাঁহাদের পক্ষে কিছু অসুবিধা হইতে পারে। মূলতঃ এই কারণেই শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় যাইতে সাহসী হন না। শিমলা-সহরটী দেখিতে সুন্দর, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু জলের অভাব—প্রাতে ও রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্য জল আসে। এইরূপ জানা গেল অধিক জলসরবরাহের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তগণ সাধুগণের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা-প্রতিষ্ঠানের মূল মন্দিরে শ্রী-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন ও নিত্য সেবিত হইতেছেন। নরনারীগণ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে শ্রীমন্দিরে আসেন, শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে স্তব-স্তুতি-প্রণতি জ্ঞাপন এবং শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করেন। তদ্দর্শনে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ধর্ম্মীয় ভাব-ধারার সংস্পর্শ হয়। উক্ত মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ন-কালীন বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন বিভিন্ন দিনে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ৪ মে শনিবার অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্নে চণ্ডীগড় হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ-দানের জন্য আসিয়াছিলেন।

স্থানীয় রোটারি ক্লাবের (Rotary Club এর) ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীপূরণচাঁদ সুদ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব মালরোডস্থ টাউন হলে ১০ মে শুক্রবার সায়ংকালে শুভপদার্পণ করতঃ 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' ('Cause of affliction and its remedy') সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে সাধুগণ সমভিব্যাহারে শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধি-কারী (শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার), শ্রীরামগোপাল সুদ, শ্রীসন্তলাল আহজার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরি-কথা বলেন। শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার ও শ্রীরাম-গোপাল সুদের গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী এড্‌ভোকেটের গৃহে যাইয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শিমলায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-মন্দিরে ১ মে হইতে প্রচার-প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপিত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীদেবকী-নন্দনদাস ব্রহ্মচারী (বালক ব্রহ্মচারী)-সহ ২৯ এপ্রিল দেরাদুন হইতে যাত্রা করতঃ চণ্ডীগড়ে আসিয়া শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ও আশীষকে সঙ্গে লইয়া পরদিন শিমলায় পৌঁছিয়াছিল ১ মে হইতে ৩ মে পর্য্যন্ত প্রাতঃ ও অপরাহ্নকালীন সভায় যোগদানের জন্য। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করে।

২৮ এপ্রিল দেরাদুন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত নিরীহ মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী

বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী মঠে ও শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী গোকুল মহাবন মঠে প্রেরিত হয়।

শ্রীল আচার্যদেব অন্যান্য সকলকে লইয়া ১ মে দেরাদুন মঠ হইতে প্রাতঃ ৮-১০ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ ডিলাক্স বাসযোগে বেলা ১১টায় রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে পেঁাছেন। বাসের চালক চণ্ডীগড় মঠের সম্মুখে সাধুগণকে নামাইয়া দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড়ে দুই রাত্রি অবস্থান করতঃ ৩ মে শুক্রবার ২০ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে কএকটী মোটর যান ও ভ্যানযোগে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় কালকা রেলষ্টেশনে আসিয়া বেলা ১২টার ছোট লাইনের ট্রেন ধরিয়া অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় শিমলা ষ্টেশনে পেঁাছিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। যদিও বাস ট্রেন অপেক্ষা দ্রুতগামী, কিন্তু দৃশ্যাবলী দর্শনের সুযোগ ট্রেন-ভ্রমণে অধিক। ট্রেন-পথে শতাধিক ছোট বড় সুড়ঙ্গ আছে, ট্রেনে যাতায়াত অধিক নিরাপদও বটে, ঠিক সাপের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে। ফিরিবার সময়েও সকলে ট্রেনযোগেই ১১ মে চণ্ডীগড়ে ফিরিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত চণ্ডীগড় হইতে শিমলায় গিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ), শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণদাস বনচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীজহর চক্রবর্ত্তী, শ্রীচক্রপাণি দাস (চন্দন) ও শ্রীভুবনেশ্বরদাস জিণ্ডেল (নৌঝিলের শ্রীভগবানদাসের পুত্র)।

১০ মে সভাশেষে শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি ও প্রচার-মন্ত্রী শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনান্তে আগামী বৎসরের জন্যও সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভাগমন প্রার্থনা করিয়া ১ মে হইতে ১০ মে পর্য্যন্ত প্রচার-প্রোগ্রাম নির্দ্দিষ্ট থাকিল বলিয়া ঘোষণা করেন।
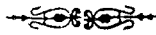
হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামূলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদসহরে দেওয়ান-দেওড়ীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন শুক্রবার হইতে ১ আষাঢ়, ১৬ জুন রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৮ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ১১ জুন কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস ৫।। ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ১২-৩০টায় হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ স্থানীয় মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উৎসবানুষ্ঠানটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত গিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপালদাস বনচারী (শ্রীকালীপদ উপাধ্যায়)। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রী ও বিশাখাপটনমস্থিত

শ্রীচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ তাঁহার শিষ্যদ্বয়—স্বামী শ্রীগোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সহ উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। গৌহাটীর শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী এবং হায়দরাবাদ মঠের পূজারী শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে উত্তরভারতে প্রচার-ভ্রমণান্তে নিউদিল্লী হইতে বরাবর হায়দরাবাদ মঠে একমাস পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ বিজয়-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাদিবসে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সংকীর্ত্তনসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরাজকিশোর পাণ্ডে এবং হায়দরাবাদ সালারজং মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ডক্টর এম্-এল নিগম। শ্রীমঠের আচার্য্য উদ্বোধন ভাষণে বর্ত্তমান অশান্ত বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আনয়নের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অনুশীলন ও বিস্তারের আবশ্যকতার কথা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি সনাতন ধর্ম্মের সঙ্কটকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন বিষয়টী আবেগময়ী ভাষায় বলেন। রাজামুন্দ্রী ও বিশাখাপটনমের অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ স্থানীয় তেলেগু ভাষায় বিষয়টী সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়া বলিলে তেলেগুভাষী শ্রোতাগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। উক্ত দিবস বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও বক্তৃতা করেন। উদ্বোধন কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের সান্ধ্য অধিবেশনে বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'সাধ্য ও সাধন', 'হিংসাপ্রবণ-জগতে শান্তির উপায়'। শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক ভজনকীর্ত্তন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব গুজরাটী ভক্ত শ্রীরমনীকভাই এবং তেলেগু‌দেশীয় ভক্ত স্বধামগত কৃষ্ণা রেড্ডির পুত্রগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উভয়ের বাসভবনে বিভিন্ন দিনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের তত্ত্বাবধানে যাঁহারা বিশেষভাবে সেবা করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণা কর), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া), শ্রীবলভদ্র দাসাধিকারী (শ্রীবজ্রংসিংজী), শ্রীজানকীবল্লভ দাস, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীজগদ্দাসজী, শ্রীরমনীকভাই ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

পাতিপুকুর লেক টাউনস্থ শ্রীকৃষ্ণগোপালজীর মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলন ; ৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর হইতে ৯ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় অবস্থান করতঃ মাসব্যাপী শ্রীদামোদর-ব্রত পালন ও প্রচার-প্রোগ্রাম ।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব-সন্নিধানে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে থাকিয়া যাঁহারা প্রচারানুকূল্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ বলরামদাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ), শ্রীমদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ), শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ), শ্রীঅনঙ্গমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনদাস বনচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ), শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস), শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাস্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরমানাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী (মেচেদা), ভক্ত শ্রীনারায়ণদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীদেবকীনন্দনদাসজী, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীপরমহংস দাস, শ্রীযোগরাজ শেখরি, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত ।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রাচ্য দর্শনসংস্থার সভাপতি পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ—শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ ত্রিদণ্ডী যতিগণ এবং পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযতিশেখর দাসাধিকারী শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী এবং চণ্ডীগড় মঠাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্

নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, দীনহাটা গৌরগোবিন্দ মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, উদালা গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ ও রায়পুর শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

চণ্ডীগড় মঠে অনুষ্ঠান

চণ্ডীগড় মঠে শুক্লা-সপ্তমীতিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ২১ চৈত্র, 8 এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীএ-ডি কোশল, হরিয়াণা রাজ্যসরকারের জলসেচন ও বিদ্যুৎশক্তি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীরামধারী গৌড়, ডক্টর শ্রীবিশ্বনাথ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি-এল্ বর্ম্মা, পাঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীডি-ডি খান্না, মাননীয় বিচারপতি শ্রীটেকচাঁদ, শ্রীএস্-এন্ বাসুদেব, মাননীয় বিচারপতি শ্রীএইচ-আর্ সোধি, শ্রীশম্ভুনাথ পুরী ব্যারিষ্টার, চিফ কমিশনার শ্রীবি-পি বাগচী। ধর্ম্মসভায় আলোচ্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'বিশ্বব্যাপী দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি' ও 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। ২১ চৈত্র, 8 এপ্রিল রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগরভ্রমণ করেন। সান্ধ্যধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেব যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম ঃ—

"আজ শুভবাসরে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হয়েছেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে শ্রীভগবানের সেবার সুযোগ পাব। শ্রীমূর্ত্তি কি করে ভগবান্ হয়, তৎসম্বন্ধে আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যক্তির মনে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। এজন্য অদ্যকার সভায় 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' আলোচ্য-বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। বিষয়টি কঠিন, কিন্তু আলোচনার জন্য সময় কম। দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের বহু দিক থাক্‌লেও আমি সংক্ষেপতঃ কয়েকটি বিষয় আলোচনা ক'রব। আপনাদের বিশেষ অভিনিবেশ প্রার্থনা করছি। প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের ব্যক্তিত্ব আছে কি না? কারণ ব্যক্তিত্ব (Personality) না থাকলে তাঁ'র মূর্ত্তি হতে পারে না। যে বস্তু চেতন-জ্ঞান, তার মধ্যে তিনটি লক্ষণ পাওয়া যাবে—ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি। অচেতনে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি নাই। যাতে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি আছে তাকে ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করতে হবে, তা' অণু হোক কিংবা বিভু হোক। আমি অচেতন হ'লে আমাতে অনুভব থাক্‌তো না, সুতরাং আমি চেতন-জ্ঞান। আমি জ্ঞান হ'লেও পূর্ণজ্ঞান নহি, কারণ পূর্ণজ্ঞান হ'লে তাতে সর্ব্বজ্ঞতা, ব্যাপকতা সবসময়ের জন্য থাকতো। পূর্ণজ্ঞান এক, দুইটী—তিনটী হয় না—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। পূর্ণের বাইরে একটা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে পূর্ণের পূর্ণত্বে হানি করা হবে। পূর্ণের অপর নাম অসীম। অসীমের বাইরে কিছু আছে স্বীকার করলে অসীমকে সসীমে পরিণত করা হবে। সুতরাং অসীম এক, আর যাবতীয় বস্তু তদন্তর্গত, তৎক্রোড়ীভূত বা তদধীন। আমি যদি অসীম হ'তাম, আমার মধ্যে সমস্ত বস্তু থাক্‌তো এবং সমস্ত বস্তুর নিয়ন্তা (controller) আমি হ'তাম। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ নহি, সর্ব্বব্যাপক ভূমা চেতন নহি, কিন্তু আমি চেতন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 'Absolute' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Absolute is for Itself and by Itself'. অর্থাৎ 'পূর্ণ নিজের জন্য নিজে এবং সমস্ত বস্তু তাঁ'র জন্য। কিন্তু আমরা It-God না ব'লে He-God বলি—Absolute is for Himself and by Himself. আমার চিৎসত্তা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র চিৎসত্তা নহে, আমার চিৎসত্তা আপেক্ষিক। সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্র পূর্ণ-চিৎসত্তার চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় আপেক্ষিক চেতন আমি, অণুচেতন আমি, আমার

কারণ পূর্ণচেতন। চেতনের কারণ কখনও জড় বা অচেতন হ'তে পারে না। দু'টি জড়ের সংমিশ্রণে চেতনের উৎপত্তি স্বীকৃত হ'তে পারে না, কারণ যাতে যে বস্তু নেই তা' হ'তে সে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নহে। কাষ্ঠে অগ্নি নেই, ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হলো, সুতরাং নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হলো, এরূপ যুক্তি নিরর্থক। কারণ কাষ্ঠে অগ্নি আছে বলেই উহা অভিব্যক্ত হলো—অব্যক্ত ব্যক্ত হলো, কিন্তু নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হলো না—অস্তিত্বই অস্তিত্বের হেতু। তদ্রূপ জ্ঞানই জ্ঞানের হেতু, অজ্ঞান নহে। আমার চিৎসত্তায় তিনটি ভাব বিদ্যমান—বোধভাব, সত্তাভাব, আনন্দভাব। নিত্য-বোধ-আনন্দময় সত্তা 'আত্মা' শব্দ-দ্বারা সংজ্ঞিত। আমি আত্মা, আমার কারণ যিনি—তিনি শ্রেষ্ঠ আত্মা বা পরমাত্মা। ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতিযুক্ত ব্যক্তিত্বের কারণ ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতিযুক্ত ব্যক্তিত্ব ছাড়া তৎবিপরীত ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি-রহিত সত্তা হ'তে পারে না। কারণ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও অনুভূতিযুক্ত পূর্ণ ব্যক্তিত্বই ভগবান্। 'ব্যক্তি' বল্লেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার তিন মানের মধ্যে এসে গেল—সসীম হয়ে গেল, এরূপ ধারণা অজ্ঞতা-প্রসূত। মায়িক ব্যক্তিত্বে হেয়তা দেখে কারণ-ব্যক্তিত্বে তা' আরোপ করতে যাওয়া মূর্খতা। ভগবান্ ব্যক্তি, কিন্তু অসীমব্যক্তি। তিনি ভক্তগণের প্রেমাস্পদ মধ্যমাকার-বিশিষ্ট হয়েও বিভু হ'তে বিভু, আবার অণু হ'তেও অণু—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিবিশিষ্ট, ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। তিনি প্রাকৃত-বিশেষ-রহিত বলে নির্ব্বিশেষ, আবার অপ্রাকৃত বিশেষযুক্ত বলে সবিশেষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'ব্রহ্ম' অপাদান (পঞ্চমী বিভক্তি), করণ (তৃতীয়া বিভক্তি) ও অধিকরণ (সপ্তমী বিভক্তি)—তিনটি কারকযুক্ত সবিশেষরূপে নিরূপিত হয়েছেন। যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।" "যা' হ'তে সমস্ত জীবের উৎপত্তি, যদ্দ্বারা সমস্ত জাত জীবের সংরক্ষণ, যা'তে সমস্ত জীবের গতি, তা'কে বিশেষরূপে জান, তিনি কেবল ব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম সবিশেষ (Person)। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥'—গীতা ১৪।২৭। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয় বা কারণ আমি। 'প্রতিষ্ঠা' —'প্রাচুর্য্য' অর্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে আনন্দের প্রাচুর্য্য রয়েছে। ব্রহ্ম তরল-আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ঘনীভূত আনন্দ-স্বরূপ। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে তাঁ'র অংশ (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ) এবং অন্যত্র তাঁ'র পরাপ্রকৃতি সম্ভূত (ইতস্তু অন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ) বলেছেন। সুতরাং গীতার সিদ্ধান্তানুযায়ী জীব শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতিসম্ভূত অংশ। পূর্ব্বে বলা হয়েছে আমি জ্ঞান, আমাতে তিনটি ভাব আছে—সত্তাভাব, বোধভাব ও ক্রিয়াভাব (আনন্দভাব)। আমার কারণ বৃহৎচেতনে—বৃহৎ সত্তা, বৃহৎ জ্ঞান ও বৃহৎ আনন্দ রয়েছে। উভয়েই সচ্চিদানন্দময় হ'লেও জীবে প্রকৃতিগত অণুসচ্চিদানন্দময়তা আর ভগবানে বস্তুগত বিভু-সচ্চিদানন্দময়তা। জীবসত্তার ব্যক্তিত্ব মানি, কিন্তু ভগবানের ব্যক্তিত্ব মানি না—এর যুক্তি নাই।

বৈদিক সংস্কৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই—পার্থিব প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে চেতনের বা ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান বেদে স্বীকৃত হয়েছে, যা' পৃথিবীর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমতে দৃষ্ট হয় না। জড়বিজ্ঞানের কৃতিত্বের মহিমায় দৃপ্ত আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ এই বৈদিক সূক্ষ্মবিচারের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে না পেরে বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে পারেন। বুদ্ধির জাড্যহেতু তাঁ'দের সূক্ষ্মানুভূতির যোগ্যতা ক্রমশঃ লুপ্ত হ'তে থাকায় এরূপ বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাঁ'রা মনে করে থাকেন তাঁ'দের মত বিজ্ঞ কেহ নাই। গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পরাপ্রকৃতি বা চিচ্ছক্তি জগৎকে ধারণ করে রেখেছে। অপরা বা জড়াপ্রকৃতির নিজেকে ধারণ ক'রে রাখবার কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। জগতে যাবতীয় বস্তু চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই রক্ষিত হচ্ছে, নতুবা রক্ষিত হয় না। স্থূল দর্শনে সূর্য্যকে জড় বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই সূর্য্যের অস্তিত্ব ; উক্ত অধিষ্ঠিত চেতনকে সূর্য্যদেবতা বলে। তদ্রূপ বরুণের বাহ্যরূপ জল, কিন্তু তাঁ'র স্বরূপ বরুণদেব, পবনের বাহ্যরূপ প্রবাহিত বায়ু, কিন্তু তাঁ'র

স্বরূপ পবনদেব, গঙ্গাব বাহ্যরূপ প্রবাহিত জল, কিন্তু তাঁ'র স্বরূপ গঙ্গাদেবী। সমুদ্রের বাহ্যরূপ বিশাল জলরাশি, কিন্তু তৎপশ্চাতে সমুদ্রের চিৎস্বরূপ ব্যক্তিত্ব রয়েছে যেজন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে লক্ষ্য ক'রে বাণ উত্তোলন করলে সমুদ্র রূপ ধারণ ক'রে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পূজোপহারহস্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করেছিলেন। প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীরামায়ণে এইপ্রকার বর্ণন আমরা পাই। বাল্মীকি ঋষি অর্ব্বাচীনের মত বর্ণন করেন নাই। গঙ্গাজলের পশ্চাতে আছেন গঙ্গাদেবী, এজন্য গঙ্গার পূজা হয়। পূজা-গ্রহণকারী না থাক্‌লে পূজা নিরর্থক। বিশ্ব ভগবানের রূপ, কিন্তু স্বরূপ নহে। বিশ্ব ভগবানের শক্তির অভিব্যক্তি এই বিচারে ভগবানের রূপ। এসবকে hallucination মনে করা ভুল হবে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষাকালে মায়েরা সব রামায়ণ শুনবার জন্য আমাকে বাংলা রামায়ণ (কৃত্তিবাসী) পাঠ করতে বল্‌লে আমি ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে রথে চড়ে যুদ্ধের প্রসঙ্গ পাঠ কর্‌ছিলাম। এমন সময় উক্ত বাড়ীর কলিকাতা হ'তে সদ্য আগত বি-এ পাশ একটি যুবক ছেলে দর্পণের সম্মুখে কেশ বিন্যাস করতে করতে রামায়ণের উক্ত প্রসঙ্গ শুনে অট্টহাস্য করে বল্লেন,—'আরে—সব গাঁজায় দম দিয়ে লেখা। রথ ত' মাটীতে চলে, রথ কি কখনও আকাশে চলে? যেম্‌নি শ্রোতা, তেম্‌নি বক্তা, তেম্‌নি লেখক।' কিন্তু পরবর্তিকালে যখন প্রথম বিমান আবিষ্কৃত হলো, তখন এঁদেরকেই সগৌরবে বলতে শোনা গিয়েছে—'হাঁ, আমাদেরও এই সংস্কৃতি ছিল—বিজ্ঞান ছিল।' 'ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ'। মূর্খ যারা, তারা হ'য়ে গেলে পরে বুঝে। রামায়ণ, মহাভারতাদি আমাদের বহু শাস্ত্রে বিমানের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কালচক্রে কখনও কোন বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, আবার কখনও লুপ্ত হ'য়ে যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ এইভাবেই আবহমানকাল চল্‌ছে। অন্যের কথা কি আর বল্‌বো, একসময় আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি, ভি, রমণের সহিত আলাপ ক'রে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। বহুদিন পূর্ব্বের কথা বলছি, আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর নামে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও প্রচুর পক্ষপাতদুষ্ট সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়। ডাঃ রমণকে যখন আমি মঠের পক্ষ হ'তে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌তে অনুরোধ জানালাম, তখন তিনি বল্লেন—"যাকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাকে আমি মানি না। আমার experience-এর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত আমি কোন কিছুর জন্য বৃথা সময় দিতে ইচ্ছুক নহি। ভগবান্‌কে চাক্ষুষ দেখাতে পার ত' সময় দিব, নতুবা নহে।" তদুত্তরে আমি বল্লাম—"সবকিছু কি আমার experience-এ আসে? দেওয়ালের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না ব'লে যদি আমি বলি দেওয়ালের বাইরে কিছু নেই, তা' হ'লে কি আমার এই বিবৃতি সত্য হবে? আপনি যে বৈজ্ঞানিক-সত্য উপলব্ধি করেছেন, তা' আমাদের বোধের মধ্যে আসছে না ব'লে যদি আমরা বলি 'মানি না', তা' হ'লে কি ঠিক হবে?" তখন তিনি বল্লেন—"আমি যন্ত্রের সাহায্যে বাইরের বস্তু দেখবো ও দেখিয়ে দেবো। আমি যে বৈজ্ঞানিক-সত্য উপলব্ধি করেছি তা আমি চাক্ষুষ দেখিয়ে দিব। তবে যে Process-এ (প্রণালীতে) আমি উহা উপলব্ধি করেছি, সেই Process-এ তোমাদিগকেও আস্‌তে হবে।" তখন আমি বল্লাম—"যন্ত্রেরও ত' একটা সীমা আছে। যন্ত্রের সাহায্যে যা experience-এর মধ্যে এলো না, তা' কি মানবো না? না মান্‌লে কি ঠিক হবে? আপনি বল্লেন আপনার Process-এ এলে আপনি আপনার উপলব্ধি সত্য বুঝিয়ে দেবেন। একথা কি অপর পক্ষ ঋষিগণ বলতে পারেন না, তাঁ'দের Process-এ এলে—সাধন-প্রণালী গ্রহণ কর্‌লে, তাঁ'রাও পরমাত্মা দর্শন করিয়ে দিবেন!" আগে উপলব্ধি করিয়ে দাও, পরে তদ্বিষয়ে যত্ন করবো, সাধন করবো, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিশেষরূপে গ্রহণ করেছে যে রূপ তাঁকে বিগ্রহ বলে। লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার এই মুখ্য ছয় প্রকার অবতার ছাড়াও ভগবান্ জগজ্জীবকে নিজসেবা প্রদানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক অর্চ্চ্যা শ্রীবিগ্রহরূপেও আবির্ভূত হন। এইপ্রকার কৃপাময় অবতার

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৩৯৮
৭ হৃষীকেশ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৬শে আষাঢ় ১৩৩৬, ১০ই জুলাই ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ৭।৭।২৯ তারিখের কার্ড অদ্য কৃষ্ণনগরে পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমি অশ্লেষা ও মঘার জন্য গতকল্য ও অদ্য পর্য্যন্ত কলিকাতা যাই নাই। আগামীকল্য বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় কলিকাতা পেঁ ৗছিব, স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বেই আপনাকে গোদ্রুম উৎসবের কথা জানাইয়াছি।

কলিকাতা হইতে অপ্রাকৃত প্রভুর লিখিত বাসুদেবের নামীয় পত্রে জানিলাম যে, তীর্থ, বন, দাশরথী ও সর্ব্বেশ্বর প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য কটক যাত্রা করিয়াছেন। আপনারা গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া ফিরিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

নি * * যাহাতে উৎসাহের সহিত নিজ-কর্ত্তব্য করিতে করিতে হরিসেবা করেন,—এইরূপ উপদেশই তাঁহাকে সর্ব্বদা দিতে হইবে। ভ * * র সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে। তিনি কতকগুলি অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্রহ্মচারী-নামধারী লোকের ও রা * * র কথায় চঞ্চলমতি হইয়া ত * * ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় আপনাদিগের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার পরামর্শ দিয়াছি। তিনি গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়াছেন, তবে এখন তাঁহার কি বিচার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মোটের উপর আমাদের

আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্যপ্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক হই। কোমল-শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O এ, কে, সরকার
৪৮নং বাংলো, ফৈজাবাদ (ইউ, পি,)
৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৬, ২১ অক্টোবর ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু, —

শ্রী * * র নামীয় ১৫।১০।২৯ তারিখের আপনার লিখিত পত্র পাইয়াছি। আমরা গত পরশ্ব বারাণসী হইতে ফৈজাবাদে আসিয়া পেঁীছিয়াছি। * * প্রভৃতি সাতমূর্ত্তি গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্য তাঁহারা তথায় পেঁীছিয়াছেন। এইখানে আমরা সাতমূর্ত্তি অমূল্য বাবুর আশ্রয়ে বাস করিতেছি। এক সপ্তাহ পরে নৈমিষারণ্য মহোৎসবের জন্য যাত্রা করিব, ইচ্ছা আছে। এখানে গতকল্য হইতে শীত দেখা দিয়াছে, তবে দিবসে বেশ গরম আছে। দিল্লীতে এই সময় যাইতে পারিব কি না, এখনও স্থির করি নাই।

আশা করি, আপনি শ্রীনামানন্দে ভজনাদি করিতেছেন। বিধি-বিচারে মর্য্যাদা-পথের ব্যবহারিক কার্য্যে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করিতে হয়। পত্রের শিরোদেশে সম্বোধনাত্মক নাম-মহামন্ত্র লিখিবার বিধি সঙ্গত নহে। ঐরূপ লিখিলে লেখকের মহামন্ত্রের উপদেষ্টার অভিমান আসিতে পারে। তবে প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে "রাধে রাধে" শব্দদ্বারা বৈষ্ণবের আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার উল্লেখ সম্মান করা হয়। ছড়াসৃষ্টিকর্ত্তাগণকেও নানাপ্রকার নবকল্পিত ছড়া লিখিতে দেখা যায়। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

অষ্টাদশঃ কিরণঃ—সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসমহিমা

ভীষ্মঃ কৃষ্ণম্ [১।৯।৩৩]

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেহনবদ্যা ॥১॥

[১।৯।৪১-৪২]

মুনিগণনৃপবর্যসঙ্কুলেহন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা ॥২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

মহিমা ব্রজলীলায়া দূরোতোঽপি নিষেবিতঃ।
যৈর্যৈস্তান্ দণ্ডবন্নৌমি ভক্তান্ ভীষ্মার্জ্জুনাদিকান্ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, আহা আমি কৃষ্ণের এই ত্রিভুবন-কমনীয় তমালবর্ণ রূপ দেখিতেছি। সৌরকিরণের ন্যায় গৌরবসন ধারণ করিয়াছেন। অলকাসমূহদ্বারা আবৃত বদনকমল-সুশোভিত বপু। অর্জ্জুনের সখা

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ।।৩।।

কৌরবঃ স্ত্রিয়ম্ [১।১০।২৬]

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ।।৪।।

[১।১০।২৮]

ন্যূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ।।৫।।

দ্বারকাবাসিনাং প্রজাঃ [১।১১।৭-৯]

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
পশ্যেম রূপং তব সর্ব্বসৌভগম্ ।।৬।।

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবে-
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ।।৭।।
কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্ ।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ।।৮।।

অর্জ্জুনঃ যুধিষ্ঠিরম্ । [১।১৫।৭]

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাম্ ।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাঽধিগতা চ কৃষ্ণা ।।৯।।

[১।১৫।১১-১২]

যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ-
দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ।।১০।।

এই কৃষ্ণে আমার নিরুপাধিক রতি হউক ।। ১ ।।

মুনিসমূহ ও বড় বড় রাজা দ্বারা শোভিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় যিনি পূজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব আত্মার আত্মা এই কৃষ্ণ আমার মরণ-সময়ে দৃষ্টিগোচর হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর ভাগ্য কি ।। ২ ।।

এক সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থিত জলে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরধারীদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে যে এক পরমাত্মাকে মনঃকল্পিত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া দ্বৈত ভ্রম হয়, সেই ভেদ-মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক পরমাত্মাকে এই কৃষ্ণের অংশ বলিয়া জ্ঞাত হইলাম। সেই জন্মরহিত এই কৃষ্ণে আমি ভক্তিপূর্ব্বক অধিগত হইলাম, অর্থাৎ শরণাগত হইলাম ।। ৩ ।।

অহো যদুকুল যথেষ্ট শ্লাঘনীয়। মধুবন অর্থাৎ মথুরামণ্ডল যথেষ্ট পুণ্যতম। যেহেতু এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রীপতি স্বীয় জন্মদ্বারা ও ভ্রমণবিহার দ্বারা তথায় নিত্য বিচরণ করিতেছেন ।। ৪ ।।

কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান, হোম ইত্যাদি শুভকর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চ্চন করিয়াছিলেন, কেন না যাঁর অধরামৃত ব্রজস্ত্রীগণ পান করিয়া মুহু-র্মুহু মোহিত হইতেন, সেই অধরামৃত ইঁহারাও পান করিবার অধিকার পাইয়াছেন ।। ৫ ।।

দেবতাদিগের দুর্ল্লভদর্শন এই কৃষ্ণের প্রেমস্মিত ও স্নিগ্ধ নিরীক্ষণময় সর্ব্বসৌভগ রূপ আমরা দর্শন করিতেছি, সুতরাং আমরা সনাথ হইয়া আনন্দ লাভ করিতেছি ।। ৬ ।।

হে পদ্মনয়ন ! হে অচ্যুত ! যে সময়ে তুমি সুহৃদ্গণকে দর্শনের জন্য কুরুরাজ্য বা মথুরামণ্ডলে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া সূর্য্য বিনা চক্ষের ন্যায় আমাদের ক্ষণসকল বৎসরের ন্যায় কষ্টে অতিবাহিত হয় ।। ৭ ।।

হে নাথ ! তুমি অধিক দিন বিদেশে গেলে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা অখিলতাপশোষক সুন্দর হাসশোভিত মনোহর সুন্দর বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে জীবিত থাকি ।। ৮ ।।

যাঁহার সংশ্রয়বলে স্মরদুর্ম্মদ সয়ম্বর-সভায় দ্রুপদগৃহাগত রাজাদিগের তেজ সজ্জীকৃত ধনুর্দ্বারা

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
বিস্মাপিতঃ সগিরিজোহস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যোহপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্ ॥১১॥

[১।১৫।১৬]
যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃত্রিগর্তশলসৈন্ধববাহিলাকাদ্যৈঃ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥১২॥

[১।১৫।১৮]
নর্ম্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হে হর্জ্জুনসখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্ত্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥১৩॥

[১।১৫।২১]
তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোহহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্-হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্ ॥১৪॥

আমি হরণ করিয়াছিলাম এবং মৎস্য বিদ্ধ করতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৯ ॥

যিনি আমাদের বনবাসের সময় বনে আসিয়া অবশিষ্ট শাকান্ন ভোজন করতঃ শত্রুপ্রেরিত দুর্ব্বাসার ক্রোধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অযুতাগ্রভুক্‌মুনি সদলবলে জলস্নান করিতে করিতে ত্রিলোকীকে তৃপ্ত মনে করিয়া আর ভোজন করিতে আসিতে সাহস করেন নাই ॥ ১০ ॥

যাঁহার তেজে ভগবান্ গিরিজার সহিত শূলপাণি আমার সহিত যুদ্ধে বিস্মাপিত হইয়া নিজ পাশুপদস্ত্র আমাকে দিয়াছিলেন এবং অন্য দেবতাগণও আমাকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই কলেবরেই আমি মহেন্দ্রভবনে অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলাম ॥১১

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, নপ্তা, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত, শল্য, সৈন্ধবজয়দ্রথ, বাহিলাকাদি কর্ত্তৃক নিরূপিত মহিমা অমোঘ অস্ত্রসকল আমার উপর প্রযুক্ত হইলেও যাঁহার হস্তদ্বয়মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—নৃহরিদাস প্রহলাদকে অসুর-দিগের অস্ত্র যেরূপ স্পর্শ করে নাই তদ্রূপ ॥ ১২ ॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! হে সখে! হে কুরু-নন্দন! এইরূপ উদার রুচির স্মিতশোভিত কৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী বাক্যসকল হে নরদেব! এখন স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

দেখুন, আমার হস্তে সেই গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে, সেই অস্ত্রসকল আছে; সেই রথ সেই ঘোটকসকল এবং সেই রথী আমি এখনও বর্ত্তমান। রাজাগণ যাহা দেখিয়া আমাকে নমস্কার করিত; দেখুন এক-ক্ষণের মধ্যে কৃষ্ণহীন হইয়া সকল ভস্মে ঘৃত দেওয়ার ন্যায় নিরর্থক হইয়াছে। যেরূপ উষর ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া কোন শষ্য উৎপন্ন করা যায় না, তদ্রূপ সেই সকল কুহকপ্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় নিরর্থক হইল ॥১৪

(ক্রমশঃ)
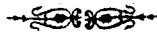
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

পাঠান বৈষ্ণব শ্রীবিজলী খাঁন

(৭২)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীবিজলী খাঁন জাতিতে পাঠান মুসলমান হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম-সাময়িক (ইং পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্গত) হইবেন। ইঁহার পিতা রাজার ন্যায় ধনী ছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপা কিভাবে লাভ

করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরথযাত্রা দর্শনান্তে যে বৎসর শ্রীক্ষেত্র হইতে ঝারিখণ্ডের নির্জ্জন বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও এক-জন ভৃত্য ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ নীলাচল হইতে শতগুণ, মথুরাধামে পৌঁছিলে উহা সহস্রগুণ এবং ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশবন-ভ্রমণে লক্ষগুণ বৃদ্ধি হয়। ব্রজ-মণ্ডলে দ্বাদশবন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অক্রূর-ঘাটে আসিয়া যমুনায় ঝম্প প্রদান করিয়া দীর্ঘসময় ডুবিয়া থাকিলে রাজপুত বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস—যিনি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে ছিলেন—আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। চিৎ-কার শুনিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সত্বর তথায় আসিয়া মহাপ্রভুকে জল হইতে উঠাইলেন। মহাপ্রভুর ঐ প্রকার প্রেমবিকার দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভীত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্ম-ণের সহিত পরামর্শান্তে মাঘমাসে মকর-পঞ্চদশী পূর্ণিমা-স্নানের যোগের কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাতীর পথে সোরো-ক্ষেত্র হইয়া প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরপথবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। মহাপ্রভু পথশ্রান্তিবশতঃ পথে এক বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসিলেন। সেই বৃক্ষের নিকটে বহু গাভীকে বিচরণ করিতে দেখিয়া মযাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি হইল। অকস্মাৎ কোন গোপ বংশীধ্বনি করিলে মহাপ্রভু মহাপ্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রেমের বিকারবশতঃ তাঁহার মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে লাগিল এবং নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হইল। এমন সময় পাঠান বিজলী খাঁন দশজন অশ্বা-রোহী সৈন্য লইয়া তথায় উপনীত হইল। মহাপ্রভুর ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া বিজলী খাঁন বিচার করিল নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসীর কাছে অনেক সুবর্ণ ধন ছিল, এই চারিজন* দস্যু একে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া এর সব ধন লুট করিয়া লইয়াছে। তিনি চারিজনকে বান্ধিয়া মারিতে গেলে গৌড়ীয়া দুইজন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ ভীত না হইয়া উপস্থিত-বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ বিজলী খাঁনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে—তিনি মাথুর ব্রাহ্মণ, যে যতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি তাঁহার গুরু, বাদশাহের কাছে একশত লোক আছে, ব্যাধির দরুণ যতি কখনও মূর্চ্ছিত হন, কখনও আবার সুস্থ হন; তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই যতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে; তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত সত্য জানা যাইবে। পাঠান বলিল,—'তোমরা দুইজন মাথুর ব্রাহ্মণ কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, এই দুইজন গৌড়ীয়া ভয়ে কাঁপি-তেছে কেন, নিশ্চয়ই ইহারা দোষী হইবে।' রাজপুত কৃষ্ণদাস বিপদ বুঝিয়া পাঠানকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—'আমার ঘর এই গ্রামে, নিকটেই, আমার দুইশত সৈন্য আছে, একশত কামান আছে, এখনই চিৎকার করিলে তাহারা আসিয়া পড়িবে, তোমাদের সব লুটিয়া লইবে, গৌড়ীয়ারা বাটপাড়, না তোমরা বাটপাড়, তীর্থবাসীকে লুট করাই তোমাদের কার্য্য'। ঐরূপ নির্ভীক বাক্য শুনিয়া পাঠানের মনে ভয় ও চিন্তা আসিল। ইতোমধ্যে মহাপ্রভুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে তিনি মহাপ্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে 'হরি', 'হরি' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহা-প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া ও অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া পাঠানগণ ভয় পাইয়া চারিজনকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মহা-প্রভুকে নিজগণের বন্ধন দেখিতে হয় নাই। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আশ্বস্ত করিয়া বসাইলে পাঠান মুসলমানগণকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হই-লেন। পাঠানগণ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সন্দেহের কথা জানাইয়া বলিলেন—চারিজন ঠগ মহাপ্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়া সব লুটিয়া লইয়াছে। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন—

* চারিজন :—কৃষ্ণদাস রাজপুত, মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সনোড়িয়া বিপ্র, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গি-ব্রাহ্মণ।

তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার নিকট কোন ধন নাই, চারিজন তাঁহার সঙ্গী, মৃগী ব্যাধিতে কখনও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন, চারিজন তাঁহাকে দয়া করিয়া রক্ষা ও পালন করেন। পাঠান ভৃত্যগণের মধ্যে কালবস্ত্র পরিহিত একজন নিজেকে পীর বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর দর্শনে প্রীত হইয়া কিছু শাস্ত্রবিচার করিলেন। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্রানুযায়ী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদেরই শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া প্রথমে ভগবানের সবিশেষত্ব, পরে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগবিচারাদি সব খণ্ডন করিয়া ভগবৎপ্রেমই যে জীবের **সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন,** তাহা স্থাপন করিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়াই পাঠানগণ প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সাধ্য-সাধন বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহারা আরও আকৃষ্ট হইলেন। শাস্ত্রবিচারক পাঠানের জিহ্বায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃষ্ণনামের উদয় হইল। মহাপ্রভু পাঠান-পীরের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তাঁহার কোটীজন্মের পাপ ধ্বংস হইয়াছে, তিনি পবিত্র। মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণনাম করিতে বলিলে সকলেই কৃষ্ণনাম করিলেন। শাস্ত্রবিচারক পাঠানকে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস। রাজকুমার বিজলী খাঁন ভৃত্যপাঠানের সৌভাগ্য দেখিয়া নিজেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকেও কৃপা করিলেন।

> তাঁ সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
> সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
> পাঠান-বৈষ্ণব বলি' হইল তার খ্যাতি।
> সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
> সেই বিজলী খাঁন হইল মহাভাগবত।
> সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥
>
> —চৈঃ চঃ ম ১৮।২১০-১২

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণাশ্রিত ষড়্গোস্বামীর অন্যতম পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিচরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাখ্য বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থের প্রথম মঙ্গলাচরণশ্লোকেই লিখিতেছেন—"আমি সাধুগণের অর্থাৎ সদাচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের আবশ্যক কর্ম্ম অর্থাৎ অবশ্যকৃত্যকর্ম্মসকল নিখিলশাস্ত্র হইতে আহরণপূর্ব্বক সেই শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণেরই পরমানন্দ বর্দ্ধনার্থ অনায়াসে লিখিবার জন্য, যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিজ ব্রজ-প্রেমসম্পদ্ বিতরণার্থ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"

অতঃপর তৎপরবর্ত্তী ২য় শ্লোকে লিখিতেছেন—

> "ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য
> শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
> গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্
> রূপসনাতনৌ চ ॥"

অর্থাৎ ভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ (সরস্বতীপাদের) শিষ্য গোপালভট্ট শ্রীরঘুনাথ দাস ও রূপসনাতনের সন্তোষবিধানার্থ 'ভক্তির বিলাস' আহরণ করিতেছে।"

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদকৃত 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় 'ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে' বাক্যাংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে—

"বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান্ ভেদান্ চিনুতে সমাহরতি" অর্থাৎ পরমবৈভবরূপ ভেদসমূহ চয়ন করিতেছে। 'ভেদ' অর্থে বৈশিষ্ট্য—কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবিচার হইতে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য। এস্থলে গোস্বামিপাদ তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম জ্ঞাপন করিয়াছেন—'ভক্তিবিলাস'।

আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতনকৃত গ্রন্থচতুষ্টয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই ঃ—

"হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী, আর দশমচরিত॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৩৫

উপরিউক্ত 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের অনুভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"'হরিভক্তিবিলাস'—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর রচিত এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সমাহৃত বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ বিংশবিলাসে সমাপ্ত। ১ম বিলাসে—গুরু শিষ্য ও মন্ত্র ; ২য় বিলাসে—দীক্ষা ; ৩য় বিলাসে—সদাচার, স্মরণ ও শুচি (স্নান ও সন্ধ্যা) ; ৪র্থ বিলাসে—সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা ও গুরুপূজা ; ৫ম বিলাসে—আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তি ; ৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক আবশ্যক কৃত্য ; ৭ম বিলাসে—শ্রীবিষ্ণুপূজাযোগ্য পুষ্পবিবরণ ; ৮ম বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার ও অপরাধস্খালন ; ৯ম বিলাসে—তুলসী, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য ; ১০ম বিলাসে—ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বা সাধু ; ১১শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচন, ভক্তিমাহাত্ম্য ও শরণাগতি ; ১২শ বিলাসে—একাদশীবিধি ; ১৩শ বিলাসে—উপবাস, মহাদ্বাদশীব্রত ; ১৪শ বিলাসে—নানামাসে নানাকৃত্য ; ১৫শ বিলাসে—নির্জ্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রাধারণ, চাতুর্ম্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণা দ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী ; ১৬শ বিলাসে—কার্ত্তিক কৃত্য বা দামোদর (ঊর্জ্জা)-ব্রত, দীপদানাদি, গোবর্দ্ধনপূজা, রথযাত্রা ; ১৭শ বিলাসে পুরশ্চরণ, জপ ও মালা ; ১৮শ বিলাসে—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রকার ; ১৯শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপন ও তৎস্নপনাদি ; ২০শ বিলাসে—শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাদি ও ঐকান্তিক ভক্তকৃত্য বর্ণিত আছে।"

*　　　*　　　*

"'*হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের কিয়দংশ যাহা শ্রীল* গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার বিবরণই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ) মধ্য ২৪শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীগোপালভট্ট-সঙ্কলিত গ্রন্থে বৈষ্ণবস্মৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামীর বিপুল স্মৃতিসংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিকবিষয়সমূহ গুম্ফিত হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমের বা শ্রীসনাতনের শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রকাশিত হইলেই বৈষ্ণবসমাজে সকল ব্যবহারিক অভাব বিদূরিত হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিবিলাস' গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্তকুলের প্রাবল্যে এই 'ভক্তিবিলাস' গ্রন্থদ্বারা সকল ব্যবহারিক কার্য্যের মীমাংসা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন গোস্বামিলিখিত নিজসঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাসের টীকা 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকার কিয়দংশ, যাহা বর্ত্তমানকালের 'ভক্তিবিলাস' গ্রন্থের টীকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা শ্রীগোপীনাথ পূজাধিকারীর সঙ্কলিত 'দিগ্‌দর্শিনী' বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করেন। এই শ্রীগোপীনাথ বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-সেবারত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য।" (চৈঃ চঃ ম ১।৩৫ 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে কহিতেছেন—

"পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তিসঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবআচার।
'ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র' করি' করিহ প্রচার॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯৬-৯৮

এই 'ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র'—'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' (অঃ প্রঃ ভাঃ)। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদও উপরিউক্ত ৯৭ ও ৯৮ সংখ্যক পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার—শ্রীদশম স্কন্ধের টিপ্পনী, 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী' ও বৃহদ্‌ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক (১) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার—বৃন্দাবনের কুণ্ডাদি ও অন্যান্য স্থানের নিরূপণ, (৩) বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা—শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন-

পূর্ব্বক সেবার প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব-আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন,—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক সেবাভার শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রদান করিলেন।"

অতঃপর আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২৪শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুসমীপে শ্রীল সনাতনের 'বৈষ্ণবস্মৃতি' সম্বন্ধে সদৈন্যে জিজ্ঞাসা ও শ্রীমুখের উপদেশ-শ্রবণেচ্ছা—এইরূপ জানিতে পাই—

"পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে।
'প্রভু, আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণবস্মৃতি করিবারে।।
মুঞি নীচজাতি, কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার।।
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ।।
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে।।' "

তখন মহাপ্রভু কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) 'যে করিতে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ।।
তথাপি এই সূত্রের শুন দিগ্‌দরশন।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ।।
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য—ভগবান্, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ।।
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন।।
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদিবন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-চক্রাদিধারণ।।
গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন।।
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন।।
শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ আর শালগ্রাম-লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন।।
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন।।
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন।।
পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন।।
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ।।
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ।।
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-দ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী।।
এই সবে বিদ্ধাত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লম্ভন।।
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ।।
'সামান্য'-সদাচার, আর 'বৈষ্ণব' আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য 'স্মার্ত্ত'-ব্যবহার।।
এই ত' সংক্ষেপে কহিলুঁ দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ।।
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ।।"

—চৈঃ চঃ ম ২৪।৩১৯-৩৪১

[শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে তৎপ্রিয়তম শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে বৈষ্ণব-স্মৃতির সূত্র বর্ণন ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উপরিউক্ত ৩২৪ হইতে ৩৩৯ সংখ্যক পয়ারের 'অনুভাষ্য' নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত স্মৃতি-বাক্য সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা লব্ধ হইতে পারিবে।]

'গুরু-আশ্রয়ণ' (চৈঃ চঃ আ ১।৩৫ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)—"অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। তৎসঙ্গ-ফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাববিশেষে এবং ভজন-মার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তিপ্রার্থিগণের রুচিপ্রধান-পথই প্রশস্ত, অজাতরুচিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ নহে। এত-

দুভয়ের প্রাক্তন শ্রবণগুরুই সেই সেই ভজনবিধি-শিক্ষাগুরু হন। মন্ত্রগুরু এক; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এবিষয়ে শ্রবণগুরুসঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্রদীক্ষাই অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণ লাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন?—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।"

'দীক্ষাগুরু'তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে হইবে—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপে হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৪৪-৪৫

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুতঃ বিলাস-স্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব।"

'আচার্য্যং মাং বিজনীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥'

—ভাঃ ১১।১৭।২৭

অর্থাৎ 'ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না, গুরু সর্ব্বদেবময়।' (—চৈঃ চঃ আ ১।৪৬ অনুভাষ্যধৃত 'গুরু-আশ্রয়ণ' প্রসঙ্গে ভাগবত-বাক্য)

"বর্ণাশ্রমাচারী ও তদিতরগণের কৃষ্ণভক্তি-লক্ষণরূপ স্বধর্ম্ম শুনিয়া উদ্ধব সেই ভক্তির অনুষ্ঠান-বিষয়ে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ণিগণের স্বভাব বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাস-প্রসঙ্গে গুরুর প্রতি ব্যবহার বলিতেছেন,—

শ্রীভগবান্‌ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যাভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্য-ভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিশেষ জানিবেন। গুরু কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্যসেবকভাবরহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এরূপ বলেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৩ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধ-ভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" তদনুগ শ্রীবিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবস্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন; কিন্তু যিনি

সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্য-দাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।"
—চৈঃ চঃ আ ১।৪৬ অনুভাষ্য

"যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনহীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্তগুরু ও ভজনানুকুল বিবেকদাতা চৈত্ত্য-গুরুভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্যসাধন-ভেদে ভজন-শিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষা-গুরু অভিধেয়বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব, তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণের 'রূপ ও স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎ পাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ ও তৎপ্রেষ্ঠ পাদসেবাধিকার-দাতা।" (চৈঃ চঃ আ ১।৪৭ অনুভাষ্য)

গুরু-লক্ষণ (পাদ্মে)—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদ-বৈষ্ণবঃ।।" ভাঃ ৭।৩২।১১ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যব-হারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" মহাভারত টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—'শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরু-পদের যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হইবেন এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্-ব্রাহ্মণ-গুরুগণ আপনারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহা-ভাগবত' বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর-নাম, মন্ত্র ও উপাসনা-বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্চ্চন, মন্ত্র-পঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসংকীর্ত্তন, সেবাচিহ্ন-দ্বারা গাত্রাঙ্কন, বৈষ্ণবারাধন সম্পন্ন—এই নবেজ্যা কর্ম্মকারক এবং উপাস্য ভগবান্, তৎপরমপদ, তদ্-দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা ;—এই অর্থ পঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। "তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্ম-কারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।" এইরূপ মহাভাগবত-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনিই 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও 'অবৈষ্ণব' হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্য-বিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রাহ্মণ্য নাই ; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিক-দৃষ্টিতে শৌক্র-বর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্য্যকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপর-বর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরুপদের যোগ্য-তায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রেই জগতের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া অনেকে লৌকিকদৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোনদিনই অভাব হয় না।

শিষ্যলক্ষণ ঃ—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥"

প্রাকৃত অভিমানবশবর্ত্তী না হইয়া যিনি কাম-ক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব-বিচার গ্রহণে নিপুণ এবং প্রাকৃত-বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিশূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরুপাদ-পদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত, ধৈর্য্যশীলতাক্রমে অচঞ্চল, পরমার্থ-জিজ্ঞাসাপর, গুণসমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নহেন এবং অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধিনী বৃথা কথায় প্রমত্ত না হইয়া হরিকথায় স্থিরবুদ্ধি, তিনিই 'শিষ্য' হইবার যোগ্য।

দোঁহার পরীক্ষণ,—যে অপ্রাকৃত বস্তু শিষ্যের আবশ্যক, তাহার ভিক্ষু অর্থাৎ প্রার্থী হইয়া যখন তিনি গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে গমন করেন, তখন সেই বস্তু কোন গুরু-যোগ্যজনে আছে কিনা এবং কি পরিমাণে আছে, তাহা শিষ্যের একবর্ষকাল দেখা উচিত। শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কিরূপ, তাহা গুরুও বিশেষরূপে দেখিবেন; কেন না, বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গক্রমে গুরুব্রুবের লঘুত্ব—অবশ্য-ম্ভাবী। গুরুব্রুব যদি শিষ্যকে যোষা বা 'ভোগ্য' বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত অর্থগ্রহণাদি দ্বারা তাহার সহিত অনিত্য প্রাকৃত স্বার্থমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি লৌকিক স্মার্ত্তগণের ন্যায় পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন। এইরূপ গুর্ব্বভিমানী ব্যক্তি-গণকে 'বঞ্চক' এবং শিষ্যগুলিকে 'বঞ্চিত' বলা হয়। ইহারা পরমার্থ-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনা-দিগকে আচার্য্য-সম্প্রদায়াশ্রিত গোস্বামিমতে স্থিত বলিয়া অভিমান করিলেও উহারা প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়াদলেরই শাখা-বিশেষে পরিণত।

সেব্য ভগবান্—ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য; বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার উপাসনার আবশ্য-কতা নাই। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপা-সতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥" "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইলে নির্গুণ জীব মুক্ত হইয়াও ভগ-বানের উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণে রজোগুণ সংযুক্ত হইলে জীব 'সূর্য্যের', সত্ত্বগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে 'গণপতি'র, রজোগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে জীব মায়াশক্তির, শুধু তমোগুণে উপাসনা করিলে 'শিবে'র এবং রজোগুণ প্রবল হইলে জীব পঞ্চ-উপাস্যের সকলগুলিকেই ভজন করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র নিত্যসেব্য, তাহা বুঝিতে পারেন।

সর্ব্বমন্ত্রবিচারণ,—দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর, নারসিংহ, রাম, গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তিতারতম্য বিচার।

মন্ত্র-অধিকারী,—"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥" পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্রদীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রী ও শূদ্রগণেরও অধিকার আছে। বৈদিকীদীক্ষায় স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীগণের বৈদিকীদীক্ষায় অধিকার নাই। যোগ্যতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই ভাগবত বৈদিক অধিকার এবং যোগ্যতা-প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই পাঞ্চরাত্রিক তান্ত্রিকাধিকার,—উভয় মার্গেরই ফল 'এক'।

সিদ্ধ্যাদি,—"সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি-ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ"। (১) সিদ্ধ (২) সাধ্য (৩) সুসিদ্ধ (৪) অরি—(১) সিদ্ধ-সিদ্ধ (২) সিদ্ধ-সাধ্য (৩) সিদ্ধ-সুসিদ্ধ (৪) সিদ্ধ-অরি (৫) সাধ্য-সিদ্ধ (৬) সাধ্য-সাধ্য (৭) সাধ্য-সুসিদ্ধ (৮) সাধ্য-অরি (৯) সুসিদ্ধ-সিদ্ধ (১০) সুসিদ্ধ-সাধ্য (১১) সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ (১২) সুসিদ্ধ-অরি (১৩) অরি-সিদ্ধ (১৪) অরি-সাধ্য (১৫) অরি-সুসিদ্ধ (১৬) অরি-অরি। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে সিদ্ধ্যাদি প্রাকৃত-বিচার নাই। "ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা। ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ॥ নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারি মিত্রাদি-লক্ষণম্। সিদ্ধ-সাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা ॥"

শোধন,—"জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥ তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। * * বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষাং ন হি ॥"

দীক্ষা,—পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিতব্যক্তি 'ব্রাহ্মণতা' লাভ করেন,—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥" দীক্ষাকাল,—(তত্ত্বসাগরে)—"দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ-সঙ্গ উপস্থিতে। তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা সদীক্ষাবসরো মহান্। গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি। আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যথা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া ॥ যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ। ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া। দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ ॥"

(ক্রমশঃ)

যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী-শ্রীমঠের শাখা যশড়া-শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরের বার্ষিক স্নানযাত্রা মহোৎসব ১২ আষাঢ় (১৩৯৮), ২৭ জুন (১৯৯১) বৃহস্পতিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী, বোলপুরের শ্রীসুধীরকৃষ্ণদাস প্রভু, হায়দরাবাদের শ্রীকরুণাকর ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন বুধবার কলিকাতা হইতে মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীপ্রদীপ গুপ্ত মহোদয়ের প্রদত্ত মিনি মোটরযানে প্রাতঃ ৭-২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় যশড়া শ্রীপাটে শুভপদার্পণ করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারিসহ শ্রীমায়াপুর হইতে মোটরযানযোগে একদিন পূর্ব্বেই (১০ আষাঢ়) যশড়া শ্রীপাটে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী উৎসবানুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদিতে সহায়তার জন্য কলিকাতা মঠ হইতে অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে ১১ আষাঢ় ও ১২ আষাঢ় শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে পূর্ণিমাতিথির অবস্থিতিকাল প্রাতঃ ৭।৩৬ মিঃ পর্য্যন্ত। পূর্ণিমাতিথির মধ্যেই স্নানযাত্রা উৎসব আরম্ভের জন্য উক্ত দিবস শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা-ভোগরাগ ও আরাত্রিক প্রাতঃ ৭টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব সেবকগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীমন্দির হইতে মেলা-ময়দানে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করিলে পুনঃ পূজা ও অষ্টোত্তরশত ঘটে মহাভিষেকাদিকার্য্য আরম্ভ হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক এবং স্নানবেদীতে মহাভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুগৌরাঙ্গের, রাধাগোপীনাথ ও শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে সংকীর্ত্তন প্রারম্ভ করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মুখ্য সহায়করূপে সেবা করিয়াছেন শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্নানবেদীতে পূর্ব্বাহ্ন ১০টার মধ্যেই অষ্টোত্তরশত ঘটে

শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পূর্ণ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বেলা ১০টার পরে স্নানযাত্রাকৃত্য আরম্ভ হইত। এইবার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক-সেবা সম্পূর্ণ দর্শন হইতে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। মহাভিষেককালে ইন্দ্রদেবও প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে থাকিলে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। বৃষ্টির জল ও সমুদ্রজলস্নানের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বারিবর্ষণ হইতে থাকে। স্নানবেদীর উপরে এবং সম্মুখস্থ সংকীর্ত্তনস্থানে মণ্ডপ নির্ম্মিত হওয়ায় ভক্তগণের রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে কোনওপ্রকার কষ্ট হয় নাই। নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে বহুভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সমুপস্থিত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মেলা-ময়দানে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে এবং বিচিত্র মনোজ্ঞ বস্তু ক্রয়ের জন্য অগণিত নরনারীর ভীড় হয়।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ নিমাইদাস প্রভু, শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী. শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা ও শ্রীমায়াপুর মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ভক্তগণসহ মোটরযানযোগে ১৩ আষাঢ় প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় যশড়া শ্রীপাট হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন। পথে মোটরযান বিকল হওয়ায় মেরামতে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। বেলা ১টার পরে কলিকাতা মঠে সকলে আসিয়া পেঁছেন।

যশড়া শ্রীপাটের সেবার জন্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবেদন—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাপ্রাপ্তির পর হইতে এতাবৎকাল এই প্রাচীন সেবাটির বহুলপ্রকারে উন্নতি সাধিত হইলেও আমরা এখনও দুইটি প্রধান অভাব অনুভব করিতেছি—একটি অবিলম্বে শ্রীমন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটি প্রশস্ত নাট্যমন্দির বা সংকীর্ত্তনভবন এবং আর একটি ঐ নাট্যমন্দিরের উভয়পার্শ্বে ভক্তগণের জন্য কএকটি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক ভক্তের অন্তরের প্রবল ইচ্ছা ঐস্থানে আসিয়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রাণধন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীশ্রীদুঃখিনীমাতার প্রাণধন শ্রীশ্রীগৌরগোপালের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহাদের মহিমা শ্রবণার্থ ২।১ দিবস অবস্থিতির জন্য। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের পৌষী শুক্লাতৃতীয়ায় তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষ্যে উৎসবকালেও বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণের এস্থানে ২।১ রাত্রবাসের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের সে মনোঽভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন না, অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই লুক্কায়িত রাখিতে হয়। এজন্য আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনা জানাই যে—তিনি তাঁহার কোন কোন ধনাঢ্য ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা পুরুষ বা মহিলা ভক্তের প্রাণে প্রেরণা দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থী ভক্তগণের মনোঽভীষ্ট পূরণ দ্বারা আমাদিগের মনোঽভিলাষ পূরণ করুন। স্নানবেদী ও মেলাস্থানেরও সংস্কার প্রয়োজন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-পীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

পুরীর গজপতি মহারাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধন এবং সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির অভিভাষণ

পুরীতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান-প্রকাশক নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরুষোত্তমধামে প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই বুধবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর, শ্রীশিবনারায়ণ ঝা ও শ্রীঅশ্বিনীকুমারাদি সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে পুরীধামে ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই শনিবার পূর্ব্বাহে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীমঠের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল গুরুদেব-শ্রীল প্রভুপাদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধানয়নমণি-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালাইয়া শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন (১০ জুলাই)

বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীবামদেব মিশ্র, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীশরৎ চন্দ্র মহাপাত্র

অনুষ্ঠিত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনের উদ্বোধন করেন পুরীর গজপতি মহারাজ মাননীয় শ্রীদিব্যসিংহদেব মহোদয়। সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর শ্রীদামোদর পাণ্ডা এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব, ওড়িষ্যার বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটী স্পীকার শ্রীহরিহরবাহিনী পতি, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। বিশিষ্ট অতিথি হন গুজরাট হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীজি-এন্ রায়। এতদ্ব্যতীত সভায় উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীএন্-পি সিংহ, রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীডি-এল্ মেহেতা, সেণ্ট্রাল এড্মিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইবুনেলের চেয়ারম্যান শ্রীএ-ব্যানার্জ্জি। পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রাক্তন প্রশাসক শ্রীশরৎ চন্দ্র মহাপাত্র প্রথম দিনের অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ভগবদ্বিশ্বাসের উপকারিতা ও শ্রীজগন্নাথতত্ত্ব', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন', 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার'।

পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, দীনহাটার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, বৃন্দাবনের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, উদালার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, যশড়া শ্রীপাটের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'মানুষের দুইপ্রকার স্বভাব—দৈব স্বভাব ও আসুর স্বভাব। দৈব স্বভাবের দ্বারা আসুর স্বভাবকে দমন করিতে পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এখন আসুর স্বভাব প্রবল হওয়ায় মানুষের মধ্যে পশুত্বভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিংসা-প্রবণতা সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতেছে, নির্ব্বিচারে নরহত্যা হইতেছে। উগ্রপন্থী বলিয়া আখ্যা লাভ করিলে নরহত্যারূপ গুরুতর অপরাধ করিলেও দণ্ডনীয় হয় না, দেশের এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়াছে। পাপ করিতে কাহারও সঙ্কোচ নাই। পোষা কুকুরের আদর আছে, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের আদর নাই। মানুষই এখন মানুষের বড় শত্রু। সংযম ও সহিষ্ণুতার অভাবহেতু পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যার, স্বামীর সহিত স্ত্রীর মিল নাই, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া। নীতি, আইন, শৃঙ্খলা না মানিলে কখনও শান্তি আসিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও নীতি মানিয়াছেন, স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আচার-বিহীন শিক্ষায় ফল হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। কিছু লোক ধনী, অধিকাংশ গরীব। দুঃস্থের কষ্ট বুঝিয়া তাহা দূরীকরণের চেষ্টা না হইলে শান্তি আসিবে না। প্রশাসনেও প্রীতিরহিত-ভাবে কেবল পুলীশের দ্বারা ঠেঙ্গাইলেই ভুলপথে চালিত ব্যক্তিগণের সংশোধন হইবে না। বিলাতের পুলীশ জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও সাহায্যকারী। মূলে পরমপিতা পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকায় সর্ব্ববিষয়ে অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

গুজরাট হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীজি-এন্ রায় বিশিষ্ট অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আমি কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গিয়েছিলাম। ভগবানের

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন (১২ জুলাই)
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীজি-এন্ রায়, বামপার্শ্বে—শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীএন্-পি সিংহ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ

নামশ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে এসে সে সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। ধর্ম্মহীন হ'য়ে আমরা পরমেশ্বর হ'তে সরে এসেছি। এজন্য মানুষের প্রতি, পশু-পক্ষীর প্রতি প্রীতি কমে গেছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের নিকট কলিকাতায় শুনেছিলাম বৃত্তের কেন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন হ'লে পরিধিসমূহ কর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ স্বার্থের কেন্দ্র বহু হ'লে সংঘাত হইবেই। স্বার্থের কেন্দ্র এক হ'লে অর্থাৎ ভগবান্ যদি সকলের স্বার্থের কেন্দ্র হয়, বিবাদ থাকিবে না। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছি। আরও সৌভাগ্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত-বর্ষে আমাদের জন্ম হ'য়েছে। ভগবান্‌কে প্রীতি করলে ভগবদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হবে—ইহাই ভারতীয় সনাতনধর্ম্ম।'

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীএন্-পি সিংহ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'আমরা রামায়ণ পাঠ করি, রামলীলা দেখি। রাম-লীলাতে রাক্ষস রাবণেরও প্রসঙ্গ আছে। প্রত্যেকে সন্তান জন্মায়। কিন্তু সন্তান রামভক্ত হবে, কি রাবণ হবে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। সংসারে রামের ভক্ত সাধুসজ্জনও আছেন, আবার রাবণের ন্যায় অসাধু ব্যক্তিও আছে। দুইটা লইয়াই সংসার, ইহাই সংসারের রীতি। তাহার মধ্যে থাকিয়াই চলিতে হইবে।'

২৫ আষাঢ় বুধবার ও ২৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীমঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতি-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া পুরী-ধামের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন।

প্রত্যেক স্থানের মহিমা শ্রীমঠের আচার্য্য বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। প্রত্যহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গানমুখে শ্রীমঠের আচার্য্য কীর্ত্তন ও নৃত্যসহযোগে অগ্রসর হইলে পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী) ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন) এবং সিদ্ধবকুল হইতে কিছু সময়ের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। প্রথমদিন শ্রীনরেন্দ্র সরোবর (চন্দন-সরোবর) দর্শনান্তে আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের পূজা বিধান করার পর ক্রমানুযায়ী সকল ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপাদপীঠ মন্দিরটী খুবই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীমন্দিরটীর সংস্কার করা হয়। শ্রীমন্দিরটী সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। নির্ম্মাণকার্য্যে অভিজ্ঞ ও পারঙ্গত শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ মঠের পক্ষে উক্ত সংস্কার-কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা, শ্বেত গঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ, কাশীমিশ্রের ভবন (গম্ভীরা), নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

তৃতীয় দিবস ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই শুক্রবার গৌরবাটসাহীস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং শ্রীগৌর-গোবিন্দ মঠ প্রভৃতি গৌরবাটসাহী ও স্বর্গদ্বারস্থ মঠ-সমূহের ভক্তগণসহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে —শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রাতে শুভপদার্পণ করতঃ সমবেত সেবকগণের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী প্রদান করেন। তৎপর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডি-যতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ ভক্তগণ সকলে সম্মিলিত-ভাবে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে যাইয়া পেঁীছেন। পথে শ্রীরায় রামানন্দের স্থান শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যান দর্শন ও তথাকার মহিমা শ্রবণ করা হয়। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির প্রবেশে প্রত্যেককে ৭৫ পয়সা করিয়া দিতে হইয়াছে। প্রবেশের পর প্রথমে ভক্তগণ বিরাট বৃক্ষতলে ছায়ার নীচে উপবিষ্ট হন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-তাৎপর্য্য বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া বলেন। ভক্তগণ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পরিক্রমার পর মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে মার্জ্জনসেবা করেন। শ্রীনৃসিংহমন্দির ও শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শনান্তে ভক্তগণ বেলা ১-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তনীয়াগণ ব্যতীত বিশেষভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ।

১১ জুলাই শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে মহোৎসবে বহু ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

১৩ জুলাই শ্রীরথযাত্রা-দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় রথাকর্ষণ আরম্ভ হইলে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ প্রথমে শ্রীবলদেবের রথাগ্রে, তৎপরে শ্রীসুভদ্রার এবং সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীও মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীরথযাত্রা-দিবসে মহোৎসবে কলিকাতার ভক্ত-প্রবর শ্রীবনয়ারীবাবু রথে যোগদানকারী সর্ব্ব-সাধারণকে ঘৃতান্নের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন।

মঠের বাজার, ভাণ্ডার ও মহোৎসবের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীযশোদাজীবন প্রভু।

প্রচার-বিভাগের সেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছেন —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী।

রন্ধনসেবায় সাহায্য করিয়াছিলেন—শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী।

শ্রীজয়দেব প্রভু, শ্রীযশোদাজীবন প্রভু, শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়ক), শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমণীন্দ্র মহান্তি) এবং কলিকাতা মঠের এবং অন্যান্য মঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থ শাখা শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবসে শুভ প্রকট বার্ষিক তিথিকৃত্য উপলক্ষে বিগত ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করেন গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।

শ্রীমঠের আচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী এবং যশড়া মঠ হইতে শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী উৎসবানুষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে সহায়তার জন্য তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীভাগবতপ্রপন্নদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ পরিব্রাজক মহারাজ রথযাত্রা-দিবসে যোগদান করিয়াছিলেন।

২৭ আষাঢ় শুক্রবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট-তিথিবাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে মহোৎসবে বহুশত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

২৮ আষাঢ় শনিবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ কৃষ্ণনগরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় বহু ভক্তের রথাকর্ষণের সুযোগ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন দাসাধিকারী, শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

রেড্ডি কৃষ্ণা রেড্ডি, হায়দরাবাদ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারী এবং শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অশেষ প্রীতিভাজন রেড্ডি শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি গত ২০ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৮), ৪ জুন

(১৯৯১) মঙ্গলবার কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিবাসরে সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিঃ এ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ-সহরে আলিয়াবাদ শামশিরগঞ্জস্থ নিজালয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি পাঁচ পুত্র— শ্রীমোহন রেড্ডি, শ্রীজগন রেড্ডি, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, শ্রীবভ্রুবাহন রেড্ডি ও শ্রীবেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পিতৃদেব শ্রীমাল্লা রেড্ডি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার স্বধামপ্রাপ্তির পর কৃষ্ণা রেড্ডি নিজ যোগ্যতায় প্রচুর আর্থিক উন্নতি বিধান করতঃ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ইনি হায়দরাবাদ মঠের ও পুরী মঠের নির্ম্মাণসেবায় স্থূল আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনি তীর্থস্থানের মঠগুলিতে নিয়মিতভাবে আনুকূল্য পাঠাইতেন। ইনি হায়দরাবাদে একটী মঠের প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য শ্রীল গুরুদেবকে প্রথমে আলিয়াবাদস্থ গৃহ-জমী দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব উক্ত শুভ প্রস্তাবকে প্রশংসা করিলেও শেষপর্য্যন্ত উহা গ্রহণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সেবা ছাড়াও ইনি অন্ধ্রপ্রদেশে ইয়াদিগিরিগুডায় ও সিরসিলামে এবং কর্ণাটকে ইয়ডগুণ্ডায় নির্ম্মাণসেবায় প্রচুর আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় ছয় বৎসর পূর্ব্বে।

ইঁহার পুত্রগণ তত্রস্থ সামাজিক বিধানানুসারে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য ১৩ জুন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নিজগৃহে যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হায়দরাবাদ মঠে শুভপদার্পণ করিলে তাঁহার উপস্থিতিতে গত ২০ জুন কৃষ্ণা রেড্ডির পুত্রগণের ব্যবস্থায় মঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্তদিবস মধ্যাহ্নে সদলবলে তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। হরিকথার আদি ও অন্তে হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্বধামগত পিতৃদেবের কল্যাণার্থে পুত্রগণ শ্রীমায়াপুর মঠ, পুরী মঠ ও বৃন্দাবন মঠে বৈষ্ণবসেবার জন্যও আনুকূল্য করেন।
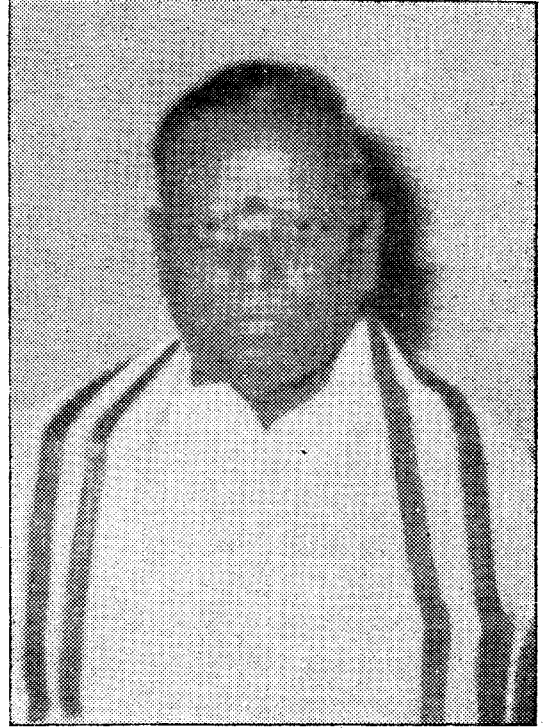
শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি

হায়দরাবাদ মঠ-সংস্থাপনের প্রারম্ভ হইতে কৃষ্ণা রেড্ডির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় বহুদিনের পরিচিত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর স্বধামপ্রাপ্তিতে মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত। স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানান হইতেছে।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর :— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীপ্রিয়লাল দাস (দীক্ষানাম—শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী) গত ১০ শ্রাবণ (১৩৯৮), ২৭ জুলাই (১৯৯১) শনিবার কৃষ্ণ-প্রতিপদ তিথিতে সন্ধ্যা ৬-৩০টায় কলিকাতা—যাদবপুরে সন্তোষপুরস্থ তাঁহার বাসভবনে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণমুখে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে

করিতে ৬৬ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী, কন্যা ও চারিপুত্র (পীযূষকান্তি দাস, পতিতপাবন দাস, তুষারকান্তি দাস, শ্যামলকান্তি দাস) রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দির, তৎসম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ত্তন-ভবন ও শ্রীল গুরুদেবের ভজনকুটীর নির্ম্মাণের পূর্ণানুকূল্যকারী স্বধামগত শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী প্রভুর সহিত প্রিয়লালবাবু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (শ্যালক সম্বন্ধ) ধারণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরণ প্রভু শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করতঃ ভজন করিবেন বলিয়া যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে পদ্মনাভ দাসাধিকারী প্রভুও মায়াপুরে ঈশোদ্যানে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেন। তিনি বহুপ্রকারে মঠের সেবায় সহায়তাও করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরে। পরে আসামে তেজপুরে শ্রীচৈতন্যচরণ প্রভুর সহিত যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরণ প্রভু তেজপুরের গৃহ বিক্রয় করিয়া কলিকাতায়-সন্তোষপুরে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলে তিনিও তাঁহার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল স্বধামগত শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস। তাঁহার ভগিনী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দত্ত, যিনি চৈতন্যচরণ প্রভুর সহধর্ম্মিণী, এখনও জীবিত আছেন।

তিনি ২৬ ফাল্গুন (১৩৭৭), ১১ মার্চ্চ (১৯৭১) তারিখে মায়াপুরে-ঈশোদ্যানে শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮), ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি গুরুদেবে শ্রদ্ধাযুক্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত তাঁহাকে তিলক করিয়া দিলে তিলকের কোথায় কি ভুল হইয়াছে, তাহা তিনি বলিয়া দিতেন। শ্রীল গুরুদেবের, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীচৈতন্যচরণ প্রভুর ফটোসমূহ হাতে লইয়া প্রণামও করিয়াছিলেন।

২১ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য কলিকাতা মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণববিধানমতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ভক্তকে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদিত হয়।

শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পার্ষদগণের অন্যতম এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা—আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ তাঁহার মঠে গত ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই বুধবার শুক্লা-সপ্তমী তিথিবাসরে সতীর্থগণকে, অনুগত শিষ্যগণকে ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় পূজনীয় মহারাজের পূতচরিত্র প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
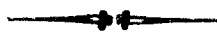
পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর]

অর্চ্চ্যা শ্রীমূর্ত্তিকে যে ব্যক্তি শিলা বুদ্ধি করে, সে নারকী ('অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ··· ··· ···নারকী সঃ' —পদ্মপুরাণ)। অন্ধকারে সূর্য্যের উদয় হ'লে সূর্য্যকে অন্ধকার বলা যাবে না। সূর্য্য অন্ধকারের কোন অংশ নহেন। তদ্রূপ অজ্ঞানে জ্ঞানের আবির্ভাব হ'তে পারে, কিন্তু তজ্জন্য অজ্ঞানের কোন অংশ জ্ঞান নহে। প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা তৈরী বস্তু পুতুল ছাড়া কিছুই নহে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ Lump of matter (পুতুল) পূজা করেন না। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণকে পৌত্তিলিক ব'লে নিন্দা ক'রে থাকেন।

'ভগ' শব্দের অর্থ শক্তি, 'বান্' শব্দে যুক্ত—শক্তিযুক্ত তত্ত্বকে ভগবান্ বলে। কোন্ শক্তিযুক্ত? যতপ্রকার শক্তি হ'তে পারে ততপ্রকার শক্তিযুক্ত অর্থাৎ 'ভগবান্' শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্। আমরা অনেক সময় ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের খেয়াল অনুসারে প্রদত্ত শক্তি-যুক্ত তাঁকে মনে করি। আমরা যেই যেই শক্তি দিব, ভগবান্ কি সেই সেই শক্তিযুক্ত, অথবা আমাদের চিন্ত্য ও অচিন্ত্য সমস্ত শক্তি তাঁ'তে রয়েছে? যখনই ভগবান্‌কে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বল্লাম, তখনই তিনি এটা করতে পারেন, এটা করতে পারেন না, একথা বল্‌বার অধিকার কি আর আমাদের থাকে? 'কর্ত্তুম-কর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।' সর্ব্বশক্তিমান্ যে কোন স্থানে, যে কোন মূর্ত্তিতে সর্ব্বশক্তি নিয়ে আস্‌তে পারেন। যদি বলি, পারেন না, তা' হ'লে তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা বা অসীমত্বকে অস্বীকার করা হয়। অবশ্য আমি কোন বস্তুকে ভগবান্ ব'লে মনে করলেই, উহা ভগবান্ হবে না, কারণ ভগবান্ আমার তাঁবেদার নহেন। কিন্তু ভগবান্ ইচ্ছা করলে ভক্তকে কৃপা কর্‌বার জন্য যে কোন মূর্ত্তিতে অব-তীর্ণ হ'তে পারেন।

কেহ মনে কর্‌তে পারেন, পৃথিবীতে ভগবান্ যখন আসেন, তখন মায়ার ত্রিগুণকে স্বীকার ক'রেই তাঁ'কে আস্‌তে হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভগবান্ স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপেই জগতে আসেন, মায়িক পোষাক পরিধান ক'রে তাঁ'কে আস্‌তে হয় না, কারণ তিনি মায়াধীশ। কর্ম্মফলে বাধ্য জীবের জন্য যে কানুন, তা' ভগবান্ বা ভগবৎ-পার্ষদে প্রযোজ্য নহে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বহির্ম্মুখ জীবগণের কারাগার-স্বরূপ। কারাগারের মালিক যেমন নিজপোষাকেই আসেন, কয়েদীর পোষাক (জাঙ্গীয়া) পরিধান ক'রে তাঁ'কে আস্‌তে হয় না, তদ্রূপ মায়াধীশ ভগবান্ নিজস্বরূপেই জগতে আসেন। নির্গুণস্বরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হ'লেও ত্রিগুণবদ্ধ জীব ত্রিগুণাত্মক রঙ্গীন চশমার মাধ্যমে দর্শন করার ফলে নির্গুণস্বরূপকেও ত্রিগুণময় দেখে। দর্শনের মাধ্যম রঙ্গরহিত হ'লে বস্তুর যথাযথ রূপের প্রতীতি হ'তে পারে। ভক্তগণ নির্গুণ অপ্রাকৃত প্রেমনেত্রেই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ক'রে থাকেন।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈবহৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।"

শ্রীভগবান্ ব'লছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'—গীতা ৪।৭-৮

অর্থাৎ যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও দুষ্ট-বিনাশাদির জন্য ভগবানের আবির্ভাবের অত্যাবশ্যকতা নাই, কারণ যোগ্য শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষের দ্বারাও উহা সম্পাদিত হ'তে পারে। ভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ ভক্ত। যেমন প্রবাসগত পতির বিচ্ছেদে

বিরহকাতরা পত্নীর দুঃখ পতি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিনিধি, দ্রব্য বা উপায়ের দ্বারা দূরীভূত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তের বিরহদুঃখ দূর হয় না। সাধুগণের পরিত্রাণ অর্থাৎ দর্শন-দানের দ্বারা তাঁ'দের বিরহদুঃখ দূর করার জন্যই ভগবান্ জগতে আসেন।

ভগবানের অদর্শনে প্রেমিক ভক্ত যখন অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, তখন ভক্তার্ত্তিহর ভগবান্ তাঁ'র হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ভক্ত ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন ক'রে পরম সুখলাভ করেন। পুনঃ ভগবান অন্তর্হিত হ'লে ভক্ত বিরহে ক্রন্দন করতে থাকেন এবং প্রেমাস্পদের দর্শনউৎকণ্ঠায় অন্তর্দৃষ্ট ভগবৎ-স্বরূপকে বাইরে প্রকট করেন। উক্ত বাহ্য প্রকটিত রূপকে প্রতিমা বলে। উক্ত প্রতিমা বা শ্রীমূর্ত্তি অবরোহ-পন্থায় এসে প্রকটিত হ'লেন, এজন্য উহা শ্রীবিগ্রহ। নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে প্রথমতঃ জড়-ময়, মধ্যমাধিকারী মনোময় ও উত্তমাধিকারী চিন্ময়স্বরূপে দর্শন ক'রে থাকেন। প্রেমিক-ভক্তের প্রেম-নেত্রে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এইরূপ প্রতীত হয়।

কেহ বলতে পারেন—দেখলাম্ ভাস্কর মৃত্তিকাদির দ্বারা মূর্ত্তি তৈরী কর্‌ল, উহা কি ক'রে ভগবান্ হয়? একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার না করলে আমরা বিষয়টা ধর্‌তে পারবো না। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ছি। মনে করুন—এক ব্যক্তি যাচ্ছে পাল্‌কীতে চড়ে একস্থান হ'তে অন্যস্থানে। এর দু'প্রকার দর্শন হ'তে পারে। বাহকগণ কর্ত্তা হ'য়ে বাহিত ব্যক্তিকে বাক্সে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে অথবা বাহিত ব্যক্তি কর্ত্তা হ'য়ে বাহকগণের স্কন্ধে আরোহণ করে যাচ্ছে। বাহকগণ কর্ত্তা হ'লে বাহিত হবে বাহকগণের কর্ম্ম, বাহকগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাহিত যদি কর্ত্তা হন, মালিক হন, মালিকের হুকুমে কতিপয় সেবক পাল্‌কী বহন কর্‌ছে এবং নিজদিগকে কৃতার্থ মনে কর্‌ছে, এইরূপ বিচার হবে। এখানে বাহকগণ বাহিতের কর্ম্ম, বাহিতের অধীন, বাহিত অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাহ্যদর্শনে দুইটী একরকম দেখা গেলেও দুইটী কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন জগতের লোক কর্ত্তা হয়ে কিছু তৈরী করে, তখন তা' হয় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মাটিয়া বস্তু, পুতুল। আর যখন ভগবান্ কর্ত্তা হ'য়ে গুরু, পুরোহিত, ঋত্বিক ও ভাস্করাদিরূপ বাহকগণের স্কন্ধে আরোহণ করে তাঁ'দিগকে সেবার সৌভাগ্য প্রদান করতঃ জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্—পুতুল নহেন।

শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়েই ভগবান্ নিজস্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥' (কঠ ১।২।২৩)

পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা লভ্য হন না। যিনি শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশতনু প্রকট ক'রে থাকেন। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ (empiricist) আরোহ-পন্থায় অন্বেষণ কর্‌তে কর্‌তে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ নিরাকার বল্‌তে বাধ্য হন, কারণ কোন প্রকার challenging mood (আরোহপন্থা) নিয়ে আমরা তাঁ'কে স্পর্শ করতে পারি না। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেব অলৌকিকরূপে স্তম্ভ হ'তে প্রকটিত হ'লেও হিরণ্যকশিপু তাঁ'কে ভগবান্ ব'লে বুঝ্‌তে পারেন নাই, তাঁ'কে অদ্ভুত প্রাণী মনে ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন। কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তির দ্বারা ভগবদ্‌রূপ দর্শন ক'রে তাঁ'র স্তব করলেন।

হিরণ্যকশিপু অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় অধিপতি হ'বার বাসনায় সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার স্তব ক'রে তাঁ'র নিকট হ'তে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট কোন প্রাণী হ'তে যেন তাঁ'র মৃত্যু না হয় সেপ্রকার বর লাভ করেছিলেন। কিন্তু ভগবান্ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বরের সত্যতা বজায় রেখেও তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্বারা শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁ'কে বধ করলেন। পক্ষান্তরে হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র বিষ্ণুভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদকে হত্যা কর্‌বার অসংখ্য উপায় অবলম্বন ক'রেও তাঁ'র প্রাণ-নাশে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ তাঁ'র অচিন্ত্যশক্তিবলে তাঁ'কে রক্ষা ক'রেছিলেন।

'পাঞ্জাব শ্রীবিশ্বপ্রচার শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন মহামণ্ডলে'র অধ্যক্ষতায় পাঞ্জাব প্রদেশস্থ পাতিয়ালা জেলার অন্তর্গত বসিপাঠানা-মহকুমাসহরে ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১ হইতে ১১ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত যে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী অখিল ভারতীয় হরিনাম সংকীর্ত্তন মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে যোগদান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষাবিষয়ে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে প্রথম দিবস সভাস্থল হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সভাস্থলের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগর' রাখায় ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পুরোভাগে শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ছিলেন।

জলন্ধর সহরে আদর্শনগর মার্কেট গ্রাউণ্ডে স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তনসভার সদস্যগণের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ১৯৭১ বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ-বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীহিন্দপালজী ও আরও অনেক ভক্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ ঘেরার শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীগুরুদেবের সেবক শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল শ্রীহিন্দপাল আগরওয়ালের বাসভবনে। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় তন্নিকটবর্ত্তী বেদভবনে।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীহিন্দপালের সহিত কথোপকথনকালে জানিতে পারিলেন জলন্ধর সহরে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ ঘেরার অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রায় তিনশত ঘর, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও ললাটে তিলক ও গলদেশে তুলসীমালা নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াশ্রিত বৈষ্ণবমাত্রেরই তুলসীমালা ও তিলকধারণ অত্যাবশ্যক। তিনি পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের প্রমাণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

"যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥"—পদ্মপুরাণ

"হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমোদ্ভটাঃ॥"—স্কন্দপুরাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—"তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সেই কপাল শ্মশান-সদৃশ লোকে বলে॥"

২৫ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আদর্শনগর মার্কেট-গ্রাউণ্ড হইতে প্রাতে আরম্ভ হইয়া প্যাটেল চৌক, শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির মাইহিরা গেট, খিংরা গেট, শ্রীরাধাগোপাল মন্দির, পাঞ্চ-পীড়, অট্টারি বাজার, চৌদ সুদা, বাজার শেখা, জি-টি রোড, শক্তিনগর ও গীতা মন্দির প্রভৃতি ভ্রমণান্তে বেলা ১১ ঘটিকায় আদর্শনগর মার্কেট-গ্রাউণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পাঞ্জাব প্রদেশস্থ মণ্ডী গোবিন্দগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রার্থনায়, চণ্ডীগড় মঠ হইতে কলিকাতা মঠে পুনঃ পুনঃ ফোন, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম আসিতে থাকায় শ্রীল গুরুদেব অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকিলেও মণ্ডী গোবিন্দগড়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব কিছু পূর্ব্বেই প্রচার হইতে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন শ্রান্তি-ক্লান্তিবশতঃ দীর্ঘদিন মঠে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দৈববশতঃ তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণ হইল না। মণ্ডী গোবিন্দগড়ের প্রোগ্রামের কিছু পর হইতেই শ্রীল গুরুদেবের হৃদ্‌রোগ ব্যাধিলীলা প্রথম আরম্ভ হইল। শ্রীল গুরুদেব ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে সঙ্গে লইয়া প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় দমদম বিমানবন্দর

হইতে যাত্রা করতঃ দিল্লী পালাম বিমানবন্দরে পূর্ব্বাহ্ন ৮-২০ মিঃ-এ অবতরণ করিলে দিল্লীর ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল গুরুদেব সম্বর্দ্ধিত হইলেন। শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীপ্রহলাদ রায়জীর প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব প্রথমে তাঁহার মডেল টাউনস্থ গৃহে যাইয়া কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করতঃ মাধ্যমিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন পৌনে তিনটায় শ্রীপ্রহলাদ রায়জীর মটরকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীহনুমানপ্রসাদজীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল গুরুদেব দিল্লী হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় মণ্ডী গোবিন্দগড়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুভপদার্পণ করিলেন। পরদিন প্রাতে কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে রওনা হইয়া প্রচারপার্টীর সেবকগণ আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনের সভাপতি শ্রীরাজ-কুমারজী ভাটিয়া ও সদস্যগণের উদ্যোগে মণ্ডী গোবিন্দগড়ে ১২ সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মমহাসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীল গুরুদেব মণ্ডী গোবিন্দগড়ে শুভপদার্পণ করিতেছেন সংবাদ পাইয়া চণ্ডীগড় হইতে এবং পাঞ্জাব ও হরিয়াণার বিভিন্ন স্থান হইতে তদাশ্রিত ভক্তগণ আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও তাঁহাদের শিষ্যবর্গসহ যোগ দিয়াছিলেন। আচার্য্যগণের অধিকাংশ মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের প্রবল ইচ্ছায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। উদ্যোক্তাগণ জানিতেন শ্রীল গুরুদেব শুভপদার্পণ করিলে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিবেন, তখন নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার প্রসিদ্ধি পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র সুবিদিত। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নগর-সংকীর্ত্তনে ততটা রুচিবিশিষ্ট নহেন। ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) হইতে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেব মণ্ডী গোবিন্দগড়ে পার্ষদগণসহ অবস্থান করিয়াছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর ও ১৬ সেপ্টেম্বর প্রাতে দুইদিন নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রিতে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত প্রচার প্রোগ্রাম হয়। অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত 'স্ত্রী-সৎসঙ্গে' শ্রীল গুরুদেব যাইতেন না। উক্ত সময়ে বাহিরের দর্শনার্থী আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত দেখা করিতেন ও কথা-বার্ত্তা বলিতে আসিতেন। সুতরাং মণ্ডী গোবিন্দগড়ে শ্রীল গুরুদেবের কোন বিশ্রামই হইল না।

শ্রীল গুরুদেব তিনদিন রাত্রির বিশেষ সভায় অগণিত জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। একজন মায়াবাদী জ্ঞানী সম্প্রদায়ের স্বামীজী তাঁহার ভাষণে বলিলেন—ভগবদ্প্রাপ্তির দুইটী উপায়— 'জ্ঞানযোগ' ও 'ভক্তিযোগ'। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদি ত্যাগ করতঃ ত্যক্ত জীবনযাপনে সমর্থ—সমর্থের পক্ষে জ্ঞানযোগ উপযোগী। অসমর্থের পক্ষে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞানযোগের অধি-কারী নহেন, তাঁহারা ভক্তিযোগের অধিকারী। একজনের পদ আছে ও চলচ্ছক্তিযুক্ত, অপর জনের পদ নাই, পঙ্গু চলিতে অসমর্থ। যাহার পদ আছে তিনি চলিয়া গিয়া কোনও বস্তু ধরিতে পারেন। যাহার পদ নাই, তিনি নিজে যাইতে পারেন না, তাঁহার নিকট বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজেই আসিতে হয়। স্বামীজী তাঁহার ভাষণে ভক্তিসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণকে প্রকারান্তরে লেংড়া বানাইলেন।

শ্রীল গুরুদেব উক্তপ্রকার অপসিদ্ধান্তকে তাঁহার অভিভাষণে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিলেন। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ—অসীম—পূর্ণ, তাঁহার প্রাপ্তির উপায় তিনি ছাড়া অন্য উপায় হইতে পারে না। যদি ভগবান্ ছাড়াও ভগবানের প্রাপ্তির উপায় আছে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই উপায়টী ভগবানের সমান হইবে, কিংবা ভগবান্ অপেক্ষা বড় হইবে। কিন্তু ভগবানের সমান বা অধিক কোনও বস্তু নাই। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥'—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। ভগবান্ই ভগবদ্প্রাপ্তির উপায় অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাই ভগ-বদ্প্রাপ্তির উপায়। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তনের নামই প্রীতি, তাহাকে ভক্তি বলে। এজন্য একমাত্র ভক্তিদ্বারাই

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-৩৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৩৯৮
৯ পদ্মনাভ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার, ২ অক্টোবর ১৯৯১ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O এ, কে, সরকার
এস্-ডি-ও ; এম্-ই-এস্, ফৈজাবাদ
১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৬ ; ২৭শে অক্টোবর ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা তারিখ হইতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মবাসর হইতে "শ্রীগৌড়ীয়-ভাগবত-প্রদর্শনী" উন্মুক্ত হইবার কথা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে ভক্তিপথের পথিকের সর্ব্বপ্রকার দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। এখন হইতে তিন মাস পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব। বসন্ত (মাঘী) পঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চল্লিশ দিবসকাল প্রদর্শনী থাকিবে।

এই প্রদর্শনীতে (১) ভক্তিগ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(২) ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষ্ণুমন্দির, তীর্থস্থান এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও গৌড়ীয়ভক্তগণের পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ প্রদর্শিত হইবে।

(৩) ভারতীয় তীর্থসম্বলিত ও মহাপ্রভুর পাদ-পদাঙ্কিত স্থানের নির্দ্দেশপূর্ণ একখানি বৃহৎ ভৌম মানচিত্র (সমতলভূমিতে) প্রস্তুত হইবে।

(৪) মূর্ত্তিদ্বারা বিভিন্ন বৈষ্ণব-সামাজিক চিত্র (caricatures, ভাল ও মন্দ) clay-modelling প্রদর্শিত হইবে।

(৫) (ক) শ্রীমূর্ত্তিগণের ব্যবহার্য্য শৃঙ্গারাদি বিবিধ বস্তু; (খ) বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝরাদি বাদ্য-যন্ত্র; (গ) বিবিধ অর্চ্চনাঙ্গ-উপাদানসমূহ; (ঘ) নগরকীর্ত্তনশোভাযাত্রার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত পতাকা, খুন্তি, আশাসোঁটা, পাখা প্রভৃতি; (ঙ) আসন, সিংহাসন, বিভিন্ন বসন, রথ; (চ) বিভিন্নপ্রকার

মালিকা, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য-সম্ভার প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(৬) বিভিন্ন অর্চ্চা ও শালগ্রাম-মূর্ত্তি।

(৭) বিভিন্ন স্থানের কৃষ্ণপ্রিয় শুষ্ক (পর্য্যুসিত না হয়) নৈবেদ্যসমূহ, রাঘবের-ঝালি।

ম * * বোধ করি শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদানের ভার গ্রহণ করিবেন। Minerva Nurssary-এর লোক ও কুঞ্জবাবু পুষ্পবাগান সাজাইবার ভার লইয়াছেন।

ঢাকা হইতে শোভাযাত্রার নানাপ্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সজ্জাসমূহ দুইমাসকাল প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য লইতে হইবে। * *। শ্রীবিগ্রহগণের বিভিন্ন সাজ ও বিভিন্ন পোষাক, পূজোপকরণ ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঢাকায় প্রচুর বর্ত্তমান। ঐগুলি যতদূর সংগৃহীত হইতে পারে, এখন হইতে যত্ন করিবেন। দ্রব্যগুলি প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র দুইমাসকাল দেখান আবশ্যক। সাধারণ, মধ্যম ও উত্তমভেদে প্রশংসাপত্র ও কতিপয় স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত পদক বা কবচ গুণানুসারে প্রদত্ত হইবে। মহোৎসবে ব্যবহার-যোগ্য কতিপয় পিতল-নির্ম্মিত বৃহৎদ্রব্য (যেমন টোক্‌না প্রভৃতি) প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। কএকদিন পরে সু * * ঢাকায় যাইবেন। * * কাহার নিকট কতদূর ঐসকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। এক এক প্রকার এক একটী দ্রব্য এক এক জনের নিকট পাইলেই হইবে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। জন্মাষ্টমীর মিছিলের নমুনা নবদ্বীপে দেখান আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৬, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

বহুদিন হইতে আপনার কোন সংবাদ পাইতেছি না। প * * আপনার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি রাধাকুণ্ডে গিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিবেন, জানিয়াছিলাম। তাহাই করিয়া ফিরিয়াছেন কি না, বুঝা গেল না। আপনার আলালনাথ যাইবার পাথেয়ের অভাব থাকিলে আমাকে নৈমিষারণ্যের ঠিকানায় জানাইবেন, আমি উহা পাঠাইয়া দিব। আজকাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সংবাদও পাইতেছি না। * * *। হরিবিমুখ-দল শুনিতেছি রাধাকুণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং উহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আমাদের হরিসেবায় যত্ন করা কর্ত্তব্য। শ্রীকুণ্ড-তটবাস মহাসৌভাগ্যবানেরই লভ্য। মাদৃশ জড়ভোগী জনের বাস্তব্যভূমি না হওয়ায় মানসবাস-ব্যতীত কুণ্ডতটে আমার সাক্ষাৎ বাস সম্ভব হইতেছে না। আপনি মহাসৌভাগ্যবান, সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসের লালসা আপনাতে উদিত হইয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
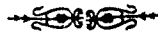
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণলীলাং বর্ণয়তি ব্রহ্মা [২।৭।২৬-৩৫]

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥১৫॥

তোকেন জীবহরণং যদুলুকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥১৬॥
যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্
পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥১৭॥
তৎকর্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য্যঃ ॥১৮॥
গৃহ্ণীত যদ্যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য নতু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সম্বীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥১৯॥
নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশা-
দ্গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥২০॥
গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥২১॥
ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥২২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অসুরসেনার দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ত্রিদেবেশ্বর ভগবান্ নিজ কলা বলদেবের সহিত জনগণের অনুপলক্ষ্যমার্গস্বরূপ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মমহিমাসূচক বিবিধ অদ্ভুতকর্ম্মসকল করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি স্বয়ংরূপ না হইলে কিরূপে কয়েক দিবসের শিশু পূতনার জীবন হরণ করিলেন এবং তিনমাস বয়সে পদদ্বারা শকটকে উল্টাইয়া দিলেন এবং আকাশস্পর্শী অর্জ্জুনবৃক্ষযুগলকে কিরূপে হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে উন্মূলন করিলেন ॥ ১৬ ॥

আর আশ্চর্য্য এই যে, ব্রজে ব্রজপশুগণ ও পশুপালগণ বিষজল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদিগকে অনুগ্রহ-দৃষ্টিবৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন এবং কালীয়হ্রদে বিহার করত অতি বিষ-বীর্য্য বিলোলিত জিহ্বা যে কালীয় সর্প, তাহাকে দূর করিয়া যমুনা-জলকে নির্ব্বিষ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই একটী দিব্যকর্ম্ম যাহা শুচিবনে অধিকরাত্রে গাঢ় নিদ্রাগত থাকার সময় দাবাগ্নি আসিয়া প্রলয়ের ন্যায় সমস্ত বন ও ব্রজ-দহন করিতেছিল, তখন অনধিগম্যবীর্য্য কৃষ্ণ বলদেবের সহিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

কৃষ্ণমাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যে সকল রজ্জু সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না। আবার যখন কৃষ্ণ হাই তুলিলেন, তখন তাঁহার বদনে যশোদা সমস্ত ভুবন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শঙ্কিত মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন, এ সমুদায়ই মহা আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ১৯ ॥

বরুণদেবের পাশ হইতে নন্দকে মোচন করেন, ময়াসুর কর্ত্তৃক গোপগণ বিলমধ্যে পিহিত হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, দিবসে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ও রাত্রে অতিশ্রমে শয়ন করিলে গোকুলবাসীদিগকে বৈকুণ্ঠলোকে নীত করিয়াছিলেন। একার্য্য কি কোন দেবতাও করিতে পারে ॥ ২০॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ লোপ হওয়ায় ব্রজবিপ্লবমানসে ইন্দ্র, অতিবর্ষণাদি করিলে কৃপাপূর্ব্বক পশুগুলিকে রক্ষা করিলেন এবং সপ্তবর্ষ বয়সে সাতদিন গিরিগোবর্দ্ধনকে ছত্রাকের ন্যায় এক হস্তে লীলাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

চন্দ্রকিরণে উজ্জলরাত্রে রাসোন্মুখে কৃষ্ণক্রীড়া করিতেছিলেন। কলপদ বংশীধ্বনি দ্বারা উদ্দীপিত-কাম ব্রজবধূদিগকে হরণ করিবার জন্য কুবেরানুগ শঙ্খচূড় আসিলে তাহার মস্তক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্বকুজবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ ॥
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম-
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥২৩॥

[২।৭।৪০]
বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবিৰ্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাঽস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥২৪॥

[২।৭।৪৩-৪৫]
বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥২৫॥

ইক্ষ্বাকুরৈল মুচুকুন্দবিদেহগাধি-
রঘ্বম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥২৬॥

সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবল পিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্যাঃ। ২৭॥

[২।৭।৪৮]
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥২৮॥

আবার দেখ। প্রলম্ব ধেনুক বধ কেশী অরিষ্ট চাণুর কুবলয়পীড় যবন দ্বিবিদ পৌণ্ড্রকাদি দৈত্যগণ তথা শাল্ব নরক বল্বল দণ্ডবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর বিদূরথ রুক্মি প্রভৃতি দুষ্টগণ এবং যুদ্ধে অস্ত্রধারী কাম্বোজ মৎস্য কুরু সৃঞ্জয় কৈকয়াদি বীরসকলকে বলদেব অর্জ্জুন ভীম প্রভৃতি স্বীয়গণের দ্বারা এবং স্বয়ং বধ করত স্বীয় বৈকুণ্ঠনিলয়ে নীত করিলেন। এ সমস্ত আশ্চর্য্য কথা ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণু অনন্তবীর্য্য। তাঁহার বীর্য্য কিছুই গণনা হয় না। পৃথিবীর রেণু সমস্ত গণনা করিতে সক্ষম যে কবি তিনিও বিষ্ণুশক্তি গণনা করিতে পারেন না। দেখ সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় বামনাবতারে বেগ দান করিলে প্রধান তত্ত্ব হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইল, তখন বিষ্ণু চৌদ্দভুবনকে ত্রিসাম্য সদন হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বলে ধারণ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

হে নারদ! সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর যোগমায়া আমি, তোমরা, শিব, প্রহলাদ, মনুপত্নী, মনু, তদীয় কন্যাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষাদি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুক, পার্থ, অরিষ্টসেন, বিদুর এবং শ্রুতদেবাদি ভক্তগণ কিছু কিছু জানি ও জানেন ॥ ২৫-২৭ ॥

অজস্র সুখ ও বিশোক ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে উপনিষৎসকল বলেন, তাহাই পরমপুরুষ ভগবানের স্বরূপ। যতিগণ যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাহা ভগবৎস্বরূপতন্ত্রে চিত্তকে সহচররূপে নিয়মিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে, কেন না জলাভাবে যেরূপ খনিত্র দ্বারা কূপ খনন করা যায় আর যথেষ্ট জলের অধিপতি হইলে সে খনিত্রকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মায়িকতত্ত্বকে ভেদ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব পাইতে হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুদ্র অভেদ চেষ্টা করা যায় তাহা ভগবৎস্বরূপ নিকটস্থ করিতে পারিলে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

[২।৬।৩৬, ৩৮]

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥২৯॥

হে নারদ! আমি বা তোমরা বা বামদেব বা কেহই তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ অবগত হইতে পারি না। অন্যদেবতাদিগের কথা কি? তাঁহার মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি আমরা তাঁহার নির্ম্মিত এই বিশ্বব্যাপারকে আত্মসমবুদ্ধিতেই বিচার করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

যস্যাবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥৩০॥

যাঁহার অবতার কর্ম্মসকল আমরা গান করিয়া থাকি, পরন্তু তত্ত্বতঃ সে সকল কি, তাহা বুঝিতে পারি না। সেই ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানাদিচেণ্টা বিফল। সুতরাং আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রাতঃস্মৃতি,—"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। ** স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥"—"জয়তি জননিবাসঃ"—ইত্যাদি (ভাঃ ১০। ৯০।৪৮)। "স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥" "উদ্গায়তীনামরবিন্দ লোচনম্" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৪৬।৪৬)। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"—(পাদ্মে বৃহৎ সহস্রনাম-স্তোত্রে)।

প্রাতঃকৃত্য—মৈত্রাদিকৃত্য—"ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর। * * দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ॥"

শৌচ—"গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্ত পানিদ্বয়ে মৃদঃ। একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্ম্মৃদঃ স্মৃতাঃ। ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্-গন্ধলেপক্ষয়াবধি ॥"

আচমন,—অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ। ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥"

দন্তধাবন,—"অথো মুখবিশুদ্ধার্থং গৃহ্ণীয়াদ্ দন্তধাবনম্। আচান্তোহপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্ ॥ দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥"

স্নান,—

"প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ ॥
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ॥"

সন্ধ্যাবন্দন, —সন্ধ্যা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী।

বৈদিকী সন্ধ্যা—

"ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ।
প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥
বিহায় সন্ধ্যা-প্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥"

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাচমনম্। প্রোক্ষণান্তরং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ। গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনম্—ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ

সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা—"মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী॥ ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্॥"

গুরুসেবা,—"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥ নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্। তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥"

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ—"মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যম্ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্। * * যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥ বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। * * নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥" মধ্য ২০শ পঃ ২০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চক্রাদি (মুদ্রা) ধারণ—'চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে। গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥ শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥ ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ। শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্। ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি॥" শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিতং ব্রাহ্মণাধমম্। গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥"

গোপীচন্দনধারণ—"যস্যান্তকালে খগ গোপীচন্দনং বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ। প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" "দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্। জ্বলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥"

মালাধারণ—"ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ। পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ। ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ॥" পদ্মাক্ষ-শব্দে পদ্মবীজের মালা। অক্ষ-শব্দে ভ্রমক্রমে কেহ যেন হাড়ের মালা বা 'রুদ্রাক্ষ' বলিয়া মনে না করেন। "ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥" "যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা যে বা ললাট-পটলে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥"

তুলসী-আহরণ—"প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্তু বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদিঞ্চ তথোদিতম্॥ অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥" আহরণ-মন্ত্র—"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে বিচিনোমি বরদা ভব শোভনে॥" "ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা ছিন্দ্যাৎ দক্ষিণপাণিনা। (চয়ন-নিষেধকাল—) ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥"

বস্ত্রসংস্কার—তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ॥ ঊর্ণপট্টাংশুক-ক্ষৌমদুকূলাবিকচর্ম্মণাম্॥ অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণ-প্রোক্ষণাদিভিঃ॥ কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষালনেন শুদ্ধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা॥"

পীঠসংস্কার—"পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনাঞ্চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

গৃহসংস্কার —"মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকম্। কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ॥ শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা। ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্॥" "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥" "সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া॥"

কৃষ্ণপ্রবোধন,—"ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকম্। প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য

প্রার্থয়েদিদম্ ॥"—'দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত ॥" ইতি।

৩২৯। পাঠান্তরে—"পঞ্চ, দশ, ষোড়শ, সপর্য্যা চৌঘন। চৌষট্টি ষোড়শ দশ পঞ্চোপচারে অর্চ্চন ॥"

পঞ্চোপচার,—১। গন্ধ, ২। পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ ও ৫। নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার,—১। আসন, ২। স্বাগত (কুশল-প্রশ্ন), ৩। অর্ঘ্য, ৪। পাদ্য, ৫। আচমনীয়, ৬। মধুপর্ক, ৭। আচমন, ৮। স্নান, ৯। বস্ত্র, ১০। অলঙ্কার, ১১। সুগন্ধ, ১২। সুপুষ্প, ১৩। ধূপ, ১৪। দীপ, ১৫। নৈবেদ্য ও ১৬। বন্দনা।

পঞ্চাশোপচার,—হঃ ভঃ বিলাসে পঞ্চাশৎ উপচারের কথা নাই; তবে চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে ১৪টি ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাশটী হইতে পারে। কোন্ ১৪টি ছাড়িতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

দশোপচার,—১। অর্ঘ্য, ২। পাদ্য, ৩। আচমন, ৪। মধুপর্ক, ৫। আচমন, ৬। গন্ধ, ৭। পুষ্প, ৮। ধূপ, ৯। দীপ ও ১০। নৈবেদ্য।

চতুঃষষ্টি উপাচার,—'চৌঘন' অর্থে চৌষট্টি—১। বাদ্যস্তবদ্বারা প্রবোধন, ২। জয়-শব্দোচ্চারণ, ৩। নমস্কার, ৪। মঙ্গলারাত্রিক, ৫। আসন, ৬। দন্তকাষ্ঠ, ৭। পাদ্য, ৮। অর্ঘ্য, ৯। আচমন, ১০। মধুপর্কসহ আচমন, ১১। পাদুকা-সমর্পণ, ১২। অঙ্গমার্জ্জন, ১৩। তৈলাভ্যঞ্জন, ১৪। তৈলাদ্যপসারণ, ১৫। সুগন্ধি পুষ্পজলে স্নান, ১৬। দুগ্ধ-স্নান, ১৭। দধিস্নান, ১৮। ঘৃতস্নান, ১৯। মধুস্নান, ২০। শর্করা-স্নান, ২১। মন্ত্রজলে স্নান, ২২। গামছা, ২৩। পরিধান ও উত্তরীয়, ২৪। যজ্ঞসূত্র, ২৫। পুনরাচমন, ২৬। অনুলেপন, ২৭। অলঙ্কার, ২৮। পুষ্প, ২৯। ধূপ, ৩০। দীপ, ৩১। দুষ্টদৃষ্টিনিবারণ, ৩২। নৈবেদ্য, ৩৩। মুখবাস, ৩৪। তাম্বুল, ৩৫। উত্তম-শয্যা, ৩৬। কেশপ্রসাধন, ৩৭। উত্তম বস্ত্র, ৩৮। উত্তম মুকুট, ৩৯। উত্তম গন্ধলেপন, ৪০। কৌস্তুভাদি-ভূষণ, ৪১। বিচিত্রদিব্যপুষ্প, ৪২। মঙ্গলা-রাত্রিক, ৪৩। দর্পণ, ৪৪। উত্তমযানে মণ্ডপ-যাত্রা, ৪৫। সিংহাসনে উপবেশন, ৪৬। পুনঃ পাদ্য, ৪৭। পুনর্নৈবেদ্য, ৪৮। মহানীরাজন, ৪৯। চামরব্যঞ্জন ছত্র, ৫০। গীত, ৫১। বাদ্য, ৫২। নৃত্য, ৫৩। প্রদক্ষিণ, ৫৪। প্রণাম, ৫৫। শ্রীচরণ-যুগলে স্তুতি, ৫৬। চরণে মস্তকস্থাপন, ৫৭। শিরে নির্ম্মাল্য-ধারণ, ৫৮। উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ, ৫৯। পদসম্বাহনার্থ উপবেশন, ৬০। পুষ্পশয্যা, ৬১। হস্তপ্রদান, ৬২। শয্যায় আগমন, ৬৩। পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন, ৬৪। সর্ব্বশেষে পর্য্যঙ্কে শয়ন ও পাদসম্বাহনাদি।

পঞ্চকাল,—অরুণোদয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ।

পূজারতি,—পূজা এবং আরাত্রিক ও নীরাজনাদি।

কৃষ্ণের ভোজন,—(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৫০-৫১)—"মঞ্জুল-ব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা।" * * "শালীভক্তং সুভক্তং শিশির-করসিতং পায়সং পূপ-সুপম্। লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়ন-রুচিকরং বাজিকৈলামরীচস্বাদীয়ঃ শাকরাজী-পরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥"

কৃষ্ণের শয়ন,—(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ) "বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ॥ এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্। আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্। তাম্বুলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্ ॥"

৩৩০। শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ—মধ্য, ২০ পঃ ২২৪-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শালগ্রাম লক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩১। নামমহিমা—হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ দ্রষ্টব্য।

নামাপরাধ—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃত-প্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-লক্ষণ,—"বিষ্ণুরেব হি যস্যৈব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।" হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

সেবাপরাধ-খণ্ডন,—স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাস-বাক্য—"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" দ্বারকামাহাত্ম্যে,—"সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি। অপরাধ-সহস্রাণি ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥ দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ। পঠেত্তুলসী-

স্তবম্ দ্বাত্রিংশদপরাধান্ হি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ—১। যান বা পাদুকাবলম্বনে ভগবদ্‌গৃহে গমন, ২। দেবাগ্রে অপ্রণাম, ৩। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দন, ৪। একহস্তদ্বারা প্রণাম, ৫। তদগ্রে অন্যদেব-প্রদক্ষিণ, ৬। তদগ্রে পদপ্রসারণ, ৭। জানুদ্বয় হস্তদ্বয়দ্বারা বেষ্টন করিয়া উপবেশন, ৮। শয়ন, ৯। ভোজন, ১০। মিথ্যাভাষণ, ১১। উচ্চভাষণ, ১২। পরস্পর জল্পনা, ১৩। ক্রন্দন, ১৪। অপর ব্যক্তিকে অনুগ্রহ, ১৫। নিগ্রহ বা নিষ্ঠুরবাক্যপ্রয়োগ, ১৬। কম্বলাবরণ, ১৭। পরনিন্দা, ১৮। পরপ্রশংসা, ১৯। অশ্লীলভাষণ, ২০। অধোবায়ু বিমোক্ষণ, ২১। সামর্থ্যসত্ত্বেও উপচার বিনা পূজা, ২২। অনিবেদিতভক্ষণ, ২৩। তত্তৎকালোৎপন্ন ফলের অনর্পণ, ২৪। অবশিষ্টাংশ নিবেদন, ২৫। দেবতাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন, ২৬। অন্যকে অভিবাদন, ২৭। গুরুর নিকট স্তব না করিয়া উপবেশন, ২৮। আত্মপ্রশংসা, ২৯। দেবনিন্দা, ৩০। অপর-ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দয়তা, ৩১। উৎসব অকরণ এবং ৩২। কলহ।

৩৩২। পুষ্প-লক্ষণ,—হঃ ভঃ বিঃ ৭ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

ধূপাদি-লক্ষণ,—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ ও বন্দনা,—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ আলোচ্য।

৩৩৩। পুরশ্চরণ বিধি,—মধ্য ১৫পঃ ১০৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন—"সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ। অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকানি ব্রজেন্নরঃ ॥"

অনিবেদিত-ত্যাগ,—"অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা।" হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবনিন্দা-বর্জ্জন,—মধ্য ১৫পঃ ২৬০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। দিনকৃত্য,—দিবসের কালোচিত কৃত্যসমূহ। পক্ষকৃত্য,—তিথিতে, বিশেষতঃ একাদশ্যাদিতে অনুষ্ঠানযোগ্য কৃত্যসমূহ। মাসকৃত্য,—দ্বাদশমাসের কৃত্যসমূহ।

একাদশ্যাদি বিবরণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২বিঃ দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ,—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭। একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধ-ব্রত-পালনে 'দোষ' এবং অবিদ্ধ ব্রতপালনেই 'ভক্তি' হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য।

[শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে যে বৈষ্ণবস্মৃতির সূত্র সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সেইসমস্ত সূত্র ও তাহার পরমারাধ্য প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম সংখ্যায় কিছু উদ্ধার করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহারই অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করিলাম। ইহা হইতে বৈষ্ণবস্মৃতি সম্বন্ধে পাঠকগণের একটি মোটামুটি ধারণা লভ্য হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি। অতঃপর প্রবন্ধান্তরে এসম্বন্ধে আরও অনেক বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা গোষণ করিতেছি। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদগণের উপদিষ্ট হিতকর বাক্যসমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা কখনই দোষাবহ হইবে না বলিয়াই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।]
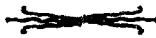
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীসুবুদ্ধি রায়

(৭৩)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়, জন্মস্থান প্রভৃতি কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ও বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন— এই বিশেষ মহিমার জন্য তাঁহার পূতচরিত্র স্মরণীয় ও কীর্ত্তনীয়। বাহ্যবিচারে তিনি প্রথম জীবনে গৌড়দেশের* স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মণবর্ণে আবির্ভূত সুবুদ্ধি রায়ের পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি ছিল। সুবুদ্ধি রায় যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন, তখন তাঁহার অধীনে হুসেন শাহ চাকরী করিতেন।

'পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়ে অধিকারী।
হুসেন খাঁ-সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥'

—চৈঃ চঃ ম ২৫।১৮০

'হুসেন শাহ গর্হিত আচরণ করায় (এইরূপ কথিত হয় দীঘিকা-খননকার্য্যে ভুল করায়) সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে চাবুক মারিয়া শাসন করিয়াছিলেন। দৈববশতঃ উক্ত হুসেন শাহই গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। কিন্তু হুসেন শাহ পূর্ব্ব উপকারের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ সুবুদ্ধি রায়কে বহু সম্মান করিতেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠদেশে সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার চিহ্ন ছিল। হুসেন শাহের স্ত্রী (বেগম) পতির অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সুবুদ্ধি রায় রাজা থাকাকালে বাদশাহকে চাবুক মারিয়াছিলেন জানিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পতিকে উত্তেজিত করিলেন সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ড দিবার জন্য। বাদশাহ উহা করিতে অস্বীকার করিলে বেগম সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশের ব্যবস্থা দিলেন। জাতিনাশ করিলে সুবুদ্ধি রায় প্রাণত্যাগ করিবেন, এইজন্য বাদশাহ প্রথমে তাহা করিতে অস্বীকার করিলে বেগম আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। হুসেন শাহ অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীর নির্দ্দেশক্রমে সুবুদ্ধি রায়কে করোঁয়ার পানি পান করাইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বিধানানুসারে সুবুদ্ধি রায় জাতি হইতে চ্যুত হইলেন। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসিয়াছিল। এই সুযোগে তিনি গৃহ পরিজনবর্গ সব পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তিনি কাশীধামে স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তপ্তঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে 'প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণগণ তুষানলে প্রাণত্যাগ বিধি প্রদান করিয়াছিলেন' লিখিত আছে। এইরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া কোন কোন ব্যক্তি অল্পদোষে গুরুদণ্ড হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিলে সুবুদ্ধি রায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসীধামে শুভ পদার্পণ করিলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সব বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তচ্ছ্রবণে তাঁহাকে বৃন্দাবনধামে যাইয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন।

প্রভু কহে,—"ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥

---

* গৌড়দেশ ঃ—'গৌড়' মালদহ জেলায় অবস্থিত বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। 'গৌড়' নাম হইতে এককালে সমুদয় বাংলাদেশকে 'গৌড়' বলা হইত।

—আশুতোষ দেব রচিত নূতন বাংলা অভিধান

'স্কন্দপুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে। পঞ্চগৌড় বলিতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড়দেশ লক্ষিতব্য। ইহার মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়রাজ্যের সমধিক পরিচিতি। সেনবংশীয় বিজয় সেন কর্ণাট হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি হন। তদ্বংশীয়গণ গৌড়েশ্বর নামে খ্যাত। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরে গৌড় নামক নগরের রাজধানী স্থাপন করেন। মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে প্রাচীন গৌড় অবস্থিত। পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী গৌড়ীয় শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে তাঁহার ভক্তগণই গৌড়ীয় শব্দে উদ্দিষ্ট।'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৫।১৯১-৯৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রাকালে প্রয়াগ, অযোধ্যা হইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ নৈমিষারণ্য হইতে মথুরায় আসিয়া পৌঁছিলে জানিতে পারিলেন মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সুবুদ্ধি রায় মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে তাঁহাতে বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশ সহ্য করতঃ জঙ্গল হইতে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মথুরায় বিক্রী করিতেন, তাহাতে যে সামান্য পয়সা পাইতেন, তাহা দ্বারা তিনি মাত্র চানা চিবাইয়া জীবনধারণ করিতেন এবং তাহার মধ্য হইতে পয়সা জমা করিয়া তদ্দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে দধি-অন্নাদি খাওয়াইতেন।

'শুষ্ককাষ্ঠ আনি রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈলমর্দ্দন ॥'

—চৈঃ চঃ ম ২৫।১৯৭-৯৯

তাঁহার বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবসেবার জন্য নিষ্কপট প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী খুবই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী সুবুদ্ধি রায়কে নিজসঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ দেখাইয়াছিলেন। "রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা। আপন-সঙ্গে লঞা 'দ্বাদশবন' দেখাইলা ॥"—চৈঃ চঃ ম ২৫।২০০। অর্থশালী ব্যক্তি হইলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা করিবে, এইরূপ নহে। সেবার প্রবৃত্তি যেখানে, সেখানে দারিদ্র্য থাকিলেও ভগবদিচ্ছাক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার জন্য দ্রব্যের অভাব হয় না। সুবুদ্ধি রায়ের পূতচরিত্র—ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

যে সময়ে সনাতন গোস্বামী কাশী হইতে প্রয়াগে আসিয়া রাজপথ দিয়া মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরপথে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করায় উভয়ের মিলন সংঘটিত হয় নাই। সনাতন গোস্বামী মথুরায় আসিয়া সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। রূপ গোস্বামী ও শ্রীঅনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইপথ দিয়া চলায় সনাতন গোস্বামীর সহিত তাঁহাদেরও সাক্ষাৎকার হয় নাই—ইহা সুবুদ্ধি রায়ের নিকট জানিতে পারিয়া সনাতন গোস্বামী দুঃখী হইয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া সুবুদ্ধি রায় তাঁহার প্রতি বহু স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিষয়বিরক্ত সনাতন গোস্বামী উক্ত স্নেহকে বহুমানন করিতে পারেন নাই।

শ্রীসুবুদ্ধি রায় দীনভাবে গোস্বামিগণের সঙ্গে জীবনের অবশিষ্টকাল শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া বৈরাগ্যের ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধান তারিখ অপরিজ্ঞাত।
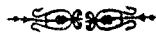
শ্রীশ্রীগুরুপূজা

(১)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিয়া তাঁহার অনুমতি ও কৃপা প্রার্থনা করতঃ সপরিকর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পূজা করিতে হয়। পরে তাঁহার অনুমতি গ্রহণান্তর সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করাই বিধি। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন (হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।"

অর্থাৎ প্রথমতঃ গুরুদেবের পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। নতুবা পূজা কখনই ফলবতী হয় না, নিষ্ফলা হইয়া যায়।

শ্রীনারদও বলিয়াছেন (ঐ ১৩৪ সংখ্যা)—

'গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্।।'

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব সন্নিহিত থাকিতে যিনি প্রথমে অপরের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পূজাও নিষ্ফল হইয়া যায়।

'স্মৃতিমহার্ণবে' লিখিত আছে যে (ঐ ১৩৩)—

'রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ।।'

অর্থাৎ রাজা, চিকিৎসক ও গুরুদেবকে রিক্তহস্তে দর্শন করিতে নাই। আবার উপায়নহস্ত হইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যসহ সাক্ষাৎ করিবে না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে যে (ঐ ১৩৫)—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।'

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি (শুদ্ধা ভক্তি) বিদ্যমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, (তদভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবেও তদ্রূপ শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর-প্রোক্ত রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি ['অর্থাঃ পুরুষার্থাঃ' (শ্রীসনাতন টীকা) বা পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমরূপ শ্রুতির মর্ম্মার্থ] প্রকাশিত হইবে। (শ্রীভগবদ্ভক্তি ও গুরুভক্তি ব্যতীত শ্রুতির মর্ম্মার্থবোধ কখনই কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।)

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম, দশম ও একাদশ স্কন্ধেও যথাক্রমে কথিত হইয়াছে—

(১) যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।

(২) নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।

(৩) আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।

অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদোক্তিতে আছে যে,—হে মহারাজ, সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ (অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ) দিব্যজ্ঞানালোক প্রদাতা গুরুদেবের প্রতি মরণশীল মানবজ্ঞানরূপ অসদ্বুদ্ধি করিলে সে ব্যক্তির যাবতীয় শাস্ত্রাভ্যাস হস্তীস্নানবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়।

দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামাপ্রতি উক্তিতে দেখা যায় যে,—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমি, গুরুসেবা দ্বারা যে প্রকার তুষ্ট হই, ইজ্যা অর্থাৎ যজ্ঞ বা পূজারূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, প্রজাতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জন্মরূপ উপনয়ন সংস্কারাদি দ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, তপস্যারূপ বানপ্রস্থধর্ম্ম এবং উপশমাদিদ্বারা উপলক্ষিত চতুর্থাশ্রমোচিত যতিধর্ম্মাচরণ-দ্বারাও তদ্রূপ তুষ্ট বা প্রীত হই না।

একাদশস্কন্ধেও শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম সখা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে উদ্ধব,—আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কখনও আচার্য্যের অবমাননা করিবে না। সামান্য মরণশীল মানবজ্ঞানে কখনও তাঁহার প্রতি অসূয়া বা অনাদর প্রকাশ বা দোষদৃষ্টি করিবে না। ('অসূয়া' শব্দের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন—'নাসূয়েত—মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ।')

অন্যত্রও লিখিত আছে—

'সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্।।'

অর্থাৎ 'শিষ্য গুরুদেবে অচলা ভক্তি করিয়া আমাদিগকে উল্লংঘনপূর্ব্বক অগ্রেই শ্রীহরিকে লাভ করিবে' এজন্য (ইহা চিন্তা করিয়া) দেবতারা সাধকের গুরুদেবের প্রতি ভক্তি মন্দীভূত করিয়া দিয়া থাকেন।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা।।'

['তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সদা' স্থলে 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলিয়া প্রণামও করা হয়।]

—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৯

অর্থাৎ গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু, গুরুদেবই শিব এবং গুরুদেবই পরব্রহ্ম; সুতরাং সর্ব্বদা (নিরন্তর) শ্রীগুরুদেবের সম্যক্ পূজা বিধান করিবে।

(এস্থলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রোক্ত গুর্ব্বষ্টকের "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"—এই সপ্তম শ্লোকটি বিশেষভাবে আলোচ্য। "স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' ন্যায়াবলম্বনে আমাকে ভজন শিক্ষা দিতেছেন—তিনি কৃষ্ণের পরম-প্রিয়তম নিজজন—স্বয়ং কৃষ্ণই আমার গুরুরূপে প্রকটিত"—শ্রীগুরুতত্ত্বকে এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। নতুবা অনেক স্থলেই দেখা যায়—কেবল-অভেদ-বাদাবলম্বনে কেবল গুরুপূজারই প্রাধান্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার অবতার শ্রীরাম-নৃসিংহাদি মূর্ত্তির স্বতন্ত্রপূজার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় না। মুণ্ডক শ্রুতিতে (১।২।১২) বলা হইয়াছে—

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥'

অর্থাৎ সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভার্থ তিনি (শিষ্য) সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হস্তে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুসমীপে অভি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। ('সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।)

ছান্দোগ্য উপনিষদেও (ছাঃ ৬।১৪।২) কথিত হইয়াছে—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'।

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

কঠশ্রুতিতেও (২।৩।১৪) কথিত হইয়াছে—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

অর্থাৎ "স্বয়ং বেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন—হে সাধুগণ! (তোমরা) নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণা অর্থাৎ বহুদুঃখকারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ব্যতীত ঐ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসার-নিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসারতরণের আর উপায়ান্তর নাই।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (৬।২৩) বলিয়াছেন—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥'

(ইহার অনুবাদ প্রবন্ধপ্রারম্ভে দ্রষ্টব্য অর্থাৎ সেব্য শ্রীভগবান্ ও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ-শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্মার্থ কখনই উপলব্ধির বিষয় হয় না।)

উক্ত কঠঋষিপ্রোক্ত ১।২।২৩ শ্রুতিবাক্যেও বলা হইয়াছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

অর্থাৎ "সেই পরমাত্মাকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা (সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে) ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখনই সেই পরমাত্মা তাঁহার নিকট স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করেন।"

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ শ্রুতিবাক্যসমূহে যেমন গুরূপসত্তির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, স্মৃতিবাক্যেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪।৩৪ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥'

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন—"তোমরা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত পুরঃসর ও নিষ্কপট সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ এইরূপ পরিপ্রশ্ন কর—'হে গুরুদেব, আমাদের এই (ত্রিতাপজ্বালাময়) সংসার কোথা হইতে আসিল এবং কিরূপেই বা ইহার নিবৃত্তি হইবে?' তখন পরব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন

গুরুদেব তোমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন।" এস্থলে শ্রুতিতে তদ্‌বিজ্ঞানার্থং এবং স্মৃতিতে তদবিদ্ধি প্রভৃতি বাক্য একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ-প্রবর শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ নিজজনগণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উপদেশ করিয়াছেন। আম্নায় বা বেদই স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তি-তত্ত্ব ও কৃষ্ণরসতত্ত্ব; জীবতত্ত্ব জীবের বদ্ধ ও মুক্তাবস্থা; ঈশ্বরে ও জীবে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধতত্ত্ব; অভিধেয়—ভক্তিতত্ত্ব এবং প্রয়োজন—প্রেমতত্ত্ব—এই নয়টি প্রমেয়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ইহাকেই দশ-মূলরহস্য বলা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই—এই সকল তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ। তাঁহার নিকট হইতে ঐসকল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তদানুগত্যে ভগবদ্ভজনই শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত উপদেশ।

বামনকল্পে ব্রহ্মার বাক্য এই যে—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ॥"

অর্থাৎ যিনি মন্ত্র, তিনিই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ, আবার যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি বলিয়া বিচারিত হন। যাঁহার প্রতি গুরুদেব প্রীত থাকেন, স্বয়ং শ্রীহরিও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। গুরুদেবের সহিত সমান আসনে বা তদপেক্ষা উচ্চআসনে উপবিষ্ট হইবে না। (ক্রমশঃ)
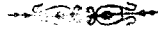
ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার একত্রিংশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠা
শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের নির্য্যাণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের নির্য্যাণ ৩২ আষাঢ় ১৭ জুলাই বুধবার শুক্লা সপ্তমীর পরিবর্ত্তে ৩ শ্রাবণ ২০ জুলাই শনিবার শুক্লা দশমী হইবে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামূলে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ত্রিপুরা-রাজ্যের রাজধানী আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক উৎসব ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ বিগত ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই শুক্রবার হইতে ৪ শ্রাবণ, ২১ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য একাদশ মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই কলিকাতা-দমদম বিমানবন্দর হইতে বিমানযোগে প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ১৫ মিঃ-এ আগরতলা বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ কএকটী মোটরযানে, জীপে এবং বাসে বিমানবন্দরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা শ্রীমঠের আচার্য্য ও সাধুগণের অনুগমনে বাসে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আগরতলা সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা ১০-৩০টায় শ্রীমঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পরিক্রমা

করেন। তৎপশ্চাৎ মঠাশ্রিত সেবকগণ কর্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডী যতিগণ সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারানুকূল্যের জন্য এইবার আগরতলা মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব ভাগবত মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন মঠের পূজারী), শ্রীঅভয়চরণ দাস—শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (চণ্ডীগড় মঠের) ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই আগরতলা মঠে উপস্থিত ছিলেন শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন এবং রথযাত্রা উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং মঠের সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতির জন্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ গৌহাটী মঠ হইতে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়া হরিকথার দ্বারা মঠসেবকগণকে উৎসাহান্বিত করিতেছিলেন। শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে সহায়তার জন্য রথযাত্রা উৎসবের পূর্ব্বদিবস শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে আগরতলা মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। বোলপুর হইতেও গৃহস্থ ভক্তদ্বয় উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। এইরূপ ত্যক্তাশ্রমী সন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ব্বে আগরতলা মঠে কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না।

২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই শনিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন। পঞ্চচূড়ার অপূর্ব্ব প্রকাশ হওয়ায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের দর্শন-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। রাজ্য সরকার রথাকর্ষণ ও ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচুর পুলিস নিয়োগ করিয়াছিলেন। যোগদানকারী সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সরকারপক্ষ হইতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে পুলিশব্যাণ্ডপার্টিও ছিল। উক্ত দিবস রৌদ্রের তাপ অধিক হওয়ায় ভক্তগণের নগ্নপদে তপ্ত রাস্তা দিয়া চলিতে কষ্টানুভব হইয়াছিল। ভগবানের সেবায় যে কষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাহা বস্তুতঃ কষ্ট নহে, তাহাই সম্পদ। 'তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ। সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।' ভগবানও সেবকের সেবা-নিষ্ঠা পরীক্ষা করেন। এইবার রথের পথ বটতলা পর্য্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় নূতন অঞ্চলের নরনারীগণেরও শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হয়। 'রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' রথযাত্রায় যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী।

৪ শ্রাবণ, ২১ জুলাই রবিবার পুনর্যাত্রা তিথিতে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া বটতলা ঘুরিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। পুনর্যাত্রাদিবসে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় ভক্তগণের কোনও কষ্ট হয় নাই, পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় মাঝে মাঝে কিছু বর্ষা হইয়াছে। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর সংখ্যা অধিক থাকায় ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন-বলদেব-সুভদ্রা ও জগন্নাথের কৃপাপ্রার্থনামুখে নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী। রথযাত্রার ন্যায় পুনর্যাত্রাতেও সরকার হইতে পুলিশ ও ব্যাণ্ডপার্টি নিয়োজিত হইয়াছিল।

১৭ জুলাই বুধবার হইতে ২০ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর

রঞ্জন মজুমদার, আগরতলা পৌরসভার প্রশাসক শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের কর্ম্ম-সচিব শ্রীনীহার কান্তি সিংহ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীবি-জে-কে তাম্পি, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের সচিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ মাথুর আই-এ-এস্. আগরতলা সরকারী আর্ট ও ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ (কলাকৌশল ও হস্তশিল্পের) কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুমঙ্গল সেন এবং আগরতলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীএ-কে মিশ্র। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'হিংসাপ্রবণ জগতে শান্তির উপায়', 'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহসেবা', শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ', 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃন্দাবনের শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও চণ্ডীগড়ের শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হিন্দী ভাষায় বলেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন— 'জরুরী দায়িত্ব পালনের জন্য সভায় আস্‌তে বিলম্ব হ'য়েছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁরা বলবার অধিকারী, তাঁরা বলেছেন। আমি তাঁদের মত বল্‌তে পারবো না। তবে আমি বিশ্বাস করি ভগবান্ আছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টপ্রাণী প্রতিটী জীবেতে বিদ্যমান। সৃষ্টপ্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মানুষকে সদসদ্ বিবেচনাশক্তি দিয়েছেন। আমরা যদি একাকী থাক্‌তাম, ভাল-মন্দ ব্যবহারের চিন্তা থাক্‌তো না।
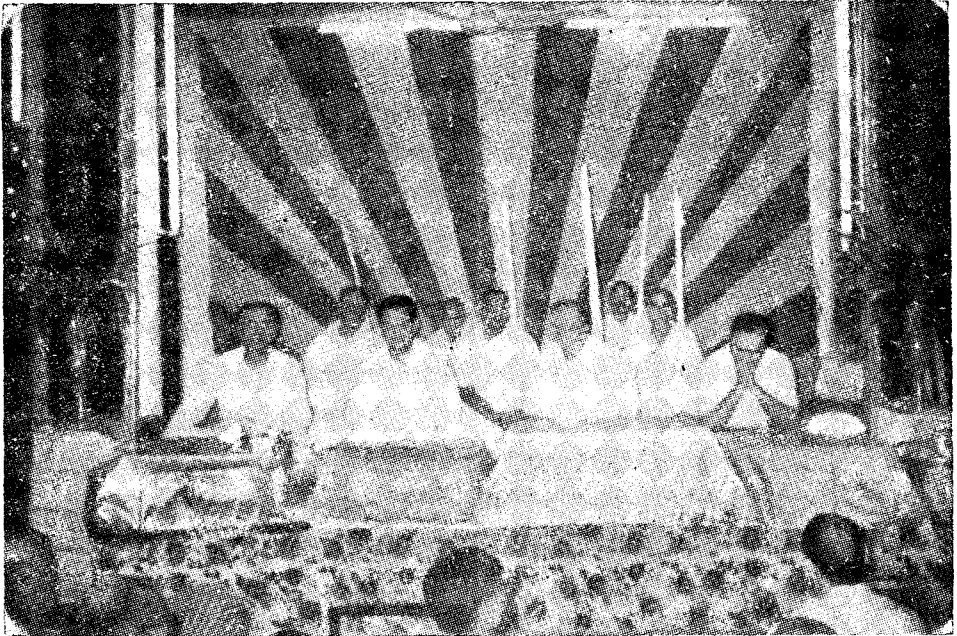
ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন—সম্মুখে বামদিক হইতে— শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ মাথুর; পশ্চাতে—শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ

কিন্তু যখন বহুর মধ্যে আছি, তখন ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম আমাদিগকে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে, পথ দেখিয়ে দেয়। অনেকে বলেন ধর্ম্মের নামে বিরোধ চল্‌ছে। আমি মনে করি তা' নহে, ধর্ম্মে বিরোধ নাই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হওয়ায় বিরোধ হচ্ছে। সনাতনধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম, ইহাতে কোনও সঙ্কীর্ণতা নাই। সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা। সনাতনধর্ম্ম অন্য কোনও ধর্ম্মকে আঘাত করে না। ভারতবর্ষের কৃষ্টি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আমি সাধুদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকলের শান্তি হয়।'

শ্রীপরেশ চন্দ্র পাল, শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক, শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা (লক্ষ্মী আয়রণ ষ্টোর্স), শ্রীগোপাল সাহা (সাহা মেডিকেল হল), শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র সাহা, শ্রীশেফাল চন্দ্র সাহা, শ্রীনিতাই লস্কর, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল—শ্রীরামদাস পাল, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীপরেশ চন্দ্র কর, শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সাহা শ্রীমঠে বিভিন্ন দিনে বৈষ্ণবসেবা-মহোৎসবে আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ভক্তগণের আমন্ত্রণে শ্রীমঠের আচার্য্য সদলবলে তাঁহাদের গৃহে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন ঃ—

(১) শ্রীশৈলেন সাহা, জগহরিমুরা, কলেজটিলা
(২) শ্রীগোপাল ভৌমিক, ধলেশ্বর
(৩) পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীবি-জে-কে তাম্পি, কুঞ্জবন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায় বলেন।
(৪) শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, কল্যাণী
(৫) শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারী, কল্যাণী
(৬) শ্রীজিতেনময় সেন, বনমালিপুর
(৭) শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (হিরালাল পাল), টাউন বড়দত্তয়ালি
(৮) শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, শিবনগর, কলেজরোড
(৯) শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী, উজান অভয়নগর
(১০) শ্রীগোপাল সাহা, লক্ষ্মী আয়রণ ষ্টোর্স, আখাউরা রোড
(১১) শ্রীতরণীকান্ত ধর, কৃষ্ণনগর
(১২) শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, টাউন প্রতাপগড়
(১৩) শ্রীনেপাল সাহা, যোগেন্দ্রনগর

অতিথিভবন নির্ম্মাণে আনুকূল্যকারী শ্রীচিত্তরঞ্জন বাবু অতিথিগণের জলকষ্ট দূর করার জন্য টিউবওয়েল ও পাইপের দ্বারা জলের ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। কল্যাণীর শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর ও যোগেন্দ্রনগরের শ্রীনেপাল সাহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অরুন্ধতিনগরের মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী অবস্থাপন্ন না হইলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁহার খুবই উৎসাহ। তিনি অরুন্ধতিনগর-ক্যাম্পবাজারে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঝড়ো বৃষ্টিতে সভামণ্ডপে সভা করা সম্ভব হয় নাই। সভামণ্ডপের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সাহার দোকানগৃহে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। মণীন্দ্রবাবুর ইচ্ছায় কিছু সময়ের জন্য উক্ত পল্লীবাসীর দর্শনসৌকর্য্যার্থে রাস্তা দিয়া চলিয়া সংকীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডী যতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ। শ্রীমঠের আচার্য্য ভক্তির ও ভক্তের মহিমা বর্ণনমুখে হরিকথা বলেন। উক্ত সভায় ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটী পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে অরুন্ধতীনগর পর্য্যন্ত ভক্তগণের যাতায়াতের জন্য বিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (শ্রীহরিপদ দাস), শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাসাধিকারী, শ্রীনীলকমল প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদনগোস্বামি মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ৩ শ্রাবণ (১৩৯৮), ১৩ জুলাই (১৯৯১) শনিবার শুক্লা দশমী তিথি অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অধস্তন প্রিয় শিষ্য—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ তাঁহার অভিন্ন-ব্রজধাম শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যান-পল্লীস্থ-'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে' তদীয় বিরহবিহ্বল ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠোচ্চারিত মহাসংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-গোবিন্দজিউ তথা শ্রীশ্রীগোবিন্দপ্রিয়তম সপরিকর বৈষ্ণবরাজ শ্রীগোপীশ্বর সদাশিব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপরাহ্ন কালীয় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলান্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পিতৃদেবের নাম ছিল—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং পরমাভক্তিমতী মাতৃদেবীর নাম ছিল শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী দেবী। মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সান্যাল নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের নবাবী আমলের উপাধি ছিল—'মজুমদার'। তৎকালে ধনাঢ্য জমিদারগণকে ঐরূপ উপাধিতে ভূষিত করা হইত। মহারাজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইংরাজীভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। পঠদ্দশার পর তিনি কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া কিছুকাল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে সুমধুর কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্যবরণ করতঃ অবিলম্বেই তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হন এবং শীঘ্রই গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক মঠবাসী হন। তিনি ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা ও বিশেষতঃ শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনে সবিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রাচীন প্রবীণ ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিমহারাজগণের সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচার-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিভিন্ন স্থানে বহুবিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত সভায় পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা মঠ-মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যে অদম্য উৎসাহ ও দক্ষতা-শ্রবণে তথা স্বচক্ষে দর্শনে এবং অম্লানবদনে প্রসন্নচিত্তে হাসিমুখে সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্য-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে 'ভক্তিকমল' এই ভক্তিসূচক উপাধিভূষণে ভূষিত করতঃ প্রচুর স্নেহাশীর্ব্বাদ বিতরণ করেন।
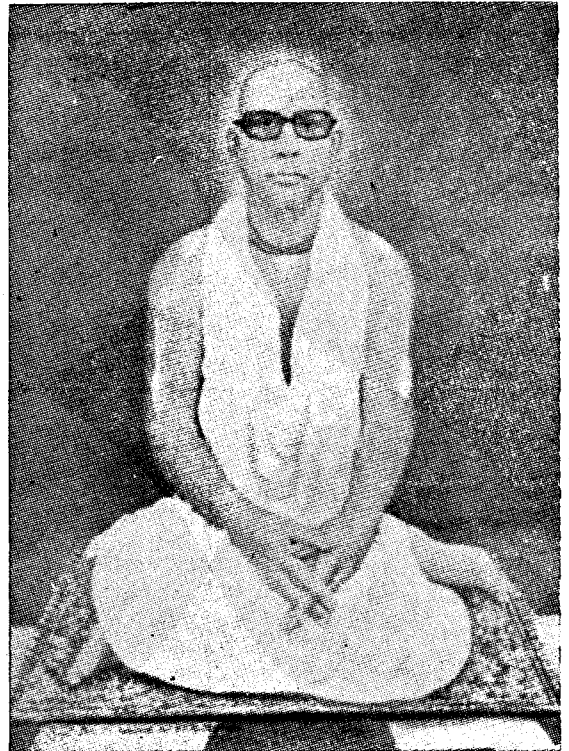
অনন্তর ইং ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ-দিবসের রাত্রিশেষে পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবিষ্ট হইলে গৌড়ীয়-গগন ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে প্রভুপাদের বিরহকাতর অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে নিবিষ্টচিত্ত হন। পূজ্যপাদ নরোত্তমপ্রভু তৎকালে বর্দ্ধমান সহরে মিঠাপুকুর লেনে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা হরিকথাশ্রবণাকৃষ্ট জনৈক ধনাঢ্য ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন তাঁহাকে তথায় একটি সুরম্যমন্দির ও মঠনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পূজ্যপাদ মহারাজ এই মঠের নামকরণ করেন – শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, তৎপর শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যান পল্লীতেও ঐ-রূপ একটি মঠ সংস্থাপিত হয়। তথায়ও সুরম্য উচ্চচূড় মন্দির ও বিচিত্র কারুকার্য্যসম্বলিত একটি সুদৃশ্য তোরণও নির্ম্মিত হয়। এই মঠও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠ নামে অভিহিত হন। এস্থানে মূলমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে একটি সুন্দর শিবমন্দিরও পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার সতীর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজদ্বারা ঐসকল মঠমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করাইয়াছেন। অতঃপর কলিকাতা মহানগরীর দক্ষি-ণাংশে রায়পুর নামক স্থানেও পূজ্যপাদ মহারাজ একটি মঠমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য শ্রীধামমায়াপুরস্থ মঠ কিছু পরে আত্মপ্রকাশ করিলেও উহাকেই স্থানগৌরবে মূলমঠ ও অপর দুইটিকে শাখামঠ বলা হইয়া থাকে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রকটকালে বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজের ভজন-নৈপুণ্যে তথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত-বাণীর পরিবেশনভঙ্গীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর তাঁহার (পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের) নিকট তদীয় সহর-নব-দ্বীপকোলের গঙ্গপল্লীস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বতমঠে চতুর্থা-শ্রমোচিত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করতঃ তদ্দত্ত 'ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ' নামে অভিহিত হন এবং তদানুগত্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী প্রচার করিতে থাকেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ নামভজনানন্দী শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহা-রাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন-গণ পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভাষণাদিতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকটকালে প্রতিবৎসর কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহগণের প্রকটোৎ-সবকালে পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজ আমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যহ সান্ধ্য অধিবেশনে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক গবে-ষণাপূর্ণ ভাষণ দান করতঃ সভাস্থলে উপস্থিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও বৈষ্ণববৃন্দ সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। শ্রীল মধুসূদন মহারাজ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের অন্যান্য মঠেও আহূত হইয়া ভাষণাদিদানে বৈষ্ণবগণের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলই সঞ্চা-রিত হয়। আজ আমরা তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্ব-গুণোপেত বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার অসুস্থাভিনয়কালে তদীয় বর্দ্ধমান সহরস্থ মঠে সদ্বৈদ্যের সুচিকিৎসা-ধীনে থাকিয়া তত্রত্য গুরুগতপ্রাণ সেবকগণকর্ত্তৃক যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা পাইতে থাকিলেও শ্রীশ্রীজগ-ন্নাথদেবের রথযাত্রার কএকদিবস পূর্ব্ব হইতে তদীয় অভিন্নব্রজধাম শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মঠে আসিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার অত্যধিক ব্যাকুলতাদর্শনে সেবকগণ তাঁহাকে অবি-লম্বে মোটরযানযোগে মায়াপুরে লইয়া আসেন। সাক্ষাৎ ব্রজধাম শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে শ্রীসরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ ঈশোদ্যান বা শ্রীরাধাবনস্থ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে তাঁহার প্রাণা-ধিক প্রিয়তম আরাধ্যদেবতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-গোবিন্দদেব ও তৎপ্রিয়তম শ্রীগোপীশ্বর সদাশিবের শ্রীচরণান্তিকে আসিবার পর হইতে তাঁহার অপ্রকট-

কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন বেশ প্রসন্নবদনই দেখা গিয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহার ৭ই জুলাই তারিখে পুরীধামে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে দুই দিবস দর্শন, স্পর্শন ও প্রণতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অস্পষ্ট বাণী বোধগম্য না হইলেও তাঁহাকে বেশ সুস্থচিত্তই দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি যেন সর্ব্বক্ষণই তাঁহার প্রাণের দেবতার শ্রীপাদপদ্মচিন্তায় নিমগ্ন আছেন। অতঃপর পুরী মহারাজ পুনর্যাত্রার পূর্ব্বদিন ২০শে জুলাই কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানিলেন—ঐ দিবসই শ্রীমায়াপুর হইতে ট্রাঙ্ককলযোগে পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজের অপ্রকটবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে।

সাক্ষাৎ ব্রজধাম শ্রীমায়াপুরে—সাক্ষাৎ শ্রীরাধাবনে—শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত-শ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু গৌরসুন্দরের সপার্ষদে মধ্যাহ্নকালীন সংকীর্ত্তন-লীলাবিলাসস্থলে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলাপ্রবেশ পারমার্থিকবিচারে পরম সুখপ্রদ হইলেও এজগতে তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ আমাদিগের পক্ষে বড়ই অসহনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণকালে তদ্ভক্তবিচ্ছেদবিহ্বল হইয়া সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছিলেন—"হরিদাস আছিল পৃথিবীর রত্নশিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী॥ কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ রায় রামানন্দসমীপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"(প্রভু কহে—) দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।" আবার রামানন্দহৃদয়ে তিনিই প্রবিষ্ট হইয়া তন্মুখ-মাধ্যমে উত্তর দিয়াছিলেন—"(রায় কহে—) কৃষ্ণ-ভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনপরায়ণ ভক্ত জগতে বড়ই বিরল। সেই ভক্তের অদর্শন যে কত গভীরতম মর্ম্মপীড়াপ্রদ, তাহা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তম কৃষ্ণেচ্ছা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা ও দুস্তর্ক্যা। তিনি তাঁহার প্রিয়-বস্তুকে তচ্চরণে স্থান দিয়া আমাদিগকে বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া—'বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ' এই বাক্য স্মরণ করাইয়া তাঁহার ভক্তের ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন, ইহাই আমাদের বিচ্ছেদবহ্নি-তপ্তহৃদয়ের সান্ত্বনাবারি।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের নাট্য-মন্দিরে গত ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট মঙ্গলবার পূজ্য-পাদ মধুসূদন মহারাজের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় উক্তসভার অধিবেশন বিঘোষিত হইয়াছিল। এই সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে—শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামী মহারাজ; ভাষণ দান করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিতোষণ গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ (তরুণকৃষ্ণপ্রভু)।

অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীল শান্ত মহা-রাজের মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ, ইস্কনের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সুভগ মহারাজ, নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীমদ্ হরিচরণ দাস ব্রহ্মচারী। উক্ত বিরহসভায় এতদ্-ব্যতীত বহুশত ভক্তের সমাবেশ হয়। বেলা ১টায় ভোগারাত্রিকের পর মহোৎসবে সমবেত শত শত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

এই বিরহসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূজ্যপাদ মধু-সূদন মহারাজের শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ

মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালনের বিপুল আয়োজন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগামী ১ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর শনিবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীউর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উপলক্ষে নিম্ন-কার্য্যসূচী অনুযায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি অত্র **শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ** মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। শ্রীদামোদরব্রতের পরেও ৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব মহোৎসব এবং শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পালনের জন্য শ্রীমঠে ব্রতপালনকারী ভক্তগণের অবস্থিতি হইবে।

কার্য্যসূচী

প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টা, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সাধন-ভজনপরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশিক্ষাষ্টক, মঙ্গলারতি-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমণান্তে প্রাতঃ ৫-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সংকীর্ত্তন** বাহির হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে নিকটবর্ত্তী অন্যত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও গৌরপার্ষদগণের স্থানসমূহ দর্শনের জন্য যেদিন যাওয়া হইবে, শ্রীমায়াপুর মঠে যথাসময়ে উহা বিজ্ঞাপিত হইবে।

১ কার্ত্তিক—পাশাঙ্কুশা একাদশী ; ২ কার্ত্তিক—পূর্ব্বাহ্ন ৯।২৭ মিঃ মধ্যে পারণ, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব ; ৫ কার্ত্তিক—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা, শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব ; ১০ কার্ত্তিক—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ; ১২ কার্ত্তিক—শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি ; ১৬ কার্ত্তিক—শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় ; ১৯ কার্ত্তিক—শ্রীদীপান্বিতা ; ২০ কার্ত্তিক—**শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব** ; ২১ কার্ত্তিক—শ্রীল বাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ; ২৭ কার্ত্তিক—শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব, শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী।

১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর সোমবার—শ্রীউত্থানৈকাদশী। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** ৮৭-তম **বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা।** শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২ অগ্রহায়ণ—**শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব।**

৫ অগ্রহায়ণ—**শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।** শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীল নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব।

ব্রত পালনের নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া এই ঠিকানায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের** নিকট পত্রালাপে বা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ বিছানা, মশারি, টর্চ্চ, ঘটিবাটি ও থালা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

বিঃ দ্রঃ—দৈবানুরোধে কার্য্যসূচী এবং কার্য্যস্থানের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, অন্য উপায়ে নহে। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—ভাগবত। ভক্তিমিশ্র থাকিলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ তৎ তৎ ফল প্রদান করিতে পারে, কিন্তু ভক্তিরহিত হইলে সবই বন্ধ্যা। যেখানে ভগবদ্বাক্যে —বেদবাক্যে আনুগত্য আছে, সেখানে কর্ম্মের ফল ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখ, জ্ঞানের ফল মুক্তি—ব্রহ্মসাযুজ্য, যোগের ফল সিদ্ধি বা ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি লাভ হইতে পারে। 'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ।' কিন্তু তাঁহারা ভগবান্‌কে বা ভগবদ্‌প্রেমকে লাভ করিতে পারেন না। কেবল মাত্র নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই ভগবান্ বা ভগবদ্‌প্রেম লভ্য। ভক্তিরহিত ব্যক্তি সকলেই লেংড়া। ভালবাসার দ্বারা ভালবাসা বৃদ্ধি হয়, অন্য সাধনের দ্বারা হয় না। ভক্তিই সাধন, আবার ভক্তিই সাধ্য। যাঁহারা ভগবান্‌কে চাহেন না, অন্য বস্তু চাহেন, তাঁহারা কি করিয়া ভগবান্‌কে পাইবেন। শুদ্ধভক্ত একমাত্র ভগবান্‌কেই চাহেন, অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে নাই, এজন্য তাঁহারাই ভগবান্‌কে পাইবেন। মায়াবাদীর বিচারে শুদ্ধভক্তির নিত্য অধিষ্ঠান নাই। শুদ্ধভক্তিতে ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য, ভক্তি নিত্যা। যেখানে ভগবদ্‌স্বরূপকে মানা হয় না, স্বরূপ হইলেই মায়িক হইবে—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা, সেখানে ভক্তি হইতে পারে না। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।' যেখানে ভগবানের নিত্য চিন্ময় স্বরূপের স্বীকৃতি, সেখানেই ভগবানের কৃপায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ সাধনে তৎ তৎ ফল লাভ হইতে পারে। যেখানে ভগবানের নিত্য অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়, সেখানে কোনও ফলই লাভ হয় না।"

শ্রীল গুরুদেব মণ্ডী গোবিন্দগড় হইতে চণ্ডীগড় মঠে সপার্ষদে ফিরিয়া আসিলেন। উক্ত বৎসর চণ্ডীগড় মঠে শ্রীল গুরুদেবের নিয়ামকত্বে ও শুভ উপস্থিতিতে শ্রীদামোদরব্রত ১ অক্টোবর হইতে ৩০ অক্টোবর পর্য্যন্ত পালিত হয়। দামোদরব্রতকালে শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ প্রাতে পাঁচদিন নগর-সংকীর্ত্তনে গিয়াছিলেন। ৬ অক্টোবর বুধবার তিনি অসুস্থতার লীলাভিনয় করতঃ নগর-সংকীর্ত্তনে যান নাই। উত্থানৈকাদশীর পূর্ব্বদিবস ২৯ অক্টোবর শেষরাত্রিতে শ্রীল গুরুদেব অধিক অসুস্থতার লীলাভিনয় করিলে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত দিল্লীর গৃহস্থভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রহ্লাদরায়জী তাঁহার মটরকার লইয়া ডাক্তার আনিবার জন্য অনেকবার ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। ডাক্তার খুড়ল ও ডাক্তার বার্ম্মা রাত্রিতে আসিয়া গুরুদেবকে দেখেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সকলে ভীত হইয়া হরিনাম করিতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেব সেই সময় কিছু উপদেশ বাণীও প্রদান করেন। পরদিন প্রাতে শ্রীল গুরুদেব কিছুটা সুস্থ বোধ করিলেন। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নির্দ্দেশ দিলেও তিনি উত্থানৈকাদশী তিথিতে স্বয়ং শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহের পূজা করিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর গাড়ীতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীওম্‌প্রকাশ স্থানীয় পি-জি-আই হাসপাতালে পি-এল্ বার্ম্মার সহিত আলোচনা করিয়া হৃদ্‌রোগের সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করিতে গেলেন। পি-এল্ বার্ম্মা শ্রীল গুরুদেবকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি চণ্ডীগড় সহরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। পি-জি-আই হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পি-জি-আই হাসপাতালে শ্রীল গুরুদেবকে ভর্ত্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ওম্‌প্রকাশজী এম্বুলেন্স লইয়া শ্রীল গুরুদেবকে হাসপাতালে আনিবার জন্য মঠে গেলেও সেইদিন উত্থানৈকাদশী তিথি থাকায় শ্রীল গুরুদেব হাসপাতালে যাইতে অস্বীকার করিলেন। পরদিনও গুরুদেব গেলেন না শুভদিন না থাকায়। ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল গুরুদেব ২ নভেম্বর মঙ্গলবার বৈকাল সাড়ে তিন

ঘটিকায় P. G. I হাসপাতালে D-Block, Room No. 32-এ ভর্ত্তি হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের সেবক শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী গুরুদেবের সেবার জন্য উক্ত কামরাতেই থাকিলেন। যদিও সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য হাসপাতালে বিশেষ ওয়ার্ডে শ্রীল গুরুদেবের থাকিবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেখানেও দর্শনার্থীর ভীড় হইতে লাগিল। শ্রীল গুরুদেব দর্শনার্থীদের বসিবার জন্য সেবকগণকে মঠ হইতে সতরঞ্চি আনিতে বলিলেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুরুদেবকে দেখিতে আসিয়া গুরুদেবের ঘরে বহু ব্যক্তির আগমন এবং তাঁহাদের সহিত গুরুদেবকে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং শ্রীল গুরুদেবকে কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিলেন। গুরুদেব ১৭ নভেম্বর পর্য্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। ১৮ নভেম্বর তিনি পি-এল্ বার্মার সহিত তাঁহার মটরকারে মঠে পূর্ব্বাহ্নে ১০-৩০টায় ফিরিয়া আসিলেন। চণ্ডীগড় মঠে আরও কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর শ্রীল গুরুদেব (১৯৭১) ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীগুরুদেব পুনঃ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে সপার্ষদে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ বধবার চণ্ডীগড়ে শুভাগমন করেন চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক-উৎসবে যোগদানের জন্য। বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ হইতে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বিশেষ ধর্ম্ম-সভার সান্ধ্য অধিবেশনে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীএইচ্-আর সোধি, পাঞ্জাব পাব্লিক রিলেশন বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীরোশনলাল বার্মা, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীআর-এন্ মিত্তল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে, হরিয়াণা প্রদেশের মান্যবর রাজ্যপাল শ্রীবি-এন চক্রবর্ত্তী, পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গান্ধীদর্শনের প্রধান অধ্যাপক শ্রীআই-ডি শর্ম্মা, শিখসম্প্রদায়ের প্রিন্সিপাল শেরসিং শের, শিখ

রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণসহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার দৃশ্য

সম্প্রদায়ের গুরু সন্ত শ্রীলচ্‌মনসিংজী, হরিয়াণার এড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীজে-এন্ কৌশল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের রিডার ডক্টর এস্-পি সঙ্গর, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জি-পি শর্ম্মা এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ডি-এন্ শুক্ল সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা', 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম', 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'প্রেমভক্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'। ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার শুভবাসরে চণ্ডীগড় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধবজীউ বিজয়-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে মহাসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়। ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামাধবজীউ বিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থশিষ্য এবং পাঞ্জাব প্রচারের অন্যতম মূল স্তম্ভ লুধিয়ানানিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর শ্রীবিজয়বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। উক্তদিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় হরিয়াণার গভর্ণরের শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ উদ্বোধন-কীর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে মান্যবর রাজ্যপালকে প্রদত্ত ইংরাজী অভিনন্দনপত্রটী শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক পঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"মান্যবর শ্রীবি-এন্ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে গিয়েছিলেন শুনে আমি আনন্দ লাভ করেছি। পূর্ব্বভারতে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণে শ্রীনবদ্বীপধামের বর্ণনা পাওয়া যায়। গঙ্গার পূর্ব্ব-তটে ভগবান্ শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হবেন—এরূপ আবির্ভাবের কথাও বহু পুরাণে উল্লিখিত আছে।
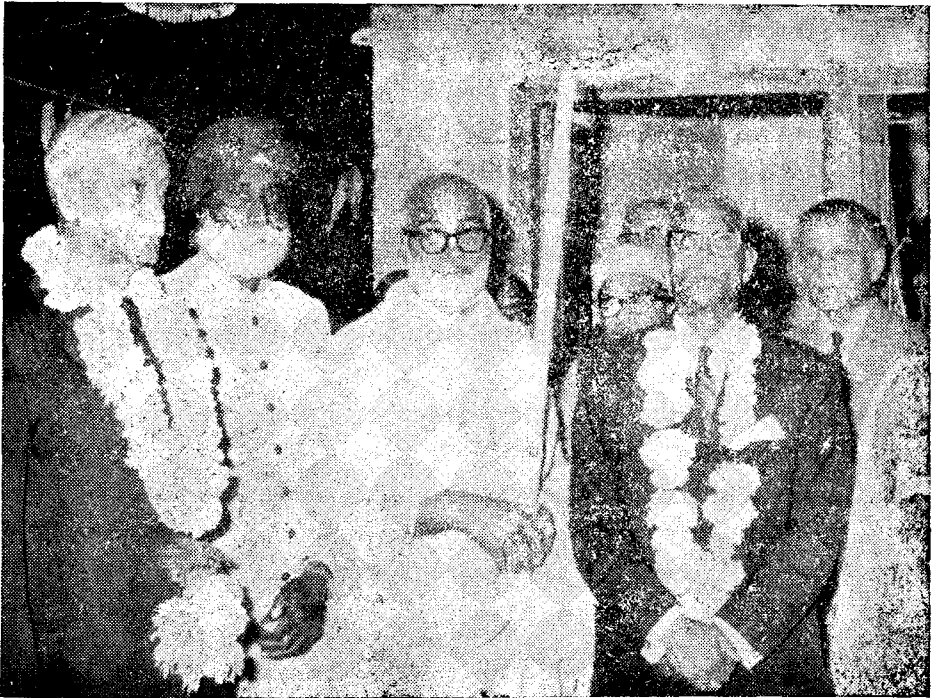
বামদিক হইতে— গভর্ণর শ্রীবি-এন্ চক্রবর্ত্তী, প্রিন্সিপাল শেরসিং শের, শ্রীল গুরুদেব ও ডক্টর আই-ডি শর্ম্মা

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীনবদ্বীপধামের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের মহিমা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন্দনন্দন কৃষ্ণকে পরতমতত্ত্ব এবং তাঁর সঙ্গে জীবের নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথা জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীব শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কখনও সুখ লাভ করতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রাপ্যবস্তু। কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের প্রকৃত স্বার্থ এবং উহাই নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতা। কলিযুগে কৃষ্ণপ্রীতি লাভের সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে স্থান বা কালের বিচার নাই। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকল-জীবই শ্রীকৃষ্ণনামানুশীলন করতে পারেন।"

রাজ্যপাল শ্রীবি-এন্ চক্রবর্ত্তী তাঁহার অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার ও অনুশীলনের জন্য চণ্ডীগড়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হওয়ায় এবং তাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের ব্যবস্থা থাকায় শ্রীল গুরুদেবের নিকট হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—'ভারতীয় পুরাতন আর্য্য কৃষ্টি বুঝতে হলে সংস্কৃতজ্ঞান অত্যাবশ্যক।'

শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম, পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন— বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর যে জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ অভিভাষণ শ্রীল গুরুদেব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

'শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা'

"চেতন হলেই তার ব্যক্তিত্ব আছে। অণুচেতনের অণু ব্যক্তিত্ব, বিভুচেতনের বিভু ব্যক্তিত্ব। ভগবান্ বিভুচেতন—বিভু ব্যক্তি, পরম পুরুষ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষ নহেন, নিরাকার নহেন। শাস্ত্রে বহু স্থানে ভগবান্‌কে সাকার, বহু স্থানে নিরাকার বলেছেন। এক অংশ মান্‌বো, এক অংশ মান্‌বো না, একে শাস্ত্র মানা বলে না। দুইএর মধ্যে কি সামঞ্জস্য এটা আমাদিগকে বুঝ্‌তে হবে। ভগবানে প্রাকৃত বিশেষণ নাই—এজন্য নির্ব্বিশেষ, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষণযুক্ত—এজন্য সবিশেষ। ভগবান্ অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্। ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য তিনি যে-কোন স্থানে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি যে-কোন মূর্ত্তিতে সর্ব্বশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। এটা পারেন, এটা পারেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ সম্বন্ধে একথা বলার কোন অধিকার আমাদের নাই। He can manifest Himself in any way He likes. সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পুতুলপূজক (idolators) নহেন, তাঁরা শ্রীবিগ্রহের সেবা ক'রে থাকেন। মানুষ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থেকে যে নিরাকার বা সাকারের চিন্তা করেন বা প্রাকৃত-বস্তুর দ্বারা যে মূর্ত্তি গঠিত করেন, তা সবই পুতুল। কিন্তু ভগবান্ যখন নিজকর্ত্তৃত্বে ভক্তের বিরহ-দুঃখ দূর করার জন্য গুরু-পুরোহিত-ভাস্করাদিকে সেবার সুযোগ প্রদান ক'রে জগতে অবতীর্ণ হন, তখন উহা শ্রীবিগ্রহ— অর্চ্চাবতার, পুতুল নহেন। অর্চ্চাবতার প্রেমিক ভক্তকে সাক্ষাৎ দর্শন, সেবা ও সঙ্গ প্রদান ক'রে কৃতার্থ করেন। কিন্তু কামুক ব্যক্তি কামনেত্রে দর্শন করতে গিয়ে বঞ্চিত হন, তাঁরা কামের সামগ্রী পুতুলই দেখেন, নির্গুণ ভগবৎস্বরূপ তাঁদের নিকট অপ্রকাশিত।"

'শ্রীভাগবতধর্ম্ম'

"শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে বর্ণিত ধর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলে। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যা', তা' ভাগবত অর্থাৎ তদীয়ের ধর্ম্মকেও ভাগবতধর্ম্ম বলে। ইহার অন্য নাম—সদ্ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ ও আচরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি মুনি ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণনে বলেছেন—'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥' 'ভগবান্ অজ্ঞ জনগণেরও

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........
Vill..........
P. O..........
Dist..........
Pin..........

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৩৯৮
১০ দামোদর, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শনিবার, ২ নভেম্বর ১৯৯১ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৭ ; ১৩ জুলাই ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু

* * *। আপনি আসাম-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যের কৃপাবিতরণের যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বিশেষতঃ আপনি নাম মন্ত্র লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী স্মরণ করিয়া "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ" বাক্যের উপলব্ধি করিবেন। উহাতে আপনাকে বৈষয়িক তরঙ্গের ক্লেশ পাইতে হইবে না এবং শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে প্রচুরপরিমাণে শক্তি দিবেন।

* * "নদীয়া-প্রকাশে" Short Paragraph করিয়া অনেক কথা আলোচনা প্রত্যহ ও সর্ব্বদাই করিবেন। ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে Provincial spirit আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। উহা আমরা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠিবর্দ্ধন অর্থাৎ শুদ্ধভাব প্রচারে আসামদেশে আপনার দ্বারাই সম্ভব।

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকটি আপনি আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন,—এ কথা আর আপনাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই সকল প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত আছে। আপনি উহা যখন পাঠ করেন, তদ্রূপ আচরণও করিবেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা

ফিরে নানা স্থানে" বাক্য আমরা পাঠ করি ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করি। তথাপি আমাদের দুর্দ্দৈব ভগবৎসেবা করিতে দেয় না ও অবিচারের মধ্যে লইয়া যায়। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা জানিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৭ ; ১৪ জুলাই ১৯৩০

সম্মানভাজনেষু—

মহাশয়, আপনার ২২শে আষাঢ় তারিখের পত্র-প্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবানকে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়। আমি ইহাই জানি। আপনি তাহাই করিবেন,—ইহাই আমার নিবেদন। সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবান্ই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা, তাহাই অবনতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য জানি-বেন। আশা করি, কুশলে আছেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
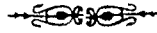
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬১ পৃষ্ঠার পর]

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৯০।৪৭]

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি
যদুষু স্বঃ-সরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযু-
রজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ
গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভর-
হরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥ ৩১ ॥

দেবাঃ কৃষ্ণম্ [১০।২।২৬]

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥৩২॥

উদ্ধবঃ বিদুরম্ [৩।২।১৬]

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্যদনন্তবীর্য্যঃ ॥৩৩॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাদশৌচ-রূপ গঙ্গা নদীর তীর্থত্ব নিজকীর্ত্তির নিকট লঘু করিয়াছেন, যাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়া অসুরসকল ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ হইয়াছে, যে শ্রীর জন্য অন্য দেবতাগণ তপস্যা করেন, সেই শ্রী যাহার চরণানুগতা হইয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রুত কীর্ত্তিত হইয়া সমস্ত জীবের অমঙ্গলনাশ করে এবং যদাশ্রয়ে অচ্যুতগোত্র প্রবৃত্ত হয় সেই কালচক্রায়ুধ কৃষ্ণের পক্ষে ক্ষিতিভার হরণ করা কি চিত্র ॥ ৩১ ॥

দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি সত্যব্রত, তুমি

[৩।২।১৮-২০]

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং
বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ৩৪ ॥
দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ৩৫ ॥
তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য ॥ ৩৬ ॥

[৩।২।২৪]

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥৩৭॥

[৩।২।২৬]

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥৩৮॥

[৩।২।৩০-৩৩]

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥৩৯॥
বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥৪০॥
অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥৪১॥
বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্ণতা ॥৪২॥

সত্যপর, তুমি ত্রিকালসত্য, তুমি সত্যের জন্মস্থান, সত্যেই তোমার স্থিতি, তুমি সত্যের সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য, ঋত ও সত্য তোমার দুই নেত্র। তুমি সত্যাত্মক, তোমাতে আমরা শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩২ ॥

উদ্ধব কহিলেন, যে বসুদেব-গৃহে অজ পুরুষের জন্ম বিড়ম্বন, ব্রজে অরিভয়ে বাস এবং অনন্তবীর্য্যের স্বয়ং মথুরা পরিত্যাগরূপ কর্ম্মসকল আমার মনে উৎপন্ন করিতেছে।' ৩৩ ॥

যিনি ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্ত দ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে তাঁহার চরণ-কমলের রেণু আস্বাদন করিয়া কে বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা যে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য স্পৃহা করেন সেই সিদ্ধি, কৃষ্ণকে বিদ্বেষ করিয়া শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে লাভ করিয়াছিল তাহা আপনারা সচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার বিরহ কে সহিতে পারে ॥ ৩৫ ॥

আবার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নরবীরসমূহ নয়নাভিরাম কৃষ্ণমুখারবিন্দ নেত্র দ্বারা মরণসময়ে পান করিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রে দেহত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে অসুরগণ সংরম্ভ-মার্গাভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া যুদ্ধে গরুড়স্কন্ধস্থিত চক্রায়ুধকে তাঁহাদের উপর পড়িতে দেখিয়াছিলেন, সে অসুরদিগকে আমি ভাগ্যবান্ ভাগবত বলিয়া মনে করি ॥ ৩৭ ॥

মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসভয়ভীত বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দ ব্রজে নীত হন। তথায় বলদেবের সহিত গূঢ়ার্চি কৃষ্ণ একাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥৩৮

ভোজরাজ কংসকর্ত্তৃক প্রযুক্ত কামরূপী মায়াময় অসুরসকলকে বালক্রীড়া বস্তুর ন্যায় নিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

কালীয়কে নিগ্রহ করিয়া বিষপানে বিপন্ন গাভিদিগকে উঠাইয়া প্রকৃতিস্থিত যমুনাজল পান করাইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

সংগৃহীত উরুভারবিত্তসকলের সদ্ব্যয় করিবার মানসে দ্বিজোত্তমদিগের দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোসবন যজ্ঞ যাজিত করাইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

তাহাতে ভগ্নমান হইয়া ইন্দ্র কোপ করিয়া ব্রজে মহাবর্ষণ করিলে নির্দ্দোষ গোপদিগকে রক্ষা করিবার মানসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত লীলা ছত্রের ন্যায় ধারণ করত রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥　　(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধিতথাগুরুম্ ।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্‌যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ ॥"

অর্থাৎ "অতএব যে প্রকার বিধান আছে, তদনুসারে যে ব্যক্তি সর্ব্বথা সযত্নে গুরুদেবকে হরিসহ অভিন্নবোধে (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব শ্রীহরির প্রিয়তম নিজজন, সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীহরির অভিন্নপ্রকাশবুদ্ধিতে) অর্চ্চনা করেন, তিনি মুক্তিফল লাভ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তিনি গুরুকৃপায় সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ।)"

বিষ্ণুধর্ম্মে ও শ্রীমদ্ভাগবতে হরিশ্চন্দ্রোক্তিতে আছে যে—

"গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্ ।
তস্মাদ্‌ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥
কামক্রোধাদিকং যদ্‌যদাত্মনোহনিষ্টকারণং ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা লভেৎ ॥"

অর্থাৎ গুরুসেবাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম । তদপেক্ষা উত্তম বা পবিত্র ধর্ম্ম আর কিছুই নাই । গুরুদেবের প্রতি ভক্তি থাকিলে আত্মার অহিতকর কামক্রোধাদিকে পুরুষ অনায়াসে জয় করিতে পারেন ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"পিতুরাধিক্যভাবেন যেঽর্চ্চয়ন্তি গুরুং সদা ।
ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাংবর ।"

অর্থাৎ "হে বৈশ্যপ্রবর, যে সকল ব্যক্তি গুরুদেবকে পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবোধে নিরন্তর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মধামের অতিথি হন অর্থাৎ ব্রহ্মধামে তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে ।"

ঐ পুরাণেই দেবহূতিস্তবে কথিত হইয়াছে—

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি ।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ।"

অর্থাৎ শ্রীহরির প্রতি আমার যদ্রূপ ভক্তি বিরাজিত, শ্রীগুরুদেবেও তদ্রূপ নিষ্ঠা থাকিলে সেই সত্যদ্বারা শ্রীহরি আমাকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করুন । অর্থাৎ শ্রীহরি ও গুরুপাদপদ্মে সমপরিমাণে ভক্তি না থাকিলে ভগবৎসাক্ষাৎকার সংঘটিত হইবার কখনই কোন সম্ভাবনা থাকে না ।

আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ ।"
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥

অর্থাৎ "শ্রীগুরুদেব বিদ্যাহীনই হউন বা বিদ্বান হউন, শ্রীগুরুদেবই জনার্দ্দনস্বরূপ (শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ, শ্রীভগবানের পরম প্রিয়তম জন জ্ঞানে শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহাকে পূজ্য বা সেব্য বলিয়া বিচার করিতে হইবে) এবং তিনি স্বপথে থাকুন বা কুপথগামী হউন, নিরন্তর গুরুদেবই (একমাত্র) গতি ।"

এই হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪০ সংখ্যাধৃত শ্লোকটির 'গুরুদেব মার্গস্থ বা অমার্গস্থ হউন, তিনিই শিষ্যের নিরন্তর গতি-স্বরূপ' এই কথাটি আমাদের কর্ণে বড়ই বেসুরা লাগিতেছে । ইহা কি প্রক্ষিপ্ত ? অথবা অন্যকোন গূঢ়ার্থদ্যোতক, তাহা বোধগম্য হইতেছে না । ভক্তিমার্গচ্যুত হইলে তিনি কিপ্রকারে সদ্‌গুরুর ন্যায় মর্য্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন ?

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে (১৭৯।২৫) লিখিত আছে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ "ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি ।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থে লিখিত আছে—

'প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্‌গুরুপ্রধান ।
ক্রমে নামাপরাধে তিঁহ হঞা হতজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি' ছাড়ে নাম-রস ।
ক্রমে ক্রমে হয় অর্থকামিনীর বশ ।"

এরূপ পথভ্রষ্ট অচ্যুতচরণচ্যুত গুরুদেবের আনু-

গত্য পরমার্থান্বেষী সাধক জীবের কিপ্রকারে নিঃশ্রেয়ঃপ্রদ হইতে পারে ?

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৫ ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্যে পাওয়া যায়—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥"

অর্থাৎ "যে গুরু স্নেহবশে বা লোভবশে দীক্ষা-বিধি-ব্যতিরেকে শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে এবং তাঁহার সেই শিষ্যে অখিল দেবতার শাপ বা তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতা দেবতার শাপ পতিত হইয়া থাকে। [টীকা ঃ— "অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধিব্যতিরেকেণ। দেবতানাং সর্ব্বাসামেব, তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতায়া বা শাপঃ।" দ্রষ্টব্য।]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।৬২ সংখ্যাধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবাক্যেও দৃষ্ট হয়—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ (শাস্ত্রে গুরুশিষ্যের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে এবং সম্বৎসরব্যাপী পরস্পরের পরীক্ষার যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিচার না করিয়া মন্ত্রকথনরূপ গুরুর কার্য্য এবং মন্ত্রগ্রহণরূপ শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে পরিশেষে গুরু ও শিষ্য উভয়ের পক্ষেই মহাদোষ উপস্থিত হয়। এজন্য নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—)

"যে ব্যক্তি ন্যায়রহিতভাবে মন্ত্রোপদেশরূপ গুরুর কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তি ন্যায়রহিতভাবে—অন্যায়তঃ তাহা শ্রবণরূপ শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য অতিভয়ঙ্কর নরকে প্রস্থান করিয়া থাকেন। (এস্থলে টীকায় 'ন্যায়' শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে—'ন্যায়ঃ—দ্বয়োরন্যোন্যপরীক্ষণ পূর্ব্বক গুরুসেবাদিপ্রকারস্তদ্রহিতঃ' অর্থাৎ গুরু শিষ্য—উভয়েরই পরস্পর পরীক্ষণপূর্ব্বক গুরুসেবাদি বিচারই ন্যায়, তাহা না করাই অন্যায়।)

গুরুদেব শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এবিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তৎপ্রণীত ভক্তিসন্দর্ভে (২৩৮ সংখ্যা) বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচন-বিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্ত তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্য ঃ—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥"
—হরিভক্তি সুধোদয় ৮।৫১

অর্থাৎ "যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তাহা হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' (মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)—এই স্মৃতিবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার বৈষ্ণবভাব-রাহিত্য-বশতঃ অবৈষ্ণবতা-নিবন্ধন ['অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥' (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪) অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।] 'অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র-দ্বারা পুরুষ নরকগামী হয়' ইত্যাদি বচনের বিষয় জানিয়া তাদৃশ অবৈষ্ণবগুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যথোক্তলক্ষণ সদ্গুরুর অবিদ্যমানতায় যে কোন এক মহাভাগবতের নিত্যসেবন পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তিনিও শ্রীগুরুর ন্যায় সমবাসনাবিশিষ্ট এবং নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত হইলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে—'যে পুরুষের যাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গলাভ হয়, তিনি, স্পর্শমণির সংস্পর্শে কাচ প্রভৃতিও যেরূপ তদ্গুণবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ উক্ত পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হন। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ নিজকুল সমৃদ্ধির নিমিত্ত নিজসম্প্রদায়স্থিত উত্তমপুরুষগণেরই সঙ্গ করিবেন।

অতএব উপরিউক্ত 'অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা' শ্লোকে গুরুদেব স্বপথে থাকুন বা কুপথগামী হউন নিরন্তর গুরুসেবনই একমাত্র গতি' কথাটির অর্থ সদ্গুরু-সকাশে বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রকৃত পর-

মার্থান্বেষী সচ্চরিত্র সচ্ছিষ্য সম্বন্ধে ভক্তিপথভ্রষ্ট কুপথগামী গুরুতে কিপ্রকারে শ্রদ্ধা-ভক্তি সংরক্ষণ করিতে পারিবেন ? সুতরাং গুরুপাদাশ্রয় ব্যাপারে সাধককে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে না হয়। পরন্তু সদ্‌গুরুপাদপদ্মে যাহাতে কোনপ্রকারে মর্ত্ত্যবুদ্ধি জনিত অবজ্ঞা বা অনাদর না আসে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই সবিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, নতুবা সাধন-ভজন সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইবে—গুর্ব্ববজ্ঞা-ফলে নরকগতি অবশ্যম্ভাবী হইবে।

শাস্ত্রে অন্যত্রও লিখিত আছে—

'হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥'

অর্থাৎ "হরি কুপিত হইলে (শ্রীহরিপাদপদ্মে শিষ্যের হিতার্থ কাতর প্রার্থনা জানাইয়া) শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং গুরুদেব কুপিত হইলে কেহই তাহার আর পরিত্রাতা নাই। সুতরাং সর্ব্বথা যত্নসহকারে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা।
গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নমেত তান্ ॥
তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪০

[অগ্রে মন্ত্রদাতা গুরুর কথা বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে—বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠসহোদর, নৃপতি, শ্বশুর, মাতুল, পুরাণবক্তা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য—ইঁহারা সকলেই গুরুপদবাচ্য, ইঁহাদিগকেও মান্য করিতে হইবে। অবশ্য মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বাগ্রে প্রপূজ্য, তাঁহার অনুমতি লইয়া ইঁহাদিগের পূজা বিধেয়।]

"আঘাত করুন, কিম্বা অভিশাপ দিউন এবং বিরুদ্ধ হউন অথবা রুষ্টই হউন, যাঁহারা গুরুজন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহে আনয়ন করিবে।"

"সেই জন্মই শ্লাঘনীয়, সেই দিনই ধন্য এবং সেই ঘটিকাই পবিত্র, যাহাতে গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম করা যায়।"

আরও কথিত হইয়াছে—

"উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপ ভুঞ্জতে ॥"

(—ঐ ১৪১ সংখ্যা)

"যে সকল ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত বা বেদবিহিত গুরুদেবকে বিসর্জ্জন করে, তাহারা কৃতঘ্ন, তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিলে মাংসাশী পশুপক্ষিগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না।"

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্মং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥"

(ঐ ১৪২ সংখ্যা)

"যে ব্যক্তি গুরু-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, তৎকর্ত্তৃক হরি পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা তদীয় জ্ঞান কলুষিত হয় এবং তাহার দৌরাত্ম্য প্রকটীকৃত হইয়া থাকে।"

অন্যত্রও লিখিত আছে—

"প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্ বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥"

—ঐ ১৪৩ সংখ্যা

"যে ব্যক্তি একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই গুরুকে মোহবশতঃ পরিহার করে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। সে কোটিকল্পকাল পর্য্যন্ত নরকে পচ্যমান হয়।"

পূর্ব্বোক্ত ৪।১৪০ সংখ্যাধৃত আদিত্যপুরাণ-বাক্যে 'অবিদ্যো বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে 'মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থঃ' ও পরবর্ত্তী ১৪১ সংখ্যাধৃত 'উপদেষ্টারং' ইত্যাদি বাক্যে যে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ নিম্নলিখিত পঞ্চরাত্রোক্ত ১৪৪ সংখ্যাধৃত শ্লোকে তাহার 'অপবাদ' অর্থাৎ বিশেষবিধি প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার টীকায় বিচার করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রোক্ত শ্লোকটি এই—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥"

—ঐ ১৪৪ সংখ্যা

অর্থাৎ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে—"অবৈষ্ণব-সমীপে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

তজ্জন্য পুনরায় তাহার যথাবিধি বৈষ্ণবগুরুসকাশে মন্ত্রগ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

টীকা ঃ—"মার্গস্থোবাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদপি গুরু র্ন ত্যাজ্য ইতি লিখিতম্। অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেত্তর্হি স পরিত্যাজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণবেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইণ্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা—সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ।"—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪ দিগ্দর্শিনী টীকা

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যো বা' শ্লোকের 'মার্গস্থা বা অমার্গস্থা' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'উপদেষ্টারম্' ইত্যাদি শ্লোকে 'গুরুদেব কোনপ্রকারেই ত্যাজ্য নহেন', ইহা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা সেস্থলে মোহবশতঃ যদি অবৈষ্ণবকে গুরুত্বে বরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ অবৈষ্ণবগুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য—এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' শ্লোকে অপবাদ বা বিশেষবিধি লিখিত হইয়াছে। 'গ্রাহয়েৎ' এই শব্দে স্বার্থে ইণ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। ইহার অর্থ 'মন্ত্র গ্রহণ করিবে'। অথবা সাধুজন তাদৃশ ব্যক্তিকে কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করাইবেন, ইহাই অর্থ। 'বৈষ্ণবাৎ' বলিতে প্রায়ঃ অর্থাৎ বাহুল্যরূপে ব্রাহ্মণগুরুসকাশেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৩২-৪১ সংখ্যায় 'গুরুলক্ষণ' বিচারে ইহা কথিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে না যে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া ব্রাহ্মণকেই গুরু করিতে হইবে। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই অবশ্য গুরুপদবাচ্য; নতুবা মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে কখনই তিনি সদ্গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥'—চৈঃ চঃ

আবার কৃষ্ণতত্ত্বের গোটাকএক শ্লোক মুখস্থ বলিলেও তাঁহাকে 'কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ' বিচারে গুরুত্বে বরণ করা যাইবে না, যিনি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ববিৎ—কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ তাঁহার ভজননৈপুণ্যবিশিষ্ট, তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু। শাস্ত্রে কথিত আছে—ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের শরীর ও বৈষ্ণব তাঁহার হৃদয়স্বরূপ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

অর্থাৎ সাধুরা আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুদের হৃদয়, সাধুরা আমা ছাড়া কাহাকেও জানে না, আমিও সেই সাধু ছাড়া আর কাহাকেও জানি না।

ভক্ত, ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত হইলেও তিনি শ্রীভগবানের পরমপ্রিয় নিজজন। অভক্ত মহাবিদ্বান মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইলেও তিনি ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন না। এজন্য শুদ্ধভক্তবৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূত হইলেও তিনিই ভগবানের প্রিয়তম নিজজন, তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক তদানুগত্যে ভগবদ্ভজনই সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ভক্ত যে কোন কুলে উদ্ভূত হইতে পারেন, তথাপি তিনি সর্ব্ববন্দ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০০-১০১

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-
মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-
কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ
সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য (সাধারণ শব্দ)-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর

দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী (অর্থাৎ নরকগতি প্রাপ্ত হয়)।

শ্রীগুরুভক্তিফল বর্ণনপ্রসঙ্গে অগ্রে অগস্ত্যসংহিতা হইতে শ্রীগুরুভক্তির দার্ঢ্য অর্থাৎ দৃঢ়তার নিমিত্ত তদ্ অভক্তগণের দুর্গতিদোষ লিখিত হইতেছে—

"যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠা পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম॥
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে॥
অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেম্বপি॥
যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্নসংশয়ঃ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৫ ধৃত অগস্ত্যসংহিতাবাক্য

অর্থাৎ "হে মুনিপ্রবর, যে সমস্ত পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুদেবের আদেশ পালন না করে, তাহাদিগের নরকযাতনার পরিত্রাণ নাই। যে সকল শিষ্য কর্ত্তৃক নিত্যারাধ্য গুরুদেব অপমানিত হন, সেই সকল শিষ্য পুত্র মিত্র কলত্র (স্ত্রী) প্রভৃতি সম্পদ্ হইতে প্রকৃষ্টরূপে ভ্রষ্ট হন অর্থাৎ তাঁহাদের পুত্রাদি সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ গুরুদেবকে ভর্ৎসনা করতঃ তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা শতজন্মকাল শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। যে সকল মূর্খব্যক্তি গুরুর দ্রোহাচরণ করে, তাহারা নিরন্তর পাপকারী হয় (টীঃ সততং পাপকারিণো ভবন্তি)। তাহাদের যাবতীয় সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপে গণ্য হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই অর্থাৎ তাহাদের যে কিছু পুণ্য থাকে, তাহা পাতকরূপে গণনীয় হয়।"

"অতঃ প্রাগ্ গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্।
ত্র্যবরান্ সমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ॥"

—ঐ ১৪৬ সংখ্যা

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি (ভক্তিভরে) শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে (শ্রীকৃষ্ণাভিন্নপ্রকাশবুদ্ধিতে) সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের সম্যক্ পূজাবিধান করতঃ দণ্ডবৎ হইয়া তিনের অন্যূন অযুগ্ম প্রণতি করিবেন (অর্থাৎ ৩, ৫, ৭ বা ৯ বার দণ্ডবন্নতি করিবেন)।

শ্রীকূর্ম্মপুরাণেও শ্রীব্যাসবাক্য এইরূপ—

"ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥"

—ঐ ১৪৬ সংখ্যা

ব্যত্যস্তহস্তে (হস্তদ্বয় উলটাপালটা করিয়া) উপসংগ্রহণ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। বাম হস্তে বামপদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণপদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা কর্ত্তব্য। (টীঃ উপসংগ্রহণং শ্রীপদদ্বয় ধারণং)

শ্রীগুরুদেবকে প্রণামান্তে শ্রীহরিমন্দিরে কিভাবে প্রবেশ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

"অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ।
প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজেৎ॥"

ঐ ১৪৭ সংখ্যা

অনন্তর সাধক (টীঃ শ্রীভগবদারাধক) শ্রীগুরুপাদপদ্মের (টীঃ—শ্রীগুরুপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বং অর্থাৎ গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ) আদেশ লইয়া সুমার্জ্জিত হরিমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে (টীঃ প্রবেক্ষ্যন্ প্রবেশং করিষ্যন্ প্রবেশাৎ পূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ) পাদুকাদ্বয় পরিত্যাগ করিবেন।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেব-ব্রাহ্মণ-সন্নিধৌ।
জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

ঐ ১৪৭ সংখ্যা

অগ্ন্যাগারে অর্থাৎ আহবনীয় বহ্নি যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে, সেই গৃহে, গো-চারণস্থলে, দেব-ব্রাহ্মণসন্নিধানে, জপকালে এবং ভোজনকালে তত্তৎস্থান হইতে দূরে পাদুকা বর্জ্জন করিবে (টীঃ দূরতস্ত্যজেদিত্যর্থঃ)।

"ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনঙ্গতঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ॥"

—ঐ ১৪৮ সংখ্যা

তদনন্তর শ্রীভগবানের পূজামন্দিরের অঙ্গনে গিয়া করচরণাদি ধৌত করতঃ দুইবার আচমন করিবে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে কথিত আছে—

"দেবার্চ্চনাদিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনং।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদেব ভুজিক্রিয়াম্॥" ইতি
(টীঃ সম্যাগাচম্যেতি দ্বিরাচমনং বোধয়তি তত্রৈব

সম্যক্ত্বাৎ অর্থাৎ দুইবার আচমনকেই সম্যক্ আচমন বলিয়া বুঝায় ।)

যথাবিধি বারদ্বয় আচমন করিয়া দেবপূজাদি-ক্রিয়া, গুরুপ্রণাম ও ভোজনকর্ম্ম করিবে ।

[এইরূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ বিলিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার-নামক চতুর্থবিলাস সমাপ্ত হইয়াছে । আমরা এই প্রবন্ধে চতুর্থবিলাস হইতে শ্রীগুরুপূজা, শ্রীগুরুমাহাত্ম্য ও শ্রীগুরুভক্তিফল —এই তিনটি বিষয়ের মূল শাস্ত্রপ্রমাণসহ বিচার প্রদর্শন করিলাম । অতঃপর শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আরও অনেক বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্যবিষয় আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি ।]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শিখি মাহিতি

(৭৪)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে ।
তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবীক্রমাৎ ॥'
—গৌঃ গঃ ১৮৭

'রাগলেখা ও কলাকেলী নাম্নী যে দুইজন পূর্ব্বে শ্রীরাধার দাসী ছিলেন, সেই দুইজন যথাক্রমে শিখি-মাহাতী এবং তাঁহার ভগিনী মাধবী বলিয়া জানিবে।'

উৎকলবাসী শিখি মাহিতি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন । ইনি শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন । শ্রীপুরুষোত্তমধামে তিনি বাস করিতেন । ইনি শুদ্ধ-হৃদয় পরমদয়ালু মহানাত্মা ছিলেন । ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীমুরারি মাহিতি (মহান্তি) । ইঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবী দেবী । মুরারি মহান্তি ও মাধবীদেবী উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি গাঢ় প্রীতিযুক্ত ছিলেন । গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি ইঁহাদের সহজাতরূপে নিশ্চলা ছিল । কখনও তাঁহা-দের চিত্তে গৌরসুন্দরের বিস্মৃতি ঘটে নাই । গৌর-সুন্দরও ইঁহাদের প্রতি অপরিসীম স্নেহ বর্ষণ করিয়া-ছিলেন । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা বহু যত্ন করিলেও ইঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিখি মাহিতিকে গৌর-ভজনে রত করিতে পারেন নাই । তিনি (অর্থাৎ শিখি মাহিতি) শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং শ্রীমন্দিরের লিখনাধিকারী (দেউলকরণ) ছিলেন ।

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী ।
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥
*　　*　　*
মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখিমাহাতির ভাই ।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥
—চৈঃ চঃ ম ১০।৪২, ৪৪

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা-দ্বারা শিখি মাহিতি কিভাবে অভিষিক্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়াছেন । উক্ত বর্ণনপ্রসঙ্গটির সারমর্ম্ম এই—একদিন মুরারি মাহিতি ও মাধবী-দেবী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর উপদেশ শুনিতে শুনিতে ও আলোচনা করিতে করিতে শিখি মাহিতি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—গৌরপাদপদ্ম দর্শনকারী তাঁহার অনুজগণ তাঁহাকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতে বলিতে-ছেন । এই আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শনে প্রেমেতে তাঁহার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । তিনি চক্ষু উন্মী-লনপূর্ব্বক অনুজদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । তাঁহার দুই নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল । অনুজদ্বয়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করি-লেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ এইরূপ আলিঙ্গন কেন করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন । তাঁহাদের বিস্ময়ান্বিত অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের সংশয় দূর করার জন্য

বলিলেন—'আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি বলিতেছি তোমরা শুন। শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য মহিমা আজ আমার বিশ্বাসের বিষয় হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—গৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাতে প্রবিষ্ট ও তাঁহা হইতে বাহির হইতেছেন। আমি এখনও গৌরসুন্দরকে তদ্রূপই দেখিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা কি আমার দৃষ্টিভ্রম? অসীম কৃপাময় গৌরহরি আমাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে দেখিয়া আমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দীর্ঘ অনিন্দ্যসুন্দর বাহুদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।' শিখি মাহিতি এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমাবিষ্ট হইলে মুরারি মাহিতি ও মাধবীদেবী তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাইতে নিবেদন করিলেন। পরে তিনজনেই নীলাচলপতি জগন্নাথকে দর্শনের জন্য গেলেন। জগন্নাথকে দর্শন করিয়া মুরারি মাহিতি ও মাধবীদেবী প্রেমানন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শিখি মাহিতি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই তথায় দেখিতে পাইলেন। মহাবদান্য মহাপ্রভু 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া শিখি মাহিতিকে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। শিখি মাহিতি গৌরসুন্দরের স্পর্শে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তদবধি শিখি মাহিতি সবকিছু ভুলিয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র অভীষ্টবোধে শ্রীগৌরপাদপদ্ম সেবায় নিয়োজিত হইলেন।

শিখি মাহিতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

'দামোদরস্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ।
শিখি মাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ॥'

চৈঃ চঃ ম ১।১৩০

'আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র-রামানন্দ-প্রদ্যুম্ন-সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৬।২৫৩-৫৪

'অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ।'

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।৬০

'শ্রীশিখি মাহিতি আদি গোপীনাথে কয়।
শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন-সময়॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৮।২৩৭

শিখি মাহিতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিনজন ভক্তের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

'প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন॥
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহাতি—তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥'

—চৈঃ চঃ অ ২।১০৫-৬

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব
বিভিন্ন মঠে ও স্থানে অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে, কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মুখ্য কার্য্যালয়ে এবং পুরী (ওড়িষ্যা), কৃষ্ণনগর (নদীয়া), চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ), গুয়াহাটী (আসাম), তেজপুর (আসাম), সরভোগ (আসাম), গোয়ালপাড়া (আসাম), আগরতলা (ত্রিপুরা), বৃন্দাবন (উত্তর প্রদেশ), গোকুলমহাবন

(উত্তর প্রদেশ), দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ), নিউদিল্লী, যশড়া শ্রীপাট (নদীয়া)-স্থিত—প্রভৃতি ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে গত ৩ ভাদ্র (১৩৯৮), ২০ আগষ্ট (১৯৯১) মঙ্গলবার হইতে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট রবিবার পর্যান্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং ১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস এবং তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা, চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ, গুয়াহাটী, আগরতলা ও বৃন্দাবনস্থ মঠসমূহে অতীব চিত্তাকর্ষক শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। কলিকাতায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর ও চণ্ডীগড়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছিল। চণ্ডীগড় মঠের প্রদর্শনীর ছবি পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ইংরাজী 'The Tribune' দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিটী মঠে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ এবং শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্মিলিত

THE TRIBUNE, Chandigarh, Tuesday, September 3, 1991

Devotees take turns in swinging the palki of Lord Krishna at the Chaitanya Gaudiya Math in Chandigarh's Sector 20 on Monday Report on page 3.

প্রচেষ্টায় সংস্থাপিত পাঞ্জাবের জলন্ধরস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রাধামাধব মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবও বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবের তিনদিন পূর্ব্বে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় পৌঁছিয়া নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া সেই দিনই চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শিমলা-শ্রীসনাতনধর্ম্মমন্দিরের প্রচার-সম্পাদক শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারী (শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার)। পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতপালন ও তৎপরদিবস নন্দোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনার্থীর ভীড় হয়। এতন্নিবন্ধন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ঝুলনযাত্রা উৎসবকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসরই তথায় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবৎসরও পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৩ ভাদ্র (১৩৯৮), ২০ আগষ্ট (১৯৯১) মঙ্গলবার হইতে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগঙ্গাধর দাস সমভিব্যাহারে ২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে বাতানুকূল ডিলাক্স ট্রেনে যাত্রা করতঃ পরদিন নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। দুই-রাত্রি পাহাড়গঞ্জস্থ নিউদিল্লী মঠে অবস্থান করতঃ ১৮ আগষ্ট রবিবার প্রচারপার্টির সেবকগণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী এবং কতিপয় গৃহস্থ ভক্তগণসহ দ্রুতগামী তাজ এক্সপ্রেসে রওনা হইলেও সম্মুখে মালগাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় দেড় ঘণ্টা বিলম্বে বেলা ১০-৩০টায় মথুরা জংশন ষ্টেশনে পৌছেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকলে বেলা ১১টায় বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীমঠে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশ পশ্চিমদেশীয়। প্রত্যহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা ও চিত্তাকর্ষক শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনেতে আসেন অগণিত নরনারী। সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ অপরাহ্নকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য বিভিন্ন বিষয়ালম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীমন্দিরসহ পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেবের পুষ্পসমাধি মন্দির পরিক্রমার সুযোগ লাভ করিয়া পরমোল্লসিত হন। ২৬ আগষ্ট মহোৎসব দিবসে সমুপস্থিত নরনারীগণকে এবং ব্রজবাসী পাণ্ডা ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব-তিথিবাসরে শ্রীমঠের আচার্য্য এবং ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মঠ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির ও শ্রীভজন কুটীরে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপনান্তে তন্মধ্যবর্ত্তি-স্থানে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। তৎকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ তথায় উপস্থিত থাকায় ভক্তগণের উল্লাস আরও বর্দ্ধিত হয়। বৈষ্ণবগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপা প্রার্থনামূলে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার পূতচরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে কীর্ত্তনের যত্ন করেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণের দর্শনান্তে ভক্তগণ পুনঃ শোভাযাত্রাসহ ইম্‌লিতলাস্থিত শ্রীগৌড়ীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠ ও তৎপরে শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠ হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীমঠের আচার্য্য নৃত্যকীর্ত্তনসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পুরো-ভাগে থাকিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্

ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রী-কৃষ্ণদাস বনচারী।

২৫ আগষ্ট রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পূর্ণিমা তিথিতে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন মঠের সেবকগণের সৌভাগ্য যে, তাঁহারা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ অশীতি-পর প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব শ্রীমদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভুকে অভিভাবকরূপে পাইয়াছেন।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিৎমুকুন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেব বনচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী, শ্রীরাম দাস, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
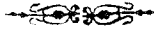
শ্রীধাম বৃন্দাবন—কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের এবং কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্য-চরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শনিবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ শতাধিক ভক্তগণ সমভি-ব্যাহারে বৃন্দাবন সহরের মথুরা রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সংকীর্তন শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া শ্রীঅদ্বৈতবট, প্রাচীন মদনমোহন

কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

মন্দির, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধিমন্দির, শ্রী-মদনমোহন মন্দির, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা কালিয়দহ-স্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমঠের আচার্য্যসহ ভক্তগণ প্রথমে প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমাধি মন্দিরে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগিরিধারীজীউর শ্রীমন্দির দশন ও পরিক্রমা করেন। শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমন্দিরসম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে বেলা ১১-৩০টা হইতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত ধর্ম্ম-সভায় প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন মথুরার এম-পি ডক্টর শ্রীসাক্ষীজী মহারাজ। ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব মাধব মহারাজ। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধা-রিত ছিল—'সাধুসঙ্গের উপকারিতা'। ত্রিদণ্ডিযতি-গণের মধ্যে উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীনহাটার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ইম্‌লিতলা শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের সন্ন্যাসী মহারাজ। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ প্রাচীন বৈষ্ণবদ্বয় শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ আনন্দ পাণ্ডা প্রভু তথায় দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া ভজন করিতেছেন। শ্রীমঠের আচার্য্য তাঁহার অভিভাষণ প্রদানকালে পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট রমণীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীনাট্যমন্দির নির্ম্মাতা কলিকাতানিবাসী স্বধামগত শ্রীমাখন পাল মহোদয়ের অতীব প্রশংসনীয় সেবা-কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণবিধানের জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধা-গিরিধারীজীউর পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। স্বধামগত মাখন পাল মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীস্বপন পাল (চন্দন পাল) তাহার বন্ধু শ্রীদিলীপ পাল ও মঠের সেবক শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতা হইতে উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ২০ আগষ্ট বৃন্দাবন মঠে আসিয়া পৌঁছিয়া-ছিলেন। শ্রীস্বপন পাল শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির রং করিতে এবং মহোৎসবের জন্য আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ধর্ম্মসভার প্রধান অতিথি ডক্টর সাক্ষীজী মহা-রাজের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষণ এবং মঠের প্রতি সহানু-ভূতিসূচক বাক্য শুনিয়া মঠের সাধুগণ ও ভক্তগণ পরমোৎসাহিত হন। সাধুগণের প্রার্থনায় তিনি তাঁহার সঙ্গিগণসহ মহোৎসবে প্রসাদও সেবা করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ-আরাত্রিকান্তে মহোৎসবে বহুশত সাধু, অতিথি ও ব্রজবাসী ভক্ত-গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবান্তে বর্ষা আরম্ভ হইলে সকলেই উহাকে শুভ বলিয়া মনে করিলেন। শ্রীমঠের দক্ষিণপার্শ্বে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিকূলতার জন্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে না পারায় মঠের সেবকগণকে অনেক অত্যা-চার ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাগিরিধারীজীউর কৃপায় বহু তপস্যার পর দক্ষিণপার্শ্বে প্রাচীর নির্ম্মাণের বাধা দূরীভূত ও পরে প্রাচীর নির্ম্মিত হওয়ায় শ্রীমঠের আচার্য্য, সাধু-গণ ও ভক্তগণ সকলেই পরমোল্লসিত হইয়াছেন। নিষ্কপট সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। করুণাময় শ্রীহরি সেবকগণের সেবানিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া পরে তাঁহাদের অভীপ্সিত সেবার ফল প্রদান করেন। অধৈর্য্য হইলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হয় না।

মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-যজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রী-চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী আশালতা দে ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী আশালতা দে বিগত ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথিবাসরে রাত্রি ৮টা ৫ মিঃ-এ সিঁথি-রামকৃষ্ণ ঘোষ রোডস্থ নিজালয়ে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তিনি প্রায় ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে নামমন্ত্রে দীক্ষিতা ও ভক্তিসদাচার-সম্পন্না হইয়া নিষ্ঠার সহিত বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রতিটী অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করতঃ সাধ্যমত সেবা করিতেন। তাঁহারই প্রেরণায় সিঁথি-বৈষ্ণবসম্মেলনীর সদস্যগণ শ্রীল গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করতঃ তথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর। তিনি ৮টী পুত্র ও ছয়টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ শ্রাদ্ধাদিকার্য্য তাঁহাদের গৃহেই সম্পন্ন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইলা দাস গত ১৪ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই বুধবার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে কলিকাতা মঠে জননীদেবীর আত্মার প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত। 'তাঁহার আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন'—করুণাময় গুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদ-পদ্মে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

শ্রীবিজয় রঞ্জন দে, বেহালা-কলিকাতা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক কলিকাতা-বেহালানিবাসী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে বিগত ২০ আষাঢ় (১৩৯৮), ৫ জুলাই (১৯৯১) শুক্রবার কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার বেহালাস্থিত নিজালয়ে অপরাহ্ণ ৩-৩৫ মিঃ-এ স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা-বেহালা ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজের বীর্য্যবতী হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হন। ক্রমশঃ তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিতে থাকেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি প্রতিষ্ঠানের শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠ, পুরুষোত্তমধাম, চণ্ডীগড় ও দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মঠের মন্দির গৃহাদি নির্ম্মাণসেবায় এবং নক্সা তৈরীর বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি সেণ্ট্রাল পি-ডব্লিউ-ডি-র অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ভারতীয় সেনা বিভাগের জেনার‍্যাল কাউন্সিলের অধীনেও কার্য্য করিয়াছিলেন। নেফাতে এয়ার-ফিল্ড নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের জঙ্গলে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতি-গণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দুঃসাহসিকতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সেইসব দুঃসাহসিক ঘটনাবলী মাঝে মাঝে সাধুগণকে শুনাইতেন। তিনি চাকুরী ব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া আনু-মানিক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বেহালায় অবস্থান করিতে থাকেন। প্রায় ২৫ বৎসর বাদে তিনি বেহালায় বেচারাম চ্যাটার্জ্জী রোডে জমি ক্রয় করিয়া দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশের) ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রামে। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র দে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যজিৎ দে হিমালয়ে পর্ব্বতারোহণে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করতঃ পরে পর্ব্বতারোহণ-কালেই নিখোঁজ হন। যোগ্যপুত্রের মৃত্যুতে বিজয়বাবু শোকে বিহ্বল হইয়া

পড়িয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী-বিয়োগেও তিনি শোকগ্রস্থ ছিলেন। দৈববশতঃ তাঁহার চাকুরী জীবনের সঞ্চিত অর্থও নষ্ট হয়। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তিনি সাংসারিক ক্লেশসমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্তির পর তিনি মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ নিজেকে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এইজন্য শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের এবং মঠের সাধুগণের সহিত তাঁহার বিশেষভাবে প্রীতি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী, দুইটী পুত্র (বিশ্বজিৎ দে ও ইন্দ্রজিৎ দে), একটি কন্যা মাধবী ভৌমিককে রাখিয়া গিয়াছেন। গত ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই বুধবার তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার গৃহে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী ইরা দে পরবর্ত্তিকালে মঠে বৈষ্ণবসেবার জন্য কিছু আনুকূল্য বিধান করেন। বিজয়বাবুর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া মঠের সাধুগণ মর্ম্মাহত হন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য-কল্যানের জন্য করুণাময় শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্য্যালয় কলিকাতা ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর রবিবার হইতে ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মফঃস্বল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠকর্তৃপক্ষ অতিথিগণের থাকিবার ও প্রসাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাসবাসরে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীভগবানের আবাহনগীতি সম্পন্নের জন্য ভক্তগণ বিরাট নগর-

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন। প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শোভাযাত্রার পুরোভাগে মটরযানে সমাসীন হইলে ভক্তগণের তদনুগমনে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুরনিবাসী মৃদঙ্গবাদকগণের প্রাণমাতান মৃদঙ্গবাদনে ভক্তগণের কীর্ত্তনে উল্লাস অধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।
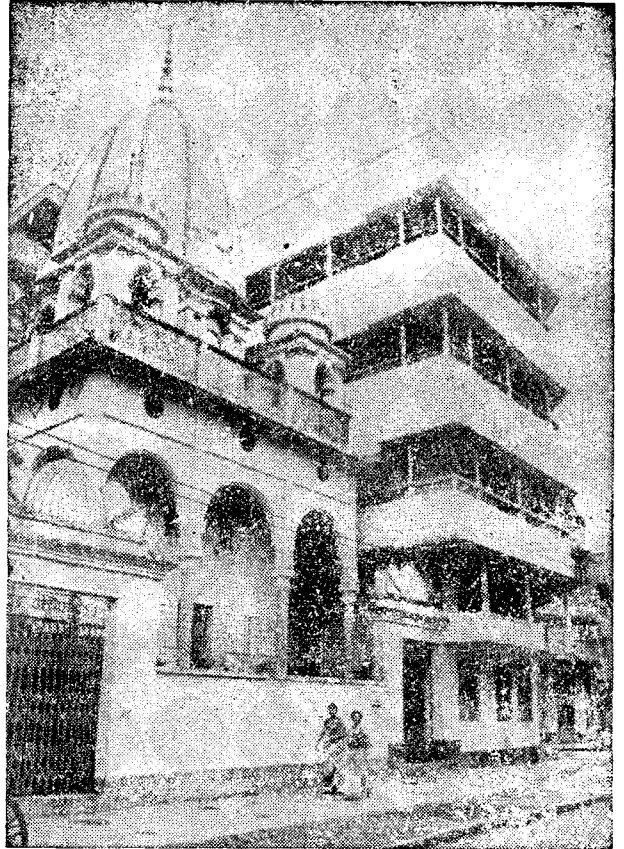
শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী ধৰ্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ যথাক্রমে—মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরিতোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার ও মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীনগেন্দ্র প্রসাদ সিং। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে—পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পদ্মশ্রী ডাঃ অনুতোষ দত্ত।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীগৌড়ীয় সংঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল-মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'ভগবদ্দর্শনের উপায়', 'অবতারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তসেবার প্রয়োজনীয়তা', 'কৃষ্ণবিস্মৃতি যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ' ও 'কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'।

প্রত্যহ ধৰ্ম্মসভায় যোগদানের জন্য এবং ভগবল্লীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্য শ্রীমঠে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, ধৰ্ম্মসভা, রাত্রি ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেকপূজা-ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পূজা মহাভিষেকাদি কার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রায় এক সহস্র নরনারী সমস্ত রাত্রি মঠে অবস্থান করতঃ উক্ত পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই ব্রতপালনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মঠের সাধুগণ পরমোৎসাহিত হইয়াছেন। রাত্রি ৩ ঘটিকায় অর্থাৎ শেষরাত্রিতে সকলকে ব্রতোপযোগী অনুকল্প ফলমূলাদি প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (বড়) এবং কলিকাতা মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী এবং মঠের গৃহস্থ ভক্তগণের এবং আনন্দপুর ও মেচেদার গৃহস্থ

সেবকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

প্রথম অধিবেশন

বিষয়ঃ ভগবদ্দর্শনের উপায়

মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে সভাপতি করাতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁহারা চঞ্চল হন না, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনেন। কিন্তু আমার পক্ষে হয়ত ঠিক নহে, শেষে বলাতে ধৈর্য্য থাকে না। এখানে অনেকেই আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ঐরূপ তত্ত্বকথা বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। ভগবদ্দর্শন কাহাদের জন্য—সংসারে আবদ্ধ গৃহী লোকের জন্য অথবা সন্ন্যাসীর জন্য? কাপড় রাঙ্গাইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না যদি মনকে রাঙ্গাইতে না পারে। আমরা কোন্ যুগে আছি তাহা চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার সময়ের লোক কতজন বুঝিয়াছিলেন? অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ইহা ঠিক কথা ভগবানের কৃপা ছাড়া কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। কখন ভগবান্ এই জগতে আসেন, তাহা গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ধর্ম্মের গ্লানি আসিলে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে যুগে যুগে ভগবান্ আসেন সাধুগণের পরিত্রাণের ও দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণের বিনাশের জন্য। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবেন কে? সাধুবেষধারী হইলেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিবেন, এমন নহে। সাধু-সন্ন্যাসিগণের আচরণ চলাফেরা গৃহস্থগণ হইতে পৃথক্। গৃহস্থগণেরও মনে রাখিতে হইবে প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবদ্‌সেবা প্রকৃত ভগবদ্‌সেবা নহে। শরীরটা মঠমন্দিরে থাকিলেই মঠ-মন্দিরে থাকা হয় না, যদি মনটা সংসারে পড়িয়া থাকে। ভগবদ্দর্শনের ফল কি? প্রকৃত ভগবদ্দর্শনে ভগবদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হইবে। ইহা না হইলে প্রকৃত ভগবদ্দর্শন হইল না, বুঝিতে হইবে। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভগবানের কথা বলিতেছি, আবার পরক্ষণেই হিংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহাকে ভগবদ্দর্শন বলে না।"

প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসার প্রধান আকর্ষণ ভক্তগণের সহিত কিছু সময় অতিবাহিত করা, সাধুসঙ্গ করা। আজকের আলোচ্য বিষয় বিরাট ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। আমার মত ব্যক্তির পক্ষে এইসব আলোচনায় যোগদান করা ধৃষ্টতা। যেখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও স্থির ধারণা নাই, সেখানে তাঁহার দর্শনের উপায় সম্বন্ধে বলা সম্ভব নহে। ব্যবহারিক জীবনে ঈশ্বর দর্শন বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমরা রাখি না। প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শ—চরম আদর্শ। তাঁহারাই ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান দিতেন। এখন এইসব বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমরা শুনিয়াছি খুব ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, অবশ্য যদি ডাকার মত ডাক হয়। শ্রীগীতাশাস্ত্রের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এতদ্‌প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥'

—গীতা ১১।৫৩-৫৪

বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌কে দেখা যায় না, অনন্যভক্তির দ্বারা তিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি ভগবানের জন্য কর্ম্ম করেন, যিনি অনাসক্ত এবং সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি শত্রুভাবরহিত, তিনিই প্রকৃত ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধির দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।"

দ্বিতীয় অধিবেশন

বিষয়ঃ অবতারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরিতোষ কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"এখানে

আস্‌লেই ভাবের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে যোগদানের সুযোগ লাভ করে সুখী হয়েছি। 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'—গীতা। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতারগণেরও কারণ অবতারী। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' রাম-নৃসিংহাদি কেহ অংশ, কেহ বা অংশাংশ-কলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 'যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান—শব্দের তাহাতেই সত্তা॥' স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর। নরবপুই তাঁর স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর হৃদয়ে সুন্দরভাবে তত্ত্বটী পরিস্ফুট হয়েছে। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥' কেবল শুদ্ধা রাগময়ী ভক্তির দ্বারাই মাধুর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হয়। নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য ভক্তিতে এবং মধুররসাশ্রিত গোপীগণের প্রগাঢ় প্রেম-ভক্তিতে কৃষ্ণ বশীভূত হয়েছিলেন। যশোদাদেবী ভক্তিরজ্জু-দ্বারা কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। কিন্তু যখন বন্ধন করতে গিয়েছিলেন তখন প্রথমে রজ্জু জোড় দিয়া দীর্ঘ করিলেও প্রতিবারই দুইআঙ্গুল কম হয়েছিল। ইহার অর্থ—এক আঙ্গুল ভগবানের কৃপা, অপর আঙ্গুল ভক্তের ভক্তিচেষ্টা। এই দুইটী হলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।"

ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্যবিষয় 'নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয় সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টী বর্ণন করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টীর সূচনা হয়েছে। শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির জন্য নৈমিষারণ্যে সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান ক'রে ঋষিগণ সমাসীন ব্যাসশিষ্য শ্রীসূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে নিষ্পাপ সূত! আপনি মহাভারতাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি কৃপা ক'রে বলুন—নিশ্চিত শ্রেয় কি? ভগবান্ প্রসন্ন হন, এরূপ সমস্ত শাস্ত্রের সার উপদেশ কি? বাসুদেব চরিত্র, বাসুদেবের অবতার চরিত্র ও ভগবানের উদারলীলাসমূহ বর্ণন করুন। কৃষ্ণ স্বধামে গেলে ধর্ম্ম কা'র শরণ গ্রহণ করবে?

সূত গোস্বামী মুনিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই গুরু শুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম ক'রে তাঁ'র কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় এই, গুরুকৃপা ছাড়া তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীসূত গোস্বামী প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বল্লেন—যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ৩১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যার ১৭৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ১৭শ পংক্তিতে 'উপেন্দ্রনাথ' স্থলে 'পার্ব্বতীনাথ', ঐ স্তম্ভের ১৯শ পংক্তিতে 'পার্ব্বতী দেবী' স্থলে 'স্বর্ণময়ী দেবী' এবং ঐ স্তম্ভেরই ৩৫শ পংক্তিতে 'শ্রীনরোত্তমদাস' স্থলে 'শ্রীনরোত্তমানন্দ' পাঠ হইবে। শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক ঐ স্থানত্রয়ের পাঠ সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর অভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রের সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকা মহোদয় মহোদয়াবৃন্দকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়াদশমী মহোৎসবের শুভ অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। এই শুভদিনে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীধামে ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমৎ লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বিজয়াদশমী—লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাব্ণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' করে বারবার॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩২-৩৫

['লঙ্কাগড়'—লঙ্কানগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গড় বা পরিখা। অনুভাষ্য]

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের ১৫শ বিলাসের সর্ব্বশেষাংশে লিখিত আছে—

'সীতা দৃষ্টে'তি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাহকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেহস্মিন্ শমীতলাৎ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৭২ সংখ্যা

অর্থাৎ 'আমি শ্রীসীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি' শ্রীহনূমান্‌জীর এইবাক্য শ্রবণে ঐ দিবসে (বিজয়াদশমী দিনে) শ্রীরামচন্দ্র বানরকুলসহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষমূলে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত নিয়মানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসব এইরূপ বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে,—

"শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে রথে স্থাপন করিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইতে হইবে। তথায় শমীবৃক্ষযুক্ত সীতাকান্তকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বিজয় লাভার্থ শমীতরুরও পূজা করিতে হইবে।" শমীপূজার মন্ত্রঃ—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমানবা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥"

অর্থাৎ "শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিতকণ্টকপূর্ণা, শমী অর্জ্জুনবাণসমূহ ধারণ করেন এবং শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাসময়ে সুখে যে যাত্রা করিব, হে রামপূজিতে, তুমি তদ্বিষয়ে নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী হও।"

অতঃপর শমীমূলস্থ আর্দ্র মৃত্তিকা অক্ষত অর্থাৎ আতপচাউলসহ গ্রহণ করিয়া গীতবাদ্যসহকারে প্রভুকে গৃহে লইবে। তৎকালে কেহ কেহ রঘুনাথের প্রীতির জন্য ভল্লুক, কেহ কেহ বা লোহিতমুখ বানরের চেষ্টা করিবে। পরে 'জগতে রাক্ষস, দৈত্য ও শত্রুসমূহ দমিত হইয়াছিল এবং রামরাজ্য, রামরাজ্য, রামরাজ্য'—ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর মূর্ত্তি আনিয়া তাঁহার সিংহাসনে সুখে সংস্থাপন করিবে। অতঃপর নীরাজন (আরতি) করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিবে। তৎপর বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ বসনাদি ধারণ করিবে।"

শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসব বর্ত্তমানে আমাদের দেশে দেবীপূজার বিসর্জ্জনদিবসে তদঙ্গস্বরূপে প্রকারান্তরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মূল বাল্মীকি রামায়ণে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ত্রিগুণময়ী দেবীর অকালবোধন ও পূজাদির কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। ফুলিয়ার কবিবর শ্রীকৃত্তিবাস তাঁহার রচিত রামায়ণে ঐসকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে সমগ্র জগদ্বাসীর আত্মকল্যাণ প্রার্থনা করি।
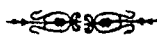
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সকল উপায়ের কথা নিজমুখে বলেছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম ব'লে জানবে।' মনু আদি ঋষি প্রণীত ধর্ম্মকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির ইহাপেক্ষা সুষ্ঠু, সহজ ও সুগম মার্গ আর হ'তে পারে না। মুদ্রিতনেত্রে ধাবমান্ হ'লেও স্খলন বা পতন হয় না। কারণ ভাগবতধর্ম্মের প্রথমেই প্রপত্তি। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যাঁর রক্ষক ও পালক হন, তাঁর পতনের আশঙ্কা কোথায়? ভাগবতধর্ম্ম কিভাবে অনুশীলন করবো? Practical side কি, তৎসম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে বলেছেন—'শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থে অখিল চেষ্টিতম্ ॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহাণ্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥'

'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ'

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

'তৎ' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বস্তুর ভাবকে তত্ত্ব বলে। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। অদ্বয়জ্ঞান—'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা, 'পরমাত্মা' শব্দদ্বারা ও 'ভগবান্' শব্দদ্বারা কথিত হন। পূর্ণজ্ঞান এক, কিন্তু তাঁর ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম-প্রতীতি, পরমাত্ম-প্রতীতি ও ভগবৎ-প্রতীতি। প্রতীতি এক নহেন। ব্রহ্ম—'বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ'—ব্রহ্ম বৃহৎ এবং সকলকে পালন ও বর্দ্ধন করেন। ব্রহ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ (Greatest of the Greatest); পরমাত্মা—অণোরণীয়ান্—অণু হইতেও অণু, ভগবান্ (ভগ=শক্তি+বান্=যুক্ত) সর্ব্বশক্তিমান্, যাতে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য—অণুত্ব, বিভুত্ব, মধ্যমত্ব ও সর্ব্বত্ব রয়েছে। 'ভগবান্' শব্দের দ্বারা পরতত্ত্বের সর্ব্বভাব প্রকাশিত হয়েছে। চরম কারণ পরতত্ত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন—'Absolute is for Itself and by Itself.' সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ It—God না ব'লে He—God বলেন। আমরা বল্‌বো Absolute is for Himself and by Himself. "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। এখানে পরতমতত্ত্বকে রস এবং পুরুষ বলেছেন। যিনি 'রস' বা আনন্দকে প্রাপ্ত হন, তিনি আনন্দী হন। 'কৃষ্' ধাতু 'ণ' শব্দ যুক্ত হয়ে 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'কৃষ্'—আকর্ষক সত্তাবাচক, 'ণ'—আনন্দবাচক, যে সত্তা আনন্দময় তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলে। উপনিষদের 'সঃ' শব্দের দ্বারা 'কৃষ্ণ' উদ্দিষ্ট হয়েছেন। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমি নিশ্চিত সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং আমিই কেবল প্রভু। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥" 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥"—(গীতা)। জ্ঞানিদিগের চরম প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও কারণ কৃষ্ণ। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে প্রাচুর্য্য অর্থে ব্রহ্মে যে আনন্দ রয়েছে, তাঁর প্রাচুর্য্য কৃষ্ণেতে রয়েছে। ব্রহ্ম—তরল-আনন্দ, কৃষ্ণ—ঘনীভূত আনন্দস্বরূপ। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ। ভগবানের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপ সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের কারণ—অবতারী। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥" —ভাগবত (১।৩।২৮)। মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি অবতারের কথা ব'লে পরে বল্‌ছেন এঁরা কেউ কৃষ্ণের অংশ, কেউ বা কলা—কৃষ্ণের অংশাংশ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 'যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'—শব্দের তাহাতেই সত্তা।' এইহেতু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরতমতত্ত্ব বা সর্ব্বোত্তম আরাধ্য বলেছেন।"

'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'

সংকীর্ত্তন অর্থ সম্যক কীর্ত্তন—সুষ্ঠু কীর্ত্তন—নিরপরাধে কীর্ত্তন। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা,

পরিকর, ধাম—সমস্তের কীর্ত্তন সংকীর্ত্তন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মিলিত হ'য়ে উচ্চ হরিনাম-কীর্ত্তনকেও সংকীর্ত্তন বলে। হরিনাম জপ অপেক্ষা কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। ওষ্ঠ স্পন্দন না ক'রে হরিনাম জপে জপকারীর মঙ্গল হয়, কিন্তু কীর্ত্তনে স্ব-পর উভয়ের মঙ্গল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যিনি উপার্জ্জন ক'রে নিজের আহার-সংস্থানের ব্যবস্থা করেন, তিনি ভাল। তদপেক্ষা আরও উত্তম যিনি উপার্জ্জন ক'রে নিজের ও আরও দশজনের আহার-সংস্থানের ব্যবস্থা কর্তে পারেন। উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর মঙ্গল হয়। তদুপরি জপে চিত্ত বিক্ষেপ হ'তে পারে, কিন্তু উচ্চকীর্ত্তনে বিক্ষেপের আশঙ্কা থাকে না। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে জপ করার যত্ন করলেও পূর্ব্বে যে-সকল সঙ্গ করেছি, সেগুলি এসে আমাকে tease করবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অজ্ঞাতসারে আমার চিত্ত অন্যত্র চলে যাবে। একটা শব্দ হ'লে আমার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাবে। কিন্তু উচ্চ সংকীর্ত্তনে ধ্যেয় বস্তু শ্রীহরিতে সহজে চিত্ত নিবিষ্ট হ'তে পারবে। এজন্য জপ অপেক্ষা উচ্চ কীর্ত্তনে অধিক লাভ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবসমূহ অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, কামাতুর, ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু। এ-সময়ে হরিসংকীর্ত্তনকেই মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥—(ভাঃ ১২।৩।৫২)
ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥—(পদ্মপুরাণ)"

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার দ্বাদশবর্ষ-প্রশস্তিতে বিশ্বের ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিশ্বসমস্যার সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি বিশ্বের মনীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ শ্রীল গুরুদেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। উক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রশস্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীচৈতন্যবাণী আজ দ্বাদশবর্ষে উপনীতা। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বন্দনা করি। শ্রীচৈতন্যবাণী যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহাকেই মায়ার জগন্মোহিনীরূপ এবং ভাব আর মোহিত করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যবাণী যিনি সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধি ছাড়িয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে জগতের বিচিত্র বাক্য-বিন্যাসাদি আর মুগ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় তনু তাঁহার হৃদ্দেশকে অধিকার করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন ; ত্রিতাপজনিত দুঃখ, ভয়, শোকাদির বশীভূত আর তাঁহাকে হইতে হয় না।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি আদি লইয়া বড় বড় মনীষী তাঁহাদের মস্তক আলোড়ন করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই চেষ্টা জনতার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায় উদ্ভাবন করা। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের সেই চেষ্টায় ও বিচারে গাম্ভীর্য্যের অভাব। তাঁহারা মনুষ্যের আপাত দুঃখ দূর করিবার জন্য পরস্পরের সহিত শত্রুতা বৃদ্ধিতে দৃক্‌পাত করেন না। পরের দুঃখ মোচনের চেষ্টা সাধুর স্বভাব। কিন্তু সুখ-দুঃখাদির 'স্বরূপ' ও অনুভবকারিনির্ণয়ে অধি-কাংশ ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হন। দেহ, মন প্রভৃতি জড়পদার্থ ; তাহাদের সুখ-দুঃখানুভূতি নাই। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে চেতনসত্তা বা আত্মা রহিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যক্রমে দেহ-মন প্রভৃতির অনুভূতির মত বাহ্যতঃ দেখা যায়। আত্মা বা চেতনসত্তার অভাবে দেহ মন আদির কোন সুখ-দুঃখানুভূতির দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং যাহার অস্তিত্বে দেহাদির সুখ-দুঃখানুভূতি এবং যাহার অভাবে দেহাদিতে কোন অনুভূতি থাকে না, সেই চিত্তত্ত্বের কি প্রকারে সুখ-সমৃদ্ধি হয়, তাহাই বিবেকিগণের বিচার্য্য হওয়া উচিত। কিন্তু পৃথিবীর শাসকশ্রেণীর মধ্যে নীতিনির্দ্ধারণকারী বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে তজ্জন্য চিন্তার বালাই নাই। তাঁহারা লৌকিক মান, মর্য্যাদা এবং অর্থাদির সম বণ্টন হইলেই দেশে সুখ শান্তি বিরাজিত হইবে, ইহাই

মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কামের ইন্ধন প্রদানে কামের পরিতৃপ্তি বা শান্তি হয় না, উহা আরও প্রবল হইয়া উঠে। কাম বৃদ্ধির চেষ্টাদ্বারা কাহারও উপকার হয় না। কাম পরস্পরের সহিত সংঘাত বৃদ্ধি করে। নিজে কামাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে এবং অপরকেও জ্বালিত করে। কামের হস্ত হইতে নিস্তারের একমাত্র সুচিন্তিত উপায় ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—'প্রেম'। প্রেম নিত্যভূমিকায় অবস্থিত। দেহ-মনের ধর্ম্ম নশ্বর, সদা পরিবর্ত্তনশীল ও দুঃখপ্রদ। পূর্ণ কারণ—আত্মার প্রতি আত্মার অনুরাগই প্রেম। প্রেমিক ও প্রেমের আস্পদ উভয়েই নিত্যতত্ত্ব হওয়ায় এবং নশ্বর বস্তুতে আসক্তিহীন বলিয়া আত্মস্থ ব্যক্তিগণের দুঃখ, ভয়, শোকাদির বশ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

রাষ্ট্রনেতাগণ জীবের স্বরূপ-নির্ণয়বিষয়ে আদৌ চিন্তা করেন না বলিয়া তাঁহাদের জীবস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রম থাকায়, জীবের প্রয়োজনাদি নির্ণয়ে ভ্রম স্বাভাবিক হইয়া থাকে। তজ্জন্যই ধনীরাষ্ট্র ও দরিদ্ররাষ্ট্র উভয়েই দুঃখী ও অশান্ত এবং পরস্পরের পার্থিব অবস্থার বৈষম্য দর্শনে হিংসা-দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পৃথিবীতে যুদ্ধাদির আবাহন করিয়া থাকে। এইরূপ শত শত যুদ্ধের জয় বা পরাজয়ে জগতে প্রকৃত সুখ বা শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। মনুষ্যের স্বরূপজ্ঞান উদ্বোধনের জন্য রাষ্ট্রকর্ণধারগণ চিন্তান্বিত নহেন। তাঁহারা কেবল জমি-বণ্টন, অন্ন, বস্ত্র ও গৃহাদির সমস্যা সমাধানের স্থূল চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে ও বুঝিতে পারেন না। অবশ্য এই সকলের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না ; কিন্তু ইহার দ্বারা বাস্তব সুখ সাধিত হইতে পারে না।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' জগতের মনুষ্যের নিকট তারস্বরে কীর্ত্তন করেন যে, তাঁহারা এক বিভুচৈতন্যের প্রকৃতির অংশ। উক্ত বিভুচৈতন্য বা বিষ্ণুর শক্ত্যংশ জীব হওয়ায় প্রত্যেক জীবের উক্ত বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। অখণ্ডজ্ঞানই বিষ্ণু। তাঁহারই শক্তির অভিব্যক্তি মনুষ্যকুল এবং সমস্ত জীবজগৎ। সুতরাং উক্ত অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্বের শক্তির প্রকাশ জীবসমূহ পরস্পর আত্মীয়, পরস্পর আপনজন। কিন্তু অজ্ঞতাজনিত স্বরূপভ্রম হইতে ঔপাধিক জাতি, বর্ণ, আশ্রমাদির উচ্চাবচত্ব ও নানাত্ববিচার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভেদকল্পিত হইয়া অনিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধানমূলে পরস্পরের মধ্যে বা এক জাতি অন্য জাতির সহিত কিম্বা এক দেশ অন্য দেশের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, সকল দেশের সকল প্রাণীই এক অখণ্ড জ্ঞান হইতে প্রকাশিত, তদ্দ্বারা স্থিত ও পরিণামে তাহাতেই গতিবিশিষ্ট। জীব অণুচিত্তত্ত্ব হইলেও চিদ্ধর্ম্মহেতু তাহাতে স্বতন্ত্রতা স্বতঃসিদ্ধ। উক্ত স্বতন্ত্রতা-মূলে কর্ম্মের অনুশীলন হইতে তাঁহাদের কর্ম্মফলের বিচিত্রতাহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। জীবের কর্ম্মজনিত সংস্কার হইতে নৈসর্গিক স্বভাব বা প্রকৃতি গঠিত হয়। সকলের জন্ম, কর্ম্ম ও সংসর্গ এক না হওয়ায় স্বভাব বা রুচির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। এই পার্থক্য বা ভেদ দর্শনে বিবেকিব্যক্তি কখনও বিচলিত হয়েন না। সুধীগণ এবং শাস্ত্র সর্ব্বাবস্থা হইতে সকলকে তাঁহাদের স্বার্থগতি বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বা শ্রীভগবান্ই যে জীবের একমাত্র মৃগ্য, তাহা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নানা প্রবন্ধে, প্রশ্নোত্তরমুখে, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন।

বর্ত্তমান বিবদমান বিশ্বে অখণ্ডজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যদেবরূপে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে ৪৮৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া জগজ্জীবের হিতের জন্য স্বয়ং সাধন-ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করতঃ মনুষ্যদিগকে তাহাদের একমাত্র স্বার্থ যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা বা অর্থনৈতিক সাম্যের প্রস্তাব আনিয়া কিম্বা সমাজনৈতিক বাহ্যতঃ বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের সুখ হইতে পারে, ইহা তিনি শিক্ষা দেন নাই। তিনি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সূত্র আবিষ্কার করতঃ উহার অনুশীলনে যত্নবান্ হইতেই শিক্ষা দিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' তাঁহারই দয়ার

মূর্ত্তস্বরূপ। সুতরাং আমরা আজ তাঁহার এই বাণীস্বরূপকে দ্বাদশবর্ষে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তাঁহার করুণার কথা স্মরণ করতঃ পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' কৃপাপূর্ব্বক জগতের উন্নত প্রাণী মনুষ্যদিগকে তাঁহার কৃপালোক সন্দর্শনের অধিকার প্রদান করুন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' এবং তাঁহার সেবকগণ জয়যুক্ত হউন।"

পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের এবং দিল্লীর ভক্তগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে জলন্ধর সহর, লুধিয়ানা সহর, মুজঃফরনগর ও দিল্লীতে শুভ পদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

জলন্ধর সহর—অবস্থিতি ১৬ চৈত্র (১৩৭৮), ৩০ মার্চ্চ (১৯৭২) বৃহস্পতিবার হইতে ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত। ১৬ চৈত্র হইতে ১৯ চৈত্র পর্য্যন্ত স্থানীয় ভকতসিংবাগে (প্রতাপবাগে) নির্ম্মিত বিশাল সভামণ্ডপে চারিটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভামণ্ডপে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ও ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বৎসর সভামণ্ডপের নিকটবর্ত্তী মণ্ডী ফেণ্টনগঞ্জস্থিত শ্রীযুগলকিশোর দুর্গাদাস মহোদয়ের বাসভবনে সাধুগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তন মহাসম্মেলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনমণ্ডল—বাহাদুরপুর ও হোসিয়ারপুর, শ্রীসেবক সংকীর্ত্তনমণ্ডল—হোসিয়ারপুর, শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ—গুরুদাসপুর, মাষ্টার মেহেরচাঁদজী—উণা, বাবা মাধো সিং—ভামওয়ালে, শ্রীগৌড়ীয় সংকীর্ত্তনমণ্ডল—চণ্ডীগড়, চৌধুরী খুশীরামজী—হোসিয়ারপুর, শ্রীকৌশেলি, কিশোর দাস—হরিয়াণা, শ্রীলালচাঁদজী—দিল্লী। ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ শুক্রবার এবং ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল রবিবার যথাক্রমে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় ও প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে দুইটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করে। ২০ চৈত্র সোমবার আদর্শনগরস্থিত বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীহিন্দপাল আগরওয়ালের বাসভবনে সন্ধ্যায় এবং মহল্লাগোবিন্দগড়স্থ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্যামলাল আগরওয়ালের গৃহের সমীপস্থ সভামণ্ডপে শ্রীল গুরুদেব শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের শুভ পদার্পণের সংবাদ পাইয়া অমৃতসরের নিউ ইণ্ডিয়া এমব্রয়ডরী মিলের মালিক পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নাগরিক ডাক্তার শ্রীহেতরাম আগরওয়াল জলন্ধরে আসেন শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য। তিনি শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

লুধিয়ানা সহর—শ্রীল গুরুদেবের বিশেষ অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁহার নবগৃহ-প্রবেশ উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থদ্বয় এবং ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ সমভিব্যাহারে ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ সোমবার চণ্ডীগড় হইতে লুধিয়ানা সহরে শুভাগমন করেন। লালুমল্ল গলীস্থিত শ্রীএলাইগির মন্দিরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ২৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার সংকীর্ত্তন-সহযোগে পূর্ব্বাহ্নে মডেলটাউনস্থিত শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের বাসভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান শ্রীল গুরুদেব মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে উৎসবানুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও সমাবেশ হইয়াছিল।

৩০ মার্চ্চ হইতে ২ এপ্রিল পর্য্যন্ত জলন্ধর সহরের বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ, শিষ্য ও ভক্তগণকে লইয়া জলন্ধরে পৌঁছিয়াছিলেন, পরে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল লুধিয়ানায় এলাইচিগির মন্দিরে পুনঃ ফিরিয়া আসেন। তথায় ১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ তিনি প্রত্যহ প্রাতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে দার্শনিক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। গায়ত্রীযজ্ঞ উপলক্ষে স্থানীয় রামলীলা ময়দানে (দেরাসি গ্রাউণ্ডে) ৫ এপ্রিল হইতে ৮ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীজগদীশচন্দ্রজী শ্রীল গুরুদেবকে স্থানীয় দণ্ডীস্বামীজির আশ্রমেও লইয়া গিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..................
Vill..................
P. O..................
Dist..................
Pin..................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৮-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯০

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮
১১ কেশব, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯১ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭; ১৯শে জুলাই, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ১৬৷৭৷৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচারবহির্ভূত বর্ব্বরোচিত ক্রিয়ায় উন্মত্ত হয়। উহাদের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডদিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের প্রতি স্ব-স্ব পশূচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ * * বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ উপেক্ষা জীবের পাষণ্ডতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি enquiry-র সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পারিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যক; কেন না, সে নিজেই দুর্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ভ * * প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না; কিন্তু বৈষ্ণববিদ্বেষ হওয়ায় জন্ম জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোনপ্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত' বৈষ্ণবকে বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই-সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে। ভ * * প্রভু এবং ন * * প্রভু দুর্বৃত্তকে

ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়। সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গল-জনক এবং ভবিষ্যতে কুম্ভীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ। আর এখন দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ ; ২৪শে জুলাই, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ২২শে জুলাই তারিখের পত্র পাইলাম। "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ষট্‌তত্ত্ব এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোকের পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হইতেছে,—গুরুতত্ত্ব লইয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত আর চারি তত্ত্বের যে-কোন একটি 'গুরুতত্ত্ব' হইতে পারেন,—যেরূপ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীগুরু-দেব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীগুরুদেব—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর গুরু-দেব—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু, শুদ্ধভক্ত-সাধারণ সকলেরই গুরুদেব—শ্রীবাস-পণ্ডিত। এই চারি গুরু 'প্রভু'-তত্ত্বের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুতরাং পঞ্চতত্ত্ব ও ষট্-তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর ভেদ নাই।

গুরুতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্বাত্মক অখণ্ড অদ্বয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে প্রতি-ষ্ঠিত হইয়া তিনি পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। 'গুরু'-শব্দের বৈশিষ্ট্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ হইতে প্রকটিত হইলেও তদন্তর্গতই গুরুতত্ত্বে আশ্রয় বিচারে পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক কৃষ্ণই বিষয়। গুরুদাসের গুরুতত্ত্বে কৃষ্ণা-ভিন্নজ্ঞান থাকিলেও গুরুদেবের আশ্রয়ত্বের বৈশিষ্ট্য বিনাশ করিতে হইবে না, তাহা নিত্য।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

[৩।৩।১-১৩]

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্ ॥৪৩॥

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥৪৪॥

সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥৪৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ব্রজ হইতে স্বীয় পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর পুরে তাঁহাদের মঙ্গলচেষ্টায় বলদেবের সহিত আসিয়া তুঙ্গ হইতে শত্রু যূথনাথ কংসকে নিপাতিত করিয়া বলপূর্ব্বক নিধন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

একবার সান্দীপনি মুনির মুখ হইতে সমস্ত বেদ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন এবং পঞ্চজন

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতীমুবাহ ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান্
জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥৪৬॥

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্দ্যুতরুং যদর্থে ।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণোরুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥৪৭॥

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা ।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥৪৮॥

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুম্ ।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥৪৯॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥৫০॥
তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ ।
একৈকস্যাং দশদশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥৫১॥
কালমাগধশাল্বাদীননীকৈরুন্ধতঃ পুরম্ ।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥৫২
শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥৫৩॥
অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্ ।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥৫৪॥

সকর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্ ।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমুর্ব্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥৫৫॥

[৩।৩।১৭-১৮]

উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা ।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥৫৬॥

অসুরের উদর হইতে সেই মুনির মৃত পুত্রকে তাঁহার প্রার্থনামত আনিয়া প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণী কর্ত্তৃক বিবাহার্থ সমাহৃত রাজাগণের মস্তকে পদ দিয়া গন্ধর্ব্ববৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য সুপর্ণ যেরূপ অমৃত হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ রুক্মিণীকে হরণ করিলেন ॥৪৫

বিদ্ধনস ককুদ্মিদিগকে স্বয়ম্বরে দমন করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল অজ্ঞ রাজাগণ ভগ্নমান হইয়া শস্ত্রধারণ করে তাহাদিগকে স্বীয় শস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥৪৬

সত্যভামাকে সন্তোষ করিবার জন্য প্রিয়ার প্রিয়-সাধন যেরূপ গ্রাম্যব্যবহারে লোকে করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বগণ লইয়া বজ্রহস্তে বধূদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

শরীরের দ্বারা আকাশ গ্রাস করিবার ন্যায় যুদ্ধে চক্রগ্রস্ত মৃত পুত্র নরককে দেখিয়া তন্মাত ধরিত্রী প্রার্থনা করায় তস্যপুত্র ভগদত্তকে রাজ্য শেষ দিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

তথা নরকরাজদ্বারা আনীত নরদেবকন্যাগণ আর্ত্তবন্ধু হরিকে দর্শন করত সদ্য দাঁড়াইয়া প্রহর্ষ লজ্জানুরাগ ও প্রেমদৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে বিবাহোচিত প্রকারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল স্ত্রীগণকে নানা গৃহে একমুহূর্ত্তে যুগপৎ শাস্ত্রবিধি মত স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে আশ্চর্য্যভাবে বিবাহ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই স্ত্রীসকলের গর্ভে আত্মতুল্য দশ-দশটী পুত্র আত্ম-বিস্তৃতি স্বরূপে জন্ম দিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

কালযবন জরাসন্ধ শাল্ব প্রভৃতি সসৈন্যে পুরী বেষ্টন করায় স্বয়ং এবং স্বীয় পুরুষতেজদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদিকে স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে বিদুর ! পরে তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয় পক্ষপাতী রাজাদিগকে কুরুক্ষেত্র ভূমিকে সসৈন্যে কম্পিত করায় বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

কর্ণ, দুঃশাসন, সৌবল ইহাদের কুমন্ত্রনায় হতশ্রী ও হতায়ু অনুচর সহিত দুর্যোধনকে ভূমিতে ভগ্নউরু শয়িত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥৫৭
[৩।৩।২০]
স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥৫৮॥
শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৯০।৪৯-৫০]
ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥৫৯॥
মর্ত্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধামদুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ ॥৬০॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস-
বর্ণনে অষ্টাদশঃ কিরণঃ।

অভিমন্যুর ঔরষে উত্তরার গর্ভে যে পুরুবংশ ধৃত হইয়াছিল তাহা অশ্বত্থামার অস্ত্রে সংপ্লুষ্ট হওয়ায় পুনরায় কৃষ্ণ তাহা ধারণ করাইলেন ॥৫৬॥

ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠিরকে তিনটি অশ্বমেধ করাইলেন। তিনিও ভ্রাতৃবলে কৃষ্ণ-অনুব্রত হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ স্নিগ্ধ স্মিত অবলোকন, অমৃত সমান শিষ্টবাক্য ও অনবদ্য চরিত্র এবং ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে আত্মগুণে সকলের প্রীতির বিষয় হইয়াছিলেন ॥৫৮॥

যে ব্যক্তিগণ সেই কৃষ্ণের পদদ্বয়ে অনুবৃত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৃহীত লীলাতনু পরতত্ত্ব উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মনাশক কর্ম্মসকল সর্ব্বদা শ্রবণ করুন ॥ ৫৯ ॥

মর্ত্ত্য, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন চিন্তাসহকারে সমৃদ্ধ ভক্তিসমাধি দ্বারা তাঁহার দুরন্ত কৃতান্ত বেগ-নাশক ধামকে প্রাপ্ত হন। যাহা পাইবার জন্য ক্ষিতিপতিগণও গৃহত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস-
বর্ণনে অষ্টাদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

(৭৫)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় মিথিলাদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিহার প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত ত্রিহুতে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরীপাদেরও আবির্ভাবস্থান ত্রিহুত। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ভক্তিরসপূর্ণ অনেকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার রচিত পদ্যাবলীতে রঘুপতি উপাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার রচিত শ্লোক শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন।

'হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা* পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি প্রভুর বচন ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় প্রয়াগধামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি

* তিরুহিতা (তিরুটিয়া বা তিরহুটিয়া)—'বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মুজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা এই চারিটী জেলা ত্রিহুত বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রদেশের আদিবাসীদের 'তিরুটিয়া' বলে।'

আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ইনি স্বরচিত একটি শ্লোক পাঠ করিয়া শুনান।

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥'

'ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; আমি (কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।'

মহাপ্রভু শ্লোক শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আরও শুনিতে ইচ্ছা করিলে রঘুপতি উপাধ্যায় প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ কহিলেন—

'কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা
প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥'

"গোপতি-তনয়াকুঞ্জে (গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া কালিন্দী তস্যাঃ তটস্থকুঞ্জে) লীলাপরায়ণং গোপবধূটীবিটং (গোপবধ্ট্যঃ তরুণ্যঃ স্বল্পবয়স্কাঃ গোপরামাঃ,—ক্ষুদ্রার্থে টীপ্, তাসাং বিটং লম্পটং) (পরং) ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ বিরাজতে ইতি) সম্প্রতি কং (জনং) প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি), কঃ বা প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু (স্থাপয়েৎ)" —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কৃত অন্বয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণলীলোদ্দীপক শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করিলে এবং রঘুপতি উপাধ্যায় শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুতে উত্তরোত্তর অদ্ভুত প্রেমের বিকার দেখিয়া রঘুপতি উপাধ্যায় চমৎকৃত হইলেন এবং ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণই হইবেন—এইরূপ স্থির প্রতীতিযুক্ত হইলেন। ভগবানের অনেক রূপ আছে, তন্মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ মহাপ্রভু জানিতে চাহিলে উপাধ্যায় বলিলেন 'শ্যামমেব পরং রূপং'। কৃষ্ণের ধামের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ জানিতে ইচ্ছা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন—'পুরী মধুপুরী বরা'। তদ্রূপ কৃষ্ণের বয়সের মধ্যে 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' এবং রসগণমধ্যে 'আদ্য এব পরো রসঃ' অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসকেই সর্ব্বোত্তম বলিলেন। পদ্যাবলীধৃত শ্লোকটী এইরূপ—'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥' মহাপ্রভু প্রেমাবেশে রঘুপতি উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলে তিনি প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রঘুপতি উপাধ্যায়ের সৌভাগ্য দেখিয়া বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার গৃহের সকলেই বিস্মিত হইলেন।

সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা'-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তরে জানিতে পারি—কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা বিদ্যা। জড়বিদ্যা জড়-ভোগজননী, তাহা হইতে জড়নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা, তাহা হইতে বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠতা, তদুন্নতস্তরে গোলোকস্থ কৃষ্ণভক্তিবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে 'ব্রহ্মসাযুজ্য' মুক্তি ও বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (বিষ্ণু-সমীপে বাস), সারূপ্য (বিষ্ণুর সমান রূপলাভ) ও সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস)—এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি লভ্য হয়। গোলোকধামস্থ গোলোকনাথ কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণপ্রদত্ত কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য কোন মুক্তিরই প্রার্থী হন না, দিলেও লইতে চাহেন না। আবার এই "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥" [অর্থাৎ "সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।" (চৈঃ চঃ ম

২২।৮০ অঃ প্রঃ ভাঃ)] এই সাধু আবার বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, সিদ্ধিবাঞ্ছাদি স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছাশূন্যা নিষ্কপট কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-পরায়ণ শুদ্ধভক্ত হইলে তাঁহার সঙ্গ হইতেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার উদয়ক্রমে শুদ্ধভক্তি লভ্য হইবে, তাহারই প্রপক্কাবস্থা প্রেম। তাই শ্রীমন্মহা-প্রভুর 'শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার'— এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায় রামানন্দ কহিলেন—"কৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।" অবশ্য প্রশ্নকর্ত্তা মহাপ্রভুই রায় রামানন্দমুখে উত্তরদাতা। এইরূপ কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খ্যাতি—যশঃ বা প্রতিষ্ঠা। তাদৃশ কৃষ্ণভক্ত নিজেকে কখনই জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি নিষ্কপট দৈন্যভারাক্রান্ত হইয়া নিজেকে সর্ব্বদাই দীনাতিদীন—বৈষ্ণবদাসানুদাস জ্ঞান করিয়া থাকেন। কেননা "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দুষিবে হইব নিরয়গামী॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদিদানে হ'বে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥"—ইহাই মহাজন-শিক্ষা।

শ্রীভগবান্ বলেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানান্ত যে ভক্তাস্তে তু ভক্তোত্তমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ, যাহারা আপনাদিগকে কেবল 'আমার ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত, ভগবৎকৃপা—ভক্ত-কৃপানুগামিনী। ভক্তের ভক্তিবশ্য ভগবান্, ভক্তকৃপা না হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্য করিয়া কহিতেছেন—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ-পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যা'তে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন'।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে না কেবা পাতিয়ায়॥"

—চৈঃ চঃ ম ২।৪৫-৪৯

উপরিউক্ত শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ—

"হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।" (—অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার উপরিউক্ত ৪৭ ও ৪৮ সংখ্যক পদ্যের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন— "(৪৭) 'সেব্য' বিষয় ও 'সেবক' আশ্রয়—এই উভয় তত্ত্বের সম্মেলনকে 'আলম্বন' বলে। আশ্রয়ের 'শ্রবণ' ও বিষয়ের 'বংশীধ্বনি'; বিষয়ের চাঁদমুখ-দর্শনে আগ্রহাভাব—আশ্রয়ের আলম্বন-রাহিত্যের জ্ঞাপক। স্বীয় বহিরনুভূতিবশে কামচরিতার্থতায় বৃথা প্রাণ ধারণ।

ভঃ রঃ সিঃ—'হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈ র্নঃ।" অর্থাৎ 'হায় আমা-দের পুণ্যরহিত হতদেহকে পালন করিয়া আর কি হইবে ?'

(৪৮) নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগ শুক্লবস্ত্রসদৃশ, অনুরাগের অভাব—কালীর দাগের মত। তাহা কিছু অনুরাগ নহে। তাহা 'অনুরাগ' নামক শুভ্রতা ভূমিকায় কালীর দাগের মত স্পষ্ট।"

নীলাচলে বিপ্রলম্ভভাবব্যাকুল মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ এই দুই পরমপ্রেষ্ঠ অন্ত-রঙ্গ পার্ষদসহ দিবারাত্র প্রেমোদ্ভাবিত রসবৈচিত্র্য

আস্বাদন করিতে করিতে একদিন পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন—শুন স্বরূপ রামরায়, নাম-সংকীর্ত্তনই কলিতে কৃষ্ণপ্রেমসম্পদ্ লাভের পরম উপায়। ইহাই সম্বন্ধতত্ত্ব "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" এবং প্রয়োজনতত্ত্ব 'প্রেমধন' পাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম পরম অভিধেয়তত্ত্ব। কলিতে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণারাধনাকারীই সর্ব্বাপেক্ষা সুবুদ্ধিমান্ ও তিনি অচিরেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। নামসংকীর্ত্তনেই (অপরাধশূন্য নামাভাসেই) সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হয়, অতঃপর শুদ্ধনামের ফলে কৃষ্ণে প্রেমোদ্গম হইয়া থাকে—

"নামসংকীর্ত্তনে হয়—সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।১১

কিন্তু "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তা'র লক্ষণশ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।২০

অর্থাৎ যেভাবে নাম গ্রহণ করিলে নামে প্রেমোদয় সম্ভব হইতে পারে, তাহার লক্ষণশ্লোক-স্বরূপে জানাইলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

—ঐ অ ২০।২১

অর্থাৎ 'গুরুভাব'-রাহিত্য-হেতু সর্ব্বপদদলিত তৃণাপেক্ষাও যিনি নিজেকে ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞান করেন—সর্ব্বোত্তম হইয়াও যিনি নিজেকে তৃণাধম বলিয়া মনে করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হন (বৃক্ষকে কাটিলেও সে যেমন তাহার ছেত্তাকে কিছু বলে না, বরং তাহাকে তাহার ছায়া-দানে বঞ্চিত করে না, প্রখর রৌদ্রতাপে শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট একবিন্দু জলও প্রার্থনা করে না, পরন্তু যে তাহার নিকট পত্র পুষ্প ফলাদি যাহা চাহে, তাহাই অকাতরে দান করে, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ ও বর্ষার প্রবল বারিপাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়াও পরহিতসাধনে ব্রতী হয়, এইরূপ সহিষ্ণুতা গুণে গুণী হন), নিজে অমানী অর্থাৎ পূজা বা প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু না হইয়া অপরকে মান বা পূজা বা সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকারী হন।

এইপ্রকার চারিটি গুণে গুণবান্ সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নিরপরাধে কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্তই কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর সেই লব্ধপ্রেম প্রেমিকভক্তের স্বাভাবিক স্বভাব হয় এই-রূপ যে, তিনি লোকের কাছে কখনই নিজের ঢাক নিজে পিটাইবার জন্য ব্যস্ত হন না। তথাপি "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী (মাধবেন্দ্র পুরী) রহে লুকাঞা। (কিন্তু) প্রতিষ্ঠা পুরীর পিছে চলে গড়াইয়া ॥" তাই প্রকৃত প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে—

"প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।২৮

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী জড় প্রতিষ্ঠাকে ধৃষ্টা অর্থাৎ বেহায়া—নির্লজ্জা শ্বপচরমণীর সহিত এবং অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব উহাকে গ্রাম্যবিষ্ঠা-ভোজী শূকরীর বিষ্ঠার সহিত তুলনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'কনককামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব ॥" কনককামিনীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে বরং সহজ সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু জড় প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। মহাজনগণের শ্রীমুখোচ্চারিত দৈন্যের অনুকরণে মুখে অনেক কথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু জড় প্রতিষ্ঠার প্রতি নিষ্কপট চিত্তে যথার্থতঃ বিরক্তি-প্রকাশ কখনই সহজ-সাধ্য বিষয় নহে—নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল 'জাম্বুনদহেম' সদৃশ। তন্মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ খাদের লেশমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না।

[এক্ষণে প্রেমোদয়ের ক্রমপন্থা বর্ণনপ্রসঙ্গে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির সংক্ষিপ্তসার লক্ষণ মহা-জনবাক্যানুসারে বর্ণন-প্রয়াসী হইতেছি—]

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—ভক্তির এই ত্রিবিধ অবস্থা। সাধনভক্তির সংজ্ঞা শ্রীল রূপ

গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব্ব-বিভাগ ২য় লহরী ২য় শ্লোকে) এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১০২

[অর্থাৎ 'সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'।

তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণজীবে স্বভাবতঃ চিৎ-সূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধনভক্তি'।" অঃ প্রঃ ভাঃ]

এই সাধনভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ—এই দুইটি লক্ষণ। 'অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদনদ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্য-সিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদিদ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি। তাহা দুইপ্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধীভক্তি'।"—চৈঃ চঃ ম ২৩।১০৩-১০৬ অঃ প্রঃ ভাঃ এবং ঐ সহ মূলও দ্রষ্টব্য।

উক্ত সাধনভক্তির ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটিই প্রধান অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। ইহা ভজনমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পঞ্চ অঙ্গকে সকলসাধনশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহাদের আংশিক অনুষ্ঠান-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়—

"সকলসাধনশ্রেষ্ঠ – এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়, এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥
(কিন্তু) এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহুঅঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"

চিত্তবিক্ষেপরহিত যে সাতত্য বা নৈরন্তর্য্য, তাহা-কেই 'নিষ্ঠা' ভক্তি বলে।

আদৌ (১) 'গুরুপাদাশ্রয়ঃ' অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তচ্চরণ সর্ব্বতো-ভাবে আশ্রয় করতঃ তাঁহার নিকট (২) কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তৎসমীপে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষালাভ এবং (৩) 'বিশ্রম্ভ' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে ইষ্টদেবের অবতার—পরমো-পাস্য বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ পরমপ্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) নিজজনজ্ঞানে প্রীতি-পূর্ব্বক 'তাঁহার সেবায়ই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি'—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা-প্রবৃত্তিই ভগ-বদ্ভজন-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম দ্বারস্বরূপ। দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে গুরুতত্ত্ব দুইরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও দীক্ষাগুরুর একত্ব এবং শিক্ষাগুরুর বহুত্ব জ্ঞাতব্য। কিন্তু দীক্ষাগুরুপাদপদ্মেরই ধ্যান, পূজা, স্তবস্তুতি প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিশেষভাবে লক্ষিত হইলেও ভজন-শিক্ষাগুরুর মর্য্যাদা সমভাবেই সংরক্ষণীয়া। শ্রীভগ-বান্ মর্য্যাদালঙ্ঘনদোষ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। তবে প্রকৃত ভজন-নৈপুণ্যই গুরুর গুরুত্ব। ভক্তিহীন অযোগ্য গুরুব্রুব কখনই সদ্‌গুরুপদবাচ্য বা প্রকৃত ভজনাকাঙ্ক্ষাশূন্য অযোগ্য শিষ্যব্রুব কখনও সচ্ছিষ্যপদবাচ্য হইতে পারেন না।

রাগাত্মিকা ভক্তির সংজ্ঞা শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এইরূপ জানাইয়া-ছেন—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৫

অর্থাৎ "ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতা-ময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণভক্তি-

তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলেই 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় বলা হইয়াছে—

"ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী—স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্যা হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ, সা রাগো ভবেৎ * * তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা যা ভক্তিঃ সা রাগাত্মিকা।"

অর্থাৎ নিজ অভিলষিতবিষয়ে স্বাভাবিকী প্রেমময় তৃষ্ণাবশতঃ যে পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ অত্যধিক গাঢ় অভিনিবেশ, তাহাকেই 'রাগ' বলে ; তন্ময়ী—রাগৈকপ্রেরিতা অর্থাৎ সেই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বা মূর্ত্তিমতী রাগস্বরূপা ভক্তি বলা হয়। ব্রজবাসিজনেই সেই ভক্তি স্পষ্টরূপে বিরাজমানা দেখা যায়।

'ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ-প্রীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি॥"
—চৈঃ চঃ ম ৪।৯৫

এই রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"ইষ্টে 'গাঢ়তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থলক্ষণ-কথন॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৬

ইষ্টে বা অভীষ্টবস্তুবিষয়ে প্রেমময়তৃষ্ণা বা প্রগাঢ় তৃষ্ণাই রাগের মুখ্য বা স্বরূপ লক্ষণ, তজ্জনিত অত্যধিক গাঢ় আবিষ্টতা বা অভিনিবেশই রাগের তটস্থ লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞানকেই তটস্থ লক্ষণ বলা হয়। তন্ময়ী অর্থাৎ সেই রাগৈকপ্রেরিতা—রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি, ব্রজবাসীর এই স্বাভাবিকী রাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির কথা যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সদ্গুরু বা শুদ্ধভক্তসাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে লুব্ধ হন, তখন সেই লোভোদয়-ক্রমে তিনি ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি বা অনুগমন করেন। ব্রজবাসীর এই শুদ্ধা রাগস্বরূপা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলা হয়। শাস্ত্র বা যুক্তি এই লোভোৎপত্তির 'প্রকৃতি' বা লক্ষণ নহে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৭-১৪৮

এই লোভ বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু, ইহা নাটক নভেল পড়া বা শুনা কৃত্রিম তাৎকালিক ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র নহে, সুকৃতিজনিত বৈধী ভক্তিতে উহা পাওয়া যায় না। তাই রায় রামানন্দ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"
—চৈঃ চঃ ম ৮।৭০-ধৃত 'পদ্যাবলী' ১৪শ অঙ্ক-ধৃত রায় রামানন্দ কৃত শ্লোক

অর্থাৎ "কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ 'লোভ'রূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণসেবা-রসভাবনাময়ী) মতি (বুদ্ধি) যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

এই মতিক্রয়-বাণিজ্যে 'লৌল্য'—লালসা বা লোভই একমাত্র মূল্য, তদ্ব্যতীত বহু বহু জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত ভাগ্য বা সুকৃতিদ্বারাও ঐ পরম দুর্ল্লভ বস্তুটি পাওয়া যায় না। বিধিমার্গে ব্রজভাব বা ব্রজপ্রেম কখনই লভ্য হয় না, উহা একমাত্র রাগমার্গেই লভ্য, রাগানুগা ভক্তি লোভমূলা। তাই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাত-রুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্র-যুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ স্ত্রীলম্পট ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃতরুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। তাহারা বঞ্চিত ও দুর্ভাগা।"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৮ 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তি-লহরীতে ২৭০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

'বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৯ দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ "ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।" —অঃ প্রঃ ভাঃ

উক্ত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ২৯১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিকারণম্ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫০ দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ "ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্যশ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তিলক্ষণ নয়।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিবৃত্তানর্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির দুইপ্রকার অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন ঃ—

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
'মনে' নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫১-১৫২

উহার শাস্ত্রপ্রমাণস্বরূপ উক্ত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে উক্ত ২৯৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৩

অর্থাৎ "রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাঁহার লোভ হয়, তিনি বাহ্যে সাধকদেহে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহদ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ প্রিয়তমজনগণের ও তদনগত জনগণের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা করিবেন।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণের ভাবপ্রাপ্তিনিমিত্ত যাঁহার লোভোদয় হইয়াছে, তিনিই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে নন্দ-যশোদাদির ভাব-মাধুর্য্য মাত্র শ্রবণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাজনিত বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। রতি বা ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধীভক্তিতে অধিকার থাকে। কারণ বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা আছে।

রাগানুগভক্ত সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে নিজাভীষ্ট সিদ্ধসেবায় রত থাকেন—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৪

অর্থাৎ "ব্রজবাসিভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম)। তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভ পূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্টসেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।"—অঃ প্রঃ ভাঃ

উক্ত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি ২য় লহরীতে ২৯৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। শরীরে ব্রজে বাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজে বাস করিবেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

"নিজ সমীহিত অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট বা অভিমত—'নিজের সহিত সমান বাসনাযুক্ত' কৃষ্ণপ্রিয়তমজনের সহিত তত্তৎকথা-রত হইয়া ব্রজবাসই অভিলক্ষণীয়া।" (ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৯ পৃষ্ঠার পর]

শুকদেব একাকী বনে গমন করলে বিরহকাতর ব্যাসদেব 'হা পুত্র ! হা পুত্র !' বলে যাঁকে ডেকেছিলেন এবং শুকভাবময় বৃক্ষসমূহ যার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, সর্ব্বভূতহৃদয় সেই শুকদেব মুনিকে আমি নমস্কার করি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণ পুরুষোত্তম, নরঋষি, পরবিদ্যারূপিণী সরস্বতী এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রণাম ক'রে পরে তাঁদের জয়গান করবে।

অবতারবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বল্লেন —তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবান্‌রূপে কথিত হন। পরমপুরুষ নারায়ণ বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও নাশের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁদের মধ্যে সত্ত্ব-বিগ্রহ বাসুদেব হ'তেই শুভফলের উদয় হয়। বেদচতুষ্টয়, বৈদিক-ক্রিয়া যজ্ঞসমূহ, যোগাদি অপরাপর কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা, যাবতীয় ধর্ম্ম সমস্তই বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।

আত্মারাম মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা করেন। নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিগণ নারায়ণের বিভিন্ন শান্তমূর্ত্তি অবতারের ভজনায় রুচি-বিশিষ্ট। নারায়ণের চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সঙ্কর্ষণ হ'তে কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী তিন পুরুষাবতার। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হ'তে মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ। অবতারগণের কথা বলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ বলা হয়েছে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

উপরিউক্ত অবতারগণ কেহ অংশ, কেহ বা অংশের অংশকলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। যখন জগৎ দৈত্যের দ্বারা পীড়িত হয়, তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়ে জগৎকে সুখী করেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে যে বাক্যাংশ সকলের জ্ঞাত ও স্পষ্ট, তাকে 'অনুবাদ' বলে এবং যে বাক্যাংশ পরে স্থাপিত হবে অর্থাৎ অজ্ঞাত বাক্যাংশকে বিধেয় বলে। পূর্ব্বে অনুবাদ, পরে বিধেয় বলাই নিয়ম। কৃষ্ণেরই অবতার-সকল—পুরুষের কলা অংশ, ইহা সকলের বিদিত—ইহা অনুবাদ, এই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইহা পরে স্থাপিত হলো, সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ অবতারী স্বয়ং ভগবান্ তা' হ'তেই সমস্ত অবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অখিলরসামৃত মূর্ত্তি নন্দনন্দন কৃষ্ণকেই সর্ব্বোত্তম আরাধ্য বলেছেন।"

তৃতীয় অধিবেশন

বিষয় ঃ ভক্তসেবার প্রয়োজনীয়তা

মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্য-বিষয় ঃ 'ভক্তসেবার প্রয়োজনীয়তা' মহারাজ সহজ করে বুঝিয়েছেন। নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান আমি দিতে পারবো না। তবে আমি বিশ্বাস করি ভগবান্ আছেন, তিনি আমাকে দূরে ফেলে দেবেন না, আমাকে তাঁর পাদপদ্মে টেনে নেবেন।

সাধারণভাবে একটি চলিতকথা আছে—সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস। সঙ্গের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্গপ্রভাবেই মানুষের দোষ গুণ হয়। ভগবানের সমান ও অধিক কেহ নাই, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই ভগবান্‌কেও যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই ভক্ত কত বড় ! ভগবান্ নারায়ণ নিজ প্রিয়ভক্ত ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে 'ভক্ত তাঁর কত প্রিয়' তা' প্রখ্যাপন

করেছেন। সদ্বস্তু ভগবানেতে যাঁর যত প্রীতি, তিনি ততবড় সাধু বা ভক্ত। ভগবান্‌কে পেতে হলে ভক্তি প্রয়োজন। ভক্তসঙ্গেতেই ভক্তিলাভ হয়। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' ভক্তের পরিবেশ লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। ডাক্তারের গৃহে যে সন্তানের জন্ম হয়, স্বাভাবিকভাবে ডাক্তারীবিদ্যার কতকগুলি বিষয় তার জানা হয়ে যায়। বিচারপতির বা ব্যবহার-জীবীর সন্তানের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আইনবিষয়ক জ্ঞান অধিক দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ যাঁদের ভগবানেতে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাঁদের সঙ্গে যাঁরা থাকেন, তাঁদেরও ভগবদ্ভজন-বিষয়ে জ্ঞান অধিক হয়। প্রকৃত সাধুর সঙ্গ আমাদিগকে পরম প্রয়োজনীয় বস্তু ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রদান করবে। সাধুসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ কর্‌বার উপায় কি? নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত সাধুসেবার দ্বারাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ হ'য়ে থাকে।"

প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমার শরীর তত সুস্থ নয়, তথাপি ভক্তগণের আকর্ষণে এসেছি। আজকের বিষয় সম্বন্ধে বল্‌বো, এমন যোগ্যতা আমার নাই। ভক্ত-ভগবানের কৃপাই একমাত্র সম্বল। যাঁর কৃপাতে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন কর্‌তে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে বর্ণিত অম্বরীষ মহারাজের পূতচরিত্র এতৎপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী অপেক্ষাও ভক্তের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গটি আপনারা অনেকেই জানেন। মহা তেজীয়ান দুর্ব্বাসা ঋষি ক্রুদ্ধ হ'য়ে অম্বরীষ মহারাজকে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন। নারায়ণ সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিয়েছিলেন যখনই অম্বরীষ মহারাজের বিপদ্ হবে, তখনই তাঁকে রক্ষা করবে। সুদর্শনচক্র দুর্ব্বাসা ঋষির কৃত্যাকে ভস্মীভূত ক'রে তাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হয়েছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি প্রাণরক্ষার জন্য সুমেরু পাহাড়ের গহ্বরে, দশদিকে, সমুদ্রমধ্যে, পরে ব্রহ্মার নিকট, শিবের নিকট গিয়েও যখন সুদর্শনচক্রের তাপ হ'তে নিষ্কৃতি পেলেন না, তখন শিবের নির্দ্দেশক্রমে তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। নারায়ণ সেই সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলেছিলেন—ব্রহ্মা ও শিব তাঁর অধীন ব'লে যেমন রক্ষা করতে পারেন নাই, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র হয়েও ভক্তাধীন হওয়ায় দুর্ব্বাসাকে রক্ষা করতে অসমর্থ। কৃপা হৃদয়ের বৃত্তি। ভগবানের হৃদয়কে ভক্তগণ গ্রাস করেছেন। ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা। নারায়ণের আদেশ-ক্রমে দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজের নিকট উপনীত হ'লে তাঁর স্তবে সুদর্শনচক্র হ'তে নিষ্কৃতি পেলেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী অভুক্ত অবস্থায় চলে যাওয়ায় সম্বৎসরকাল পর্য্যন্ত অম্বরীষ মহারাজ শুধু জল পান করেছিলেন এবং দুর্ব্বাসা ঋষি ফিরে এলে তাঁর জন্য সমস্ত পুণ্য সুকৃতি সমর্পণ ক'রে তাঁকে সুদর্শনচক্রের তাপ হ'তে রক্ষা করেছিলেন। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শিত হয়।"

চতুর্থ অধিবেশন
বিষয়ঃ 'কৃষ্ণবিস্মৃতিই যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য। এজন্য সভায় পৌঁছতে আমার বিলম্ব হল। আমি প্রতি বৎসরই আসি এবং চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করি। আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আপনারা অনেক কিছুই শুনেছেন। আমার মনে হয় 'কৃষ্ণবিস্মৃতি যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ' বিষয়টি আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধার সহিত শুনা দরকার এবং বুঝা দরকার। যে সময়েতে আমরা বাস করছি আমাদের জাতীয় জীবনের খুবই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্ত। চরিত্রের ক্রমাবনতি, ধর্ম্ম-নীতির মূল্যবোধ হ্রাস, অপক্ষয় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা বুঝতে পারছি। শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ চিদানন্দ-স্বরূপ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জাতীয় কৃষ্টির সহিত তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যদি জাতীয়কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হয় তা' হ'লে কৃষ্ণের আবির্ভাব, তাঁর মাধুর্য্যলীলা ও তাঁর শ্রীবিগ্রহের বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট তুলে ধরতে হবে।

কৃষ্ণবিস্মৃতি ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতীয় জীবনের দুর্গতির কারণ। কৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বিহ্বল অবস্থায় অর্জ্জুনকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোন্‌টী প্রকৃত ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম এবং নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কি, তা তিনি অর্জ্জুনকে বুঝিয়েছেন। গীতার শিক্ষাগুলি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের আরাধ্য, নিষ্কামভাবে তাঁর আরাধনা করা উচিত। আমরা স্বার্থ নিয়ে ভগবান্‌কে ডাকি, ইহাকে প্রকৃত কৃষ্ণের আরাধনা বলে না। হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না ক'রে সকলের কল্যাণ চিন্তা করতে হবে, সকলের হিতের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাতে হবে। সকলের হিতের জন্য নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম। শিবাজী, রাণাপ্রতাপের আদর্শের কথা চিন্তা করতে হবে। এরা ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রেখেই সবকিছু করেছিলেন। সঠিকভাবে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার দ্বারা সুন্দর জাতীয় জীবন তৈরী হতে পারবে।"

ডাঃ অনুতোষ দত্ত প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমি একজন চক্ষু-চিকিৎসক, অন্ধদের চক্ষু দিবার জন্য আমার জীবনকে আমি নিয়োজিত করেছি। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পরম পবিত্র তিথি। উক্ত তিথি উৎসবানুষ্ঠানে ভক্ত ও ভগবানের সান্নিধ্যে এসে আমি সুখী হয়েছি। আমি সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। কৃষ্ণবিস্মৃতিই সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। কৃষ্ণ শায়িত অবস্থায় চক্ষু উন্মীলন ক'রে পাদদেশে উপবিষ্ট অর্জ্জুনকে প্রথম দেখলেন, তিনি অর্জ্জুনের পক্ষে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের পার্শ্বে উপবিষ্ট দুর্য্যোধন আঠার অক্ষৌহিণী সেনা পেলেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণ পক্ষে থাকায় অর্জ্জুন জয়ী হলেন। কৃষ্ণবিমুখ থেকে কেহই সুখী হ'তে পারে না। জগতে ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই দুঃখী। পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। ভগবান্‌কে ভুলে ভোগের পথে গিয়ে জগজ্জীবের এই নিদারুণ অশান্তি। অনিত্য জগৎকে সত্য ব'লে যে ভ্রান্ত ধারণা, যতদিন পরিত্যক্ত না হবে, ততদিন শান্তি লাভ হবে না। জাগতিক সুখ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার কি অবস্থা হয়েছে, জগতের যা কিছু ব্যবস্থা সবই অস্থায়ী। জগতের সমস্ত সম্বন্ধই অনিত্য। কৃষ্ণের শক্ত্যংশ জীব, কৃষ্ণের সহিতই তার নিত্য বাস্তব সম্বন্ধ। কৃষ্ণকে ভুলে যাবার দরুণই আমরা সংসারে নিপতিত হয়েছি। পারমার্থিক জীবন যাপনের জন্য, কৃষ্ণভজনের জন্যই আমাদের মনুষ্যজন্ম লাভ।"

পঞ্চম অধিবেশন

বিষয়ঃ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন

মাননীয় প্রধান বিচারপতি **শ্রীনগেন্দ্র প্রসাদ সিং** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"জ্ঞানী সাধুগণের মধ্যে বসে কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কোর্টের ব্যাপারে —আইন বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু পরমার্থ-বিষয়ে বল্‌বার অধিকারী সাধুগণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগপাবনাবতারী—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কলিযুগ অধর্ম্মের যুগ—নিকৃষ্ট যুগ। এই যুগের মানুষ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। ভৌতিক-সুখের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও শান্তি নাই। প্রত্যহ পত্রিকা পাঠ কর্‌লে প্রথমেই দেখ্‌তে পাবেন বোমা-বিস্ফোরণে, গুলিতে নরহত্যার সংবাদ। প্রাচীনযুগে বড় বড় পরিবার ছিল। তাঁরা নিজেদের চিন্তা ছাড়াও অন্য পরিবারের ব্যক্তিগণের কথাও চিন্তা করতেন। এখন যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ছোট ছোট পরিবার নিজেদের চিন্তাতেই ব্যস্ত। হাসপাতালের চিকিৎসার শিক্ষার চাকুরীর গৃহনির্ম্মাণের প্রভৃতির ব্যবস্থায় সর্ব্বক্ষণ চিন্তান্বিত, কোন সমাধানের রাস্তা না পেয়ে শেষে হিংসার পথ গ্রহণ করে। সমাজে ভগবদ্বিশ্বাসের অভাব হওয়ায় ও ভগবদুপাসনার রুচি চলিয়া যাওয়ায় সকলে unbalanced হয়ে পড়েছে। যাঁরা নিষ্ঠার সহিত ভগবদুপাসনা করেন, তাঁদের চিত্তে স্থৈর্য্য আসে। অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত সহযোগিতা ক'রে তাদিগকে বিষয়টা বুঝাতে হবে। ভগবদুপাসনার সংস্কার শিশুকাল থেকে হওয়া উচিত। ভগবদুপাসনা হ'তে দয়া,
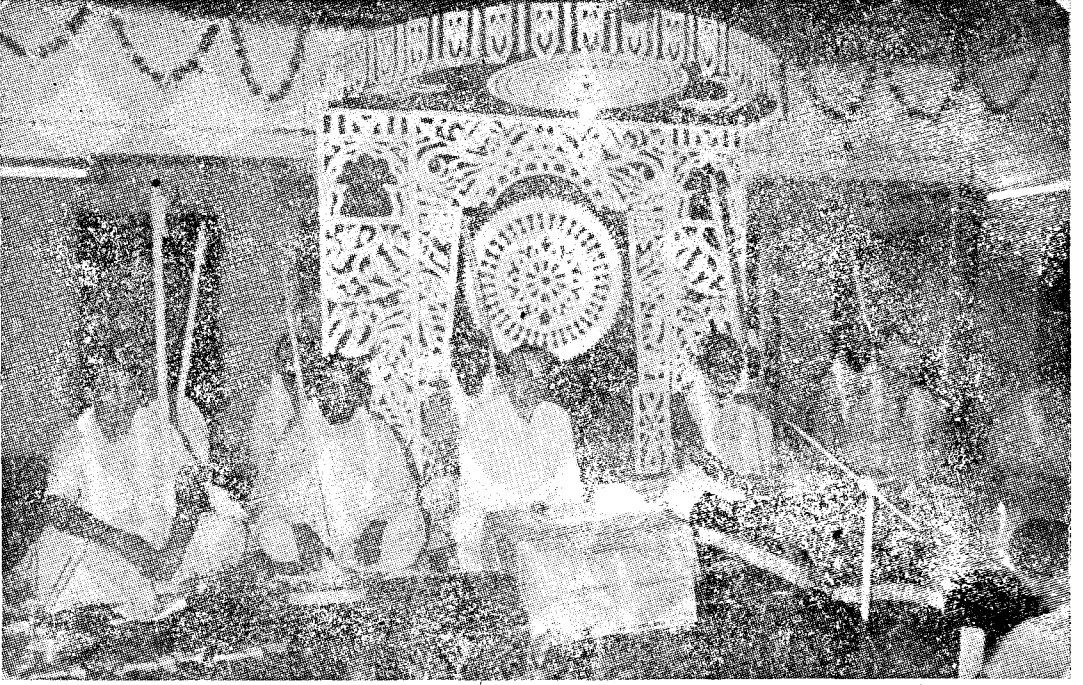
ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশন

মধ্যে উপবিষ্ট প্রধান বিচারপতি শ্রীনগেন্দ্র প্রসাদ সিং—বামপার্শ্বে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। দক্ষিণ পার্শ্বে—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ

ক্ষমা গুণাদি আপনা হতেই অভিব্যক্ত হয়। যাঁরা ভগবদ্বিশ্বাসী তাঁরা গোপনে পাপ ক'রতেও চিন্তা করে। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনকারী ব্যক্তি সভ্য নাগরিক হ'তে পারেন। পাটনা গৌড়ীয় মঠের সহিত আমাদের বহুদিন যাবৎ সম্বন্ধ আছে। আমার জননীদেবী উক্ত মঠের অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদুপাসনার সহজ পথ দেখিয়েছেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূর ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।"

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৫৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই

মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরাত্ম-নিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ডবেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিকী-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের সহিত চতুর্থ 'জীবদণ্ডে'র সংযোগে যে একদণ্ড বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গতই ত্রিদণ্ডবিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্যত্ব বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক সেব্য-সেবকভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলা-দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল, ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্ম-নিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী-ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বি-শেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠাবিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই, ত্রিদণ্ডধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করিয়াছেন; বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগত জনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি-মায়াবাদিগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু তাঁহা-দের শ্রীভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্‌ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈববর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ভাগ-বত-শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিম-দেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডবিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত 'উপদেশামৃতে'র আদি-শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ডবিধানের আনু-গত্য বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত বিচারে একদণ্ড শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখা-মুণ্ডিত ও সূত্রবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ বিচারপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহা-দের বিচার-প্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামিপাদের প্রণা-লীই অনুমোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপ্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চান, কিন্তু উহা শ্রীগৌর-সুন্দরের অনভিপ্রেত ॥"

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-ভিষিক্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠ বনচারী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যচতুষ্টয় জীবনের অবশিষ্টকাল একান্তভাবে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়

মঠে শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে [১ কেশব, ৫ অগ্রহায়ণ (১৩৯৮), ২২ নভেম্বর (১৯৯১) শুক্রবার] শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতি-গণের সমক্ষে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনাম ও বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	পূর্ব্বনাম	বর্ত্তমান নাম
(১)	শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী—	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ
(২)	শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী—	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ
(৩)	শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী—	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ
(৪)	শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী—	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক মহাবীর মহারাজ

ভ্রম সংশোধন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ৩১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায়—১৮৪ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভে ১৭শ পংক্তিতে 'লভেৎ' স্থলে 'জয়েৎ' এবং ঐ ১৮৫ পৃঃ ২য় স্তম্ভে ১৮শ পংক্তিতে 'কৃষ্ণভক্ত' স্থলে কৃষ্ণাভক্ত' পাঠ হইবে। ঐ ১৮৬ পৃঃ ১ম স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে 'সচ্ছিষ্য' ও 'ভক্তিপথভ্রষ্ট' শব্দদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শব্দটি তুলিয়া দিলে অর্থ বোধগম্য হইবে। ঐ ১৮৭ পৃঃ ১ম স্তম্ভে ১২শ পংক্তিতে 'মার্গস্থা' স্থানে 'মার্গস্থো' ও ঐ ১২শ পংক্তিতে 'অমার্গস্থা' স্থানে 'অমার্গস্থো' এবং ঐ ২য় স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে 'পরোক্ষ' স্থলে 'অপরোক্ষ' পাঠ হইবে। ঐ ১৮৮ পৃঃ ১ম স্তম্ভে ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'পাপিষ্ঠা' স্থানে 'পাপিষ্ঠাঃ', ঐ ৩১শ পংক্তিতে 'হ্যবরান্' শব্দের 'ন্' স্থলে কেবল 'ন' এবং ঐ ২য় স্তম্ভে ২য় পংক্তিতে 'প্রষ্টব্যো' স্থলে 'সপ্রষ্টব্যো' পাঠ হইবে।

সহৃদয় সহৃদয়া পাঠক পাঠিকাবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উক্ত কএকটি ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসুবলসখা বনচারীঃ—নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীসুবলসখা দাস বনচারী ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২ অগ্রহায়ণ(১৩৯৮), ১৯ নভেম্বর (১৯৯১) মঙ্গলবার ত্রয়োদশী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে শ্রী-কার্ত্তিক-ব্রত এবং শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজোপলক্ষে শ্রীমঠে বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রসাদী মালা ও চরণামৃত অর্পিত হইলে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সংকীর্ত্তনসহযোগে স্কন্ধে বহন করতঃ গঙ্গার তটে লইয়া যথাবিহিতভাবে দাহ-কার্য্য সমাধান করেন। সমুপস্থিত সকলেই সুবলসখা-প্রভুর ধামরজঃ প্রাপ্তির সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল বাঁকুড়া জেলায় বালিগুমা গ্রামে। ৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর শ্রীরাস-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়।

তিনি বহুদিন কলিকাতায় ৮৭, রাসবিহারী এভি-নিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং পরবর্ত্তিকালে ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠে থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত ভাণ্ডার-সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে অতি বৃদ্ধ হইলে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে অবস্থানকরতঃ ভজন করিতেন। তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর]

৯ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় বিপুল জনসমাবেশে তথায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে ভক্তের তারতম্য বিচার-বিশ্লেষণমুখে গোপীগণের সর্ব্বোত্তমতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে মুখ্য উদ্যোক্তারূপে ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর ভক্তিবিলাস ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ।

মুজফরনগর সহর (উত্তর প্রদেশ)—শ্রীল গুরুদেব ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল সোমবার সদলবলে লুধিয়ানা হইতে ট্রেনযোগে যাত্রা করতঃ মুজফরনগর ষ্টেশনে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পথে জগদ্ধ্রী ষ্টেশনে ও সাহারাণপুর জংশন ষ্টেশনেও শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত বহু শিষ্য আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। দেরাদুনের মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীদেবকীনন্দনজী সাহারাণপুর জংশন ষ্টেশনে পার্টির সহিত যোগ দেন। মুজফরনগরের জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের ত্যাগীগণ সাধুগণের অবস্থিতি ও সৎসঙ্গের জন্য একটি সুন্দর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকলে তথায় অবস্থান করিয়া পরম সুখলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সৎসঙ্গভবনে, নিউমণ্ডীস্থ কীর্ত্তনভবনে এবং গান্ধীকলোনীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সর্ব্বোত্তমতা বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা সংস্থাপন করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তথায় দুইদিন নগর-সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত মুজফরনগরে অবস্থিতি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীল গুরুদেবের কৃপাসিক্ত গৃহস্থশিষ্য শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ গুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীব্রীজলালজী ও শ্রীপরমেশ্বরী দয়ালজী।

দিল্লী—শ্রীল গুরুদেব দিল্লীনিবাসী অনুকম্পিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদরায় গোয়েলজীর প্রার্থনায় মুজফরনগর হইতে ১৭ এপ্রিল (১৯৭২), ৪ বৈশাখ (১৩৭৯) সোমবার প্রাতে সদলবলে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীসুরজভান গোয়েল মহোদয়ের বাসভবনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীপ্রহলাদ রায়জী তাঁহার নিজ মটরকারে গুরুদেবকে স্বয়ং চালক হইয়া মুজফরনগর হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীল গুরুদেবের মটরকার ছাড়াও আরও দুইটী মটরকারে সাধুগণ একই সঙ্গে নিউদিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন। মুজফরনগর হইতে চারিজন বৈষ্ণব—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী ও শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী পাঞ্জাবে বসিপাঠানার সম্মেলনে যোগদানের জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব তিনদিন অবস্থান করতঃ পাহাড়গঞ্জে শ্রীসুরজভানজীর বাসভবনে এবং দিল্লীর মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রহলাদ রায়জীর গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে ও ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর রবিবার হইতে ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমাথুরমণ্ডলে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত পালন ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা মহাসমারোহে সসম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে তাঁহার সতীর্থত্রয়—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শতাধিক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী-শিষ্য এবং পুরুষ ও মহিলা ভক্ত তুফান এক্সপ্রেসযোগে ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর মথুরা জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন। মথুরায় ড্যাম্পপিয়ার পার্কস্থিত কিষাণভবনে ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব,

দিল্লী, দক্ষিণ ভারত, ওড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্তগণ আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেইবার শ্রীব্রজমণ্ডলে ভক্তগণের নিবাসস্থান ছিল এইরূপ—(১) কিষাণভবন, মথুরা—৫ দিন, (২) ভরতপুর রাজার ছত্র, গোবর্দ্ধন—৪ দিন, (৩) বিমলাকুণ্ডতীর, কাম্যবন—৪ দিন, (৪) ধাতুরিয়া ধর্ম্মশালা, বর্ষাণ—৩ দিন, (৫) ইণ্টারকলেজভবন, পাবন-সরোবর, নন্দগ্রাম—৪ দিন, (৬) ধর্ম্মশালা, কোশী—২ দিন, (৭) ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, গোকুলমহাবন—৪ দিন, (৮) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন—৭ দিন। শ্রীল গুরুদেবের পরিক্রমাকালে গমনাগমনের সৌকর্য্যার্থে শ্রীপ্রহলাদরায় তাঁহার নিজের গাড়ী চালকসহ প্রদান করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন এবং গুরুদাসানুদাসগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিপূজা অনুষ্ঠান ও পরদিবস মহোৎসব শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গোয়ালপাড়া (আসাম) ঃ—

আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গোয়ালপাড়া সহরে প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ সংস্থাপনের ইতিবৃত্ত শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃত-গ্রন্থের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় (শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২৫শ বর্ষে ৩৩২ পৃষ্ঠায়, ২৬শ বর্ষে ৩৯ পৃষ্ঠায়) সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ মাঘ মাসে, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী মাসে যে সময়ে শ্রীল গুরুদেব গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য গিয়াছিলেন, বার্ষিক অনুষ্ঠানের যোগদানকারী মুখ্য উদ্যোক্তারূপে ছিলেন গোয়ালপাড়া মহকুমার অফিসার শ্রীনন্দমোহন বর্ম্মণ, যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ নাথ, স্কুল উপপরিদর্শক শ্রীভবেন্দ্র কুমার বরুয়া, ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ, শ্রীকিরণ চন্দ্র নাথ, শ্রীভবেন্দ্র চন্দ্র দাস, শ্রীমধুসূদন বৈশ্য ও শ্রীহরিশচন্দ্র দাস। বার্ষিক উৎসবের পরেই দক্ষিণ গোয়ালপাড়া জেলার হিন্দু ধর্ম্মীয় পরিষদের উদ্যোগে কৃষ্ণাই সহরে ১৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৫টি বিরাট ধর্ম্মমহাসভা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নরনারী উক্ত সভাসমূহে যোগ দিয়াছিলেন। পরিষদের সভ্যগণ শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ আমন্ত্রণ জানাইলে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে সভার অন্তিম অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—'সনাতন ধর্ম্ম নিত্য। সুতরাং কেহই ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। ভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধও নিত্য। জীবস্বরূপে ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধ। উহাকেই সনাতনধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বলে। সনাতনধর্ম্ম ব্যাপক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উক্ত আত্মধর্ম্মে পৌঁছিবার সোপানমাত্র।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান

সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের মূল পুরুষ ও বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীল গুরুদেবের প্রেরণায় ও উদ্যোগে কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৭ মাঘ (১৩৭৯), ২১ জানুয়ারী (১৯৭৩) রবিবার শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অধস্তন শিষ্য ত্রিদণ্ডিযতি পার্ষদবৃন্দের এবং প্রশিষ্য ত্রিদণ্ডিযতিগণের এক সম্মেলনে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী-সমিতি—B. S. S. Centenary Committee নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভ্যবৃন্দ—

(১) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ
(২) ,, ,, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ
(৩) ,, ,, শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ
(৪) ,, ,, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
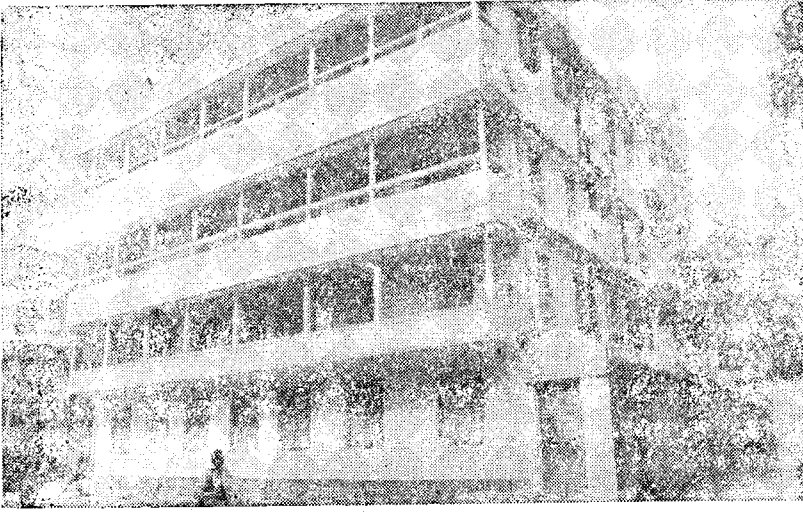
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ বিশালভবনে ত্রিতলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মেলনে শতবার্ষিকী সমিতি গঠিত এবং নিম্নে সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান

(৫) নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

(৬) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

(৭) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ

(৮) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ

(৯) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ

(১০) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

(১১) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ

(১২) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

(১৩) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

(১৪) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ
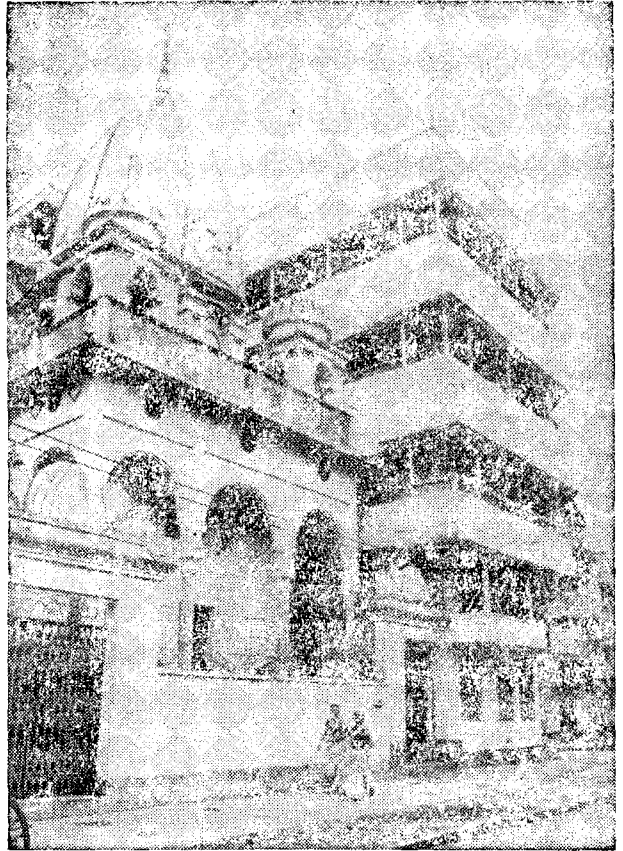
কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ ভবন

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজনের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নিয়োজিত হইলেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রথম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ১০ ফাল্গুন (১৩৭৯), ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার কলিকাতা ৩৫-সতীশ মখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় শত-দীপ আরতি-দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মঠে সান্ধ্যধর্ম্মানুষ্ঠানে সভাপতি হন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথিপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীজয়ন্ত

শ্রীল গুরুদেব শতদীপ আরতিদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতেছেন

কুমার মুখোপাধ্যায়, এড্ভোকেট। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট হলে যে দুইটী বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার। উক্ত অধিবেশনসমূহে শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ব্যারিষ্টার শ্রীনিতাই দাস রায়। 'সদ্ধর্ম্মের মূলভিত্তি' 'ঈশ্বর-জীব-জগৎ', 'সঙ্কীর্ণতাবাদ ও শুদ্ধ প্রীতি', 'সুসামঞ্জস্য ও শান্তিলাভের উপায়'—বক্তব্য বিষয়াবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৯৮
১০ নারায়ণ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৭ ; ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি শারীরিক পীড়াবশতঃ শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু হরিকথা শ্রবণের একটুকু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে হরিকথা সেইখানেই তীর্থ। যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সে-স্থান শারীর-সৌখ্যবিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি-বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, সুতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়সুখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই ; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখশোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি। শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরীর ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতি-ব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য

স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—সেদিন আমার কবে হইবে,—"বিষয় ছাড়িয়া আমি কবে যা'ব বৃন্দাবন ?" আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবসে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥

আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায় ॥
তুমি পতিত জনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণাজলসিন্ধু ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতিলেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ ॥
সিদ্ধদেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ-গুণগান ॥
যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

আমি আর অধিক কি বলিব ? উৎসবের সময় ৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর এখানে আগমন করিবেন। সাক্ষাতে আর আর বিষয় নিবেদন করিব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
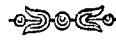
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

একোনবিংশঃ কিরণঃ—সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসগরিমা

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১৮।৯০।৪৮]

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।১]

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ২ ॥

[১০।১৪।১৮]

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং
মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো
ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদ-
খিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূ-
স্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥৩॥

ব্রজে বিহরতঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বালৌকিকত্বমমিত ব্রহ্মাদ্বয়ত্বং ব্রহ্মণা দৃষ্টম্। তদলৌকিকনরলীলাক্রমঃ। শুকঃ [১০।৫।১-২]

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহলাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্ ॥৪
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ৫ ॥

[১০।৫।১৮]

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ৬ ॥

[১০।৬।২]

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী ॥৭॥

[১০।৬।১০]

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥৮॥

[১০।৬।৩১]

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥৯॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গরিমা ব্রজলীলায়াঃ কৃপয়া যেন বর্ণিতঃ।
সাধূনামুপকারায় তং নৌমি ব্যাসনন্দনম্ ॥

দেবকীগর্ভে জন্ম এই কথাটী যাঁহার সম্বন্ধে বাদমাত্র সেই জননিবাস যশোদানন্দ জয়যুক্ত হউন। যদুবরদিগকে লইয়া যাঁহার সভা এবং স্বীয় বল ও স্বীয় জনের বাহুবল দ্বারা যিনি অধর্ম্মকে নিরস্ত করেন এইরূপ প্রবাদ আছে অথচ স্থিরচরগণের সমস্ত অমঙ্গল যাঁহার নামকীর্ত্তনে দূর হয়। যাঁহার সুস্মিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কাম নিরন্তর বৃদ্ধি হয় তিনি জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

নিত্যরূপ বর্ণনদ্বারা ব্রহ্মা কহিলেন ; অভ্র অর্থাৎ মেঘের ন্যায় যাঁহার কান্তি ; তড়িতের ন্যায় যাঁহার অম্বর ; যাঁহার কর্ণভূষণ গুঞ্জা ; যাঁহার মুখচন্দ্র ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত ; যাঁহার গলদেশে বনমালা ; যিনি শ্রীকবল (দধ্যোদন গ্রাস) বেত্র বিষাণ বেণুদ্বারা চিহ্নিত, যিনি মৃদুপদে গমন করেন ; পশুপ নন্দের পুত্রাভিমানে যিনি নিত্য বর্ত্তমান ; তুমি সেই কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার ব্রজলীলার গরিমা অপার। আমাকে তুমি কৃপা করিয়া অদ্য ইহাই দেখাইলে যে, তুমি ব্যতীত এই সমস্তই মায়া। তুমি প্রথমে এক অদ্বয় কৃষ্ণ লক্ষিত হইলে, পরে ব্রজসুহৃৎ বৎসসমস্ত রূপে তুমি প্রকাশ পাইলে। পরে সে সকল চতুর্ভুজ এবং অখিল বিশ্বের সহিত আমাকে লইয়া এক উপাসিত তত্ত্ব দেখাইলে। সে সকল জগৎ আবার তোমাতে আমিত' অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবশেষ রহিল ॥৩

সর্ব্বালৌকিক ব্রজবিহার আনুপূর্ব্বিক বলিতেছেন। মহামনা নন্দ স্বীয় আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় জাতাহলাদ হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক স্নাত ও অলঙ্কৃত করাইয়া স্বস্তয়ন পঠন, বিধিপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চন সমাপনান্তে পুত্রের জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইলেন ॥ ৪-৫ ॥

হে নৃপ! সেই সময় হইতে নন্দব্রজ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান হইল। হরি নিবাস-নিবন্ধন রমাদেবীর ক্রীড়ার স্থল হইল ॥ ৬ ॥

ঘোরা বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে সে দুর্জর বীর্য্য বিষযুক্ত স্তন শিশুরূপী কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ রোষসমন্বিত হইয়া দুই করে তাহার স্তন ধরিয়া গাঢ়রূপে তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন ॥৭-৮॥

সেই সময় নন্দাদি গোপসকল মথুরা হইতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া পূতনার মৃতদেহ দেখিয়া অতি

[১০।৭।৭] শকটভঞ্জনম্

অধঃ শয়ানস্য শিশোরনেহল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্‌ঘ্রিহতং ব্যবর্তত ।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ।।১০।।

[১০।৭।১৮] তৃণাবর্ত্তবধঃ

একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুত সতীং ।
গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ।।১১।।

[১০।৭।২০]

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ।। ১২ ।।

[১০।৭।২৬ ও ২৮]

তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যা-রূপধারা হরন্ ।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ ।।
গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহ বালো ব্যসুর্ব্রজে ।।১৩।।

[১০।৭।৩৪-৩৬] (কৃষ্ণমুখে বিশ্বরূপ-দর্শনম্)

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী ।
প্রস্নুতঃ পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ।।
পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্ ।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ।।১৪

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ ।
দ্বীপান্নগাংস্তদুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ।।১৫।।

[১০।৮।১১] (জানুচংক্রমণম্)

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ ।
জানুভ্যাং সহপানিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহতু ।।১৬

[১০।৮।২৬, ২৮]

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা ।।১৭।।
কৃষ্ণস্য গোপ্যা রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্ ।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ।।১৮

[১০।৮।২৯] (কৌমারচাপল্যম্)

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি ।
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ।।১৯

বিস্মিত হইলেন ।। ৯ ।।

শকটতলে শায়িত শিশুর প্রবালবৎ কোমল ক্ষুদ্র-পদদ্বারা শকট পাতিত হইল। শকটের চক্র অক্ষ ও যুগন্ধর বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলে তদুপরিস্থিত রসকুপি পাত্র সমস্ত বিধ্বস্ত হইল ।। ১০ ।।

একদিন যশোদা উৎসঙ্গে কৃষ্ণকে আরূঢ় করাইয়া লালন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভারি হইলে যশোদা আর অধিকক্ষণ রাখিতে পারিলেন না ।। ১১ ।।

কংস-প্রেরিত তদীয় ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত-নামা দৈত্য চক্রবাতরূপে আসিয়া আসীন শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল ।। ১২ ।।

বাত্যারূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে ব্যোমমার্গে কিছুদূর লইয়া যাইতে যাইতে ভূরিভার বহনে শান্তগতি হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহার গলাধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে, অত্যন্ত ভারযুক্ত হইয়া দৈত্য নিশ্চেষ্ট নির্গত-লোচন অব্যক্তরাব অবস্থায় প্রাণত্যাগপূর্ব্বক বালকের সহিত পতিত হইল ।। ১৩ ।।

একদিবস ভাবিনী যশোদা কৃষ্ণকে স্নেহপরিপ্লুত হইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। আহলাদে পুত্রের মুখলালন করিতে করিতে তাহার হাই উঠিলে মুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিলেন। আকাশ, জ্যোতি, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপসমস্ত, ভূধরসকল, নদীসকল, বনসমস্ত, ভূতগণ ও স্থির জঙ্গম দেখিতে পাইলেন ।। ১৪-১৫ ।।

সময়ক্রমে গোকুলে রামকৃষ্ণ হস্তজানুদ্বারা, হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।। ১৬ ।।

অল্পকালে হে রাজর্ষে ! গোব্রজে রামকৃষ্ণ জানু-চংক্রমণ ছাড়িয়া পদদ্বারা বলপূর্ব্বক চলিতে লাগি-লেন ।। ১৭ ।।

কৃষ্ণের কৌমারগত সুন্দর চপলতা দেখিয়া গোপীসকল যশোদাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন ।।১৮

হে যশোদে ! তোমার কৃষ্ণ কখন কখন আমা-দের বাড়ীতে গিয়া অসময়ে বৎস ছাড়িয়া দেন ও

চিৎকার হাস করেন। চুরির কৌশল করিয়া চৌরিত দধি দুগ্ধ আস্বাদন করেন। আবার ভাগ করিয়া মর্কটদিগকে খাওয়ান। না খাইলে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে কোপপূর্ব্বক বালক-সকলকে তাড়নপূর্ব্বক কাঁদাইয়া চলিয়া যান ॥১৭॥

(ক্রমশঃ)
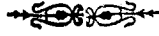
সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

রাগানুগ ভক্তগণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিরসে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করেন,—

"দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৬

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-পিতৃবন্-মিত্রবদ্ হরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥"
"কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-কারুণ্যমাত্র-লাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২লঃ ৩০৭-৩০৮ শ্লোক

অর্থাৎ "যাঁহারা শ্রীহরিকে নিজের পতি, পুত্র, সুহৃদ্ (নিরপেক্ষ হিতকারী), ভ্রাতা, পিতা বা মিত্র (সহচর) রূপে সর্ব্বদা উৎসাহ সহকারে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বারম্বার প্রণাম করি॥" ॥ ৩০৭ ॥

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে-
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥"

—ভাঃ ৩।২৫।৩৮

অর্থাৎ "হে শান্তরূপে মাতঃ, স্বর্গাদিলোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন একসময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই—আমার অনিমিত কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব-সম পূজ্য; অর্থাৎ যাহারা এইপ্রকার সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না।"

উক্ত ৩০৮ শ্লোকের অনুবাদ—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদিগের করুণাই রাগানুগা ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। এই রাগানুগা ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গ বলেন।"

[ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি দ্বিতীয় লহরী দ্রষ্টব্য।]

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২শ অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন,—

"এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় প্রীতি॥"

সাধ্যভাবভক্তি বা রতিবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৯-১৬০

ঐ পয়ারদ্বয়ের 'অনুভাষ্যে' পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"যিনি এইমত অর্থাৎ বাহিরে সাধকদেহে শ্রুত হরিকথার কীর্ত্তন-দ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী নিজরসোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরু-শাসনবলে বৈধীভক্তির পরিবর্ত্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচিপ্রভাবে রাগানুগপথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগমার্গেই রতি বা

ভাবপ্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং তখনই কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-প্রাপ্তি ঘটে।"

নিষ্কপট শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত এই কোটিকণ্টকরুদ্ধ অতিদুর্গম ভক্তিপথে প্রতিপদ-বিক্ষেপে পদস্খলন অনিবার্য্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অন্ত্যলীলা বর্ণনারম্ভেই নিজ দৈন্য প্রকাশ-প্রসঙ্গে আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তের কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিতেছেন—

"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥"

—চৈঃ চঃ অ ১।১-২

অর্থাৎ "যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।"

"সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায় জানাইলেন—'নামসংকীর্ত্তন' এবং যেরূপে নাম গ্রহণ করিলে সেই প্রেমোদয় হইবে, তাহার লক্ষণ-শ্লোক জানাইলেন—'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি। আমরা যদি পরমকরুণাময় মহাবদান্য গৌরহরির সেই উপদেশ-বাক্যে ধ্যান না দিয়া জড়লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জন-লালসায় অতিভক্তি দেখাইবার জন্য অতি-বাড়ী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে এই কাপট্যনাট্যপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতায় আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। এজন্য আমাদের পরমকরুণাময় পরম-হিতৈষী পরমবান্ধব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে নিষ্কপট রাগভক্তিপ্রাপ্তিবাঞ্ছা-মূলে বাঞ্ছাকল্পতরু পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীনামপ্রভুর শ্রীচরণ সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে আশ্রয় করিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ব্রজপ্রেম বিত-রণার্থই ত' স্বয়ং কৃষ্ণই মহাবদান্য মহাপ্রভুরূপে অব-তীর্ণ হইয়াছেন, সেই সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমই ত' আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় লভ্যবিষয় হওয়া প্রয়োজন, সেই প্রেমধন দিবার জন্যই ত' নিজনামবিনোদিয়া গৌর-হরির নামবিতরণলীলা—নিজাভিন্ন শ্রীশ্রীবলরাম-নিত্যানন্দ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে নবদ্বীপের প্রতিগৃহদ্বারে গিয়া 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ ও কর কৃষ্ণ-শিক্ষা'—এই তিনটি বিষয়ের ভিক্ষা প্রার্থনার জন্য প্রেরণ-লীলা। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকে এই শিক্ষাই ত' বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রজ-প্রেমপ্রদানই ত' ঐ শিক্ষার সারমর্ম্ম। সেই শিক্ষানু-সরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিলে রাগভক্তিতে অধিকার কি করিয়া মিলিবে? সুতরাং ঐ প্রেমধন লাভ করিবার জন্য 'বাচ্য' শ্রীকৃষ্ণের পরমকরুণাময় বাচকস্বরূপ শ্রীনামকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে হইবে, অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারি-লেই প্রেমসম্পদের অধিকারী হওয়া যাইবে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ ঃ—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

'অভিধেয়' সাধনভক্তির ফলেই 'প্রয়োজন'রূপ সাধ্য প্রেমভক্তি লভ্য হয়। 'ভাব' বা 'রতি'—প্রেমের অঙ্কুরাবস্থা, ইহারই গাঢ়—প্রপক্ব বা ঘনীভূত অবস্থাই প্রেম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণে 'রতি' গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়ীভাব' নাম॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৪

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ লহরী ১ম শ্লোকে ঐ ভাবের সংজ্ঞা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

অর্থাৎ "প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ (আর্দ্রীভূত বা দ্রবী-ভূত) করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

এই ভাবই প্রেমের অঙ্কুরস্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মাদি ভাবের স্বরূপ বা মুখ্যলক্ষণ এবং রুচি-দ্বারা চিত্তের আর্দ্রীকৃত অবস্থাই ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

অতঃপর উক্ত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ লহরী ২য় শ্লোকে প্রেমের সংজ্ঞা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৩।৭

অর্থাৎ "যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন ।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥"
—ঐ চৈঃ চঃ অ ২৩।৮

অর্থাৎ "বিষ্ণুতে অনন্যমমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই এক-মাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নহে, এরূপ প্রেমসঙ্গত (প্রেমযুক্ত) মমতাকে ভীষ্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) ভক্তি বলিয়া উক্তি করেন ।"

[অনন্যমমতা বলিতে ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী প্রীতিও বোদ্ধব্য ।]

এক্ষণে উক্ত প্রেমভক্তি লাভের একটি ক্রমপন্থা প্রদর্শিত হইতেছে—প্রথমে 'শ্রদ্ধা' হইতে 'আসক্তি' পর্য্যন্ত অভিধেয়—সাধনভক্তি ; অতঃপর 'রতি' বা 'ভাব'-ভক্তির উদয় ; তৎপর রতি ঘনীভূত হইলে 'প্রয়োজন' প্রেমভক্তি লভ্য হইয়া থাকে—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয় ।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন' ।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্রীত্যঙ্কুর' ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম ।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন'—সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩

উক্ত প্রেমভক্তির ক্রমের ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তিলহরীর ১৫-১৬ শ্লোক প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"
—ঐ ১৪-১৫

"কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন । সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণকীর্ত্তন হয় । শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে । শ্রদ্ধোদয়কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারা স্থূল স্থূল অনর্থ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা'রূপে উদিত হয় । নিষ্ঠাই ক্রমে রুচি হইয়া পড়ে । সেই রুচি হইতে পরে আসক্তি জন্মে । আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয় । সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয় । সেই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ—প্রয়োজন-তত্ত্ব ।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

[ভক্তির এই সাধন, ভাব ও প্রেমাবস্থাত্রয় সদ্‌-গুরু বা শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্নসহকারে অনু-শীলন করিতে হইবে আর উহাতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সকাতর নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারে অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদেরই অহৈ-তুকী কৃপায় ঐ দুর্ব্বিগাহ্যবিষয়ে ক্রমশঃ প্রবেশাধিকার লাভের সৌভাগ্য উদিত হইবে । শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শুদ্ধরাগাধিকার কখনই লভ্য হইবার নহে । সাধু সাবধান !]
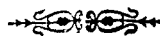
শ্রীগুরুপূজা

(২)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি, তদ্বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।২৮

"অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ ॥"

—ঐ ১।২৯

অর্থাৎ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করতঃ সেই ভক্তিলাভের ইচ্ছা হইলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণান্বিত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহলোকে আমাদিগকে নিত্য দুঃখসমূহ ভোগ করিতে হয় এবং শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়, পরলোকেও ঐরূপ দুঃসহ দুঃখসমূহ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উত্তমবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ দত্তাত্রেয় এইরূপ বলিয়াছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপিহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১।৩০ ধৃত ভাঃ ১১।৯।২৯ শ্লোক

—অতএব বহু জন্মলাভের পর সংসারে বহু ভাগ্যক্রমে অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী হইলেও নিত্যবস্তুপ্রাপক বা পরমপুরুষার্থসাধক এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যৎকাল পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তৎকাল পর্য্যন্ত ধীর বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ বিবেকবান্ পুরুষ ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া অতিশীঘ্র নিঃশ্রেয়ঃ—নিশ্চিত-শ্রেয়ঃ বা পরমমঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান্ হইবেন। যেহেতু রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শাদি বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণিশরীরেও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থ লাভ ত' মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহেই সম্ভবপর হইতে পারে না!

('অনুমৃত্যু' শব্দের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের সারমর্ম্ম এই যে—কর্ম্মফলবাধ্য জীব কর্ম্মানুযায়ী মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিদেহে যত যত বার জন্মলাভ করিতেছে, তত তত বারই মৃত্যু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।) সুতরাং 'যত শীঘ্র পার সেব গোবিন্দচরণ, জীবনের ঠিক নাই।' আর এই মনুষ্যদেহ ব্যতীত পরমার্থ পাইবার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। এজন্য সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভের জন্য বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রেরই অবিলম্বে তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়তম উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১।৩১ ধৃত ভাঃ ১১।২০।১৭ শ্লোক

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজেই প্রিয়তম উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে উদ্ধব, "যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ুপরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"অহো দরিদ্রশ্চিন্তামণিমকস্মাৎ প্রাপ্য পঙ্কে ক্ষিপতীত্যাহ—নৃদেহং" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই শ্লোকটির ধ্বনি এইরূপ প্রদর্শন করিতেছেন যে,—"হায়! দরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ মহামূল্য চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পঙ্কমধ্যে ফেলিয়া দিবার দুর্ভাগ্য

বরণ করিতেছে! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐ শ্লোকের 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"মানবশরীরই মানবগণের নিজমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। বহুজন্মের পর ইহার লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি স্বীয় নরদেহকে 'নৌকা' জানিতে পারেন না, গুরুদেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎকৃপাকেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন-সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্যমঙ্গল বিনাশপূর্ব্বক আত্মঘাতী হন।"

অতঃপর গুরূপসত্তি বা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চতুর্থযোগেন্দ্র শ্রীপ্রবুদ্ধ মুনিবরকে প্রশ্ন করিলেন—"হে মহর্ষে, এই স্থূলদেহে অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুরতিক্রমণীয়া এই বিষ্ণুমায়াকে কিরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।" এই প্রশ্নের উত্তরে মুনিবর প্রবুদ্ধ কহিলেন—"মহারাজ, ইহলোকে মানবগণ দুঃখ দূর করতঃ সুখপ্রাপ্তির আশায় যাগ-যজ্ঞ-তপঃ-হোম-ব্রতাদি কর্ম্মমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও ফললাভকালে সর্ব্বদাই বিপরীতভাব অর্থাৎ সুখনৈরাশ্যই সংঘটিত হইতে দেখা যায়। যেমন মহাজনপদাবলীতে দৃষ্ট হয়—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয়সায়রে সিনান করিতে অমিয় গরল ভেল॥" ইত্যাদি। (অবশ্য এই উক্তিটি কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা রাধারাণীর কর্ম্মমার্গীয়গণের ভাগ্যবিপর্য্যয়াত্মক দৃষ্টান্তসদৃশ হইলেও ইহা অতি উচ্চকোটির বিপ্রলম্ভরসাত্মিকা; কিন্তু প্রাকৃত সুখভোগান্বেষী কর্ম্মীর ভাগ্যে প্রায়শঃ এরূপ পরিণাম-বৈপরীত্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে।) তজ্জন্য মুনিবর সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে প্রকৃতনিঃশ্রেয়ঃ বা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—চরম পরম কল্যাণ অনুসন্ধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিয়া কহিলেন—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"
—ভাঃ ১১।৩।২১

—"সুতরাং জীবের পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, রাগাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'শাব্দে ব্রহ্মণি পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতং' বাক্যার্থ এইরূপ জানাইতেছেন,—শাব্দে ব্রহ্মণি অর্থাৎ বেদে এবং বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপক গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রান্তরে নিপুণ বা অভিজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা শিষ্যের সংশয় নিরাকরণাভাবে গুরুর প্রতি তাঁহার (শিষ্যের) বৈমনস্য আসিয়া গিয়া শ্রদ্ধাশৈথিল্য সম্ভব হইতে পারে। 'পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতং অর্থাৎ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্'—পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অনুভূতি না থাকিলে গুরুকৃপা সম্যক্ ফলবতী হয় না। ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূতত্বই পরতত্ত্ববিষয়ে নিপুণতা বা অভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'উপশম' শব্দের অর্থান্তর লিখিতেছেন—"পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষীস্তদুপরি বর্ত্ততে ইত্যুপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং—সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ—অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে শমঃ অর্থাৎ মোক্ষ, তদুপরি বিদ্যমান উপশম অর্থাৎ ভক্তিযোগ, তদাশ্রয়—তাহার আশ্রিত—অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপর শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপাদপদ্মেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ঐ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১০।৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥"

অর্থাৎ যিনি আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য অনুভব করতঃ আমাকে জানেন এবং আমাতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছেন, এরূপ প্রশান্তস্বভাব, মদাত্মক (যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট—এরূপ) গুরুদেবকেই উপাসনা করিবে।

ক্রমদীপিকা গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—

"বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি-রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।

বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণ-তনুমনা

দেশিকং সংশ্রয়েত ॥"

অর্থাৎ যিনি বিদ্যা অর্থাৎ সংসারদুঃখতরণাদির উপায়স্বরূপ মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নম্র বা নততনু ও বিনীতমনা হইয়া তাদৃশ নততনু ও বিনীতচিত্ত, কামাদিরিপুকুলজয়ী, নির্ম্মলাঙ্গ (ব্যাধি-রহিত), কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলরজে অনুরাগময়ী ভক্তিমান্, বেদশাস্ত্র ও আগমসমূহের বিমল পথজ্ঞ, সৎসু সম্মতং (সৎসু সতাং) অর্থাৎ সাধুগণের আদরণীয়, দান্ত (জিতেন্দ্রিয়) বিপ্রং দেশিকং (গুরুং) সংশ্রয়েত অর্থাৎ বেদজ্ঞ—বেদতাৎপর্য্যবিদ্ ব্রাহ্মণ গুরুকে আশ্রয় করিবেন। [সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় কৃষ্ণকেই 'সমগ্রবেদবেদ্য' পুরুষোত্তম, বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদান্ত-কর্ত্তা ও বেদবিদ্ বা বেদজ্ঞ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের শেষভাগে সেই ভাগবতকেই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস 'সর্ব্ববেদান্তসার' বলিয়াছেন। শ্রীগীতা ও ভাগবতে—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে ঐকান্তিকী ভক্তিগ্রাহ্য বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই কৃষ্ণ-ভক্তি-মান্ প্রকৃত ব্রাহ্মণই 'সদ্গুরু'শব্দবাচ্য। এস্থলে বিপ্র-গুরুকরণ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আরও কএকটি বিষয় আলোচ্য। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি প্রকৃত সদ্গুরু-লক্ষণান্বিত হইলে তিনি অবশ্যই সদ্গুরুরূপে বৃত হইতে পারেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গুরুত্বকে কেবল শৌক্রব্রাহ্মণকুলেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি শ্রীল রায় রামানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

উক্ত পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিত হইয়াছে—

"বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্ম প্রদর্শক, দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে,—বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। * * * মহাভারতের স্পষ্ট আদেশসমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় ৩৫ শ্লোকে—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥'

[অর্থাৎ মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্ব তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না।)]

—এইবাক্যে বিধিলিঙ্ প্রয়োগে বৈষ্ণববিধানানু-গমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বাভাবিক; * * কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্র শূদ্রও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন।"

উক্ত ভাঃ ৭।১১।৩৫ শ্লোকের শ্রীল শ্রীধরস্বামি-পাদোক্ত 'ভাবার্থদীপিকা' টীকায় বৃত্তব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে শ্রীল স্বামিপাদের অভিমত—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দি-শেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ ॥" ৩৭ ॥

অর্থাৎ "শমাদি গুণদর্শনদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যস্য যল্লক্ষণং (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণসংজ্ঞা নাই, এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণদ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।"

শ্রুতিতেও সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। যেমন মুণ্ডক (১।২।১২) বলিয়াছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥"

অর্থাৎ সেই পরমবস্তু বা ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভার্থ তিনি (শিষ্য) সমিধ-হস্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ (পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ ভগ-

বস্তুজননিপুণ) বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌-গুরুসকাশে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন—অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হইয়াছে—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"।—ছাঃ ৬।১৪।২

অর্থাৎ আচার্য্যের চরণাশ্রিত—সদ্‌গুরুসকাশে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

কঠোপনিষদে (২।৩।১৪) উক্ত হইয়াছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথ স্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

অর্থাৎ "স্বয়ং বেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন—হে সাধুগণ! নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া (অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে) ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহু দুঃখকারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসার-নিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসারতরণের আর উপায় নাই।"

শ্বেতাশ্বতর (৬।২৩) শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ "যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধ-ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

"এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

"চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুঁহে মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদ, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৫।২৭০

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন—শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"
—চৈঃ চঃ আ ১।৪৫

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ঐ আ ১।৪৬ ধৃত ভাঃ ১১।১৭।২৭)

মূলবিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ গুরুরূপ ধারণ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা করেন। তাঁহাকে কখনই সাধারণ মরণশীল মনুষ্যবিচারে অবজ্ঞা বা অনাদর করিতে হইবে না। শ্রীগুরুদেব মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেও তাঁহাকে অতিমর্ত্ত্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিতে গেলে শিক্ষার্থী শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় ব্রতসাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌-বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদ্বস্তুজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিবে। তাঁহাকে বিষয়-জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিচার করিবার পরিবর্ত্তে **বিষয়জাতীয় বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী 'আশ্রয়জাতীয় তদ্বস্তুময়' বলিয়া জানিতে হইবে।"**

উক্ত উদ্ধৃতবিবৃতির শেষের চিহ্নিত বাক্যাংশটিই বিশেষভাবে ধ্যানযোগ্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার রচিত গুর্ব্বষ্টকের সপ্তমশ্লোকে তাই শ্রীগুরুতত্ত্ব স্পষ্ট করিয়াই জানাইতেছেন যে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে সমস্ত শাস্ত্রই 'সাক্ষাৎ হরি' বা 'স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীহরি' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং সাধু-গণ তাঁহাকে সেইরূপই ভাবনা করেন সত্য, কিন্তু

কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম বস্তু বলিয়াই তাঁহাকে ঐরূপ কৃষ্ণাভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। বিষয়জাতীয় ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তাই গুরুতত্ত্ব—এইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-জ্ঞান উদিত না হইলে গুরুতত্ত্বজ্ঞানে ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া শুদ্ধভক্তিপথভ্রষ্ট হইতে হইবে। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুই শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতঃ মায়াবাদের করালকবল হইতে রক্ষা করেন।

উত্তরভারতে পাঠানকোট—জম্মু—রাজপুরায় শ্রীচৈতন্যবাণী

পাঠানকোট (পাঞ্জাব) ঃ—পাঞ্জাব প্রদেশের পাঠানকোটনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তদ্‌সমভিব্যাহারে —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী হিমগিরি-এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা হইতে বিগত ৭ আশ্বিন (১৩৯৮), ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) মঙ্গলবার যাত্রা করতঃ ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে চাক্‌কী-ব্যাঙ্ক ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে পাঠানকোট ও জম্মুর ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। চাক্কী-ব্যাঙ্ক (Chakki Bank) ষ্টেশন হইতে পাঠানকোট সহর কিছুদূরে অবস্থিত। মোটরযানে গন্তব্যস্থানে পোঁছিতে সময় লাগিল আধা ঘণ্টা। স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীঅশোক কুমার সারিনের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতি-বৃন্দের এবং শ্রীসুরেশ কুমার আগরওয়ালের নব-নির্ম্মিত গৃহে ব্রহ্মচারী-সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। পাঠানকোট সহরের রাস্তা সংস্কারের অভাবে যানবাহনের দ্রুত চলার পক্ষে অসুবিধা। গভর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কারের জন্য অর্থ মঞ্জুর হইলেও কতদূর কি কার্য্য হইবে স্থানীয় ব্যক্তিগণ তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত। সহরের চতুর্দ্দিকে সামরিক বাহিনীর ছাউনী থাকায় সহরটী পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নিরাপদ। স্থানীয় ব্যক্তিগণ নিশ্চিন্ত মনে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলাফেরা করেন।

প্রাক-ব্যবস্থা ও প্রচারাদি-বিষয়ে সাহায্যের জন্য নিউদিল্লী মঠ হইতে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী পাঠানকোটে অগ্রিম ২৩ সেপ্টেম্বর পোঁছিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ জলন্ধর-সহর হইতে শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারিসহ ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার তথায় শুভাগমন করতঃ ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ২৬ সেপ্টেম্বর আম্বালা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে হিমগিরি-এক্সপ্রেস-ট্রেনে পার্টীর সহিত যোগ দেন। লুধিয়ানার শ্রীকেবল-কৃষ্ণপ্রভু, জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী ও শ্রীকেবলকৃষ্ণ-প্রভু, ভাটিণ্ডার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ), শ্রীভূপেন্দ্র, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীদামোদর দাস (শ্রী-দর্শন সিং), শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান, প্রভৃতি ভক্তগণও আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরণদাস ব্রহ্মচারী কলি-কাতা হইতে প্রচার-পার্টীর সহিত আসিলেও অসুস্থতাবশতঃ পথে আম্বালা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে নামিয়া এবং শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী অসুস্থ হইলে পাঠানকোট হইতে চণ্ডীগড় মঠে প্রেরিত হন চিকিৎসার জন্য। পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের জল যেরূপ পরিপাকবিষয়ে সহায়ক পাঠানকোটের জল তদ্রূপ নহে, তদ্ব্যতীত জলবায়ু একই প্রকারের, শীতে অধিক শীত, গরমে অধিক গরম।

স্থানীয় ইন্দ্রপুরী-ভদ্রায়ারোডস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় এবং ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল

আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। রাত্রির সভাতে সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নরনারীগণের মধ্যে হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ খুবই উৎসাহব্যঞ্জক; অশান্ত পরিবেশহেতু পাঞ্জাবের অন্যত্র রাত্রি ৯টার মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় পরমোৎসাহে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। নগর-সংকীর্ত্তনে গৌরভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হন।

২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে সভার শেষে বেলা পৌনে ১১টায় স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীনরেশ ধীমানের (দীক্ষান্তে শ্রীনদীয়াবিহারী দাসের) পরিচালিত ভদ্রায়ারোডস্থ বিদ্যালয় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রীগণের সম্মিলিতভাবে গুরুবন্দনা এবং শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র পাঠ শ্রবণে বৈষ্ণবগণ উল্লসিত হন। শ্রীনরেশ ধীমানের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহেও শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে পাঠানকোট সহরের বাহিরে ধীরাগ্রামে মঠাশ্রিত মহিলা ভক্ত শ্রীমতী করুণারাণী মন্হস এবং তাঁহার পুত্র শ্রীধলেশ্বর মন্হসের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে দুইটী মোটরযানযোগে তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলিয়াছিলেন। স্থানটী সহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে হওয়ায় এবং রাস্তা ঠিক না থাকায় ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীআর্-কে কক্করের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে কিছু সময়ের জন্য অবস্থানের পর রামলীলা গ্রাউণ্ডস্থ শ্রীরঘুনাথ-মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। জম্মু হইতে প্রেরিত রিজার্ভবাসে সকলে জম্মু যাত্রা করেন উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায়। জম্মু যাত্রাকালে পাঠানকোটের ভক্তগণের বিরহব্যাকুল ক্রন্দন ও আর্ত্তিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের হৃদয় বিগলিত হয়। ভক্তগণের বিশেষ প্রার্থনা আগামী বৎসরও অধিক সময় লইয়া অন্ততঃ ১২ দিনের জন্য শ্রীল মহারাজ পুনঃ পাঠানকোটে পদার্পণ করেন।

জম্মু ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পাঠানকোট হইতে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শুভপদার্পণ করিলে অপেক্ষমান স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণমন্দিরে ১৩ আশ্বিন (১৩৯৮), ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) সোমবার হইতে ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে; পঞ্চতীর্থীস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে ১৫ আশ্বিন, ২ অক্টোবর বুধবার হইতে ১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে এবং গ্রীনবেল্টস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর সোমবার অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত গান্ধীনগর গোলমার্কেটস্থ শ্রীশিবমন্দিরে (সংস্থাপক শ্রীবংশীলাল গুপ্ত), পুরাতন হস্পিটেল রোডস্থ শ্রীফকীরচাঁদ গুপ্তের গৃহে, গান্ধীনগরস্থ শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্তের আলয়ে, শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীমদনমোহন মিশ্রের বাসভবনে, রাণীতালাবস্থ শ্রীমদনলাল গুপ্তের বাসভবনে, মস্তগড়স্থ দাঁতের চিকিৎসক শ্রীওমপ্রকাশ মেঙ্গীর গৃহে, ত্রিকূটনগরস্থ ডিরেক্টর শ্রীবালকৃষ্ণ মঙ্গোত্রার বাসগৃহে, মস্তগড়স্থ শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া ও

শ্রীমুলুকরাজ গুপ্তের আলয়ে এবং শক্তিনগরস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। বৃন্দাবন মঠ পরিদর্শনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিবেন সংবাদ পাইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জম্মু হইতে পূর্ব্বাহ্ণে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গান্ধীনগরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে উক্ত মন্দিরে ফিরিয়া আসে। তৎপূর্ব্বদিবসে (৪ অক্টোবর) পুরাতন সহরেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে সন্ধ্যায় আসিয়া সমাপ্ত হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল উৎসাহে যোগদান করেন।

শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীমদনমোহন মিশ্রের গৃহে, রাণীতালাবস্থ শ্রীমদনলাল গুপ্তের বাসভবনে এবং মস্তগড়স্থ শ্রীহংসরাজ ভাটিয়ার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৮ অক্টোবর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা), শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীনন্দকিশোর রায়ণা, শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সাহায্য করেন শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীসতীশ গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্র মিশ্র, শ্রীরবি শর্ম্মা ও শ্রীশশী শর্ম্মা প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ।

রাজপুরা (পাঞ্জাব)ঃ—পাঞ্জাব-প্রদেশস্থ রাজপুরানিবাসী শ্রীমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরঘুনাথ শাল্দি মহোদয়ের মুখ্য উদ্যোগে এবং স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংকীর্ত্তন-মণ্ডলের পক্ষ হইতে রাজপুরা সহরে ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরে ২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর শুক্রবার ও তৎপরদিবস প্রত্যহ প্রাতে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থভক্ত—ত্রয়োদশ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর বুধবার সুপারফার্স্ট ট্রেনে পূর্ব্বাহ্ণে জম্মু হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যায় আম্বালা-ক্যাণ্ট রেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ উক্তদিবস প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া আম্বালা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দেন। রাজপুরার শ্রীরঘুনাথ শাল্দি, আম্বালাসিটির শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা, আম্বালা ক্যাণ্টের ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসীরামজী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় একটী মোটরভ্যানে এবং একটী মোটরকারে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রাজপুরা সহরে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রি ৮ ঘটিকায় আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্ত উক্ত মহদ্ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত পার্টীর সহিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (ছোট), শ্রীরাজারামজী ও শ্রীরামসিংজী।

পুরাতন রাজপুরা সহরে ঠাকুরপুরীস্থিত শ্রীঠাকুর দুয়ারা মন্দিরে ১০ অক্টোবর ও ১১ অক্টোবর এবং রাজপুরা টাউনসিপে (নূতন সহরে) দেশমেশ কলোনিস্থিত শ্রীরঘুনাথ শালদি মহোদয়ের বাসভবনে ১২ অক্টোবর অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভাসমূহে নরনারীগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজপুরা টাউনশিপে মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীহোলারাম কাপুরজীর গৃহেও হরিকথা পরিবেশিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন।

২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর রবিবার স্থানীয় নরনারীগণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৭-৩০-টায় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া পেঁীছেন। উক্ত দিবস মহোৎসবে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রাজপুরা হইতে চণ্ডীগঢ় হইয়া ১৫ অক্টোবর কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে চণ্ডীগঢ়ে শ্রীঅশোক মিত্তলের নবনির্ম্মিত গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন বহু ভক্তের সমাবেশে।
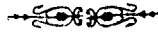
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী সন্তোষ সেখড়ী, রোপর (পাঞ্জাব)ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সাহায্যকারী এবং পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের অন্যতম মুখ্য উদ্যোগী নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ সেখড়ীর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সন্তোষ সেখড়ী বিগত ১৪ ভাদ্র (১৩৯৮), ৩১ আগষ্ট (১৯৯১) শনিবার কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ১১-২৫ মিঃ-এ শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে রোপর-ঘনৌলিস্থিত বাসভবনে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। ফোনে উক্ত দুঃসংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীঅভয়চরণ দাস তথায় পেঁীছিয়া হরিকথার দ্বারা সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ শ্মশানে দাহকার্য্যকালে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযোগরাজ সেখড়ী ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সন্তোষ সেখড়ী পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের মহাপুরুষোচিত অতি-

মর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা-তিথিবাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া শ্রীহরিনাম এবং ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকব্রতকালে নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে একই সঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু-নানক থার্ম্মেল প্ল্যাণ্টের (G. N. T. Plant-এর) ইঞ্জিনিয়াররূপ শ্রীযোগরাজ সেখড়ী প্রথমে ভাটিণ্ডায়, পরে রোপরে, বর্ত্তমানে পাটিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই প্রচারফলে ভাটিণ্ডাসহরের ও রোপরের বহু ব্যক্তি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীযোগরাজ সেখড়ীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সন্তোষ সেখড়ী আদর্শ গৃহস্থ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবীরূপে পতির ধর্ম্মে—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিষ্কপটভাবে সহায়তা ও যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সাধু ও বৈষ্ণবগণ তাহাদের প্রতি আপনার-জ্ঞানে বিশেষভাবে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহাদের তিন পুত্রও শ্রীহরিদাস, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস মঠাশ্রিত হইয়া পিতামাতার আদর্শ অনুসরণে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত আছেন। শ্রীসন্তোষ সেখড়ী দীর্ঘদিন অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী থাকিলে তাঁহার পতি ও পুত্রগণ তাঁহার সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। পুত্রগণের জননীদেবীর সেবায় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের জননীদেবী 'নঙ্গল ড্যামে' (Nangal Dam-এ) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
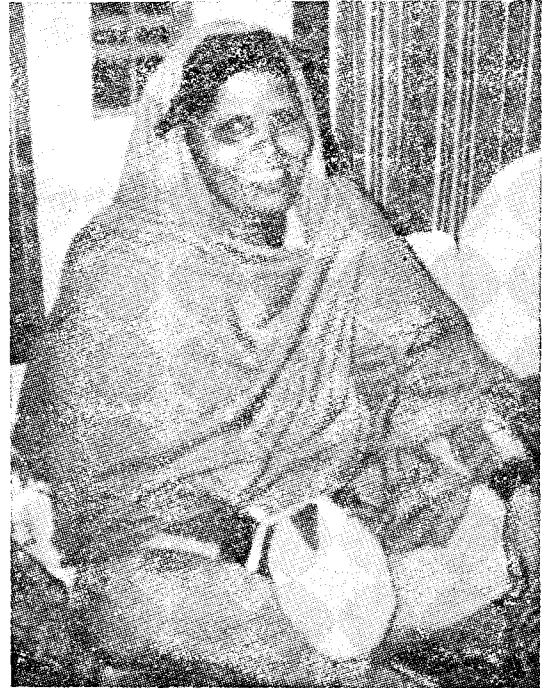
লৌকিক প্রথানুসারে শ্রীযোগরাজ সেখড়ীর সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিককৃত্য রোপরে ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৯১), শ্রীবৃন্দাবনধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণব-বিধানানুসারে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুনঃ ১৪ সেপ্টেম্বর রোপরে মহোৎসবে বৈষ্ণবসেবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ পার্টি সহ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযোগরাজ সেখড়ীর সহধর্ম্মিণীর অপরিণত বয়সে স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত। এইপ্রকার বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় সাহায্যকারী ভক্তিমতী পত্নীর বিয়োগে শ্রীযোগরাজ সেখড়ীকে এবং জননীর বিয়োগে তাঁহার পুত্রগণকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আমাদের নাই। নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা তিনি গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজনা হইয়াছিলেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীচৈতন্যবাণী ৩১শ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ প্রবন্ধের শেষের লাইনে "শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক মহাবীর মহারাজ" নামের পরিবর্ত্তে "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ" এইরূপ পাঠ হইবে। পাঠক মহোদয়গণ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]
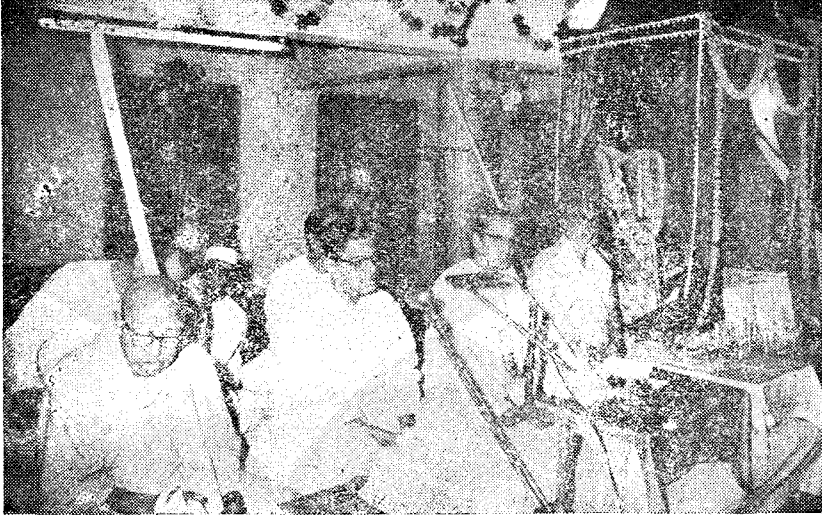
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান
প্রথম অধিবেশনে বামদিক হইতে—শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়,
বিচারপতি শ্রীঅনিলকুমার সিংহ ও শ্রীল গুরুদেব

আচার্য্যগণ ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেব প্রথমদিন উদ্বোধন ভাষণে বলেন—"আজ আমাদের গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ। তাঁর আশ্রিত আচার্য্যগণ মিলিত হ'য়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্ষব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে চতুর্থ অধিবেশন
বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ,
বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার ও শ্রীল গুরুদেব

ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার বিপুল আয়োজন করেছেন। উক্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতিও গঠিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিশ্বে সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে গেছেন। তাঁর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে ও বীর্য্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হ'য়ে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছেন আমাদের গুরুদেব। তিনি কেবল আমাদের গুরু নহেন, তিনি জগদ্গুরু। আজ তিনি প্রকট নেই. সাক্ষাদ্ভাবে তাঁর সেবা করতে পারছিনা। তাঁর নিজজনগণ অনেকে রয়েছেন। আমি তাঁদের চরণে প্রণত হ'য়ে কৃপা প্রার্থনা করছি, তাঁরা শক্তি দিন যাতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সেবায় আমার সব-কিছু সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করতে পারি।"

২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা মঠে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ, মঠের ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী সাধুগণ এবং যোগদানকারী গৃহস্থ ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীর বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়।

নবদ্বীপে প্রভুপাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার নবদ্বীপ সহরে তেঘরী পাড়াস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং পরদিবস নবদ্বীপ সহরে পোড়ামাতলার নিকটবর্তী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ এবং আচার্য্য শ্রীমদ্ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। দুইদিনের বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ' ও 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি ও শ্রীল প্রভুপাদ'। শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ ব্যতীত যাঁহারা ভাষণ প্রদান করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কমল মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য।

আনন্দপুরে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুরে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিশাল মৃন্ময়মূর্ত্তি পূজা ও আরতির পর সান্ধ্য ধর্ম্মসভার কার্য্য প্রত্যহ প্রারম্ভ হয়। শ্রীল গুরুদেব প্রথম দিবস উদ্বোধন ভাষণে বলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু, তৎপার্ষদবৃন্দ, ষড়্গোস্বামী, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ আদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের তিরোধানের পর বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবহেতু যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে লোক বিপথগামী হচ্ছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়ছিল সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ-

ভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত অপসিদ্ধান্তের নিরসনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের মহিমা জগতে পুনঃ সংস্থাপন এবং তাঁর যোগ্যশিষ্যবৃন্দকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা ও বিচারবৈশিষ্ট্য কি, তা শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ ক'রে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত এত সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, অধুনা পৃথিবীর বহু শিক্ষিত, গুণী ও মানী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে উক্ত মহদাদর্শে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। জগদ্বাসীর বাস্তব কল্যাণ ও পরম পুরুষার্থলাভে শ্রীল প্রভুপাদের যে বিরাট অবদান, তাহার কোনও তুলনা নাই।"

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে রামগড়ের রাজা মহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রধান অতিথিরূপে এবং ধর্ম্মসভার চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীবিজয়কান্ত বাগ সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার আশ্রিত শিষ্যগণ শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ (চন্দ্রকোণা), শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ (তেজপুর), মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য ডাক্তার শ্রীসরোজরঞ্জন সেনের বাসভবনে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন ডাক্তার শ্রীসরোজরঞ্জন সেন, শ্রীসত্যশঙ্কর গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাল, শ্রীগগনবিহারী বাগ, শ্রীক্ষীরোদবিহারী বাগ, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীসত্যমোহন খাটুয়া, শ্রীগোকুল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীশিবসাধন বাগ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় ও শ্রীসোমনাথ রায়। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনীর বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীগড় মঠের শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ২৭ চৈত্র (১৩৭৯), ১০ এপ্রিল (১৯৭৩) মঙ্গলবার পাঞ্জাব ও হরিয়াণা রাজ্যদ্বয়ের রাজধানী এবং কেন্দ্রীয়শাসিত চণ্ডীগড় সহরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত

বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীএন্-এন্ কাশ্যপ, গভর্ণর ডক্টর ডি-সি পাবাটে, রাজস্বমন্ত্রী শ্রীচিরঞ্জিলাল, শ্রীল গুরুদেব এবং শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত সভার উদ্বোধন করেন পাঞ্জাবের গভর্ণর মাননীয় ডক্টর ডি-সি পাবাটে। সভাপতি হইয়াছিলেন হরিয়াণা রাজ্যসরকারের রাজস্বমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীচিরঞ্জিলাল, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন হরিয়াণার চীফ সেক্রেটারী শ্রীএন্-এন্ কাশ্যপ। সভার বক্তব্যবিষয়—'বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ'। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ 'সুজনার্ব্বুদারাধিতপাদযুগং'—শ্রীল প্রভুপাদপদ্মস্তব সভার উদ্বোধনে সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীল গুরুদেব যে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"অর্থ-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা, রাজনৈতিক-সমস্যা আদির সমাধান হলেই, তথাকথিত সামাজিক সাম্য এলেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হবে, এরূপ শিক্ষা আমরা আমাদের গুরুদেবের নিকট পাই নাই। চিকিৎসা দুইপ্রকার—Symptomatic and Pathological—লাক্ষণিক ও নিদানভূত। লাক্ষণিক চিকিৎসায় ব্যাধির তাৎকালিক নিরাময় দেখা গেলেও তার পুনঃ প্রকাশের হেতু থেকে যায়, কতকগুলি উপসর্গের উপসম হ'লেও অন্য উপসর্গের উদ্ভব হয়। কিন্তু নিদানভূত চিকিৎসায় ব্যাধির কারণ নির্ণয় ক'রে উহা দূরীভূত করার ব্যবস্থা থাকায় ব্যাধির পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না, ইহাকেই সুচিকিৎসা বলে। তদ্রূপ বিশ্ব-সমস্যার মূল কারণ নির্ণয় ক'রে কারণকে অপসারিত করতে পারলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে। নতুবা কতকগুলি সমস্যার তাৎকালিক সমাধানের দ্বারা নূতন নূতন সমস্যার
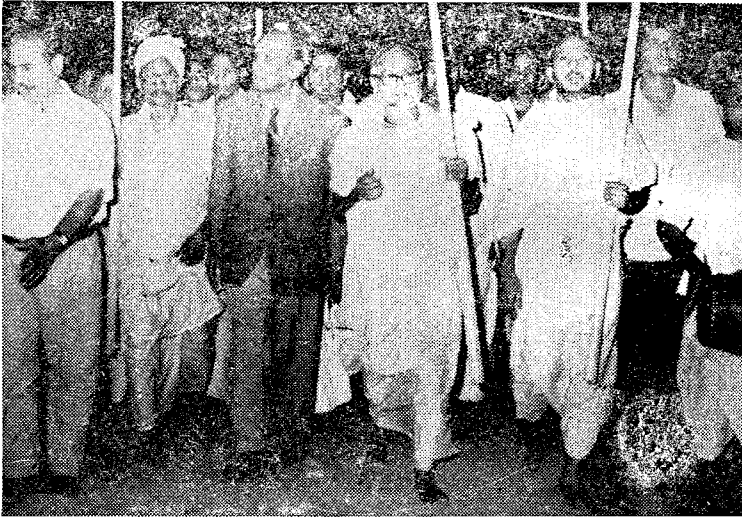
বামদিক হইতে—শ্রীতেজভান শর্ম্মা, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, গভর্ণর ডি-সি পাবাটে, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ

উদ্ভব হবে। বিশ্বসমস্যা বলতে বিশ্বের মৃত্তিকা, পর্ব্বত, সাগর, নদী, নালা ইত্যাদি জড় পদার্থের সমস্যা নয়। বিশ্বে যে সমস্ত চেতন প্রাণী আছে, তাদের সমস্যা। এমনকি বিশ্বসমস্যা বলতে আমরা বিশ্বের অন্য চেতনপ্রাণীর কথাও চিন্তা করি না, বিশ্বের মনুষ্যগণের সমস্যার কথাই মাত্র ভেবে থাকি। যদি বিশ্বসমস্যা বলতে বিশ্বের মনুষ্যগণের সমস্যাই বুঝে থাকি, তা' হ'লে মনুষ্যের স্বরূপ কি, কি তার প্রয়োজন, কি হ'লে তার প্রকৃত সুখ হবে, শান্তি হবে, অশান্তি দূর হবে—এসব বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার কি প্রয়োজন নয়? দুঃখের কারণ নির্ণয় না ক'রে বাহ্য প্রলেপ দেওয়ার মত কোনও তাৎকালিক ব্যবস্থার

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........
Vill..........
P. O..........
Dist..........
Pin..........

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ।।"

৩১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৯৮
১১ মাধব, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারী ১৯৯২ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭ ; ২৬শে অক্টোবর ১৯৩০

বিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

* * প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা-হরণজন্য দুঃখকারীর অনুতাপ যে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপরবশ হইয়া অপসারিত করিয়াছেন, সেই শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের আজ্ঞাক্রমেই বিদ্বেষিগণ তাণ্ডব-নৃত্যের আবাহন করিয়াছে। তাহাদের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা অচিরেই পুস্তিকাকারে ও বক্তৃতামুখে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইবে এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারের সর্ব্বোত্তম সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত কৃষ্ণভজনকারিগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিবে।

আপনি শ্রীরূপানুগগণের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল আত্মধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মার্টিনো, কেয়ার্ড, পার্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কুদার্শনিকের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনুগমনে আপনাকে লব্ধবল মনে করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পশু-পক্ষীর প্রেমকে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত প্রতিফলন বুঝিবার পরিবর্তে উহাই ছায়াশক্তিরচিত এই প্রপঞ্চে অন্বয়ভাবে আসিয়াছে,—এরূপ জ্ঞান করিবেন না। প্রাকৃত সহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম্ম নহে, উহা উচ্ছৃ্ঙ্খলতা-মাত্র—শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমা হইতে সুদূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, মায়াবাদ ও ভক্তিবিরুদ্ধ অন্যান্য বিচার-সমূহের সুদুর্ব্বলা যুক্তিরাশি যে "শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্" বাক্যোদ্দিষ্ট দলকে ভবজলধিতে ভাসাইয়া না রাখিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের জীবে দয়ার অন্যতম উদাহরণ।

আপনি একটুকু সময় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রস্তরফলক-লিখিত বিষয়রাশি ধীরভাবে পাঠ করিলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের

প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আপনার ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষজনিত গুরুবৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। তখনই শ্রীগৌড়ীয় মঠে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র বিন্দু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—"নদীয়া-প্রকাশ" পরে যোগ্যতর ও যোগ্যতম ব্যক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচারিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম হইতে লব্ধ অসীম অনুপম বলসম্পন্ন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের বজ্রসার লেখনীর মুখে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমতভ্রষ্ট পরিমলের দুর্ব্বল লেখক অপ্যয়দীক্ষিতের পণ্ডিতম্মন্যত্বরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত ও বিদীর্ণ হইবে। আমরা বল্লভ-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ-প্রমুখ বিদ্বদ্‌বর্গের সদ্‌বিচার আদর করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ক্ষীণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন, শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব-সহকারে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালীর অনুসরণ ও সেই হরিকীর্ত্তনকারিগণের শিবদ পাদুকা শিরে বহন করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী, নির্ব্বেদ জ্ঞানী প্রভৃতি নানাবিধ অবিবেচক-সম্প্রদায়ের প্রতারিত-নেত্রের দর্শন-সমূহের অকর্ম্মণ্যতা দূর ও অস্থায়ীভাবে অসামগ্রীর সংযোগে যে বৈরস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্যই সকলের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষুকগণ আপনার নিকট হইতে মাধুকরী সংগ্রহে বিমুখ নহেন, জানিবেন। আরও সপ্তদিবসকাল গৌড়ীয় মঠের শ্রৌত পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। উহাতে যোগদান করিলে আপনারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। * * এই সম্মিলনীতে যোগদান-পূর্ব্বক অবঞ্চিতচিত্তে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই শ্রৌত-পথানুসরণের অভিনব ফল আপনার তর্কনিষ্ঠ অনুতপ্ত-হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন "তৃণাদপি" শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। * * ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

একদা [১০।৯।৮] (চৌর্য্যং)

উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥২০॥

[১০।৯।১২, ১৫, ১৬, ১৮] উদূখলবন্ধনম্।

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥
তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

একদিন উদূখলে উঠিয়া শিকাস্থিত মাখন মর্কটগণকে যথেষ্ট খাওয়াইতেছিলেন। চৌর্য্যশঙ্কিতচক্ষুযুক্ত পুত্রকে দেখিয়া অল্পে অল্পে যশোদা আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ-বীর্য্যানভিজ্ঞ যশোদা তাঁহাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ভীত কৃষ্ণকে বাঁধিতে গিয়া রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইতে লাগিল। তখন জননীকে

যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে ।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্তবন্ধনম্ ॥
স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥২১॥

[১০।৯।২০]
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥২২

[১০।১০।২৬] যমলার্জ্জুনভঙ্গঃ ।
ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ ।
আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্যগ্ গতমুদূখলম্ ॥২৩॥

[১০।১০।২৭]
বালেন নিষ্কর্ষতান্বগুদূখলং তদ্-
দামোদরেণ তরসোৎকলিত্যাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥২৪॥

[১০।১০।২৮] নলকুবরমোচনম্ ।
তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিল লোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥২৫॥

[১০।১০।৩৮]
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥২৬॥

[১০।১০।৪২] কৃষ্ণঃ নলকুবরৌ
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্ ।
সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ ॥২৭

[১০।১১।২৭-২৮] বৃন্দাবনগমনম্ । নন্দঃ গোপান্
যাবদৌৎপাতিকোহরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোহন্যত্র সানুগাঃ ॥২৮॥
বনং বৃন্দাবনং নাম শশব্যং নবকাননম্ ।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥২৯

[১০।১১।৩৫-৩৬]
বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্ ।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥৩০॥

সিন্নগাত্র ও বিস্রস্তকবরী দেখিয়া তাঁহাকে শ্রান্ত জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন। ॥ ২১ ॥

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ যশোদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা শিব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীদেবীও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২২ ॥

দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ এমত সময় প্রবেশ করিলেন যে, উদূখলটী টেরচা হইলে তাহাতে আটকিয়া গেল ॥ ২৩ ॥

বালকরূপী কৃষ্ণ নিষ্কর্ষণ করিলে সেই উদূখলের বেগে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের অঙ্ঘ্রিবন্ধ শিথিল হইল এবং বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধপ্রবাল ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত পড়িয়া গেল ॥ ২৪ ॥

তখন সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় দুইটী সিদ্ধপুরুষ বাহির হইয়া বদ্ধাঞ্জলীপূর্ব্বক অখিললোকনাথ কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ মুক্তস্বরূপে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

হে নাথ ! তোমার গুণানুকথনে আমাদের বাণী নিযুক্ত হউক, তোমার কথাশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত হউক, তোমার দাস্যকর্ম্মে আমাদের মন নিযুক্ত হউক, জগৎনিবাসস্বরূপ তোমার বন্দনে মস্তক নিযুক্ত হউক, তোমার অর্চ্চা দর্শনে ও বৈষ্ণব-দর্শনে আমাদের দৃষ্টি ন্যস্ত হউক ॥ ২৬ ॥

হে নলকুবর ! তোমরা মৎপর হইয়া নিজগৃহে যাও। আমাতে তোমাদের ঈপ্সিতভাব উদয় হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ভববন্ধন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ॥২৭

অনন্তর নন্দ গোপদিগকে কহিলেন, হে গোপগণ! যে পর্য্যন্ত অরিষ্ট-উৎপাত এই ব্রজকে অভিনব না করে, তৎপূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ লইয়া অনুগগণের সহিত অন্যত্র গমন করিব ॥ ২৮ ॥

বৃন্দাবন নামক বন, পশুদিগের নির্ব্বাহোপযোগী স্থান, নূতন কানন এবং গো-গোপ-গোপীগণের সেবনীয় পুণ্যপর্ব্বত তৃণবীরুধযুক্ত ॥ ২৯ ॥

বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া শকটদ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার সর্ব্বকালসুখাবহ ব্রজাবাস স্থাপন করিলেন। হে নৃপ ! যমুনাপুলিনশোভিত গোবর্দ্ধন-সংযুক্ত বৃন্দাবন

[১০।১১।৩৭-৪০]
এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥
বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ॥৩১॥

[১০।১১।৪১-৪৪] বকাসুরবধঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ।
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ ॥
গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলতচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্গতজীবিতম্।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥৩২

[১০।১১।৪৭-৪৮] বকাসুরবধঃ
তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥
স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী ॥৩৩॥

[১০।১১।৫০-৫১]
তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবৎ
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৩৪ ॥
তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্ ॥ ৩৫ ॥

[১০।১২।১, ২, ৬, ৮, ১০, ১২]
ক্বচিদ্বনাশায় মনোদধদ্ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরি ॥৩৬॥ঃ
কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হি ॥৩৭॥
যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥৩৮

দর্শন করত রামকৃষ্ণের উত্তমা প্রীতির উদয় হইল। ॥ ৩০ ॥

কলচেষ্টিতত ও কলবাক্যদ্বারা ব্রজবাসীদিগের প্রীতি সংগ্রহ করতঃ উপযুক্তকালে রামকৃষ্ণ বৎসপাল হইয়া উঠিলেন। নানা-ক্রীড়া-পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া ব্রজভূমির অদূরে গোপবালকদিগের সহিত গোবৎস-চারণ করিতে লাগিলেন। কখন বংশী বাদ্য, কখন ক্ষেপণ দ্বারা দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কখন কিঙ্কিণীযুক্ত পদ-দ্বারা, কখন গোবৃষদ্বারা, কখন পরস্পর বৃষ হইয়া নাদ সহিত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ ও বলদেবকে বয়স্যগণের সহিত নাশ করিবার অভিপ্রায়ে একটী দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসযুথগত সেই বৎসরূপী অসুরকে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পাদদ্বয় লাঙ্গুলের সহিত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে গতজীবিত করিয়া কপিত্থবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। গোপবালকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

গোপবালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বজ্রভগ্ন-গিরিশৃঙ্গের ন্যায় একটী মহাসত্ত্বকে অবস্থিত দেখিলেন। সেই বকাসুর-নামা বকরূপী বলবান্ মহাসুর বেগের সহিত আসিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড হইয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল ॥ ৩৩ ॥

বকাসুর স্বীয় তালুমূল অগ্নির ন্যায় দগ্ধ হইতে বুঝিয়া জগদ্গুরুর পিতা গোপাত্মজ কৃষ্ণকে অতি ক্রোধে বমন করিয়া বাহির করিল এবং তুণ্ডদ্বারা পুনরায় আঘাত করিতে আসিল ॥ ৩৪ ॥

বক আসিয়া পড়িতে পড়িতে সাধুদিগের গতি কৃষ্ণ দুই হস্তে তাহার তুণ্ডদ্বয় নিগ্রহ করত সেই কংসসখ বককে গোপবালকদিগের দৃষ্টিপথে লীলা-পূর্ব্বক তৃণের ন্যায় বিদারিত করিলেন। তাহাতে দেবগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

কোন সময়ে প্রাতে বয়স্য বৎসপালদিগকে চারু শৃঙ্গরবদ্বারা প্রবোধিত করিয়া বৎসগণ সহকারে কৃষ্ণ বনভোজনে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য বৎস এবং গোপবালকদিগের পৃথক্ পৃথক্ অনেক বৎস। সেই সকল বৎসগণকে

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥৩৯॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥৪০॥

যূথে যূথে পৃথক্ লইয়া গোপবালকসকল বনে বিহার করেন ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ বনশোভা দেখিতে দূরগত হইলে আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব বলিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করতঃ গোপবালকগণ আনন্দ লাভ করেন ॥৩৮॥

কখন কখন তাঁহারা পক্ষীর ছায়ার সঙ্গে ধাবমান হন, কখন ধীরে ধীরে হংসগণের সহিত গমন করেন, কখন বকের সহিত উপবেশন করেন এবং কখন ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করেন ॥ ৩৯ ॥

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্য লভ্যঃ ।
স এব যদৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম ॥৪১॥

কখন কখন মণ্ডূকদিগের সহিত লম্ফ দেন, স্রোতে ভাসমান হন, প্রতিচ্ছায়াকে পরিহাস করেন এবং শাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রতিবিম্বের সহিত বিবাদ করেন ॥ ৪০ ॥

বহুজন্মের তপাদির ক্লেশদ্বারা ধৃতাত্মা যোগিগণ যাঁহার পাদরেণু প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ং যাঁহাদের দৃগ্বিষয় হইয়া অবস্থিত, সেই ব্রজবাসীদিগের সৌভাগ্য কি আর বর্ণন করিব ॥৪১॥

(ক্রমশঃ)
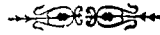
বর্ষশেষে

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর অপারকরুণায় আমাদের শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিরাজ পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব দেবগোস্বামিমহারাজের প্রতিষ্ঠিত মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক পত্রিকার অখণ্ড সংকীর্ত্তনযজ্ঞের অধুনা ৩১শ বর্ষ পূর্ণ হইলেন। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে এই নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞের প্রথম শুভারম্ভ করেন। তদবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রী-স্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধ ভাগবত-গুরুপারম্পর্য্যক্রমে এই সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞাগ্নি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র অখণ্ডভাবে প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছেন। এই যজ্ঞাগ্নির বৈশিষ্ট্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সেই শিক্ষার অনুসরণ-প্রয়াসী হইয়া আমাদের অনলসন্তপ্ত জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। পরমদয়াল মহা-প্রভু আমাদিগের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারনিমিত্ত আমাদিগকে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শিক্ষাষ্টক ও শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় দিয়া গিয়াছেন। নানাদুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত আমাদিপের উহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ও তদনুগ তন্নিজজনগণ আমাদিগকে যে শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, কলিহত —কলিপ্রপীড়িত জীব আমাদের সেই সুপথ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বাগ্রে অনুসরণীয়। নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানই জীবমাত্রেরই নিঃসংশয়িতভাবে নিঃশ্রেয়স বলিয়া বিচার্য্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমহাভূতান্তর্গত অগ্নি যেরূপ জীবের শরীরকে শুষ্কতৃণকাষ্ঠাদির ন্যায় নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এই যজ্ঞাগ্নি তাদৃশ পীড়াপ্রদ নহে, পরন্তু অগ্নির সপ্তশিখার ন্যায় এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নি জীবের সপ্ত-শ্রেয়ঃ বা সপ্ত মঙ্গলপ্রদ। শ্রীনাম সর্ব্বমহাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাকে অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীনামযজ্ঞাগ্নি জীবের শুদ্ধ স্বরূপবৃত্তি ভক্তির বিঘ্ন-স্বরূপ যাবতীয় অনর্থরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত করিয়া দিয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। জীবের চিত্তদর্পণে কর্ম্মিগণপ্রাপ্য ঐহিক (জাগতিক) ও পারত্রিক (স্বর্গাদি লোকের) স্থূল সুখভোগাকাঙ্ক্ষা,

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণপ্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্যাদি সূক্ষ্মভোগাকাঙ্ক্ষা এবং অষ্টাঙ্গযোগিগণপ্রাপ্য অষ্টাদশ বা অষ্ট সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অশেষবিধ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ আবর্জ্জনারাশি বিদ্যমান থাকায় জীব তাঁহার কৃষ্ণনিত্যদাস্যরূপ শুদ্ধস্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নি জীবের চিত্তদর্পণের যাবতীয় মালিন্য অপসারিত করিয়া তাঁহার সেই শুদ্ধ কৃষ্ণদাস্যস্বরূপ দর্শনের যোগ্যতা প্রদান করেন অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ নামসংকীর্ত্তনের আভাসমাত্রেই জীব তাঁহার চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাসুদেবকৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন। প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতিসম্বন্ধযুক্ত চিত্তই জীবের বন্ধন ও পুরুষোত্তমকৃষ্ণানুরক্ত—কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত চিত্তই জীবের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি অর্থাৎ স্মৃতিই জীবের যাবতীয় অভদ্র বা অমঙ্গলরাশিকে দূর করিয়া নিত্যমঙ্গল বিস্তার করেন, সত্ত্ব বা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়া দেন—জীব বিশুদ্ধসত্ত্ব হন, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বেই জীবের শুদ্ধস্বরূপগত পরমাত্মভক্তি প্রস্ফুটিত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বের নামই বসুদেব, সেই বসুদেবেই বাসুদেবকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করেন। তখন জীব তাঁহার শুদ্ধস্বরূপে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণে অনুরাগময়ী সেবানন্দ লাভ করতঃ ধন্য-ধন্যাতিধন্য হন।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে ভক্তরাজ প্রহলাদোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদনাত্মক নবধা ভক্ত্যঙ্গ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমদানে মহাশক্তিসম্পন্ন হইলেও কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে এই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামপ্রভু অচিরেই তদাশ্রিত ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার যাবতীয় অপরাধ রূপ অনর্থ দূর করতঃ তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইবার মহাসৌভাগ্য প্রদান করেন।

সঙ্কীর্ত্তনপিতা সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ সদ্গুরুপাদাশ্রিত অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধাপ্রিয়তম—শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তের নিরপরাধে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাশূন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলক কীর্ত্তনই সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন, এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত অপরাধশূন্য শুদ্ধভক্তিমূলক কীর্ত্তনই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমফলপ্রদ হইয়া থাকেন। সদ্গুরুচরণাশ্রিত সাধকভক্ত নিরুৎসাহ না হইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীনামপ্রভুর চরণে নিষ্কপটে সকাতরে ক্রন্দন করিতে করিতে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামপ্রভু অবশ্যই তাঁহাকে কৃপা করিবেন, "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজবাঞ্ছিতপূরণ॥"—এই মহাজনবাক্য সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নামকীর্ত্তনে সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধিলাভের কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই সেই সপ্তসিদ্ধির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জনের কথা বলিয়াছেন। [আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তৎসম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়াছি।] চিত্তকেই জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস্যস্বরূপ অবলোকন করিবার দর্পণস্বরূপ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ অর্থাৎ কৃষ্ণভজন-সম্পাদনবিরোধি-যোষিৎসঙ্গাদিরূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানমূলক জ্ঞান (ভজনীয় তত্ত্ব-অনুসন্ধানমূলক জ্ঞান অবশ্য-অপেক্ষণীয় বলিয়া তাহাকে আবরণ বলা হয় নাই), কর্ম্মজড় স্মৃত্যাদি উক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম (অবশ্য ভজনীয় বস্তু পরিচর্য্যাদিমূলক কর্ম্মকে আবরণ বলা হয় নাই, পরন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন-স্বরূপ বলিয়াই জ্ঞাতব্য), 'আদি' শব্দদ্বারা (ফল্গু) বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদি চিত্তদর্পণের আবরণস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। এই সকলের দ্বারা অনাবৃত—অব্যবহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই উত্তমা ভক্তি, এই উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি হইতেই শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথম সিদ্ধি এই চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জন। (চৈঃ চঃ ম ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

নামসংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় সিদ্ধি—ভবমহাদাবাগ্নি-

নির্ব্বাপণ। এই সংসারটিকে মহাদাবাগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে 'আধ্যাত্মিক' (শরীর ও মনঃসম্বন্ধি তাপ), 'আধিদৈবিক' (দৈবজাত—ঝড়, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি জনিত দুঃখ) ও 'আধিভৌতিক' (ভূতজাত—দংশ অর্থাৎ বনমক্ষিকা, ডাঁশ, মশক, ব্যাঘ্র-সর্পাদি জাত দুঃখ)—এই ত্রিতাপজ্বালায় ত' অহর্নিশই সন্তপ্ত হইতে হয়; পরন্ত পরস্পরে মত-বৈষম্যবশতঃ সংঘর্ষজনিত অশান্তির অনল জ্বালা তাঁহার নিকট অতীব দুঃসহ কষ্টপ্রদ। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি যাবতীয় ভক্তি-বিঘ্নোৎপাদক চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-দ্বারা নামাভাসমাত্রেই কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-ক্রমেই জীব এই মহাদাবজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি মূল বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপে কল্যাণগুণ-সমুদ্র গুরুরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা-শক্তি গুরুরূপ ধারণ পূর্ব্বক অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের দুর্দ্দশা দর্শনে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। করুণার সমুদ্রস্বরূপ তাঁহা হইতে করুণাবাষ্প উত্থিত হইয়া ঘনাঘন বর্ষণোন্মুখ মেঘরূপে তিনি জীবশিরে করুণাবারিবর্ষণ-দ্বারা তাহার সংসারদাবানল-জ্বালা জুড়াইয়া দেন। অর্থাৎ গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণকথা—কৃষ্ণ-নামরূপগুণলীলাকথা শুনাইয়া তাহার কৃষ্ণসেবোন্মুখতা বিধানপূর্ব্বক তাহাকে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন-সেবা প্রদান করেন। তখন শ্রীগুরুকৃপালব্ধ জীব নাম-প্রভুর কৃপায় নানাভাসমাত্রেই সংসারদাবানল-জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ করতঃ শুদ্ধ নামরসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

এবৎসর ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে জ্যোতির্ব্বিদ্-গণের বিচারানুসারে, নানাপ্রকার দৈবদুর্ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া মানবসমাজ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত নামসংকীর্ত্তনই (নামা-ভাসমাত্রই) যে ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপক, ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিব। শ্রীনামের সাক্ষাৎফল প্রেমলাভ, নামসূর্য্যের আভাসমাত্রেই সংসাররূপ মহাদাবজ্বালা নিবৃত্ত হইবে—"যায় সকল বিপদ্ ভক্তিবিনোদ, বলেন যখন ওনাম গাই"। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজন মহাজন-বাক্য শিরে ধারণ করিয়া নামাশ্রয় গ্রহণই বিদুষাং পরামর্শঃ। "জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার, নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিতেছেন—"প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" (চৈঃ ভাঃ)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৮

অর্থাৎ "কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ংকৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই।"

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য—'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়', ইহাতে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস-রূপ শ্রদ্ধা-সহকারে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নাম-প্রভু আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া শীঘ্র শীঘ্র অভীষ্ট-প্রদ হইবেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়সখা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।১৯

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্যে প্রজ্বালিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"তস্যাজিতেন্দ্রিয়তাজন্যপাপস্য ভক্তিরেব বিনাশিকাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তো যথাগ্নিরিতি।"

অর্থাৎ জীবের অজিতেন্দ্রিয়তা-জন্য পাপের ভক্তিই বিনাশিকা হন, ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে 'যথাগ্নিঃ' এই শ্লোকটি কথিত হইয়াছে।

উর্জ্জিতা বা প্রবলা ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তির যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বোত্তম, শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি আহিত করিয়াছেন, এজন্য এই সর্ব্বশক্তিমান্ নামের আশ্রয় নিষ্কপটে গ্রহণ করিতে পারিলে নামপ্রভু তাঁহার কৃপাভাসেই আশ্রিতের সকল অনর্থ দূর করিয়া দিয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ করিবেন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন নাম—শরণাগত-বৎসল।

বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সার—চরম মীমাংসাগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভাগবতগ্রন্থরত্নকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের শ্রীগৌরানুগ বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী গুরুবর্গ এই 'সর্ব্ববেদান্তসার' শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণকেই সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, ঐ কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় এবং ঐ কৃষ্ণপ্রেমকেই প্রয়োজন-তত্ত্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।২০

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, মদীয়া সাধনাত্মিকা উর্জ্জিতা (প্রবলা বা কেবলা) ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য (জ্ঞান), ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দানক্রিয়াদি আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। [চঃ টীঃ "ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি, উর্জ্জিতা জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রা ইত্যর্থঃ"—অর্থাৎ যোগাদি আমার প্রাপ্তিসাধক নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভক্তির আবরণ-স্বরূপ, তদ্দ্বারা অনাবৃতত্ব-হেতু উর্জ্জিতা প্রবলা বা তীব্রা শুদ্ধভক্তিই শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে লাভ করাইতে সমর্থ।]

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"
—ঐ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ "শ্রদ্ধা-জনিত অনন্যাভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে।"

[চঃ টীঃ—"সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ তেন প্রারব্ধপাপনাশকতা ভক্তের্বুধ্যতে।" অর্থাৎ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সম্ভবাৎ' শব্দের 'জাতিদোষ হইতেও' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ স্পষ্টীকৃত হয় যে, ভক্তির প্রারব্ধপাপনাশকত্ব আছে।]

এইরূপ শুদ্ধাভক্তিই অভিধেয়তত্ত্ব এবং ইহা হইতেই প্রেমরূপ প্রয়োজনতত্ত্ব লাভ হয়। ভক্তির অনন্ত অঙ্গের মধ্যে বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥"
—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

বৈধীভক্তির ৬৪ অঙ্গমধ্যেও পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥
এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১২৪, ১২৫ ও ১২৯

উপরিউক্ত সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস বা ধামবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের প্রমাণ-শ্লোক আমরা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধার করিতেছি ঃ—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥"

অর্থাৎ "একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ

রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।"

"শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্‌ঘ্রিসেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥"

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নামসংকীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।"

"দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥"

অর্থাৎ "সহসা দুরূহ (দুঃসাধ্য, দুর্জ্ঞেয় বা দুস্তর্ক্য) ও অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন শেষোক্ত পাঁচটি অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২৬-১২৮ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরী ৪০, ৪১ ও ৮৭ শ্লোক

সুতরাং সকল সাধনশ্রেষ্ঠ দুরূহ অদ্ভুতবীর্য্যসম্পন্ন ন্যমসংকীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত মহিমা বর্ণনাতীত।

চন্দ্রকে কুমুদিনীনায়ক এবং সূর্য্যকে পদ্মিনী-নায়ক বলা হয়। চন্দ্রোদয়ে কুমুদ ও সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তন-চন্দ্রের উদয়ে শ্রেয়ঃ রূপ কুমুদ বিকসিত হইয়া তাহার শুভ্রত্ব বা জ্যোৎস্না বিস্তার করে। অর্থাৎ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নিখিলকল্যাণ সমুদিত হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রকৃত কল্যাণের আবরণ-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সকল বাস্তব মঙ্গলনিলয়।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য

অর্থাৎ "এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিল শ্রুতি-লতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম এক-বারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

শাস্ত্রের এইসকল বাক্যে অবিশ্বাস করিতে নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥"

বেদের অর্থ পূরণ করেন বলিয়া পুরাণ নাম, অপৌরুষেয় বেদবাক্য আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য, এজন্য পুরাণকর্ত্তা বেদব্যাস কৃপাপূর্ব্বক বেদের নিগূঢ় অর্থ পুরাণে প্রকাশ করিয়াছেন, পুরাণ বেদার্থবোধক বলিয়া পুরাণার্থকে বেদার্থ হইতেও অধিক বলা হইয়াছে, সমগ্র বেদার্থ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সমগ্র পুরাণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরাণ। পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই পরবিদ্যারূপা বধূর জীবন-স্বরূপ। আমরা মুণ্ডক শ্রুতিতে পরা ও অপরা—এই দুই বিদ্যার কথা জানিতে পাই। যদ্দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ পরং ব্রহ্ম ভগবজ্‌জ্ঞান লভ্য হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। শিক্ষাষ্টকের বিবৃতিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরাবিদ্যা ও অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃতবিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ২৪৪ শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে, কৃষ্ণভক্তিবিদ্যাই সর্ব্বোত্তম। জড়ভোগজননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-বিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা। (ভাঃ ৪।২৯।৪৯) —'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' [অর্থাৎ 'যাহা দ্বারা হরিতোষণ হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য (কর্ম্ম) এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয় 'তাহাই বিদ্যা'।]; (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগ-বত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" [অর্থাৎ "শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা শ্রবণ, তাঁহার তত্তৎ কীর্ত্তন, তাঁহার তত্তৎ স্মরণ, তাঁহার

পাদপদ্মসেবন, ষোড়শোপচারদ্বারা তাঁহার পূজন, তাঁহার দাস্য, তৎসহ সখ্যভাব স্থাপন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ কায়-মনোবাক্য সমর্পণ—এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ; যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্ব্বেই সমর্পণপূর্ব্বক পরে এই নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন।" এইরূপে আদৌ সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কৃতা নববিধা ভক্তিকেই তাঁহার অধীত বিদ্যার সার বলিয়া জানাইলেন।]; (ভাঃ ১১।১৯। ৪০)—'বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধঃ' [অর্থাৎ 'আত্মপ্রতীত ভেদনিরাসই বিদ্যা'। ইহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'আত্মনি জীবাত্মনি অবিদ্যাকৃতা ভিদা অনাত্মত্বং তস্যা বাধ এব বিদ্যা'—অর্থাৎ জীবাত্মাতে অবিদ্যা-কৃতা যে অনাত্মত্ব বুদ্ধি, ইহার নিরসনই 'বিদ্যা'। জড়দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি বা আত্মাতে জড়দেহমনবুদ্ধি, ইহা অবোধকৃতা। ইহারই নাম দেহাত্ম-বোধ, ইহাই মায়াকৃত মোহ-স্বরূপ। আত্মা স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত বস্তু, গুণময়ী মায়াকৃত মোহবশতঃ ঐ আত্মাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভ্রান্তি হয় এবং মায়াকৃত অনর্থসমূহদ্বারা জীব অভিভূত হইয়া পড়ে। অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অবলম্বন ব্যতীত যে ঐ মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই, এ সম্বন্ধে জীব অজ্ঞ বলিয়াই জীবকে ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে, ইহা দেখিয়াই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। সাধুগুরুমুখে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াই জীব পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি লাভ করেন। সেই ভক্তির আনুষঙ্গিকফলে তাঁহার শোকমোহ, ভয়াদি অনর্থ দূর হইয়া যায়।"]

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার'—এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরামানন্দ-মুখে জানাইতেছেন—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জীবের অখণ্ড অপ্রাকৃত আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধনকারী। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনোত্থ আনন্দকে অগাধ—অতল-স্পর্শ—অনন্ত সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 'রসো বৈ সঃ'—আনন্দময় ভগবদ্দত্ত আনন্দ লাভ করিয়াই জীব প্রকৃত 'আনন্দী' হইতে পারেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহ যেমন সমুদ্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি অন্য শুভক্রিয়াজনিত আনন্দের সহিত নামানন্দকে তুলনা করিতে গেলে নামপ্রভুর চরণে মহাপরাধরূপ প্রমাদ হইয়া পড়িবে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন তাঁহার প্রতিপদেই তদাশ্রিত নিরপরাধ ভক্তকে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান। তদ্দত্ত অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে কোন অভাব বা অপূর্ণতা নাই। শ্রীকৃষ্ণের অপরাধশূন্য সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন হইতেই ভক্ত সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ, নিত্য রসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন—স্বাদু স্বাদু পদে পদে। বুভুক্ষা মুমুক্ষা সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষাদি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপরায়ণ নিষ্কপট শরণাগত শুদ্ধভক্তই নামপ্রভুর নিষ্কপট কৃপালাভে সমর্থ হইয়া ঐরূপ অপ্রাকৃতরসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

বাচ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমকরুণাময় বাচকস্বরূপ নামাশ্রিত ভক্তের দেহ, মন ও আত্মা—সর্ব্বস্বরূপের সম্পূর্ণ স্নিগ্ধতা বা শীতলতা সম্পাদনকারী। নামপ্রভু তদাশ্রিতভক্তের নামাভাসমাত্রেই—দেহাদির নির্ম্মলতা—কৃষ্ণসেবোন্মুখতা—সেবাপরতা সম্পাদন করিয়া দিয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপের স্নিগ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার ভক্তকে কৃতকৃতার্থ করেন—প্রেমানন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করতঃ নিত্য নবনবায়মান্ রসমাধুর্য্য আস্বাদন করান। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"(নামকৃপাভাসে) জড়ের অভিনিবেশ কমিয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন।" শুদ্ধ কৃষ্ণসেবানন্দামৃত-আস্বাদনসৌভাগ্য লাভ হইলে জীব তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের—সর্ব্বস্বরূপের অক্ষুব্ধতা, অচাঞ্চল্য বা স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবানন্দে তন্ময় হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের চরম পরম শ্রেয়ঃসার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তৎপ্রিয়তম রায়রামানন্দমুখমাধ্যমে স্বয়ং তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন—'কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর', বস্তুতঃ শুদ্ধ নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তসঙ্গেই জীব তাঁহার সর্ব্বসাধ্যসার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমরসসার আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য

হন। তাঁহার চিত্তের সকল মালিন্য দূরীভূত হইয়া যায়—শোকমোহভয়াদি মায়াকৃত মোহ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীনামপ্রভুর নিষ্কপট কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তই আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল!' এই হৃৎকর্ণরসায়ন মহাজনগীতি শুনাইয়া কৃষ্ণনামাশ্রয়ের জন্য প্রাণ মন ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল!
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয়ে সুধা অনুপম ॥

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গেস্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর ॥

করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' ব্যাকুল কৈল,
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে ॥
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণবিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণনামচিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥"

শ্রীশ্রীরূপানুগবর মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের এই গীতামৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেই আমরা অপ্রাকৃত রাগপথের পথিক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরমকরুণাময় মহাপ্রভুর কৃপাবদান ব্রজপ্রেমলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব।

আমাদের সাধকজীবনে গুরুপাদাশ্রয়, সাধন-ভজন—সকলই সার্থক হইবে। এই গীতির মর্ম্মাস্বাদনের আভাসমাত্রেই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণীর গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা সকলকেই আমাদের আর্ত্তহৃদয়ের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি—আসুন! আমরা সকলেই সাধু-গুরুচরণাশ্রয়ে সমবেত কণ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনের ব্রত ধারণ করি। ইহা ব্যতীত এই মহাভয়ঙ্কর সংসারানলজ্বালা নিবারণের—দিব্যগতি লাভের—ব্রজপ্রেমসম্পদে সম্পত্তিশালী—প্রেমধনে ধনী হইয়া পরস্পরে দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্যশূন্য হৃদয়ে আলিঙ্গন করতঃ ব্রজের পথে অগ্রসর হইয়া ব্রজধামে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম শীতল চরণকল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় লাভ করতঃ কল্পবৃক্ষের সুপক্ব প্রেমফল-লাভের আর দ্বিতীয় কোন উপায় দেখি না। মহাপ্রভুবাক্যও এই—"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার ॥" নিজে প্রেমফল আস্বাদন করতঃ নিজজীবন সার্থক কর, অন্যকেও সেই প্রেমফল বিতরণ করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষানুসরণ ব্যতীত জগন্মঙ্গলবিধানের আর অন্য কোন উপায়ান্তর নাই। সকল নীতিকেই এই নীতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেই জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ।

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠে শ্রীদামোদর-ব্রত-পালন ও শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেব শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাবতিথিপূজা অনুষ্ঠান

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১ কার্ত্তিক (১৩৯৮), ১৯ অক্টোবর (১৯৯১) শনিবার শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীদামোদর-ব্রত, শ্রীউর্জ্জব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উদ্‌যাপন এবং তৎপরেও ৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর শ্রীরাসপূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হই-য়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ উত্তর ভারতে প্রচারান্তে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দ্রাবাদ), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, জলন্ধরের শ্রীরাজা-রামজী, ভাটিণ্ডার শ্রীওম্ প্রকাশ লুম্বা (শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী) ও শ্রীদামোদর দাস এবং কলিকাতার গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভবাসে ৩১ আশ্বিন ১৮ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীবিজয়াদশমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় কলিকাতা মঠ হইতে যাত্রা-করতঃ শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে শুভ পদার্পণ করেন। ক্রমশঃ, বিশে-ষতঃ ১২ নভেম্বরের পরে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। জম্মু, পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের ভক্তগণের মুখ্যভাবে আনুকূল্যে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের সাধুনিবাস-ব্লকের পূর্ব্বাংশ সুন্দররূপে নির্ম্মিত হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বাস-স্থান তথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ স্থানীয় মূলমঠের পূজ্য-পাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় ব্যতীত চণ্ডীগড় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, আগরতলা মঠের শ্রীননীগোপাল বনচারী, নিউদিল্লী হইতে শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী, সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী পর পর ক্রমশঃ শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীদামোদর-ব্রতে আসিয়া যোগদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের মূল প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীপ্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত জৈব-ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন—"পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তমা। শ্রীগৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল উৎকৃষ্ট।" অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোল-দ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ —এই নয়টী দ্বীপ লইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম। বর্ত্তমানে দ্বীপগুলি নয়টী খণ্ডাকারে বিরাজিত। নয়টী দ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। পদ্মসদৃশ নবদ্বীপধামের কর্ণিকার স্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবি-র্ভাবস্থলী। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শতশ্লোকে নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীমায়া-পুর ধামের উল্লেখ করিয়াছেন—

'নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর নামে গ্রাম।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥'

উক্ত শ্রীমায়াপুর-ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থলী শ্রীঈশোদ্যান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশোদ্যানে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা ভজনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গগ্রন্থে বিষয়টী উল্লিখিত হইয়াছে—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন ॥
বন শোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ ও নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ পরম পবিত্রভূমি শ্রীধামমায়াপুরস্থ ঈশোদ্যানে মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করতঃ তথায় ভজনাদর্শ প্রদর্শন এবং তাঁহার অনুগত জনগণকে ভজনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৪ ফাল্গুন (১৩৮৫) শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-বাসরে কলিকাতা মঠে পূর্ব্বাহ্নে তিনি অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে তাঁহার সতীর্থ ও অনুগত শিষ্যগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে আনিয়া সমাধি কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ভারতব্যাপী তদাশ্রিত বিরহ-সন্তপ্ত ভক্তগণের আনুকূল্যে উক্ত সমাধিপীঠে অতীব রমণীয় সমাধি-মন্দির সংকীর্ত্তনভবনসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুরধামে ঈশোদ্যানে অবস্থান-সৌভাগ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং তাঁহার অনেক সতীর্থগণ জীবনে এই প্রথম উক্ত পবিত্রভূমিতে শ্রীকার্ত্তিকব্রত-পালনের, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-অন্নকূট-উৎসব এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা অনুষ্ঠানের বিশেষ ও বিপুল আয়োজন করেন। মঠের সেবাকার্য্য ব্যপদেশে বিভিন্নস্থানে থাকিতে হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে পরম রমণীয় ভজনানুকূলে পবিত্রভূমি শ্রীমায়াপুরে অবস্থানের অবকাশ পান নাই। কার্ত্তিকব্রত উপলক্ষে এই বৎসর শ্রীমায়াপুরে এবং শ্রীমায়াপুরে ঈশোদ্যানে শ্রীল গুরুদেবের সমাধি-মন্দির সন্নিধানে দীর্ঘদিন থাকিয়া নিয়মিতভাবে নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ পালনের এবং শ্রীল গুরুদেবের সমাধি-মন্দিরে ও ভজন কুটীরে প্রত্যহ প্রণতি জ্ঞাপনের সুযোগ হয় শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মঠের অনেক ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের।

প্রত্যহ যথারীতি শিক্ষাষ্টকের শ্লোক পাঠ ও গীতি কীর্ত্তন, অষ্টকালীয় লীলাসমূহ স্মরণ এবং প্রাতে 'শ্রীভজনরহস্য', অপরাহ্নে 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' ও রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। প্রত্যহ প্রাতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে সমাধি মন্দির হইতে নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে মূল মন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপনান্তর বাহির হইলে ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী ও বনচারী সাধুগণ ও তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ ভক্তগণ পরম উৎসাহের সহিত উদ্দণ্ড নৃত্যসহযোগে অনুগমন করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিন পূর্ব্বাহ্নকালীয় পাঠকীর্ত্তন শ্রীমায়াপুরঘাটস্থিত শ্রীক্ষেত্রপাল শিবালয় মন্দিরে, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, শ্রীচৈতন্য মঠে, ও স্বরূপগঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীরে সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণকে ক্ষেত্রপাল শিবালয় মন্দিরে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, শ্রীচৈতন্যমঠে পূর্ব্বাহ্নে মিষ্ট প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভক্ত-

বৃন্দসহ কৃষ্ণনগর হইতে ৯ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর রবিবার মোটরযানযোগে শ্রীচৈতন্য মঠাদি দর্শনান্তর-শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে মধ্যাহ্নে সংকীর্ত্তনসহ আসিয়া শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাধি-মন্দির ও মূল-মন্দির দর্শন ও পরিক্রমণান্তে মঠে মহাপ্রসাদ সেবা করেন এবং নিয়মসেবা-ব্রতের অপরাহ্ণকালীন পাঠ-কীর্ত্তনেও যোগ দেন। শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ কিছু সময়ের জন্য হরিকথা পরি-বেশন-দ্বারা সাধন-ভজন বিষয়ে ভক্তগণকে প্রোৎসা-হিত করেন।

২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও তৎপরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তবৃন্দসহ দুইটী রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীচৈতন্য মঠ, চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ, কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফুলিয়াস্থিত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটীর, শান্তিপুরস্থ (বাব্‌লা) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমন্দির; কালনায় শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে গৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ-দ্বয়, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ-লীলাস্থলী, ১০৮ শিবমন্দির, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন প্রদর্শনী, শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও শ্রীভগবান দাস বাবাজীর শ্রীপাট এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলাস্থলী কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গপাড়াস্থিত মহাপ্রভুর মন্দির দর্শন করেন। প্রথমদিন প্রাতঃ ৭টায় রওনা হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয়দিন প্রাতঃ ৭-৩০ টায় রওনা হইয়া একটি বাস রাত্রি ১১ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয় বাস রাত্রি ২ টায় মঠে ফিরিয়া আসে। সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে দর্শন করা হয়। প্রথমদিন কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীমঠে পূর্ব্বাহ্ণকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন নিয়মসেবাকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা ভক্তগণকে মধ্যাহ্নে পরিতৃপ্ত করেন। কালনায় শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দিরে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ তৃপ্তির সহিত প্রসাদ সেবা করেন।

ফুলিয়ায় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট এখনও অতীব মনোরম ভজনানুকূল নির্জ্জন স্থানরূপে প্রকাশিত আছেন। ভক্তগণ বাস হইতে নামিয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রামের মধ্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে পৌঁছিলেন। শ্রীপাট দর্শনে সকলের ভাবের উদয় হইল। ভক্তগণ মৃত্তি-কায় বসিয়া বৈষ্ণবমহিমাত্মক কীর্ত্তনমুখে হরিদাস ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। স্থানের মহিমা শ্রীল আচার্য্যদেব বুঝাইয়া দিলেন। যে গুহায় মহানাগ অবস্থিত ছিল, তাহা এখনও সংরক্ষিত আছে। ভক্তগণ কেহ কেহ যাইয়া দর্শন করিলেন এবং তাহাতে প্রণামী দিলেন। হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাটের পার্শ্বে বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার শ্রীপাটের স্মৃতিচিহ্নও সংরক্ষিত আছে।

শান্তিপুরে (বাব্‌লায়) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের স্থানে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈত মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাসপূর্ণিমার পূর্ব্বে রিজার্ভবাসে দর্শনকালে পথে বহুস্থানে জোর করিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য অল্পবয়সের যুবকগণ বাস থামাইয়া উপদ্রব করায় নির্দ্দিষ্ট দর্শনীয় স্থানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। যাঁহারা ভারতের বহু দূরবর্ত্তীস্থান হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তৎপার্ষদ-গণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইহাতে শ্রদ্ধার হানি হইবে সন্দেহ কি? বহিরাগত দর্শনার্থিগণের প্রতি অবাঞ্ছিত অত্যাচার বন্ধ করা বঙ্গবাসীর জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। সরকার পক্ষের এই বিষয়ে উদাসীন থাকা সমীচীন নহে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ নভেম্বর শনিবার প্রাতে স্থানীয় ইস্কন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের আহ্বানে সাধু ও ভক্তবৃন্দসহ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত প্রতি-ষ্ঠানের আচার্য্য শ্রীমদ্ জয়পতাকা মহারাজ এবং অন্যান্য সাধু ভক্তগণও ভাববিহ্বল হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে এক অনির্বচনীয় আনন্দের প্রাকট্য হয়। ইস্কন-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শ্রীজয়পতাকা

মহারাজ কিছুদিন সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব প্রকট ছিলেন এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য মঠের সেক্রেটারীরূপে সেবা করিতেন। শ্রীজয় পতাকা মহারাজ শ্রীমঠের আচার্য্যের সুপরিচিত। শ্রীজয়-পতাকা মহারাজের ইচ্ছাক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তনযোগে ইস্কন-প্রতিষ্ঠানের শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী এবং সমস্ত মন্দির দর্শ-নান্তে ইংরাজী ভাষায় অল্প সময়ের জন্য হরিকথা বলেন।

৩০ কার্ত্তিক, ১৭ নভেম্বর রবিবার শ্রীল আচার্য্য-দেব ভক্তগণসহ প্রাতে শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করতঃ ভট্ভটিতে নদী পার হইয়া গঙ্গার অপর পারে নবদ্বীপ সহরে (কোলদ্বীপে) পেঁীছিয়া নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে দর্শন করেন—শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহা-রাজের শ্রীপাট, শ্রীগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীমন্দির, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাট ও সমাধি স্থান এবং পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়ামায়া)। শ্রীগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দিরে নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্য-সমূহ সম্পন্ন হইয়াছিল। গঙ্গার তট-বর্ত্তী বৃক্ষতলে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থানের পরিবেশ অতীব মনোরম। নবদ্বীপ শহরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুসুম যতি মহারাজ পার্টির সহিত যোগ দিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২০ কার্ত্তিক ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে গোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে গোবর্দ্ধনতত্ত্ব ও গোবর্দ্ধনপূজা-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্নে বহু উপচারে গিরিরাজ গোব-র্দ্ধনের ভোগ হয়। মধ্যাহ্নে আরতির পর ভক্তগণ গিরিরাজের জয়গান-মুখে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীধাম মায়াপুর এবং নিকট-বর্ত্তী অঞ্চলের নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় মহোৎ-সবানুষ্ঠানে যোগদান করতঃ মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া-ছিলেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শিষ্যবর্গসহ অনুষ্ঠানে যোগ দেও-য়ায় বৈষ্ণবগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকা-দশী তিথিতে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৮৭তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিতে তদীয় শ্রীসমাধি-মন্দিরে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসমাধি মন্দিরে শ্রীমঠের আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীল গুরুদেবের পূজা বিধানের পর ক্রমানুযায়ী ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর বস্ত্রার্পণের দ্বারা পূজিত হন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহা-রাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, নবদ্বীপ সহরের শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-যতি প্রভৃতি এবং বিভিন্ন মঠের ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও প্রাচীন বৈষ্ণবগণ। বস্ত্র-সেবার আনুকূল্য করেন জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত এবং কলিকাতার মহিলা ভক্ত শ্রীমতী কমলা ঘোষ। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ মধ্যাহ্নে বিশেষ সভায় শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজা-মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ-মুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত মহদনু-ষ্ঠানে শ্রীমায়াপুর অঞ্চলের, নবদ্বীপ সহরের, স্বরূপ-গঞ্জের, রুদ্রদ্বীপের—শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিভিন্ন শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণ এবং শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, বল্লালদীঘি প্রভৃতি বহু স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়া-ছিলেন। মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা অভ্যা-গত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। সমাধি মন্দিরে অনুষ্ঠিত রাত্রির সভায় পরম পূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণের পর শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইস্কনের আচার্য্য শ্রীমদ্ জয়পতাকা মহারাজ উক্ত শুভানুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় গুরুদেবের মহিমা সুন্দরভাবে বলেন। তাঁহার ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হয়।

নিম্নলিখিত মহিলা ও পুরুষ ভক্তগণ বিভিন্ন-দিনে বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন—

	উৎসবদাতা
(১) ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর শ্রীবহুলাষ্টমী, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের তিরোভাব তিথি।	শ্রীমতী করুণা বোস ও শ্রীমতী অরুণা কর
(২) ১৪ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর	শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, কলিকাতা
(৩) ১৬ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর	শ্রীঅলোক সরকার, কালীনারায়ণপুর
(৪) ১৮ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর	শ্রীমতী উষারাণী পাল, কলিকাতা
(৫) ২০ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট	শ্রীমতী কমলা দত্ত, কলিকাতা
(৬) ২১ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর	শ্রীমতী হেনা দে, চাকদহ
(৭) ১ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী, শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা	জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত ও জম্মুর ভক্তগণের পক্ষে শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা
(৮) ২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব	জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত
(৯) ৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর শ্রীরাস-পূর্ণিমা	শিলচরের শ্রীসুরেন্দ্র বসাক ও অন্যান্য ভক্তগণ

উৎসবশেষে ২০ নভেম্বর তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর হইতে বিমানযোগে কলিকাতা হইয়া শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে আসিয়া পৌঁছেন। আগরতলার ডাঃ ঊষারঞ্জন গাঙ্গুলী মহোদয় এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী (ডাঃ শ্রীকালিপদ দেবনাথ) সাধারণ রোগিগণ ব্যতীত সাধু ও অতিথিগণের চিকিৎসার জন্য যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার-বাজার-রন্ধন-সেবার মুখ্য দায়িত্বে থাকিয়া ভক্তগণের দুইবেলা প্রসাদ সেবন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীভাগবতপ্রপন্ন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী গৃহাদি নির্ম্মাণ, সাধুনিবাস ও নাট্যমন্দিরের মেরামত-সংস্কার এবং সাধুনিবাস, অতিথিভবন, সমাধি-মন্দির ও সিংহদ্বারের চূনকাম ও রং-করণ প্রভৃতি মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত ছিলেন। কার্ত্তিক ব্রতকালীন বিভিন্ন সময়ের কীর্ত্তন-সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী) ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মৃদঙ্গবাদন সেবায় ছিলেন মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, আনন্দপুরের শ্রীবিশ্বনাথ দাস এবং মঠের ব্রহ্মচারিগণ। শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী ও শ্রীগিরিধারী দাস মূল মন্দিরের শ্রীবিগ্রহার্চ্চনে, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (হায়দরাবাদ) শ্রীল গুরুদেবের সমাধিমন্দিরের পূজায়, শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ এবং আসামের গোলাঘাটের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী মঠের বিবিধ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বৃদ্ধ অসুস্থ শ্রীসুবলসখা প্রভুর সর্ব্বপ্রকার সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়া শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীসুবলসখা বনচারী প্রভু স্বধাম প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ তাঁহার শেষ কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন। ২২ নভেম্বর পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি-শুভবাসরে বহু ব্যক্তি শ্রীল আচার্যদেবের নিকট হরিনাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ড-

সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহা-বীর মহারাজ নাম প্রাপ্ত হন।

কার্ত্তিকব্রতে যোগদানকারী অধিকাংশ ভক্ত শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উৎসবের পর নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করেন।

৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর শনিবার শ্রীল আচার্য্য-দেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ রিজার্ভ বাসে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠ হইতে রওনা হইয়া পথে পানিহাটীতে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রদত্ত চিড়া-দধি-মহোৎসব-স্থান এবং শ্রীরাঘবভবন দর্শনান্তে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পানিহাটিতে গঙ্গার তটবর্ত্তী চিড়া-দধি-মহোৎসবের স্মৃতি-সংরক্ষণ স্থানটী অতীব মনোরম। শ্রীরাঘবভবনে মৃত্তিকার দ্বারা তৈরী শ্রীরাঘবের ঝালির বিচিত্র প্রদর্শনী বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক দর্শনীয়।
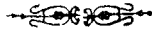
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পরিক্রমার অধিবাস-দিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
৩০।১।১৯৯২

শ্রীগোকুল-মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-মুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমানাচার্য্যের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় পূর্ব্বের ন্যায় এ বৎসরও বিগত ১১ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৩০ নভেম্বর মহোৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের সংকীর্তন-ভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। তৃতীয় দিবসের পূর্ব্বাহ্ন কালীন অধিবেশনে পৌরো-হিত্য করিয়াছিলেন মথুরার জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীলোকমণি শর্ম্মা। উক্তদিবস স্থানীয় মঠের পাণ্ডা শ্রীবাবুলাল পাটোয়ারীজী বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। তৃতীয় দিবসের দ্বিপ্রহরের ধর্ম্মসভায় স্থানীয় রমণরেতি আশ্রমের সাধুগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোকুলানন্দ, শ্রীনন্দ মহারাজ, শ্রীযশোদা দেবী ও শ্রীকৃষ্ণবলরামের ভোগরাগান্তে সহস্র সহস্র ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ এবং নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়—শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী (গৌহাটী), শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌর-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবনরামদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল দাস বনচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ২৬ নভেম্বর যাত্রা করতঃ ২৭ নভেম্বর নিউ-দিল্লী ষ্টেশনে দ্বিপ্রহরে পৌঁছিয়া উক্ত দিবসই পুনঃ নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে বোম্বে-জনতা এক্সপ্রেস ট্রেন-যোগে সন্ধ্যার সময় মথুরা জংশন ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহা-রাজ, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারিসহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তি প্রেমিক সাধু মহারাজের ব্যব-স্থায় শ্রীল আচার্যদেব সদলবলে দুইটী মারুতি মটর-কারযোগে রাত্রিতে গোকুল মহাবনস্থ মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া উক্ত দিবস বৃন্দাবন মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি পরদিবস ভক্তগণসহ গোকুল মহাবন মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন।

১২ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীমঠের আচার্য্য ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ পূর্ব্বাহ্নে নগরসংকীর্ত্তনসহযোগে বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডঘাট, পূতনা-খাল, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থান, শ্রীনন্দভবন, শ্রীযোগমায়া মন্দির, শ্রীরমণরেতি আশ্রম, শ্রীদ্বারকা-নাথ মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ২৯ নভেম্বর কিছু সময়ের জন্য গোকুল মহাবন মঠে আসিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিত গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণা-ময় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস বনচারী, ভাণ্ডারী শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ বনচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নৌঝিলের শ্রীসজ্জনলালজীর পুত্র শ্রীভগবান দাসজী ১ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারপার্টীসহ

ভাটিণ্ডা যাইতে প্রাতের বোম্বে-জনতা গাড়ী ধরিবার জন্য গোকুল মহাবন হইতে মথুরা জংশন ষ্টেশনে আনিতে গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান দাসের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার মথুরা-সহরস্থ বাসভবনে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তন ও হরিকথার পর সাধুগণ তথায় প্রাতঃকালীন জলখাবার প্রসাদ সেবা করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরমেশ চন্দ সুদ, চণ্ডীগড় ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহরিনামাশ্রিত কৃপাসিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য চণ্ডীগড় (২৯-বি) নিবাসী শ্রীরমেশ চন্দ সুদ বিগত ১০ আষাঢ় (১৩৯৮), ২৫ জুন (১৯৯১) মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে শুক্লা চতুর্দ্দশী-তিথিবাসরে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক ইং ১৯৭১ সালে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবকালে শ্রীহরিনামাশ্রিত হইয়া বিবিধভাবে চণ্ডীগড় মঠের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মঠের বিবিধ অনুষ্ঠানে সক্রীয়ভাবে যোগ দিতেন এবং নিয়মিতভাবে মঠে আসিয়া হরিকথা শুনিতেন। এইজন্য তিনি শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের এবং মঠের অন্যান্য সাধুগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ও প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক স্বধাম প্রাপ্তিতে সকলেই মর্ম্মাহত ও বিরহ-সন্তপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীরমেশ চন্দ সুদ

শ্রীশ্যামলকুমার আচার্য্য, তেজপুর (আসাম) ঃ— নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিসিক্ত শুদ্ধভক্তিসদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব তেজপুর মঠের অন্যতম মুখ্য সাহায্যকারী স্বধামগত ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্যের (স্বধামগত শ্রীসুব্রত দাসাধিকারীর) একমাত্র পুত্র শ্রীশ্যামলকুমার আচার্য্য মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে গত ৮ অগ্রহায়ণ (১৩৯৮), ২৫ নভেম্বর (১৯৯১) সোমবার আসামে গৌহাটীতে কৃষ্ণাচতুর্থী-তিথিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্ত্রী, একটী পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার জননীদেবী শ্রীগীতা আচার্য্য পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা নিষ্ঠাবতী বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণা আদর্শ বৈষ্ণবী। শ্রীশ্যামলকুমার আচার্য্য পিতামাতার আদর্শ অনুসরণ করতঃ বার বৎসর বয়সে শ্রীহরিনামাশ্রিত ও মন্ত্র-দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষা

নাম শ্রীশ্যামসুন্দর দাস। তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ মে বৃহস্পতিবার বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বধামপ্রাপ্তির পর গৃহের পরিচালনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে দায়িত্বশীল পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সংসার-পরিচালন-ভার বিধবা জননীকেই বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীশ্যামল আচার্য্য এবং তাঁহার গৃহের সকলেই তেজপুর মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ সাহায্য করিয়া থাকেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্য ও তাঁহার গৃহের সকলের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল ছিলেন। শ্রীসুনীল আচার্য্যের সম্বন্ধে শ্রীশ্যামল তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের এবং সমস্ত সাধুগণের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অল্প বয়সে স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্টীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ৪ চৈত্র (১৩৯৮), ১৮ মার্চ্চ (১৯৯২) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ সালের বার্ষিক আয় ব্যায়ের হিসাব যাহা হিসাব পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
৩০ জানুয়ারী, ১৯৯২

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ

[১৩৯৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৮ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৫

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

একত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনাবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..
Vill..
P. O..
Dist......................... Pin..............

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬